বিধবা-বিবাহাদির

মিমাংসা।

হিন্দু-সংকল্পমালা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা—
শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড

১৩৪৯

ইং করা — মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, (কাগজের দোকান)
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা। বরাহনগর, "হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা"
শ্রীযুগলকিশোর দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।" শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিতেছেন, যে দেবী সর্ব্বজীবের মধ্যে মাতৃমূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়াই জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লালন পালন এবং সংরক্ষণ করিয়া থাকেন, এস্থলে পুরুষ উপলক্ষমাত্র এই মাতৃতত্ত্ব বহু পূর্ব্বকালে ঋষিগণ, বিশেষ বুঝিয়াছিলেন, নারীজাতির মাতৃত্বের উন্নতিতেই জগতের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন হয় ইহা তাঁহারা জানিতেন এজন্য মানব সমাজে নারীজাতির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কিরূপভাবে লালন পালন সংরক্ষণ ও শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা পবিত্রতা বজায় রাখিতে হয় কিরূপে তাঁহাদিগকে সতী পতিব্রতা করিতে হয় এবং শেষ ফল পবিত্র গাঢ় প্রেম উৎপাদন ও উৎকৃষ্টতম সুসন্তান লাভ ঘটে, এই সকল কথা শাস্ত্রমুখে ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, সেই সকল কথা এবং বিদেশী পণ্ডিতদিগের সানুকূল কথা যুক্তি ও বিচার সহ বিস্তৃতরূপে এই পুস্তকে আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া দেখাইতেছি যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে যাঁহারা বিকৃতবুদ্ধি হইয়া শিক্ষা ও স্বাধীনতার নামে মাতৃত্বের ধ্বংস সাধন করিয়া পিশাচীত্বে পরিণত করিতে চাহিতেছেন অর্থাৎ এই মাতৃজাতিকে ব্যভিচারের পথে [illegible]লিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহারা কতই ভুল করিতেছেন। চুক্তির বিবাহের আইন পাশ করিতে গিয়া রাজার কাছে প্রকারান্তরে প্রার্থনাই করা হইতেছে যে, হে ভারত সম্রাট! আমাদের চিরন্তন অচ্ছেদ্য দাম্পত্যবন্ধনটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া পশুধর্ম্মে পর্য্যবসান করিয়া দেও; কিম্বা আমাদের (দাম্পত্যের)

মৌরসী স্বত্ব ধ্বংস করিয়া ঠিকা স্বত্বের ব্যবস্থা করিয়া দেও; অথবা জগতের মধ্যে ঘোর পরাধীন ও সুদরিদ্র আমাদিগের স্ত্রীর নিকটেও যেন একটু স্বাধীনতা না থাকে এবং একমুষ্টি পবিত্র অন্নের জন্য যেন দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হয়। বিকৃত বুদ্ধি না হইলে এরূপ প্রার্থনা কে করিয়া থাকে। ভারতের সভ্য হিন্দু মুসলমান পণ্ডিতগণ এবং অসভ্য বন্য জাতিরাও এপর্য্যন্ত নারী-জাতির যে সকল আচরণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে বিকৃত বুদ্ধি হইয়া সেই সকল আচরণ দেখিয়া যাঁহারা শ্লাঘাবোধ করেন ও যাঁহারা এখন ভীতি বিহ্বল ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেনএবং মধ্যে মধ্যে বিভৎস ব্যাপার দেখিয়া শিহরিয়া উঠি-তেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক বহু সংশয়নাশক হইবে। এতদিনে বুঝিয়া এখন এই উৎকট স্ত্রীস্বাধীনতার যুগেও পাশ্চাত্য পুরুষসিংহ হিটলার ও মসীও প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নারীজাতির মর্য্যাদা ও মাতৃত্ব রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা দেখিয়াও আমাদের কেন চৈতন্য হইতেছেনা, ইহা বিশেষ ভাবনার কথা নহে কি? এই সকল আলোচনাই এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে. আদ্যোপান্ত না পড়িয়া না বুঝিয়া কেহ কথা বলিবেন না, ইহাই অনুরোধ। অধিক বলা বাহুল্য "ফলেন পরিচীয়তে।"

অপর, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে অভিভূত হওয়ায় না জানিয়া না বুঝিয়া পূর্ব্বপুরুষ সেবিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধিপ্রমুখ সেই সকল রাজনৈতিকের গুরু মহাশয়েরা সবজান্তা হইয়া অভ্রান্ত ঋষি বাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া (মাথা নাই মাথা ব্যথার ন্যায়) সনাতনী বর্ণাশ্রমী দিগের নেতা সাজিয়া সমাজ সংস্কারের নামে বেপরোয়া হুকুম

জারি করিতেছেন। স্বরাজের নামে বলিয়া এত বাড়াবাড়ী সহ্য করাও সনাতনীদিগের পক্ষে অন্যায় বোধে জাতি ধর্ম্ম সদাচার বজায় রাখিয়া ও অহিংসায় যে স্বরাজ পাওয়া যায় এবং ইহাই যে প্রকৃত স্ববাজ ও সমাজসংস্কার, দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া সেই সকল বিষয় আলোচনার জন্য এই 'উত্থানের পথ" পুস্তক লেখা হইল। পল্লী বা বাটী পরিষ্কার বা সংস্কার করিতে হইলে যেমন মল মূত্র স্থান নালা বা ড্রেণ গুলির সর্ব্বাগ্রে পরিষ্কার প্রয়োজন সেই প্রকার আমরাও হিন্দুর জন্মগত উন্নতিতেই প্রকৃত উন্নতি বুঝিয়া (কিছু অশ্লীল হইলেও) সুসন্তান লাভোপায় প্রভৃতি প্রবন্ধ বিস্তারিত লিখিলাম। আমাদের বিশ্বাস যদি মূলে স্পাং না থাকে তবে অস্ত্রে কেবল শান বা ঘর্ষণ দিয়া কোন কার্য্য হয়না অর্থাৎ যে ছেলের স্বভাবিক মেধা বুদ্ধি নাই তাহাকে সাতটা মাষ্টারে কি করিবে সুতরাং জন্মগত উন্নতির পথ দেখানই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভেড়া না জন্মিয়া মানুষের মত মানুষ বা দেবভাবাপন্ন মানুষ জন্মিলেই প্রকৃতপক্ষে দেশের উন্নতি হইবে, ইহাই "উত্থানের পথ" ইহাই আমরা দেখাইব।

অপর ভারতের জাতীয় উন্নতির জন্য এখন অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা ও অনেক কথা বলিতেছেন, সুতরাং সনাতনীর পক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাদেরও নির্ব্বাক থাকা উচিৎ নহে, বলা বাহুল্য বিদেশী শিক্ষা সংস্রব না ঘটায় আমরাই নিভাজ স্বদেশী সুতরাং আমাদের কথাই এখন সর্ব্বাগ্রে শুনিতে হয়।

অর্থলিপ্সু, পণ্ডিতেরা এখন কেবল দলাদলি বাধাইয়া ওকালতি করিতেছেন, কেহই মিমাংসার পথ দেখাইতেছেন না সেজন্য

আমরা গোড়ামী ছাড়িয়া ঋষি পদাশ্রয়ে থাকিয়া যুক্তি সংগত আলোচনা দ্বারা মিমাংসার পথই দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি; নারী ঘটিত ব্যাপারে এই পুস্তক দ্বারা মানবসমাজ অনেক নূতন জিনিষ পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা এই পুস্তকের প্রথমে পতন উত্থানের দুইটী পথ দেখাইয়া হিন্দুর পতনোত্থান নাম দিয়াছিলাম পরে কেবল "উত্থানের পথ" দেখাইয়াছি। ইহার দ্বিতীয় ভাগে, জাতিতত্ত্ব, স্পর্শদোষ (ছুংমার্গ) তত্ত্ব, খাদ্যবিচার, ঐতিহাসিকতত্ত্ব, আশ্রমতত্ত্ব প্রভৃতি ছাপা হইতেছে।

আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তক পাঠে একাধারে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, কাব্য, নীতি, ধর্ম্ম, সদাচার ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মৌলিক ও সূক্ষ্ম বিষয় অবগত হওয়া যাইবে।

প্রথম খণ্ডটি সুশিক্ষিত বিজ্ঞদিগের জন্য ১।৹ দেড় টাকা। দ্বিতীয় খণ্ডটি নব যুবক যুবতীর অবশ্য পাঠ্য ১৲ এক টাকা। তৃতীয় খণ্ডটি অবিবাহিত তরুণ তরুণীদিগের জন্য ।৵৹ ছয় আনা।

কোন আশ্রম বা স্কুল কলেজে উপহারাদি দিবার জন্য এই পুস্তকের যে কোন খণ্ড একদা অধিক লইলে আমরা রীতিমত কমিসন দিয়া থাকি।

শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন।
বরাহনগর।

পরমেশ্বরের ইচ্ছায় **হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা** প্রথম ভাগ ক্রমশঃ ত্রয়োবিংশতিবার মুদ্রিত হইল। মূল্য প্রতিখণ্ড ।০ চারি আনা। ব্রতমালা তিন খণ্ড, সহিত প্রায় দুই সহস্র পৃষ্ঠায় লিখিত দ্বাদশ খণ্ড ২৸০। ডাঃ মাঃ ॥৶০ মোট ৩।৶০।

পঞ্চদশ সংস্করণ দ্বিতীয় ভাগে,—সানুবাদ স্তবসমূহ, শতনাম, দীপান্বিতা, সানুবাদ শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, রামনবমী ও স্বস্ত্যয়নাদি।

১৪শ সং তৃতীয়ভাগে,—পরলোক ও শ্রাদ্ধতত্ত্ব, টীকা, ব্যবস্থা ও মন্ত্রানুবাদ সহ পার্ব্বণ, গয়াশ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক ও একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধাদি।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ ৪র্থ ভাগে,—সানুবাদ মহিম্নস্তব, আদিত্য-হৃদয়, শনিস্তব রাহু ও শুক্রকবচ, গণেশস্তব, সপিণ্ডীকরণ, শ্রাদ্ধাধিকারি নির্ণয়, মুমূর্ষু কৃত্য, বৈতরণী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অশৌচের বিস্তৃত ব্যবস্থা, তিলকাঞ্চন এবং দশপিণ্ডাদি লেখা আছে।

দ্বাদশ সংস্করণ পঞ্চমভাগে,—শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক বিবাহলক্ষণ, ব্যবস্থা ও মন্ত্রানুবাদসহ সাম ও যজুর্ব্বেদীয় সম্প্রদানবিধি, স্ত্রীগমন, দ্রব্যশুদ্ধি, রাস, দোল, একাদশী, দান ও ভাগ্যলাভোপায়াদি।

একাদশ সংস্করণ (ষষ্ঠভাগ হইতে পুঁথির আকার) ষষ্ঠভাগে,—গোহত্যাদি ঐহিক এবং জন্মান্তরীণ প্রায় যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত, গো সেবা নানা ব্যবস্থা ও ফর্দ্দাদি সহ কালীপূজাদি।

দশম সংস্করণ সপ্তমভাগে,— সব্যবস্থা পুরশ্চরণ, মালাশোধন, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক পূজা ও ব্যবস্থাদি সহ বিস্তারিত বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজাদি, হিংসা ও মাংসভোজনাদি বিচার আছে।

দশম সংস্করণ অষ্টমভাগে,—নানাকার্য্যের ফর্দ্দাদি এবং গুণবিষ্ণু টীকাসহ সাধারণ কুশণ্ডিকা ও বিবাহ হোমাদি।

দশম সংস্করণ নবমভাগে,—ব্যবস্থা ও গুণবিষ্ণু টীকাসহ গর্ভাধানাদি সমস্ত সংস্কার, গৃহপ্রবেশ, বিদ্যারম্ভ, বটুক-ভৈরব, দরাপথাঁ কৃত গঙ্গাস্তব, নবগ্রহ গায়িত্রী ও রামকবঁচাদি।

নবম সংস্করণ দশমভাগে বা হিন্দুব্রতমালা প্রথমভাগে,—ব্রতপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রত পূজাপ্রয়োগ ও অনুবাদাদি সহ ব্রতকথা। ঐ (৯ম সং) দ্বিতীয়ভাগে,—বাস্তুযাগ, পুষ্করিণী, মঠ ও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাদি এবং সংক্রান্তিব্রতাদি আছে। ঐ ব্রতমালা (অষ্টম সংস্করণ) ৩য় ভাগে,—সটীক সব্যবস্থা, বৃষোৎসর্গ, চন্দনধেনু, দেবপ্রতিষ্ঠা, শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ প্রকরণ এবং মন্ত্রবিচার সহ দীক্ষাপদ্ধতি ও বুধাষ্টমী ব্রতাদি আছে।

বিরাটপর্ব্ব (সপ্তম সং) অর্জ্জুনমিশ্র কৃত টীকাদি ও দ্বিপাঠাদি সহ বিশুদ্ধরূপে তুলট পুঁথির আকারে মুদ্রিত ॥√৹ দশ আনা।

সত্যনারায়ণ ব্রত। সব্যবস্থা বিস্তৃত পূজাপদ্ধতি, রেবাখণ্ডীয় মূল কথা, ঐ নিজকৃত পদ্যানুবাদ, রামেশ্বরী ও শঙ্করাচার্য্যের কথা, এবং শুভচনী কথা।৹ চারি আনা।

বৃহৎ হিন্দু-নিত্যকর্ম্ম। (৫ম সং) স্ত্রীলোক ও শূদ্রদিগের জন্যই পৃথকভাবে লিখিত বহুতত্ত্ব ব্যাখ্যাদি সহ ॥৹ আট আনা।

সানুবাদ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (৪র্থ সং) মূল্য ॥৹ আট আনা। বিশেষ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং দেবীসূক্ত ও অর্গলা-কীলকাদির বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং তত্ত্ব ব্যাখ্যাদি সহিত।

প্রাপ্তিস্থান,—বরাহনগর, গ্রন্থকারের নিকট এবং মহেশ লাইব্রেরীতে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীলের কাগজের দোকান ১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড।

ব্রহ্মচর্য্যে বিভিন্ন জাতির মতামত।

আমার জনৈক পণ্ডিত বন্ধু যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিখ্যাত মনীষীদিগের নিম্নলিখিত মতামত সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই পুস্তকের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

(a) "It is now generally held that the testes secrete substances which pass into the circulation and are of immense importance to the development of the organism"—Dr. Havelock Ellis, Psychology of sex Vol. V pp 110-11.

(b) "There is not enough power to allow of bodily development and great reproductive use at the same time. All through life the vigour and power of the male are maintained by the presence of the fertilising fluid. It is the greatest dynamic force of male life. It is capable conversion into other channels"—Margaret W. Morley, *Love and Life* p. 184.

(c) "I was astonished to find in course of my special study of cases, some of the finest specimens of manhood live a practically or completely continent life"—W. J. Robinson M. D., Ph. G (America) Editor of Medical Critic and Guide, Oct. 1926.

(d) অধুনা অনেক ডাক্তার ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী কিন্তু তাঁহারা কত দূর ভ্রান্ত তাহা নিম্নলিখিত উক্তিতে বুঝা যাইবে যথা :—

"We are told that sex-repression is bad and parents and teachers are urged to teach children not to repress. Nothing could be more vicious or

absurd than this doctrine. Actual repression is the only salvation if civilisation is to continue and the ability to repress successfully is the greatest asset a human individual can have. The adolescent boy and girl need to have their attention drawn away from the surging desire of sex and turned into other directions. And it is just those features of the movies and other details of modern life which interfere with the repressions which are most deplorable"—Knight Dunlap in "Critic and Guide" (America) Nov. 1926.

২। প্রেমের (বা কামের) উত্তেজনায় (বা ওজধাতুর বৃদ্ধিতে) মানুষের সকলবৃত্তিই সাময়িক উৎকর্ষলাভ করে। ইহার ফলে কাব্য অলঙ্কার ও কলা শিল্পের অভ্যুদয় সাধিত হয়। এইরূপ দৃষ্টান্তে জগৎ ভরপুর। জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মাণ কবি গ্যাটে ৭২ বৎসর বয়সে এক ২৯ বৎসরের যুবতীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েন এবং সেই উত্তেজনা বশে Faust কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এইরূপ যে হয়, তাহার বচন প্রমাণ আছে যথা :—

(a) Under the influence of intense desire, the intellect sometimes rises to a degree of vigour of which none would believe it capable. Desire, love or fear render the most obtuse understanding lucid. —Schopenhauer.

(b) Love should be regarded as the most precious and holy thing in life. It is undoubtedly the chief inspiration of humanity, all our highest

activities are associated with it—W. M. Gallichan, *A text-book of sex-education* P. 74.

৩। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে ইহা বিস্মরণ হয় যে দেহ সংযোগেই প্রেমের মধুরতা এবং সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ লোপ পায়। আধুনিকেরা এই আসল কথাটা দেখিতে চাহেন না বলিয়াই যত গোলোযোগ বাধে। অর্থাৎ প্রেম মনোমধ্যেই বিকশিত হইয়া জগৎকে টলাইবার মত সৃষ্টি করিতেও সক্ষম—কিন্তু কামের কার্য্য আরম্ভ হইলেই প্রেম শুকাইয়া যায়। যৌনসম্ভোগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কতকগুলি জীবের মৃত্যুর কারণও ঘটে। মানুষের মধ্যেও ইহা ক্রমে কোপ, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণা প্রভৃতি আনিয়া থাকে, যথা:—

a) "The act once accomplished there is separation and oblivion. More than this, in some cases, there is not even indifference but hostility, the males of the queen-bee are put to death as useless and it is well known that the mate of the female spider (known in America as the Black Widow) very often runs the risk of being devoured—M. Ribot, *Psychology of the Durations*, P. 253.

(b) The precocity and frequency of sexual pleasures deprives man of one of the most powerful factors of his civil character—the feeling of the conquest of the heart of woman, with the full development and perfection of his physical and moral qualities, a feeling which serves to enkindle youth and forms the most powerful spring to guide

man on the road of work and duty—Dr. A. Matro, *La Puberta* P. 300.

(c) In man love after the act subsides completely, leaving him cool, indifferent, shocked at times, disturbed, alarmed or disgusted.—William Mc Dougale; *Character and conduct of Life*, P. 277.

(d) Love is the only thing no normal man wants from a woman. He wants her consent and loyalty to his love or passion, but her own love-passion terrifies and drives him away. Something in the deepest recesses of man's being still remembers shuddering by the embrace of the female spider [which devours the male just after the act]—Marian Cox, the dry rot of society (*Critic and Guide*, Aug. 1919.)

৪। পাশ্চাত্য দেশেও ব্রহ্মচর্য্য অনুশীলনের ফলে অনেক ব্যক্তি প্রতিভা সম্পন্ন হইয়া জগৎময় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যথা :—

(ক) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কর্ত্তা Sir Isaac Newton তাঁহার পিতামাতা উভয়ের দুই বৎসর ব্যাপী সংযমের ফলে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন (Cesare Lombroso, *Men of Genius* p. 150).

(খ) নিউটন ভিন্ন আরও অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি জীবনে দার পরিগ্রহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন যথা :— Kant (দার্শনিক), Pitt, Fox (বাগ্মী ও রাজনীতিবিশারদ).

Beethoven (সঙ্গীতাচার্য্য), Galiles, Descartes (বৈজ্ঞানিক) Locke, Spinoza (দার্শনিক) Leonardo La Vinci (চিত্র শিল্পি) Copernicus (বৈজ্ঞানিক), Handel, Mendelssohn (সঙ্গীতাচার্য্য) Schopenhauer, Voltaire (দার্শনিক) Flaubert (সাহিত্যিক) Cavour, Mazzini (দেশপ্রেমিক) Pope (কবি) Adam Smith (অর্থ নৈতিক) Goldsmith(কবি) Macaulay (ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক) Herbert Spenser (দার্শনিক) ইত্যাদি। ইহাঁরা সকলেই কামভাবের প্রভাবকে প্রেমের উচ্চ পরিণতি দান করিয়া (Sublimation) জগৎকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা করা কঠিন।

৫। নর নারীর মনের মধ্যে যে প্রেম জাগ্রত হয় ইহা অতীন্দ্রিয় অপার্থিব মানুষ স্বুধু ভ্রমবশেই অথবা শিক্ষার অভাবেই প্রেমকে কামে পরিণত করিয়া সর্ব্বোচ্চগামী বৃত্তিকে দাহে পরিণত করে, "হাত্‌ক লছমী চরণ পর ডারসি" করিয়া সকল সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হয়। ফলকথা অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল ভক্ষণ করে। প্রেম যে অপার্থিব বস্তু তাহা পাশ্চাত্যগণ অনেকে জানিতেন। তরুণ তরুণীর প্রেমাকর্ষণ বিষয়ে মহামতি Carpentier যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রত্যেক যুবক যুবতী এমন কি প্রত্যেক নর নারীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনিই বলিয়াছেন, যেমন গো ছাগাদি জন্তুগণ সুগন্ধি গোলাপের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য না বুঝিয়া বিনা আয়াসে তাহা খাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হয় তদ্রূপ অধিকাংশ মানুষই প্রেমের স্নিগ্ধতা মাধুর্য্য কেবল নষ্ট করিবার জন্যই কামের মধ্যে তাহা উপভোগ করে। ইহার ফলে স্বুধু মনোকষ্ট, শারীরিক রোগ, অবসাদ ও ঘৃণাই লাভ হয়। তাঁহার

কথিত তরুণ তরুণীর প্রেম বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল। ইহার ভাব ভাষা অতুলনীয় (গ্রন্থকারের "প্রেমতত্ত্ব" মূল পুস্তকে দেখ)।

"The youth sees the girl it may be a chance face, a chance outline, amid the most banal surroundings. But it gives the cue. There is a memory, a confused reminiscence. The mortal figure without penetrates the immortal figure within, and there rises into consciousness—a shinning form, glorious, not belonging to this world, but vibrating with the age-long life of humanity and the memory of a thousand lose-dreams. The waking of this vision intoxicates the man, it grows and burns within him ; a goddess (it may be Venus herself) stands in the sacred place of his temple—a sense of awe-struck splendour fills him and the world is changed....He sees something which in a sense is more real than the figures in the streets, for he sees some thing that has lived and moved hundreds of years in the heart of the race [this is heredity and instinct] ; something which has been one of the great formative influences of his own life....He comes into touch with a very real Presence or Power...and feels the larger life within himself. For it is evident that the mortal woman who excites his vision *has* some closest relation to it. For she has within her, just as much as the man has, deep subconscious Powers working ; and the Ideal which has dawned so strangely on the man

is closely related to that which has been working most powerfully in the heredity of the woman, and which has contributed to mould her form and outline. No wonder then that her form should remind him of it. The more than mortal in him beholds the more than mortal in her and the gods descend to meet"—Edward carpenter, *the art of Creation*, pp. 137, 186.

ইহাই প্রেমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। "আনন্দমঠে" মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শে দুইটী চরিত্র গঠন করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন :—"আবার আসিবে কি মা? জীবানন্দের মত পুত্র শান্তির মত কন্যা কি আবার গর্ভে ধরিবে?" কেন সংসারে এত বিরোধ, কেন এত অশান্তি কেন পিতাপুত্র, স্বামী স্ত্রী. ভাই বোন সংসার ছারে খার দিতেছে বুঝিবে কি?

৬। কি প্রকারে সাধারণ প্রণয় (প্রেম ও প্রণয় এক নহে) জন্ম লাভ করে তাহার বিষয় অদ্বিতীয় যৌনতত্ত্ববিদ্ Dr. Havelock Ellisএর মত এই :—

Love springs up as a response to a number of stimuli to tumescence, the object that most adequately arouses tumescence being that which evokes love; the question of aesthetic beauty, although it develops on this basis, is not itself fundamental, and need not even be consciously present at all. When we look at these phenomena in their broadest biological aspects, love is to a limited extent a response to beauty; to a great extent beauty is simply a name for the complexus

stimuli which most adequately arouses love....When a man or a woman experiences sexual love for one particular person from among the multitude by which he or she is surrounded, this is due to the influence of a group of stimuli coming through the channels of one or more of these senses (Touch, smell, hearing and vision). The stimuli which influence tumescence and thus direct sexual choice come chiefly—indeed exclusively through the senses of Touch, smell, hearing and vision *(Psychology of Sex IV* pp. 1-2). Touch is the alpha and omega of affection (Bain, *Emotion and will*) ইহাতেই বুঝা যায়, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়রোধ আবশ্যক কেন। ইহাতেই বুঝা যায় "অবাধ মেলা মেশা" করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়। ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে স্পর্শাত্মক ব্যবহার মেয়ে ছেলেদের মধ্যে কত মারাত্মক।

৭। জগতে শুধু বিদ্যুৎই আছে। আমরা বিদ্যুতের সমষ্টি মাত্র (গ্রন্থকারের উপাসনার আবশ্যকতা প্রবন্ধে দেখ)। যথা—

(a) We and everything else in the universe are made of Electricity, which is Energy—A. G. Whyte, *Our world and us.* P. 67.

(b) All matter both living and dead is Electricity. B. Hollander M. D., *Old age deferred* P. 38.

৮। মাতৃত্বের অবনতি হইতে জাতির অবনতি ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ যে জাতি ইচ্ছা করিয়া সন্তানের জন্মরোধ করিবে, মাতা সন্তানবতী হইয়াও সন্তান পালন করিবে না, শুধু

স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া অথবা যে জাতির নারীগণ বিলাস পরায়ণ ব্যভিচার দুষ্ট হইবে সে জাতির অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। ইতিহাসে প্রাচীন রোম ও মিশর প্রভৃতির মধ্যে এইরূপ ব্যভিচার ঘটিয়াছিল এবং তাহারই জন্য রোম, মিশরের ধ্বংশের অন্যতম কারণ নারীর মধ্যে ব্যভিচার দোষ বলিয়াই উক্ত হয়। এই ভাব আমাদের মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। এখন চক্ষু বুঝিয়া থাকা বিপদ জনক দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থকারের লিখিত "জন্মনিরোধ" ও স্ত্রীস্বাধীনতা, মূল পুস্তকের এই প্রবন্ধ দুইটি এস্থলে দ্রষ্টব্য।

Since woman is the racial reservoir and the agency of evolution, hereditary decline of individuals as well as nations must have its source in the decline of mother-power. History confirms this view. It shows the progress and waxing supremacy of these powers to have been concurrent with the rising levels of woman's character and virtue, with high estimation of woman's function of Motherhood and of the Home. While neglect of the Home, contempt for or evasion of the duties of motherhood immorality and general license among their women characterised their downfall. A comparison with modern tendencies strikes one at once. In the decline of Rome, the Roman woman went to two extremes—a tendency that shows increasingly among our own modern womanhood. Woman's bent for novelty and strong sensation degenerated under the license granted

her in ancient Rome into the orgies of the Bacchanalia, they not only attended gladiatorial fights but actually had mimic combats. Seneca records that women were known by the number of their husbands, woman's higher attributes ceased to evolve, they cultivated masculine proclivities. they dominated the *nern* in whom visility had declined. This led the race to its doom. Dr. Arabella Kenealy M. D. (America) *feminism and Sex Instruction.)*

(b) The Bishop of London recently wrote to the Press under the caption "New Morality" as follows : we must not forget that the declining days of Egypt and Rome were marked by much the same condition of sexual freedom. In Chicago and other cities sex license goes hand in hand with crime and political corruption.

৯। অতিশিক্ষিতা হইলে (শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রমে) নারী লাবণ্যহীনা হয় ও রুগ্ন সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যদানেও অসমর্থা হয়, যথা :—

"High authorities are of opinion that the more refined a woman's education becomes , the weaker her children will be. The mothers of Bacon or Goethe, though both very remarkable women, could not have written the *Novum Organum* or Faust, but if they had ever so little weakened their generative powers by excessive intellectual ex-

penditure, they could not have had a Goethe or a Bacon as son" This diminution of reproductive power is not only shown by the greater frequency of absolute sterility, nor is it shown in the earlier cessation of chilld-bearing, but is also shown in the very frequent inability of such women to suckle their infants *(Herbert spencer, Principles of Biology.)* Most of the flatchested girls who survive their high-pressure education are incompetent to do this (I. M. Gayan, *Education and Heredity* pp. 261-62).

একসময় মহাত্মা মহম্মদের শিষ্যগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে অর্দ্ধ পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন; শুনিয়াছি, কাবুলে ব্যভিচারে প্রাণদণ্ড হইত বা এখন হয়, মুসলমান সমাজের ন্যায় পর্দ্দা বা আবরু রক্ষা অন্য কোন সমাজে নাই। বোধ হয় অবিবাহিত তরুণ দিগের কথঞ্চিৎ ব্রহ্মচর্য্যের আশায় মুসলমানি (ত্বক্‌ছেদ) প্রথা ঐসমাজে ধর্ম্মাঙ্গ হইয়াছে। [৮৪ পৃষ্ঠা] পূর্ব্বে অনুন্নত সাঁওতালেরাও ব্যভিচারীকে বৃক্ষের সহিত তীরবিদ্ধ করিয়া রাখিত। অতএব এদেশে বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যেও ব্রহ্মচর্য্য এবং সতী ধর্ম্মরক্ষার জন্য কত আগ্রহ ও কত কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল বুঝুন; হিন্দু সমাজের কথা এই পুস্তকেই বিস্তারিত বলিব। সেই দেশের মানুষ হিন্দু মুসলমান আমরা স্ত্রীশিক্ষাদির ব্যপদেশে এখন কোনপথে যাইতেছি এবং অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ দিগকে প্রগল্‌ভা নারীদ্বারাও গালি খাওয়াইয়া পৌরুষ দেখাইতেছি কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্ম বুঝিয়া এবং নারীসমাজের প্রগতি

দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এখন ভীত হইয়াছেন। সম্প্রতি জার্ম্মাণ পুরুষসিংহ হিটলারের হুহুঙ্কারে ঐ দেশের উদ্ধত মহিলাকুল ব্যাকুল প্রায় হইয়াছেন সুতরাং এখন আমাদের ও বুঝিয়া চলা উচিত। বড়ই দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এখন যে সকল কার্য্যের নিন্দা করিতেছেন, আমরা তাহাই অতি সাদরে গ্রহণ করিতেছি।

মহাত্মা বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, নানক, গুরুগোবিন্দ ও যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি মহামানবগণ প্রধানতঃ ব্রহ্মচর্য্যে ও জীবপ্রেমে এবং ভগবদ্ভক্তিতেই জগতে ধর্ম্মগুরু ও কর্ম্মগুরু রূপে চিরপূজ্য এবং মহাপুরুষ নামে যখন চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তখন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" উহাই "উত্থানের পথ।" সমস্ত পুস্তকে ঐ পথই আমরা বিশেষভাবে দেখাইয়াছি।

সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

বিবাহ-লক্ষণাদি।

ভার্য্যাত্ব সম্পাদক যে জ্ঞান বিশেষ অর্থাৎ "মমেয়ং ভার্য্যা" এই আমার ভার্য্যা ইত্যাকাররূপ যে জ্ঞান ভাবার্থ এই যে, স্ত্রীর আত্মাকে আত্মসাৎ করার ধারণা বা সংস্কার বিশেষের নামই বিবাহ। বিবাহ মন্ত্রাদি দ্বারা এবং সহবাসাদি কারণে স্ত্রী আত্মার শক্তি বিশেষ আশ্রয়রূপ ভর্ত্তৃ আত্মার শক্তিতে সম্মীলিত হইয়া পুরুষকে পূর্ণতা লাভ করায়, তজ্জন্য বিবাহের পর স্ত্রীর স্বাতন্ত্রতা না থাকায় উভয়ের দেহ মন ও কার্য্যাদির ঐক্য সমাধান হওয়ায় পতি পঞ্চযজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান যাহা কিছু করেন অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপা স্ত্রী তাহার ফলভাগিনী হয়েন, তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্য পৃথক্ প্রায় করিতে হয় না, আবার গো সেবা অতিথি সেবা কাম্য দানাদি কার্য্য স্ত্রী যাহা করেন স্বামীও তাহার ফল-ভাগী হয়েন, তবে নিত্যকর্ম্ম স্নান ভোজন সন্ধ্যা পূজাদি স্বানুষ্ঠেয় হিসাবে পৃথক করিতে হয়। পুরুষ আশ্রয় বলিয়াই বিবাহিতা স্ত্রীকে ভার্য্যা অর্থাৎ ভরণীয়া বা ধারণীয়া বলে।

বি-বহ্—বিবাহ, শব্দার্থ হইতেছে, বিশেষরূপে বহন করার নাম বিবাহ। পত্নীর ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলামঙ্গল কার্য্যভার বহন করাকেই বিবাহ বলে, অথবা বিবাহের পর পতি এবং পত্নীর সর্ব্বপ্রকার দায়িত্বভার ইহকালে এবং পরকালেও বহন করিবার কথা উভয়কেই স্বীকার করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, সেজন্য আর্য্যসমাজে প্রচলিত শাস্ত্রীয় সর্ব্ববিধ বিবাহকেই প্রকৃত বিবাহ বলে, ইহা সাময়িক চুক্তি নহে, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। চুক্তি অস্থায়ী সুতরাং ইহা বিশেষরূপ বহন নহে।

পশুপক্ষীরা প্রকৃতির বশে কামপ্রেরণায় গর্ভাধান করিয়া বা গর্ভধারণ করিয়া স্বেচ্ছামত প্রস্থান করে কেহ কাহারই ভার লয়না বা কাহাকে ভার দেয়না, চুক্তির বিবাহও প্রায় সেইরূপ, কাম-প্রেরণায় রূপজমোহে যুবক-যুবতীর যৌন মিলন যাহা ঘটে তাহা একটা নোটীশ বা ত্যাগপত্র দ্বারা স্বেচ্ছায় ধ্বংস করা যায় সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রে উহাকে বিবাহই বলেনা, এসকল কথা আমরা ক্রমশঃ বিস্তারিত বলিব।

শারীরিক মানসিক কোমলতা ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলতাদি নিবন্ধন বৃক্ষ লতা ও পশু পক্ষ্যাদির মধ্যেও স্ত্রীজাতির পুরুষাধীনতা বা অস্বাতন্ত্রতা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। দম্পতীর পূর্ণ সম্মিলনের জন্য বয়ঃকনিষ্ঠা, তুল্য গঠন এবং তুল্যবল বর্ণবিশিষ্টা সুলক্ষণা কন্যাই বিবাহযোগ্যা বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুগৃহিণী দ্বারা পুরুষের পুরুষত্ব এবং সুপতি দ্বারা নারীর গৌরবময় প্রকৃষ্ট জীবন লাভ হয়।

ঐরূপ পূর্ণসম্মিলন স্থলে দুরবস্থান কালেও দম্পতী পরস্পরের সুখ দুঃখ ও রোগ শোকাদি অনুভব করিতে পারেন, ঐরূপ

প্রণয়ী দম্পতী হইতেই গুণবান্ সন্তান জন্মে কিন্তু নিতান্ত বিরুদ্ধ প্রকৃতি স্থলে নানা বিষয়ে গুণবান্ দম্পতী হইতেও নীচপ্রকৃতির সন্তান জন্মে। হিন্দুর বিবাহ কেবল দেহের মিলন নহে, আত্মারও মিলন। এসকল কথা ক্রমশঃ বিস্তারিত বলিব।

স্ত্রীশক্তির সম্মিলনে পুরুষের কঠোর ভাব কোমল হয় এবং তাহার দয়া ধর্ম্মাদি প্রবৃত্তিগুলির এবং দম্পতীদেহেরও পোষণ বা উৎকর্ষ লাভ হয়, এজন্যই বিবাহিত দম্পতী বিশ্বাসী এবং সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য বলিয়াছেন। হিন্দুর এই বিবাহ কখন চুক্তি দ্বারা ঘটেনা।

(বিবাহের ব্যবস্থা ও সানুবাদ মন্ত্রাদি হিন্দু-সংকর্ম্মমালা ৫ম ও ৮ম ভাগে বিস্তারিত আছে)।

বিবাহের বয়স।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে দুইমতই প্রচলিত আছে। যাঁহারা বাল্যবিবাহের পক্ষপাতি তাঁহারা বলেন বাল্য বিবাহে বাল্যবন্ধুর ন্যায় পতি পত্নীর ভালবাসা গাঢ় ও সুস্থির এবং উদার ভাব হওয়ায় উভয়ের সঙ্কোচ থাকে না এবং বালবধূ শ্বশুরালয়কে নিজালয় ভাবিয়া শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবরকে নিতান্ত আত্মীয় বলিয়াই মনে করেন। পশু পক্ষীরাও শৈশবেই পোষ মানে ভাল ইত্যাদি তাঁহাদের পক্ষের কথা। মাননীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতিরও এই মত ছিল।

যখন আইনদ্বারা বাল্যবিবাহ রোধ হইয়াছে তখন ঐ সকল কথার অধিক আলোচনা নিষ্ফল, তথাপি ঐ আইন যদি সংশোধন হয় তাহাহইলে কন্যার বিবাহের আরম্ভ সীমা দ্বাদশ বৎসর করিলেই ভালো হয়, কারণ বধূকে তখনও কতকটা শিখাইয়া পড়াইয়া পতিকুলের ভাবে মিশান যায়।

যখন শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের আইন বার তের বৎসর আছে তখন এদেশে চৌদ্দ বৎসর হওয়া নিতান্ত অসংগত। আমরা দ্বাদশ বৎসরকেই দেশ কাল পাত্র হিসাবে কন্যার বিবাহের উপযুক্ত কাল বলিয়া এখনকার দিনে বিবেচনা করি, মনু বলিয়াছেন,—"হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং" দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা কন্যাই বিবাহে হৃদ্যা অর্থাৎ আদরণীয়া।

পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সময় আঢ্য যবনেরা হিন্দুর রূপবতী কন্যাকে বিবাহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন কিন্তু শুনিয়াছি যে কোরাণ মতে বিবাহিতা কন্যা তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী

হইতে পারিত না, বোধহয় সেজন্যই সে সময় হিন্দুর সমাজ-নেতাগণ অনেকটা বালিকা বিবাহের পক্ষপাতি হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন গর্ভাধান সংস্কার না হইলে স্ত্রী পুরুষে কথা বলিতে লজ্জা ও ভয়ে সঙ্কুচিত হইত। এখনকার মত সাধারণ ভাবে নারীহরণ করিতে যবনেরা তখন সহসা পারিত না কারণ তখনকার হিন্দুরা প্রবল এবং সশস্ত্র ও বলিষ্ঠ ছিলেন· এবং নবাব পাতসারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় প্রজাকেই প্রায় তুল্য ভাবেই শাসন সংরক্ষণ করিতেন, তথাপি লোকে সাবধান হইত সুতরাং দেশকাল বা ঐতিহাসিক তত্ত্ব না বুঝিয়া প্রাচীনের উপর বা সমাজবিধানে অনর্থক দোষারোপ করা সঙ্গত নহে।

দুই তিনটি সুন্দরী কন্যা আছে পিতা রোগী মৃত্যুকাল নিশ্চয় প্রায়, অথবা অবস্থা ক্ষুণ্ণ, সংসারে অভিভাবকের যোগ্য দ্বিতীয় পুরুষ নাই, কন্যা দুই তিনটির বিবাহ দিলে তৎক্ষণাৎ বিবাহ হয়, তাহাদের ভরণ পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায় হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হওয়া যায়, এমন কি কন্যার মাতার ভাবনা হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়, এস্থলে কিম্বা ভালো পাত্র পাইলে অষ্টম নবম বর্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া অনন্যোপায় অভিভাবকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য নহে কি ?

সমাজের ইত্যাদি অবস্থা বহু চিন্তা করিয়া ঋষিগণ বাল্যবিবাহ নিষেধ করেন নাই, তাঁহারা কেবল নিষেধ ও বিধি করিলেন দ্বিরাগমন এবং গর্ভাধান সংস্কারের এবং কুমারীগমনে প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তোমরা বিবাহ আইন না করিয়া রজস্বলার পূর্ব্বে সহবাস নিষেধের আইন করিলেনা কেন; না মানিলে শাস্ত্র বা কোন আইনত বিশেষ কিছুই

করিতে পারে না সেজন্য আইনকর্ত্তা বা শাস্ত্রকর্ত্তা দিগের দোষ কি হইতে পারে।

যাদৃক্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধিঃ।
তাদৃক্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥ মনুঃ

পতি যথাবিধি চেষ্টা করিলে স্ত্রীকে যে যে গুণে গুণবতী অর্থাৎ যেরূপ সৎগুণাদিতে বিভুষিতা করিতে ইচ্ছা করিবেন, এই কোমলস্বভাবা নারী জাতি পতির ইচ্ছাক্রমে সেই সেই প্রকারের গুণই লাভ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের জন্মগত স্বভাব। যেমন নদী সকলের জল সমুদ্রে পড়িয়া নিজের গুণ ভুলিয়া অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া লবণত্বই লাভ করে, যেমন কোমল মাটী (কাদায়) ইচ্ছামত গঠন চলে কিন্তু কঠিন মাটীতে কিছুই গড়া যায় না, সেইরূপ অল্প বয়সে কন্যাকে গৃহে আনিয়া স্ববশে রাখিয়া হিন্দু মুসলমান আপনার সংসারের মত পড়িয়া পিটিয়া নিজের পছন্দ মত করিয়া লইতে পারিতেন কিন্তু অধিক বয়স্কা যুবতীরা ভাঙ্গিবেন তথাপি নত হইতে পারিবেন না, তাই কথা আছে বুড়া শালিখ পোষ মানে না, সেজন্যই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, যুবতী বিবাহ এবং বালিকাবিবাহে এইরূপ বিশেষ প্রভেদ থাকায় মাঝামাঝি মীমাংসা হওয়াই উচিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে লোকেরা সমাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন মানিত সেজন্য প্রায় কোন যুবা প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য বলিয়াই কুমারী গমন করিতে পারিত না, ঋতুকাল ব্যতীত পশুরাও সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয় না কিন্তু এখনকার দ্বিপদ নর পশুরা কোন বারণই মানেনা সুতরাং এই সকল পশুর জন্যই কোনরূপ আইন এখন গতিকে

প্রয়োজনীয় হইলেও বিবাহ আইন না করিয়া কেবল কুমারীগমন নিষেধক আইন হইলেই ভাল হইত।

অপর কথা পূর্ব্বে এদেশে অকাল মৃত্যু কম ছিল এক্ষণে নানা কারণে অকালমৃত্যু বড়ই বাড়িয়াছে সুতরাং বাল্যবিবাহে বিধবারও সংখ্যা বাড়িয়া যায় সেজন্যও বালিকা বিবাহ এক্ষণে রোধ হওয়া প্রয়োজন এবং পরাধীন দরিদ্র জাতির পক্ষে স্বল্প বয়সে বহু দুর্ব্বল কন্যা পুত্রের পিতা মাতা না হইয়া তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই কিছুকাল এখন বিশেষ আবশ্যকও হইয়াছে, ইত্যাদি নানা কারণে এখনকার দিনে আমরা বাল্যবিবাহ সমর্থন করা উচিত মনে করিনা।

যাঁহাদের ধারণা ভারতীয়েরাই অনেকে বালিকা বিবাহ করিয়া কুমারী গমন করে এজন্য তাঁহারা অসভ্য এবং মূর্খ, সেকথা আমরাও একেবারে অস্বীকার করিনা কিন্তু আমরা বালককালে দেখিয়াছি গর্ভাধান সংস্কার না হইলে তখনকার প্রাচীনারা সহবাস অনুমোদন করিতেন না, তখনকার বালক বা নবযুবক পতিরাও ব্যগ্রভাব হইতেন না কিন্তু এখনকার নব্যশিক্ষিত যুবকেরা নীতিধর্ম্মবর্জ্জিত ও শিক্ষিতাভিমানী সুতরাং গুরুজনের কোন বারণই মানেনা সে দোষ কাহার।

অপর স্থানবিশেষে ঐরূপ দোষ স্বস্ত্রীতে ঘটিলেও ভারতবর্ষ অন্য দেশ অপেক্ষা অনেক সংযমী ও সভ্য কারণ তাহাদের আপন পর স্বজনাদোষ এবং অতিপাতক মহাপাতক প্রভৃতি অনেকটা সাধারণ জ্ঞান আছে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত অসংযমী বলিয়া গণোরিয়া বা মেহ রোগগ্রস্ত, তাঁহাদের ধারণা

কুমারীগমনে ঐ রোগ সারে সেই ধারণায় অনেকে পাঁচ সাত বৎসর বয়স্কা অনূঢ়া আত্মীয়া নারী গমন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। অতএব লোকে আইনের শাসন গোপনে অনায়াসেই ভঙ্গ করিতে পারে ও করে কিন্তু ধর্ম্মের শাসন ধার্ম্মিকেরা প্রাণান্তেও ভঙ্গ করেনা সেজন্য ভারতের শাস্ত্রীয় ধর্ম্মশাসনই প্রকৃত শাসন, সুতরাং শাস্ত্র ও ধর্ম্মকে বিশ্বাস কর।

যদিও কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি শিক্ষিত সমাজে এখন বাল্যবিবাহ নাই বলিলেই হয় তথাপি এদেশে নীচজাতির মধ্যে বাল্যবিবাহের বড়ই বাড়াবাড়ী দেখা যায়, তেরশত ছত্রিশ সালের আইনপাশের পূর্ব্বে অত্যধিক বাল্যবিবাহ দেওয়ার ফলে বহুতর বিধবা হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ফল কথা আইন থাক বা যাক নানা কারণে দ্বাদশ বৎসরই কন্যা বিবাহের মুখ্য কাল ধার্য্য করা বর্ত্তমান সমাজে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে এবং এইকাল পর্য্যন্তই শেষ সীমা বলিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বলা যায়, ইহার পরবর্ত্তী কালকে আপৎ কাল বলিয়াই জানিবে।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালা-মজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাং॥ মনুঃ

যে বালিকার পতিমর্য্যাদা কিম্বা পতিসেবা অথবা ধর্ম্মশাসন কিছুমাত্র বোধ হয় নাই, পিতা সেরূপ নিতান্ত বালিকা বয়সে কন্যাব বিবাহ দিবেন না, সুতরাং বালিকা বিবাহ মনু স্পষ্টরূপে নিষেধ করিয়াছেন।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥ মনুঃ

পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও পালন করিবে, ‘এবং অতিযত্নে শিক্ষাদান করিবে, ‘তৎপরে বিদ্বান বরেই ধনরত্ন সমন্বিতা কন্যাকে দান করিবে। অতএব পতিমর্য্যাদা জ্ঞান এবং শিক্ষাদানাদি কার্য্যের জন্য অন্যূন দ্বাদশ বৎসরে বিবাহ দেওয়াই মনুর স্পষ্ট মত দেখা যাইতেছে।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি,।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনুঃ

কন্যা ঋতুমতী হইলেও মরণকাল পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করিবে, তথাপি গুণহীন পাত্রকে কন্যাদান করিবে না।

মহাত্মা মনুর এই বচনে সৎপাত্রের অপেক্ষায় বিশেষ আবশ্যক হইলে ঋতুমতী কন্যাকেও গৃহে রাখা যায় একথা স্পষ্টই আছে, সুতরাং যুবতী বিবাহ একেকালে নিষিদ্ধ বলা যায় না, এবং পূর্ব্বোক্ত বচনে শিক্ষা ও পতিমর্য্যাদা জ্ঞানের জন্যও অপেক্ষা করা যায় একথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি।

যদিও অন্যান্য স্মৃতিবচনে অষ্ট বর্ষাদি কালে বিবাহের ব্যবস্থা আছে তথাপি মনু স্মৃতিরই প্রাধান্য আছে,—

‘মন্বর্থা বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।”

মনু যাহা বলিয়াছেন তাহার বিপরীত যে স্মৃতিবাক্য তাহা প্রশস্ত নহে, আমরা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি এবং মহাত্মা মনুর মতানুসারে দেশ কাল পাত্র ও আইনের কথা বুঝিয়া দ্বাদশ বর্ষই কন্যার বিবাহের মুখ্যকাল গ্রাহ্য করিলাম। যাঁহারা দশম একাদশে কন্যার রজস্বলা হইবার আশঙ্কা করেন তাঁহাদিগকে বলিতেছি,

পুরুষের অত্যাচারে নিতান্ত ইচঁড়ে পাকা (বিকৃত যৌবনা) মায়ের ঐরূপ ভাবেরই কন্যা দুই একটি স্বল্প বয়সে রজঃস্বলা হইলেও তাহা সাধারণতঃ অস্বাভাবিক, এবং অত্যন্ত বালার গর্ভাধান করাও আয়ুর্ব্বেদে নিষেধ থাকায় কন্যার রজো দর্শন হইলেই পাপের ভয় নাই। নিতান্ত ছোট গাছে মুকুল হইলে তাহা নষ্ট করিয়া দিতে হয় নচেৎ গাছ নিস্তেজ হইয়া যায় সুতরাং অতি বালিকার ঋতুকাল উত্তীর্ণ করাই উচিত।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং চা দোক্তা সেবনে অভ্যস্তা শুষ্কদেহা ম্যালেরিয়াগ্রস্তা রক্তহীনা জননীর কন্যারা চতুর্দ্দশ বৎসরেও এখনকার কালে রজঃস্বলা প্রায় হইতেছে না। সতী শিরোমণি সাবিত্রী দেবী বর অন্বেষণের জন্য রথে উঠিয়া দেশ বিদেশ ঘুরিয়া সত্যবান্‌কে বর মনোনীত করিয়া আসিয়াছিলেন তিনি তৎকালে কখন নাবালিকা ছিলেন না সুতরাং ধর্ম্মের বাধা বিশেষ নাই। দ্রৌপদী সুভদ্রা এবং দময়ন্তীর যুবতী বিবাহই হইয়াছিল।

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং।

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে রজঃস্বলা দেখিলে মাতা পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা তিনেরই নরক হইবে।

"অশ্রদ্ধেয়মপাংক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলী পতিঃ।"

উক্ত রজঃস্বলা কন্যাকে যিনি বিবাহ করিবেন তিনি শূদ্রাণী তির ন্যায় অশ্রদ্ধা ভাজন হইবেন। ইত্যাদি স্মৃতিবচনে কন্যার

ঋতুকালের কিছু পূর্ব্বে বিবাহ দিবার জন্যই আদেশ দেখা যায়, ব্রাহ্মণের পক্ষেই ঐ আদেশ বিশেষ বলবৎ মনে হয়, কারণ শূদ্রের পক্ষে শূদ্রাণী পতি হওয়া গালি নহে; সুতরাং সুব্রাহ্মণ জন্মাইতে গেলে মাতার মানসিক ব্যভিচারও না ঘটে। ইহাই ঐ বচনের অভিপ্রায় মনে হয়।

তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং।

দ্বাদশ বর্ষ হইতে আরব্ধ হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত নারীদিগের ঋতুকাল স্বাভাবিক বর্ত্তমান থাকে, তৎপরে ঋতুর ক্ষয় হয়, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ মতে এবং প্রাকৃতিক নিয়মেও দ্বাদশ বর্ষে কন্যার বিবাহ অনুমোদিত হইয়াছে।

ঋতুকালের কিছু পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া হইলে মানসিক ব্যভিচারেরও অবসর হয়না সেজন্য ঐকাল ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অনুমোদিত কারণ ঐ সময় হইতেই মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ঋতুমতী হইবার পরেই প্রথম বেগবশতঃ পশু পক্ষীরও সঙ্গম লালসা বড়ই প্রবল হয়, মনুষ্যও ঐ নিয়মের অধীন, পতি দূরে থাকিলেও বিবাহিতা নারীর মন আশ্বস্ত থাকে।

অপর চিকিৎসকেরা বলেন, প্রথম যৌবনে দীর্ঘকাল এককালে সহবাস না ঘটিলে নারীদিগের হিষ্টিরিয়া কামলা প্রমেহ প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মিতে পারে, শারীরিক নিয়মের বাধা হইলে মানসিক দুশ্চিন্তায়ও দেহ যন্ত্রের অবনতি ঘটে। রোগাক্রান্তা জননীর সন্তানেরাও রোগী হইয়া থাকে।

আবার প্রথম যৌবনের সন্তানেরাই হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেখা যায়, প্রথম গর্ভজাত গোবৎসই ভাল হয় এবং বুড়া গাইয়ের বাছুর

বলিয়া দুর্ব্বলের গালিও আছে, কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, আয়ুর্ব্বেদে অত্যন্ত বালায় গর্ভাধান করা বারিণ আছে, সেজন্য অন্যূন চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বে গর্ভ না হওয়াই ভাল। নিতান্ত অধিক বয়স হওয়াও ভাল নহে, সেজন্য ব্রাহ্মিকারা অধিক বয়সে বিবাহ করিলেও তাঁহাদের সন্তান অধিক হৃষ্টপুষ্ট দেখা যায় না, দেহ মনের পূর্ণতা লাভ হওয়ায় মধ্যম পুত্র বলিষ্ঠ এবং তৃতীয় পুত্রটি অনেকেরই বুদ্ধিমান্ হইতে দেখা যায়।

শাস্ত্রে ষোড়শ বর্ষ হইতে পুরুষের বিবাহের কাল থাকিলেও এখনকার দিনে পুরুষের পক্ষে আঠার বৎসর হইতে চব্বিশ বৎসর মধ্যে বিবাহ হওয়া উচিত এবং ইহা নিতান্ত প্রয়োজন। নারী দেহ ষোড়শ বর্ষে এবং পুরুষ দেহ চব্বিশ বৎসরে পূর্ণতা লাভ করে, ইহার অধিক বয়স অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যপালন "দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।" ইত্যাদি স্মৃতিবচনে কলিতে নিষেধ হইয়াছে, তবে কন্যার অলাভ হইলে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় কিম্বা বিদ্যাশিক্ষার জন্য সুচরিত্র ব্রহ্মচারী ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিতে পারেন, কারণ মনু বলিয়াছেন, "ত্রিংশদ্বর্ষ বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং" ত্রিশ বৎসর বয়স্ক বর দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে। আমরা অত দীর্ঘকাল এক্ষণে কলিতে অপ্রশস্ত মনে করি; কারণ আয়ুষ্কাল খর্ব্ব হইয়াছে এবং অধিক বয়সে বিবাহ হইলে এখন হৃষ্টপুষ্ট সন্তানের আশাও স্বল্প, যেহেতু ত্রিশ বৎসরের পরেই এখন বৈজিক শক্তি ক্ষয় আরম্ভ হয় এবং স্ত্রীলোকের পক্ষেও কথা আছে কুড়ী হইলেই বুড়ী হইল অর্থাৎ স্তন ও দেহ ধসিয়া ঝুলিয়া বিকৃতি দৃশ্য হইয়া পড়িল।

বয়স উত্তীর্ণ হইলে ভোগী ও বিলাসী লোকদিগের এবং পৈত্রিক দোষেও প্রমেহাদি রোগে শরীরের বিকৃতি ঘটাও স্বাভাবিক, সুতরাং আইন হওয়ায় লোকনিন্দা ভয় নাই বলিয়া যাঁহারা কন্যা পুত্রের বিবাহ যত অধিক বয়সে হয় ততই ভাল মনে করেন তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত দোষগুণগুলি চিন্তা করা উচিত।

অপর কথা, অসংযমী বালকদিগের কুসংসর্গে পড়িয়া অবৈধ উপায়ে শুক্রক্ষয়েও দেশের যে কতদূর সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে সে কথা পরে বলিব সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য হানির সম্ভব স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ না দেওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াই থাকে। আজকাল স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে যে সকল কঠিন কঠিন রোগ দেখা যায় অবৈধ শুক্রক্ষয় হওয়াই তাহার প্রধান কারণ, একদিকে সর্ব্বনাশ ঘটিতে থাকিলে অন্যদিকে বয়স বৃদ্ধিতে বিবাহ দিলে আর কি ফল হইবে, কদভ্যাসে বিশেষ আশক্ত বুঝিলে শীঘ্র বিবাহ দেওয়াই উহার স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার বা জীবন রক্ষার একমাত্র শ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাষাং চতুর্গুণাঃ।
ষড়্‌গুণা ব্যবসায়াশ্চ কামাশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥

চাণক্যনীতিতে বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ আহার করে এবং তাঁহাদের চতুরতা বুদ্ধি চারিগুণ, ব্যবসায় বা সাংসারিক লাভালাভের বুদ্ধিটি ছয়গুণ এবং কামস্পৃহা আটগুণ অধিক। অতএব যৌবনোন্মত্তা যুবতীদিগের বিবাহ না দিলে দুর্জ্জয় কাম বেগ রোধের পক্ষে উপায় কি? পৌরাণিক উপাখ্যানে আছে, এক রাজা অভিসম্পাতে স্ত্রীলোক

হইয়াছিলেন, শাঁপমোচন সময় তিনি বলিয়াছিলেন, সম্ভোগে নারীরাই অধিক সুখী সেজন্য কথা আছে, "ন পুংসাং বামলোচনা" পুরুষ সম্বন্ধে নারীর তৃপ্তি শেষ হয় না।

যৌবনে শীঘ্র বিবাহ না দিলে ব্যভিচারকে বড়ই প্রশ্রয় দেওয়া হয় কারণ প্রথম যৌবনের বেগে কুসংসর্গে পড়িয়া নব্য যুবক যুবতীদিগের দেশ কাল পাত্রাপাত্র যে কোন বাধাই (বাণের জলের ন্যায় ভাসিয়া যায়) মনে স্থান পায়না, সেজন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের এই সময়টার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন। গত তেরশত সাইত্রিশ সালের মাঘমাসের সংবাদপত্রে পড়িলাম, পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মযাজকেরাও এখন বলিতেছেন যে, এক্ষণে কানীন (কন্যকা জাত) সন্তানের সংখ্যার ক্রমশঃ যেন আধিক্য হইতেছে।

একথাটিও সকলের মনে রাখা উচিত, দৈহিক অবস্থাবিশেষ ব্যতীত সকল দেশেই প্রায় গর্ভোৎপত্তির বয়স একইপ্রকার দেখা যায়, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত আফ্রিকা দেশবাসিনী বা অতিশীতল ল্যাপল্যাণ্ডবাসিনী স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তির বয়স কাল প্রায় বিভিন্ন নহে। অতএব উষ্ণপ্রধান হইলেও এদেশে মনুষ্য গো অশ্ব ইহারা চিরদিন যথাসময়েই যৌবন লাভ করিয়া থাকে, "ত্রিহায়নী গৌ" তিন বৎসর বয়স হইলেই বাছুর গরু হয়, সকল দেশেই এই একই নিয়ম স্বাভাবিক দেখা যায়।

শাস্ত্রে আছে,—"সার্দ্ধপ্রহর যামান্তঃ" দিবা আড়াইপ্রহর সময়ের মধ্যে আহার করিতে হয় অর্থাৎ বেলা সাড়ে দশটার পর দেড় ঘটিকার মধ্য সময়ে জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সুতরাং এই মধ্যাহ্ন কালই ভারতীয়ের পক্ষে পূর্ণমাত্রায়

আহার করিবার প্রশস্ত সময়, পশুপক্ষীরাও এই সময়ে ব্যাকুল ভাবে আহার্য্য খুঁজে। তৎপূর্ব্বে আহারে রসবৃদ্ধি এবং উক্তকাল অতীত করিয়া আহার করিলে রসক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করিলে যেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং সময় অতীত করিলে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিয়া যেমন পিত্তবৃদ্ধি ঘটিয়া স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, সেইরূপ পুরুষের পক্ষে আঠার হইতে ত্রিশ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পনের হইতে পঁচিশ এই বয়সকে যৌবনের মধ্যাহ্ন কাল বলা যায়, এই সময় মানবের কামক্ষুধা অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই প্রজ্বলিত কামাগ্নিতে সম্ভোগ আহুতি প্রদান না ঘটিলে স্বাস্থ্যের বিকৃতি এবং সুপরিপুষ্ট সন্তান লাভের আশা দুরাশায় পরিণত হওয়া স্বাভাবিক, সময় এবং স্বভাব কাঁহারও বশ নহে, সুতরাং দেশকাল পাত্র হিসাবেও বিবাহের বয়স প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কাল হওয়া উচিত।

অর্থাতুরাণাং ন পিতা ন বন্ধুঃ,
কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা।
চিন্তাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা,
ক্ষুধাতুরাণাং ন বলং ন তেজঃ॥

যাহারা অর্থলোভী তাহাদের নিকট পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব কাহারই খাতির বা অনুরোধ নাই, কেবল টাকা টাকাই বড়, সেইরূপ কামাতুর যে ব্যক্তি তাহার লোকলজ্জা কিম্বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কোনরূপ ভয়ের বাধা থাকেনা, তাহারা কাম চরিতার্থ জন্যই ব্যাকুল হয়, চিন্তাপীড়িত লোকের মনে সুখ কিম্বা

সুনিদ্রাও নাই এবং ক্ষুধাতুরের কোন তেজ বা বল থাকে না অর্থাৎ তাহারা নিস্তেজ ও দুর্ব্বল স্বভাব হইয়া থাকে, যে কোনরূপে আহার প্রাপ্তিই তাহাদের কামনা। অতএব যখন যাহা প্রয়োজন তখনই তাহার পূরণের চেষ্টা করা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, পিপাসার সময়ই জলপান প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্যদেশে জারজ সন্তান প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু এদেশের ঐ ব্যবস্থা নাই। এদেশে কন্যাদের ব্যভিচার প্রকাশ হইলে আর বিবাহ হইবে না এবং সমাজের ভয়ে মানের দায়ে ও জারজ প্রতিপালনের দায়ে এবং কন্যার স্নেহে বাধ্য হইয়া বেগতিকে পড়িয়াও আত্মীয়দিগের বিবেচনায় ভ্রূণহত্যা ব্যতীত অন্য সুবিধা বা উপায় তাঁহারা কি করিতে পারেন। যাঁহারা এখন ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যাদির ভয়ে সাত ছেলের মা বিধবাকে দৈবাধীন দুরদৃষ্টের কর্ম্মভোগ জানিয়াও বিবাহ দিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা আইবুড়া যুবতী কন্যার ভয়াবহ দুর্গতি একবার ভাবিয়া পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শটি স্মরণ করুন; আপনারা চোর তাড়াইবার জন্য ডাকাত পুষিবেন কি? বিধবা অপেক্ষাও অভুক্তকাম নব্য যুবক যুবতীদিগকে রক্ষা করা যে বড়ই কঠিন। শাস্ত্রকার বা প্রাচীন পণ্ডিতগণ আপনাদের অপেক্ষা চিন্তাশীল ও ভবিষ্যদ্দর্শী নিতান্ত কম ছিলেন না।

অতএব সামাজিকগণ এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঋতুমতী কন্যার যত শীঘ্র হয় বিবাহ দিবার চেষ্টা করিবেন, নচেৎ জারজ সন্তান প্রতিপালনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই পরাধীন দেশের ভ্রূণহত্যা এবং ব্যভিচারের ও নারীহরণের স্রোত অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া অতিপাপে এই পরাধীন আর্য্যজাতি অধিক অবসন্ন

হইয়া পড়িবে। নিঃসহায় অনাথা কন্যাদিগের প্রতি সকলেই কৃপা দৃষ্টি রাখিবেন, তাহারা যেন পাপস্রোতে তৃণের ন্যায় অকুল পাথারে আজীবন ভাসিয়া না বেড়ায়। এস্থলে একথাও স্মরণ করিয়া দিতেছি, ভগবদনুগ্রহে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার সাধনায় দুই একটি মানুষ যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালনে সক্ষম, তাঁহাদিগের বিবাহ দিবার জন্য কেহ যেন বলপ্রয়োগ বা অনুরোধ করিবেন না, তাঁহারাও একটা আশ্রমে থাকিবেন।

নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহং।
সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নং পুরাতনং॥

নূতন বস্ত্র নূতন ছত্র নবীনা স্ত্রী নূতন গৃহ ইত্যাদি সকল বস্তুই নূতন ভাল, কেবল পুরাতন ভৃত্য এবং পুরাতন চাউল সর্ব্বত্র প্রশস্ত।

পণ্ডিতেরা নব্যা স্ত্রীকে যে প্রশস্তা বলিয়াছেন, এই নব্যা শব্দটি কেবল অল্পবয়স্কা নহে অস্পৃষ্ট মৈথুনা অর্থাৎ যাহাকে অন্য পুরুষে ভোগ করে নাই এবং বরও অখণ্ডিত ব্রহ্মচারী হওয়াই বিবাহে প্রশস্ত। একথা পাশ্চাত্যভাবে মুগ্ধ ভায়ারা ভাবিবেন কি? তাঁহারা যেন ব্যভিচারকে গ্রাহ্যই করেন না।

অসগোত্রাং অসমানার্ষেয়ীং অস্পৃষ্টমৈথুনাং
কন্যাং বিন্দেত॥ উদ্বাহতত্ত্ব।

অসমান গোত্রপ্রবরা অস্পৃষ্টমৈথুনা কন্যাকেই বিবাহ করিবে, ইহাই শাস্ত্রাদেশ।

আ ষোড়শাদ্ভবেৎ বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা।
পঞ্চপঞ্চাশতঃ প্রৌঢ়া বৃদ্ধা ভবতি তৎপরং॥

বালা তু প্রাণদা প্রোক্তা যুবতী প্রাণহারিণী।
প্রৌঢ়া করোতু বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণ-মাদিশেৎ॥

আয়ুর্ব্বেদে বলিয়াছেন,—ঋতু হইবার পরে ষোড়শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নারীকে বালা, ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুবতী, পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া, তৎপরে বৃদ্ধা বলে।

ভোগে বালাস্ত্রী বলপুষ্টিদায়িকা, যুবতী বলনাশিনী, প্রৌঢ়া স্ত্রী বৃদ্ধত্ব আনয়ন করে এবং বৃদ্ধা স্ত্রী মরণপথেই অগ্রসর করে।

সদ্যো মাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনং।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্॥

চাণক্যের এই বচনেও বালা স্ত্রী সম্ভোগ প্রাণবৃদ্ধিকর বলিয়াছেন, সুতরাং মানবকে বালাস্ত্রীসেবনে একেবারে বঞ্চিত করা উচিত নহে। অতএব সংস্কারকামীগণ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রাখিয়াও বিবাহের বয়স দ্বাদশ বর্ষ করুন কিন্তু দয়া করিয়া যেন আর বৃদ্ধির পথে যাইবেন না।

আপনারা এটি মনে রাখিবেন যে বাল্য যৌবনবিভাগ চিরকালই সমান আছে, সেজন্য বহুপূর্ব্ব দ্বাপর যুগেও ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক অভিমন্যুর পুত্রও মহাবীর পরীক্ষিৎ জন্মিয়াছিলেন।

পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর দাতাকর্ণ মহামান্যা কুন্তিদেবীর কানীন-পুত্র এবং মহামতিমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নও কানীন পুত্র ইহাঁরা নিশ্চয় নাবালিকা মাতার সন্তান ছিলেন কিন্তু তথাপি ইহাঁরা জগতে অদ্বিতীয় এবং বিখ্যাত ও ক্ষমতাপন্ন মানব বলিয়া গণ্য ছিলেন। অতএব নারীজাতির বয়স অধিক হইলেই যে সন্তান অধিক বলবুদ্ধি সম্পন্ন হইবে তাহা নহে,

এস্থলে বীজেরই প্রাধান্য বুঝা যায়। মহাশক্তিশালী ব্যক্তিদ্বয়ের ঔরসে মহাতেজস্বিনী পদ্মিনী নারীর গর্ভজাত পুত্র বলিয়াও উহাঁরা বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল স্থলেই কথা আছে "তেজিয়সাং ন দোষায়।" ঐরূপ প্রমাণ আমরা বর্ত্তমান সময়েও পাইয়া থাকি।

বালী উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ জমিদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বাদশবর্ষীয়া মাতার সন্তান ছিলেন। তাঁহার ভীমকায় তৈলচিত্র দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করায় তদীয় পৌত্র মাননীয় ৺শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং রাজকুমার শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়ের নিকট হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং অসাধারণ শারীরিক মানসিক শক্তির কথা ও পঁচাশী বৎসরে মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়াছিলাম। অতএব কেবল বাল্যবিবাহেই ভারতের পতন হয় নাই, অসংযমে এবং শুক্রের অস্বাভাবিক অপব্যয়েই এই অধঃপতন ঘটিয়াছে, তথাপি বাল্যবিবাহ আমরা এখনকার দিনে নানা কারণে অনুমোদন না করিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট যৌবন বিবাহের কালই ধার্য্য করিলাম।

যা নারী ষোড়শে বর্ষে গর্ভং ধৃত্বা প্রসূয়তে।
সা নারী বিধবা জ্ঞেয়া যদি শক্রসমঃ পতিঃ॥
যা সুতে ষোড়শে বর্ষে তত্র বা ধৃতগর্ভিকা।
মৃত্যুস্তস্যাঃ সপুত্রায়াঃ পিতুশ্চাপি চ সম্মতঃ॥

আয়ুর্ব্বেদে আছে, সেজন্য বর ও কন্যার অভিভাবকদিগকে আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যদি ষোড়শ বর্ষে

কার্য্যগতিকেই কন্যার বিবাহ দেন তবে সাবধান থাকিবেন যেন ঐ বয়সের সময় কন্যার গর্ভ না হয়, কারণ উহাতে পতিপত্নী ও সন্তানের মহদনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, বিশেষ অনিষ্ট না বুঝিলে একথা ধর্ম্মশাস্ত্রেও নিষিদ্ধ হইত না। (প্রতিকার গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় দেখ)।

অধিক বয়সে স্বামী সহবাস ঘটিলে দুই তিনমাস মধ্যেই গর্ভ হওয়ার সম্ভব। নানা অত্যাচারে মানুষের দেহ বিকৃতি ঘটায় পশুদিগের ন্যায় একবার সহবাসেই এখন আর গর্ভোৎপাদন প্রায় হয়না, কারণ পশুরা যে স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করে না এবং তাহাদের পৈতৃক দোষও নাই তথাপি তাহাদের অবনতির কারণই মানুষ, এসকল কথা পরে বলিব।

বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝা যায়, এক্ষণে কুশিক্ষা এবং কুআদর্শ দোষে যুবক যুবতীদিগের মধ্যে লোকলজ্জা ভয় এবং ধর্ম্মভয় যাহা দ্বারা স্বাভাবিক আত্মরক্ষা হইয়া থাকে সেভাবও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং সংযম ও ধর্ম্মশিক্ষা না থাকায় আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই ব্যভিচার ঘটিতেছে, সেজন্য আর্য্যসমাজ ম্লেচ্ছসমাজে পরিণত হইতেছে, দীর্ঘকাল কন্যা পুত্র অবিবাহিত থাকিলে ঐ সকল দোষের অধিক প্রশ্রয়ই দেওয়া হইবে, বিশেষতঃ অশিক্ষিত দরিদ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে দারিদ্র্যপীড়নে কুমারীদিগকে সর্ব্বদা গৃহের বাহিরেই জীবিকার অন্বেষণ করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে কে কাহাকে রক্ষা করিবে, ইত্যাদি নানা দোষের জন্য যত শীঘ্র হয় পূর্ব্বোক্ত বয়স মধ্যে যুবক যুবতীগণের বিবাহিত হওয়া প্রয়োজন। বিনা প্রয়োজনে কেহ সহজে চরিত্র নষ্ট করিবে না।

চরিত্রের একাংশ নষ্ট হইলে অপরাংশও শীঘ্রই নষ্ট হয়, শাস্ত্র বলিয়াছেন একটি সূক্ষ্ম সামান্ত ছিদ্রপথ পাইলেই পূর্ণকুম্ভের সমস্ত জলই নিঃসৃত হইয়া যায় ; মনু বলিয়াছেন,—

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেৎ বিত্তমেতি চ যাতি চ।
ন ক্ষীণো বত্ততঃ ক্ষীণো বৃত্তস্তু হতাহতঃ ॥

যত্নপূর্ব্বক চরিত্ররক্ষা করিবে, কারণ ধন আসে যায় কিন্তু চরিত্র গেলে পাওয়া দায়, যে ধনহীন সে দরিদ্র নহে কারণ জীবনের এক সময় তাহার ধনাগমের সুযোগ আসিবেই কিন্তু যে চরিত্র নষ্ট করিয়াছে সে সকলই নষ্ট করিয়া প্রকৃত দরিদ্র হইয়াছে, সুতরাং সেই যথার্থ কৃপার পাত্র, কারণ তাহার ইহ জীবনে ধন মান যশ অবশেষে প্রাণহানিও হইতে পারে এবং পরত্র দুর্গতি লাভও ঘটে সুতরাং তাঁহারা ইহকাল পরকাল উভয় ভ্রষ্টই হইয়া থাকেন।

দাম্পত্য প্রেমরূপ মহাদুর্গে (কেল্লায়) মানবের মন যথাকালে আবদ্ধ বা রক্ষিত হইলে, তাঁহার চরিত্রটি কাম ক্রোধাদি শত্রু হইতে সহজেই রক্ষা পায়, সেজন্য বিবাহিত নর নারীরাই সর্ব্বকার্য্যে বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকারী। শাস্ত্র বলেন "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিবে।

রাজকন্যারা স্বয়ম্বরা হইতেন তাঁহাদের অনেক রক্ষক থাকিত এবং কথঞ্চিৎ যুদ্ধবিদ্যা জানা থাকায় আত্মরক্ষারও ক্ষমতা ছিল, তাঁহাদের সংখ্যাও স্বল্প। অপর যাঁহারা দেশে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে বলেন, তাঁহারা প্রথম যৌবনে বিবাহ রোধ করিতে বলেন কেন, তাহাতেত সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে। অবস্থার

না কুলায় সেটি ব্যক্তিগত পৃথক্ কথা, ফলকথা হইতেছে, পুত্র বা কন্যার দৈহিক গঠন, মানসিক শক্তি ও চরিত্র এবং আর্থিক অবস্থা এগুলি ব্যক্তিগত হিসাবে বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে যত সত্বর সম্ভব কন্যা বা পুত্রের বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কন্যার বয়স উর্দ্ধসংখ্যা চতুর্দ্দশ বৎসর হইলেও গর্ভাধানে অতিবালা দোষ থাকেনা অথচ বালাস্ত্রী সম্ভোগও ঘটে, নচেৎ তৎপরে নানা দোষ ঘটে একথা নানাভাবে বলা হইয়াছে। পুত্রের বিবাহ আঠার বৎসর হইতে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর এই বয়সের অধিক না হয় একথা ইতিপূর্ব্বেও বলিয়াছি।

সকল কার্য্যেরই সময় আছে, ভাদ্রমাসে বীজপাতা রোপণ করিলে ধান্য ফসল অর্দ্ধেক হইবে কিনা সন্দেহ। যোগদৃষ্টিতে ঋষি বা তত্তুল্য শাস্ত্রকারেরা বিচারে সকল দিক্ দেখিতে পাইতেন, সেজন্য তাঁহাদের মত অভ্রান্ত বলিয়া লোকে মানিত, এখনকার অধিকাংশ পণ্ডিত একদেশদর্শী সেজন্য বুদ্ধিটিও একপেশে, সভায় বক্তৃতায় ভাল হইলেও বিচারে কিন্তু চৌকোষ বুদ্ধির প্রয়োজন। অপর কথা তোমরা যাহাদের সমাজের আদর্শ লইতে যাইতেছ সেই পাশ্চাত্য জাতির সমাজের সংবাদ ভালরূপ লইলে কুমারীকুলের ভয়াবহ দুর্গতি দুঃখ জানিলে আর অন্য আলোচনার জন্য তোমাদের প্রয়োজনই হইবে না, প্রত্যক্ষই দোষগুণ বুঝিতে পারিবে এবং সেজন্য তোমাদের ঐ আদর্শ স্মরণেও মন অবসন্ন ও কম্পিতই হইবে।

আমরা এপর্য্যন্ত যথাবুদ্ধি সরদা আইনের মিমাংসা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম মধ্যপন্থীরা ইহা মানিতে পারেন "কিন্তু কোন

যুক্তি খাটেনা সেই ঘরপোড়ার কাছে।" আমরা যতই শাস্ত্র বা যুক্তি দেখাইয়াছি, বিরুদ্ধ বা বিপ্লববাদীরা বোধহয় এসকল কথা গ্রাহ্যই করিবেন না। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" তাহা হইলেও আমরা পাশ্চাত্যশিক্ষিত পণ্ডিত গৌরদাদার দলের সহিত প্রায় একমত, কারণ কন্যার বিবাহে বার ও চৌদ্দ মাত্র দুই বৎসরের ব্যবধান থাকিল। সংশোধন আইনে বার বৎসর না করিতে পারিলেও দেশকাল পাত্র বিবেচনায় কার্য্যে বিশেষ আটকাইবেনা মনে হয়। আমরা গৌরদাদার মতে অনেকটা মত দেওয়ায় তিনি যদি আমাদের উপর প্রসন্ন হন তবে তাঁহার নিকট বিশেষ প্রার্থনা বিবাহের বয়সটা আর যেন বৃদ্ধি না করেন, তাহা হইলে আমরা আর তাল সামলাইতে পারিব না। আমরা গৌরদাদার দলের বীরত্বকে ভয় ও প্রশংসা করি, কারণ তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী একদিকে থাকিলেও গৌর গৌর বলিয়া তাঁহারা জয়লাভ করিলেন। পশ্চাৎ লিখিত বিধবাবিবাহ মীমাংসায়ও এইরূপে আমরা একটু একটু অগ্রসর হইয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেশকাল পাত্র বিবেচনায় এক্ষণে আমরা বিবাহের বয়স বৃদ্ধির পক্ষেই মত দিলাম, সেজন্য আশা করা যায় এখন হইতে দেশে বালবিধবা কম হইবে এবং যুবকগণ দীর্ঘকাল ঠিক মত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিবার সুযোগ সুবিধার ফলেও সাধারণতঃ বিধবার সংখ্যা কম হইবে এবং ব্রহ্মচর্য্যপূত দম্পতী হইতে অনেক গুণবান্ ও বলিষ্ঠ সন্তান দেশে জন্মিবে, সুতরাং পতিত হিন্দুসমাজের এই পথেও প্রকৃতপক্ষে কথঞ্চিৎ উত্থান বা উন্নতি হইতে পারে কিন্তু

তথাপি ভাগ্যদোষে কোন যুবতী যদি বিধবা হইয়া পড়েন তবে তাঁহার পুনশ্চ বিবাহ না হয় কেন; আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে কেন বলিয়াছেন, তাঁহারা এবং অবিবাহিত যুবক ও যুবতীগণ কিরূপ উপায়েই বা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহার ফলাফলই বা কিরূপ, এই সকল তত্ত্ব আমরা ক্রমশঃ লিখিতেছি।

বিধবা-বিবাহ।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মান-মাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥ মনুঃ

যে স্ত্রী রক্ষার অযোগ্যা অর্থাৎ আপনাকে আপনি রক্ষা না করে, কিম্বা অবাধ্যা বা অবশীভূতা, যাহার মনে ব্যভিচারের ইচ্ছা থাকে, সেই স্ত্রীকে তাহার আত্মীয় পুরুষেরা গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে অরক্ষিতাই থাকে, কিন্তু যে নারীগণ আপনার ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই আপনাকে আপনি রক্ষা করেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সুরক্ষিতা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বলপ্রয়োগ দ্বারা সতীর কন্যার সতীত্ব সহজে নষ্ট করা যায় না এবং নিজে রক্ষা না হইলে কেহই নারীজাতিকে রক্ষা করিতে পারে না। অতএব আদর যত্ন পাইলে সতী সহজে কখন অসতী হইবে না এবং শত যত্ন চেষ্টা করিলেও কুলটাকে রক্ষা করা যাইবে না, তথাপি বিধবাকে প্রথম হইতেই বিশেষ যত্নে ও সাবধানে রাখিলে অভ্যাসের ফলে সে সংযমের পথেই থাকিবে।

কেহ কেহ বলিতেছেন অনেক বিধবার চরিত্র নষ্ট হইতেছে সেজন্য এখন বিধবাবিবাহ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু কত কুমারী যে পাত্রের অভাবে এবং কত সধবা যে কুশিক্ষার প্রভাবে স্বাধীনতার মোহে কিম্বা অসচ্ছলতায় উদ্বেজিত হইয়াই প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজনের কুপ্রলোভনে পড়িয়া গৃহের বাহির হইতেছে। বোধহয় শতকরা নব্বইটী পতিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা

যাইবে দুষ্ট পুরুষেরাই তাহাদিগকে প্রথমতঃ কুপথে নামাইয়াছে, এই সকল কথা কেহ ভাবিয়া থাকেন কি? সুতরাং সমাজ ধর্ম্মহীন হওয়াতেই সকল দিকে অবনতি ঘটিতেছে, মানুষ সঙ্গদোষে ক্রমেই যে চরিত্রহীন হইতেছে; প্রতিকারের চেষ্টা কৈ?

জগতের মধ্যে আর্য্যসমাজেই সতীর সন্তান বলিয়া অধিকতর সতী এবং যত্যাচারী বিধবা এখনও বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা যত্ন ও ভরণ পোষণের সাহায্য পাইলে সহজে কখনই কুপথে যাইবেন না। বিধবাবিবাহ দ্বারা কতকগুলি সন্তানের মা করিয়া দিলে বর্ত্তমান সমাজের কোন উপকারই তাঁহাদের দ্বারা হইবেনা, অধিকন্তু কুলাঙ্গারের বৃদ্ধিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অধিক বিপন্নই করিবে। এই সংসারে সর্ব্বদেশে সর্ব্বপ্রকার লোকেরইত প্রয়োজন এজন্য ব্রহ্মচারিণী সর্ব্বদেশেই আছেন। রোগে শোকে ধর্ম্মে এবং গোসেবা অতিথিসেবা নারীশিক্ষা কুটীরশিল্প ও বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি বহু গৃহকর্ম্মে ব্রহ্মচারিণী বিধবারাই গৃহস্থের এবং সমাজের এখন যে প্রধান সহায়। এরূপ বিধবা ও ব্রহ্মচারী বর্ত্তমান সমাজের এবং দেশের নানাবিধ কার্য্যের জন্য এক্ষণে যে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। অন্যদেশ ভোগভূমি কিন্তু ভারতের আর্য্যজাতি ত্যাগের আদর্শ, ত্যাগী ও সংযমী না হইলে জগতের বিশেষ কোন কার্য্য অথবা সেই পরম সুখদ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করা যায়না, এসকল কথা স্থানান্তরে বলা হইবে।

অপর এদেশে কুমারীদিগেরই বিবাহ দেওয়া বরপণাদি কারণে এখন বড়ই কঠিন হইয়াছে, সেজন্য স্থানে স্থানে কন্যারা আত্মহত্যাও করিতেছেন, এক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ প্রচলন হইলে

আত্মহত্যা আরও বাড়িয়া যাইবে না কি? কাহারও বা দুইবার হইল কাহারও বা একবারই বিবাহ হইবে না, এ সমস্যারই বা সমাধান কিরূপে হইবে। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বলাধিক্যপ্রযুক্ত বিধবা গর্ভে আরও যে কন্যার আধিক্যই ঘটিবে।

অপর কথা সর্ব্বদা তামসিক আহার ব্যবহারে অসংযত এবং বিশেষ উচ্ছৃঙ্খল সমাজের মধ্যে থাকিয়াও যদি সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ রমণীরা আজীবন মিস্ বা চিরকুমারী (ব্রহ্মচারিণী) থাকিতে পারেন, তাহাহইলে আর্য্যবিধবাদের বহু সংযমের মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্যপালন না করিতে পারা এটি বিশেষ হীনতার কথা হইবে না কি? পাশ্চাত্যদেশে আকুমার ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী অনেক আছেন, আমাদের দেশেও দণ্ডী সন্ন্যাসী চিরকালই আছেন, এখনও আমার বাটীর অপর পারে বেলুড়মঠে মহাত্মা পরমহংস দেবের শিষ্য সম্প্রদায়ে অনেক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বাস করিতেছেন। অতএব হিন্দুরা বিধবাদিগকে ব্রহ্মচারিণী থাকিতে বলায় এমন কিছু নিষ্ঠুরতা বা সৃষ্টিছাড়া অভিনব কার্য্য করা হয় নাই, বিধবারা কিছুকালওত দাম্পত্য প্রেম ভোগ করিয়াছেন।

চিরকুমারী অন্যদেশে যথেষ্ট আছে, নাই কেবল এখন এদেশে সুতরাং এখন এই দেশবাসীরাই ভোগলুব্ধ এবং দয়ালু বেশী। বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দলে দলে এই এসিয়া মহাদেশেই বিচরণ করিতেন, তখনকার দিনে সচ্ছল ঘৃত দুগ্ধাদি বিনামূল্যে খাইয়াও তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যে বিচলিত হয়েন নাই, মহামান্যা বুদ্ধজননী গৌতমী প্রভৃতি বহুতর বৌদ্ধভিক্ষুণী সংঘ (দল) করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সকল দল দ্বারা

সমুদ্রপারে সিংহল প্রভৃতি দেশেও ধর্ম্মপ্রচার করা হইত। বৌদ্ধযুগের শেষে সমাজ এখনকার ন্যায় ঘোর নাস্তিক প্রায় হইলেও তখন বিধবা বিবাহের কথাত শুনা যায় নাই, মহাপ্রভুর আমলেও ভদ্রসমাজে বিধবাবিবাহত দেখা যায় নাই, এখন দেশোদ্ধারের বহুকার্য্য থাকিতে এই কার্য্যটি অর্থাৎ মা মাসীর নিকা দিবার ইচ্ছাটি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইল কেন; কামপ্রেরণা নহে কি? ব্যভিচার বা অসংযমের কথা স্বল্পবিস্তর সকল সমাজে সকল কালেই আছে, সেজন্য সমাজবন্ধন শিথিল করা চলে কি? অন্যসমাজে বিধবা বিবাহ সত্ত্বেও ভ্রূণহত্যাত যথেষ্টই হইয়া থাকে।

কিছুকাল দাম্পত্য সুখ ভোগের পর বা সন্তানসন্ততি হইবার পরে যদি কোন বিধবা ব্রহ্মচারিণী হইয়া অকপট ভাবে স্বামীর প্রেম বা ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শুদ্ধচিত্তে ঈশ্বরপরায়ণা থাকিয়া পরোপকার সাধনে জীবনযাপন করেন, আত্মীয় স্বজন এবং সমাজ যদি তাঁহাকে সমাদরে রাখেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাৎ না ঘটে এবং তাঁহাকে দেখিলে লোকে যদি পবিত্রা জ্ঞানে সম্মান করে তবে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার হয়, এস্থলে বিধবাদের বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য নহে কি? পতির মৃত্যুর পরেই তাঁহার সম্পত্তি খাইয়া হঠাৎ ভালবাসা ভুলিয়া অন্য পতির চেষ্টা করা ঘোর স্বার্থপরতা এবং নিতান্ত নীচতা নহে কি?

পতিপত্নীর প্রেম যদি গাঢ় হইয়া থাকে, পতিকে যদি একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলিয়াই মনে হইয়া থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে পশ্চাৎকথিত পতিপত্নীর সম্বন্ধ বা সতীধর্ম্ম বজায়

যদি থাকে তবে সে নারীর দ্বিতীয় পতিগ্রহণ করিতে প্রবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে ; ঘৃণা ও লজ্জাবোধ হইবে না কি ?

অপর আর্য্যসমাজে কন্যার বিবাহ না দিলে সামাজিক নিন্দা এবং ধর্ম্মকর্ম্মে দোষ, অনুপনীত ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায় বিবাহসংস্কার বিহীন কুমারীর সংস্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণাদির অভোক্ষ্য কিন্তু অন্যদেশে কোন কোন কুমারী আদৌ বিবাহ না করিলে দোষ নাই সুতরাং এদেশীয় সমাজেরই দয়া বেশী নহে কি ?

অনেক জীবের জননী হইতে পারে বুঝিয়াই বোধহয় শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীপশু অবধ্য এবং উহার মাংস অভোক্ষ্য বলিয়াছেন, সেইরূপ সকল নারীজাতি সন্তানের মাতা হইলে সমাজে জনবল বৃদ্ধি হইবে ইহা বুঝিয়াই বোধহয় আর্য্যেরা কোন নারীকে চিরকুমারী থাকিতে বলেন্‌ নাই বরং উহা বারণ করিয়া ধর্ম্মে কর্ম্মে অনধিকারিণী বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বিধবাকে ব্রহ্মচারিণীই থাকিতে বলিয়াছেন।

অন্য পুরুষের ভোগোচ্ছিষ্ট বিধবার গর্ভে প্রায় সৎপুত্র জন্মে না, অনুসন্ধানেও জানা যায় নিকা স্ত্রীর গর্ভে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি প্রায় জন্মে নাই, কোন সভ্যসমাজে জারজ বা বেশ্যা পুত্রকে সমাদর করেনা, বিধবা বিবাহে তদ্‌ গর্ভজাত সন্তানও প্রায় জারজতুল্য হয় বলিয়াই লোকে মনে করে, সেজন্য আমরা বারম্বার ঐ দোষের উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল কারণেই বোধহয় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। মহাত্মা গান্ধিও বিধবা বিবাহের পক্ষপাতি নহেন, তিনিও তাঁহার লিখিত "গান্ধীর ব্রহ্মচর্য্য" নামক পুস্তকে সংযমে থাকিতেই বলেন।

কোন মৌলবী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, অস্থিপ্রগলভা

কলহপ্রিয়া হিন্দুরমণীও পতির জীবনরক্ষার জন্য চেষ্টা করে, কারণ সে বিশেষ ভাবে মনে জানে এটি নষ্ট হইলে এরূপ জিনিষটি আর পাইব না কিন্তু অন্য সমাজে কোন কোন স্থলে সুন্দরী রমণীর পতি যদি হঠাৎ রুগ্ন বা দরিদ্র হয় এবং পত্নী যদি অন্য সুন্দর বা ধনী পুরুষের প্রতি আশক্ত হয়, তবে সে কুইচ্ছায় মৃতুবিষ দ্বারাও স্বামীর জীবন নষ্ট করিয়া সেই পুরুষকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয়। অতএব যুবকগণ সাবধান; এই দারিদ্র‍্যপ্রধান যুগে তোমরা জীবনসঙ্গিনীকে বিপথের পথিক করিবার সাহায্য করিয়া হাতের লক্ষ্মীকে পায় ঠেলিও না, শেষে যেন হায় হায় না করিতে হয়।

অপর পাশ্চাত্যদেশ বাসীরা বিবাহবিভ্রাটে অন্তর্ব্বিপ্লবে মনোদুঃখে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছেন, এক বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলনাদি কার্য্যের জন্য তাঁহাদের শত শত আদালতের খরচা যোগাইতে হইতেছে। সুদরিদ্র আমরা আমাদের আবার ঐসকল খরচা ও হাঙ্গামা বহন করিতে হইলে এবং সুগৃহিণীর অভাবে একমুষ্টি অন্নের জন্য হোটেলের খরচা চলিলে অর্থাভাবেও গরিব আমাদের অনাহারে মৃত্যু নিশ্চয় হইবে যে, তখন আমাদের দুর্গতিও চরমে দাঁড়াইবে নাকি?

হোটেলে জন্ম হোটেলে মৃত্যু এবং পিতৃমাতৃভক্তি বা স্নেহ মায়া মমতা প্রভৃতি জন্য সমাজবন্ধন না থাকায় পাশ্চাত্যজাতির সংসারবন্ধনই নাই, এক স্ত্রী লইয়া সংসার তাহাও সর্ব্বদা হারাই হারাই ভাব। মৃত্যুযন্ত্রণা বা রোগ ভোগের সময় সেদেশে দরিদ্রের পক্ষে আত্মীয়ের সেবাস্থলে ডাক্তারখানার ইতর জাতীয় চাকর যা করেন, ঐদেশে যদি রাজার বিশেষ

ব্যবস্থা না থাকিত এবং আমাদের দেশের স্থায় দুরবস্থা এবং অব্যবস্থা হইলে দরিদ্রের কি দুর্দ্দশাই ঘটিত একবার ভাবিয়া দেখুন; বিধবাবিবাহ চলিলে তখন বিধবা কন্যা ভগিনী বা মা মাসী পিসী কাহাকেও যে আর পাওয়া কঠিন হইবে।

অতএব বিধবাবিবাহ প্রচলন হইয়া পরাধীন আমাদের উপস্থিত গৃহস্থালী নষ্ট হইলে দরিদ্র আমাদের রোগে শোকে কিরূপ দুর্দ্দশা হইবে, দিনান্তে আলুভাতেও রাঁধিবে কে; তখন যে সকলেই স্বাধীন জেনানা হইয়া যাইবে। যে সকল নেতারা পথ দেখাইতেছেন তাঁহারা যে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার মোহে মুগ্ধ এবং নিজেরা দাসদাসীযুক্ত ও ধনী, দরিদ্র ভারতীয়ের সংসারের অর্থাৎ ঘরের খবর তাঁহারা জানিলে এরূপ কখন বলিতেন না বা করিতেন না, উক্ত নেতাদের পক্ষে এদেশীয় ধনী ও দরিদ্রের সংসারের পার্থক্য সর্ব্বাগ্রে জানা কর্ত্তব্য।

বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী যুবকেরা একবার ভাবিয়া দেখুন; কোন যুবকপতির হঠাৎ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে আমার প্রাণাধিকা সুন্দরী যুবতী পত্নীটি অন্যে ভোগ করিবে, একথা স্মরণ হইতে লাগিলেও সেই স্বামীর মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা ঐ বেদনাই অধিক মনে হইতে থাকিবে না কি? অতএব আর্য্য জাতির বিবাহপ্রথা জগতে অদ্বিতীয় ও পবিত্রতাময়, বিধবা বিবাহদ্বারা আর্য্যজাতির মহত্ত্ব ও পার্থক্য এবং সমাজবন্ধন একেবারে নষ্ট হইবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ধ্বংস হইয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্যদেশের স্থায় একাকার হইয়াই যাইবে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহ এবং কুলাঙ্গার উৎপত্তির ভয়েই জননীদিগের পত্যন্তর গ্রহণ বারণ করা হইয়াছে, পুরুষের পক্ষে

তাদৃশ কোন বিশেষ দোষ হয়না এবং নারী অপেক্ষা পুরুষের ধৈর্য্য স্থৈর্য্য শক্তি স্বল্প এজন্য দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ পুরুষের পক্ষে যৌবনে নিষেধ হয় নাই, বরং সন্তানবিহীন নির্ব্বংশ গৃহস্থ যুবকের অনাশ্রমী থাকায় অধর্ম্ম হয়, ইহাই শাস্ত্রীয় আদেশ।

পশ্চাৎলিখিত (স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বের বিভেদ, প্রবন্ধটি এস্থলে দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ বলেন পুরুষেরা স্বার্থপর হইয়া কেবল নিজের বেলায় বারম্বার বিবাহের ব্যবস্থা করেন অথচ বিধবাবিবাহ অনুমোদন করেন না ইহা উদারতা নহে, কথাটি নিতান্ত অসঙ্গত নহে কিন্তু সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষা করা কি সর্ব্বত্র ঘটিয়া উঠে, বিধবাবিবাহে গুণাপেক্ষা দোষের ভাগ যে কত অধিক তাহা বিধবাবিবাহ প্রবন্ধটি সমগ্র পড়িলেই অনেকে বুঝিতে পারিবেন, বিশেষ দোষ বিধবার গর্ভে বিভিন্ন শুক্র মিশ্রণ দোষে উন্নত চরিত্র গুণবান্ সুসন্তান প্রায় জন্মে না, নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান হীন পশু সন্তানই প্রায় হয়। ভারতযুদ্ধে মহাত্মা অর্জ্জুন জারজসন্তানে দেশ পূর্ণ হইবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কতকটা তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়াই ভারত হঠাৎ এত অবসন্ন হইয়াছিল কিন্তু তথাপি মহানুভব তাঁহারা বিধবাবিবাহত সাধারণমধ্যে অনুমোদন করেন নাই।

ভগবৎ কৃপায় বিধবাদিগের মধ্যে ধৈর্য্য স্থৈর্য্য স্নেহ মমতা এবং ধর্ম্মবিশ্বাস অনেক বেশী এবং তাঁহাদের যৌবনবেগও স্বল্পকাল স্থায়ী হয় এবং গৃহস্থালীতে তাঁহারা বড়ই আশক্তা, সর্ব্বদা বাৎসল্যভাবে থাকিয়া সেবাকার্য্যে তাঁহারা বড়ই আনন্দ লাভ করেন, এই সকল কারণে তাহারা আদর যত্ন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা পাইলে সহজে সতীত্ব নষ্ট করেন না, লজ্জা ভয় এবং

আত্মমর্য্যাদা বোধ নারী জাতির সমধিক থাকায় কামপীড়নে ব্যথিত হইলেও মুখ ফুটিয়া কুপ্রস্তাব করিতে বা তাহাতে সম্মত হইতে ভারতীয় ভদ্র মহিলারা হঠাৎ পারেন না। পুরুষের লজ্জা ভয় অনেক কম এবং তাহারা স্বাধীন এজন্য সহজেই কুপথগামী হইতে এবং অবৈধ উপায়েও দেহের অত্যন্ত ক্ষয় করিতে পারেন এজন্য উৎসন্ন যাইবার ভয়েও দ্বিতীয়বার বিবাহ পুরুষের পক্ষে অনুমোদন করা হইয়াছে কিন্তু একপত্নী লইয়া জীবন যাপনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর্শপুরুষ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসীতা করিয়া যজ্ঞ করিলেন তথাপি পুনশ্চ বিবাহ করেন নাই।

যেমন অব্যক্ত সূক্ষ্মভাবাপন্ন অশ্বত্থাদি বৃক্ষবীজ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া নানাবিধ ফলপুষ্প প্রদানে জীবজগতের কল্যাণ সাধন করে, সেইরূপ সুসূক্ষ্ম পুরুষবীজ নারীর গর্ভাশয় অবলম্বনেই ব্যক্ত জীবরূপে জগতে আবির্ভূত হয় এবং মাতা দ্বারা পুষ্ট বিকশিত এবং লালিত পালিত ও শিক্ষিত হওয়ায় সন্তানগণ বিশেষরূপে জননীরই দোষ গুণের অধিকারী হইয়া থাকেন, সেই হেতু নারীজাতিকে নানা উপায়ে অধিক পবিত্রা রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন। পুরুষের ব্যক্তিগত দোষে তাদৃশ বংশগত ক্ষতি হয় না সে নিজেই উৎসন্ন যায় ইত্যাদি কারণে দোষাধিক্য জন্যই অর্থাৎ পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণ অপেক্ষা নারীর দ্বিতীয় পতিগ্রহণ ঘটিলে আধ্যাত্মিকবাদী আর্য্য সমাজের আধ্যাত্মিক পথের পক্ষে এবং সুসন্তানের পক্ষে অধিক হানিকর হইবে বলিয়াই বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে বারণ করা হইয়াছে। "ব্রহ্মচর্য্যং

তদন্বারোহণস্বা।* শাস্ত্র বলিতেছেন বিধবাগণ পতির সহিত সহমরণ যাইবেন কিম্বা তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপালন করিবেন। পশ্চাৎ লিখিত "সতীধর্ম্ম প্রবন্ধ" পড়িয়া দেখুন, প্রকৃত সতী বিধবাগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত দুইটী পথ ব্যতীত পত্যন্তর গ্রহণের প্রবৃত্তিই তাঁহাদের জন্মিতে পারেনা।

অপরের উচ্ছিষ্ট হাঁড়ি ব্যবহার করিতে বা উচ্ছিষ্ট পাতায় খাইতে ভদ্রলোকের যেমন প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ দশ পাঁচ বৎসর উপভোগ করা পরস্ত্রীকে আপন স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিতে ভদ্রবংশীয় হিন্দুর হঠাৎ প্রবৃত্তি হইবে না এস্থলে অপবিত্র বোধে মনের সঙ্কোচ হওয়াই স্বাভাবিক এবং উচ্ছিষ্ট হাঁড়িতে যেমন দেবভোগ্য পবিত্র অন্ন হয়না সেইরূপ উচ্ছিষ্টবৎ পরভোগ্যা স্ত্রীতে দেবভাবাপন্ন পবিত্র সুসন্তান জন্মিতে না পারাই স্বাভাবিক। অনাঘ্রাত পুষ্পই দেব পূজার্হ হয়।

অনেক স্থলে ধর্ম্মহীন পিতার অনুরোধেই নাবালিকা বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় কারণ তখন কন্যাদিগের ভালমন্দ বোধ থাকে না। শুনিয়াছি ভবানীপুরের কোন বিখ্যাত ব্যক্তি তৃতীয়বার কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার কন্যা কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, পিতা ক্ষান্ত হউন; অদৃষ্ট মানুন; আমি বেশ্যার সমান হইতে চাহিনা, ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া আমার পক্ষে ব্রহ্মচারিণী থাকা কষ্টকর হইবে না বরং জগৎপতির সেবা করিয়া আমি পরমসুখে থাকিব।

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষতযোনি নারীর বিবাহের ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেখিলেন দলে দলে প্রৌঢ়া বিবাহার্থিনী হইয়া আসিতে লাগিলেন, তাঁহার পুত্রই প্রৌঢ়া বিবাহ করিলেন,

তিনি বিরক্ত হইয়া পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র প্রায় করিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন সমাজবন্ধনের মাহাত্ম্য কি?

প্রবৃত্তিমার্গের পথ ঘৃণাক্ষরে দেখাইয়া দিলেই আর নিবৃত্তি করা কঠিন হইবে, একথা বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষতযোনি বিধবাবিবাহের চেষ্টা করিতে গিয়া বিশেষভাবেই বুঝিয়াছিলেন। যাঁহারা বালবিধবা বিবাহের পক্ষপাতি তাঁহাদেরও ঐকথা বুঝা উচিত সুতরাং স্বল্প লোকের জন্য উহার কোন অংশ প্রচলন করিতে গেলেই বিপদ তখন কেহ কাহারও বারণ শুনিবে না, তখন অনার্য্য সমাজের ন্যায় আনুষঙ্গিক তালাক বা চুক্তিভঙ্গের নোটিশ এবং মোকর্দ্দমা প্রভৃতি উপসর্গ সমস্ত উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া আর্য্য অনার্য্যে প্রভেদ থাকিবে না। এই সকল তথ্য ভবিষ্যদ্দর্শী শাস্ত্রকারগণ ও পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিয়াই বিধবাবিবাহ বারণই করিয়াছেন, ইহা কোন প্রকারেই ভদ্রসমাজে তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

বিবাহ রাত্রে যিনি কন্যা সম্প্রদান করেন, তিনি সম্প্রদাতা, যিনি কন্যাকে গ্রহণ করেন সেই গৃহীতার নাম বর বা কন্যার পতি, কন্যা তাহাহইলে ধনরত্নের ন্যায় আদান প্রদানের বস্তু বিশেষ দাঁড়াইলেন। পশ্চাৎলিখিত বৈবাহিক (কুশণ্ডিকা) মন্ত্রদ্বারা পত্নী-পতির অঙ্গে এবং গোত্রে মিশিয়া যাওয়ায় তাঁহার আভ্যন্তরীক পার্থক্যও বিশেষ থাকিল না। এজন্য বিবাহের কর্ত্তা বর ধনরত্নের ন্যায় দুই তিনটি স্ত্রীকেও বিবাহদ্বারা সংগ্রহ করিতে পারেন কিন্তু ঐ বিবাহিতা বা বিধবা নারীকে অন্য পুরুষেরা পরদ্রব্যের ন্যায় পরদার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না, কন্যার পিত্রাদি অভিভাবকের পক্ষেও দত্ত বস্তুর ন্যায় ঐ

কন্যাকে পুনর্দানের অধিকারও নাই। কন্যা প্রথম পতিকে আত্মদান করায় ধর্ম্মপত্নী হওয়ায় অন্যকে পতিত্বে বরণ করিতেও পারেনা। ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যকে রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ অর্থনৈতিক হিসাবেও যুক্তিসঙ্গত বা ধর্ম্মসঙ্গত হয় না কিন্তু অনার্য্য জাতির চুক্তির বিবাহে বিচ্ছেদ বা পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে পতিপত্নীর তুল্য কর্ত্তৃত্ব থাকায় ঐ বিবাহ সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ফলাফলেরও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় সুতরাং উহাকে বিবাহ বলেনা চুক্তিই বলে।

পরম দয়ালু হইয়াও যে ঈশ্বর জন্মান্ধ বা বধিরাদি মানবকে আজীবন কষ্ট দিয়া থাকেন, কর্ম্মফলদাতা সেই ভগবান্ অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীকে বিধবা করিতেছেন, অদৃষ্টবাদী হিন্দু একথা বুঝিয়া কোনকালেই ব্যাকুল ছিলেন না। মুসলমানদিগের নিকা বা বিধবাবিবাহ দেখিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে সংসর্গদোষে প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। এখন পাশ্চাত্য মোহমুগ্ধ বাবুরাই আবার অসংযমী সমাজকে পারিপার্শ্বিক দৃষ্টান্তে অধিক ব্যাকুল করিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে, পূর্ব্বে বিধবারাই গৃহস্থের ঘরের সর্ব্বময় কর্ত্রী বা গিন্নী থাকিতেন, সেস্থলে এখন পত্নীরাই পেত্নী বা প্রেতিনী মূর্ত্তিতে কর্ত্তার ঘাড়ে চাপিয়া বাটীস্থ সকলের উপর বিশেষতঃ অবীরা বা সাধারণ বিধবার প্রতি বড়ই অত্যাচার করেন, সেই বিধবা শাশুড়ী ননদ যেই হউন না কেন তাঁহাদের কাহারই নিস্তার নাই এদোষত শাস্ত্রকারের নহে, দুর্ব্বল পুরুষেরাই এখন স্ত্রৈণ হইয়াছেন, সুতরাং এখন পুত্রকেও বিশ্বাস না করিয়া কন্যা ভগিনী বা পত্নী প্রভৃতি বিধবাদিগের ভরণ

পোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া উচিত। পূর্ব্বকার বিধবারা সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া সুচারুরূপে গৃহস্থালী চালাইতেন এবং পাড়া প্রতিবাসীরও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, সেজন্য বিপুল সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বদা তন্ময় থাকায় তাঁহাদের মনে কামচিন্তার অবসরই ঘটিত না।

কেহ কেহ বলেন একাদশীর উপবাসে বিধবার বড়ই কষ্ট হয় কিন্তু কামুকের ভোগক্ষীণ ক্ষুধিত দেহের ক্ষয়পূরণের জন্যই তাঁহাদের উপবাস যেরূপ কষ্টকর হয় সংযমী বিধবা বা সংযমী অন্য ব্যক্তির পক্ষে উহা সেরূপ কষ্টকর হয় না, ক্ষীণ দেহীর পক্ষে অনুকল্পও ব্যবস্থা আছে। উপবাস করা অভ্যাস হইয়া গেলে তখন না করিলে শরীরের অসুস্থতা বোধই হয় কারণ অভ্যাস যাহা কর তাহাই করা যায়। মহাত্মা গান্ধি এবং অন্যান্য নেতারা এখন উপবাসেরত পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, তাঁহাদের এত সাহস হইল কেন; ব্রহ্মচর্য্যইত তাঁহাদের বল বুদ্ধি ও জীবন রক্ষা করিতেছে। যোগী ঋষিরাও ত এই পথে চলেন। মহাত্মা বুদ্ধদেব বোধিদ্রুম মূলে এবং মহামান্য মহম্মদ পর্ব্বত গহ্বরে সুদীর্ঘ মাসাধিক কাল উপবাসাদি দ্বারাই মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

অপর দুর্জ্জয় কামরিপুকে বশীভূত করিবার পক্ষে যদি কোন সহজ উপায় থাকে তবে সে কেবল উপবাস, উপবাসই কামদমনের প্রধান অবলম্বন, ইহাতে দেহস্থ রস ও মনের কুভাব উভয়ই সঙ্কোচ ও সংযত হয়। যেমন দুগ্ধ অগ্নিপক্ক হইয়া ক্ষীরে পরিণত হয় সেইরূপ দেহস্থ রস রক্তাদি ধাতু জঠরাগ্নিতে পক্ক ও বিশোধিত হইয়া সারাংশে ওজ ধাতুতে এবং প্রায়

সাত্ত্বিক গুণেই পরিণত হওয়ায় ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য শীঘ্র লাঘব হয়। জীহ্বার সহিত জননেন্দ্রিয়ের বড়ই নিকট সম্বন্ধ, দেহকে দোমুখো নল বলিলেও চলে, ভোজনলুব্ধ ব্যক্তিদিগের সংযম রক্ষা করা কঠিন। ব্রতাচরণ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে মন তন্মনস্ক থাকাতেও কুভাব সঙ্কুচিত ও দমন থাকে এবং আহার লাঘবেও সংযম শক্তি বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক সুতরাং সাত্ত্বিক ও স্বল্পাহারই বিধবার কর্ত্তব্য, এজন্য প্রায় সর্ব্বদা ব্রত নিয়মে থাকাই বিধবার প্রয়োজন, অসংযত আহারে দেহের প্রসার বৃদ্ধিতে ভোগলিপ্সা বাড়ে। সংযমীর নিকট হঠাৎ কোন রোগ আসিতে পারে না সেজন্য বলিষ্ঠা ও সুস্থকায়া বিধবারাই এখন আর্য্যজাতির সংসারের প্রধান সহায়।

যেমন নিমন্ত্রিত বালকেরা ক্ষুধার তাড়নায় অগ্রে ব্যঞ্জন খাইয়াই উদরপূর্ত্তি করে সেজন্য শেষে দধি সন্দেশ ক্ষীর পাতে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, আমরাও সেইরূপ ইন্দ্রিয় তাড়নায় কেবল দাম্পত্য গ্রাম্য সুখকে চরম সুখ মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরি এবং ঐ কর্ম্মেই মূল্যবান্ জীবনটাকে শেষ করি, আমরা ইন্দ্রিয় ভোগে মুগ্ধ থাকায় বুঝিতে পারিনা যে, ভগবান্ আমাদের জন্য কতপ্রকার সুখের বস্তু স্তরে স্তরে সংসারেই সাজাইয়া রাখিয়াছেন, আমরা জানিনা যে ভক্তি প্রেমে কত মধু আছে, পরোপকারে কত প্রীতি জন্মে। অতএব আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বিধবাদিগের আত্মোন্নতির বিশেষ সুবিধার জন্য ক্ষণভঙ্গুর দেহের ক্ষণিক সুখাস্বাদন বারণ করিয়া বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ দ্বারা অশেষ কল্যাণ সাধনই করিয়াছেন, ইহাতে নিষ্ঠুরতার লেশ নাই।

যাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্মফলে সুসৌভাগ্যের উদয় হয় তাঁহারা ভোগ অপেক্ষা ত্যাগেই অধিক সুখের আস্বাদ পাইয়া থাকেন, কিন্তু সেই ত্যাগের মূল কারণই হইতেছে বৃহৎ বস্তুকে পাইয়া ক্ষুদ্র বস্তু ত্যাগ করা। মহাত্মা বুদ্ধদেব এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন সচ্চিদানন্দময়ের মহান্ প্রেমানন্দের অপূর্ব্ব আস্বাদ পাইলেন, তখন সতীস্ত্রীর নশ্বর প্রেমকে তাঁহারা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ বলিয়াই উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মা বুদ্ধ ও চৈতন্য এবং তুলসীদাস প্রথমতঃ কামিনী প্রেমের সুখাস্বাদ ও মাধুর্য্য বিশেষ রূপেই অবগত হইয়াছিলেন, দেহসুখ কি; ইহার আকর্ষণ কি; তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন। বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের ন্যায় তাঁহাদিগের লোকলজ্জা ভয় বা ধর্ম্মভয় কিছুইত প্রতিবন্ধক ছিল না, তাঁহারা অনায়াসে ফিরিয়া আসিয়াও যুবতী স্ত্রী লইয়া চিরজীবন দাম্পত্য সুখসম্ভোগ করিতে পারিতেন। (তাহা হইলে জগতে কোটি কোটি লোকের উদ্ধার হইত কি ?) তাঁহারা যে মহান্ ভোগ্য বস্তু পাইয়া এই সাংসারিক ভোগ সুখকে তুচ্ছ বোধে ত্যাগ করিয়াছিলেন. বিধবাগণ বা ব্রহ্মচারীরা সেই সারবস্তু লাভের চেষ্টায় জীবনযাপন করিলে ঠকিবেন কি? এজীবনেও সেই সার বস্তু না পাইলে ক্ষতি হইবে না। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" ভগবদুপাসনা রূপ মহা মঙ্গলজনক কার্য্য দুর্গতির কারণ হয় না বরং জন্মান্তরে উহা সুলভই হয়। মহাত্মা বুদ্ধ এবং চৈতন্য প্রভৃতি শান্তির পথ দেখাইয়া মায়ামুগ্ধ মানবের মহোপকারই সাধন করিয়াছেন।

উপক্রমণিকায় বলিয়াছি। ব্রহ্মচিন্তাই যাঁহাদের পরমার্থ

তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের স্ত্রীগণও ঐ ভাবেরই পোষণ করেন সেজন্য সর্ব্বদা দেবতাপরায়ণা এবং ভূদেবপত্নী বলিয়া তাঁহাদিগের নামান্তে দেবী উপাধি যোজনা করা যায়, যে সকল বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা দেবতার নামোচ্চারণ এবং দেবকার্য্য ও দেবচিন্তাকেই জীবনের সারকার্য্য বা পরমার্থ বলিয়া মনে করিবেন দেবতারাই তাঁহাদের রক্ষক হইয়া থাকিবেন। সর্ব্বপ্রকার ভোগকে যাঁহারা তুচ্ছবোধে জীবসেবা করিবেন, সকল মানবই তাঁহাদিগকে দেবী জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধাও করিবেন। দেবসেবায় দেবী, মানবসেবায় মানবী হয় কিন্তু কামসেবায় পশুত্বই জন্মে। অতএব ভগবচ্চিন্তা, দেবসেবা এবং জীবসেবাই বিধবাদিগের প্রধান কার্য্য, ইহাতে আশক্ত হইলে অন্য কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইবেন না। ভোগে অধিক আশক্ত হইলে পশুত্ব, অনাশক্ত ভোগে মনুষ্যত্ব, কিন্তু ভোগও স্বার্থত্যাগে দেবত্ব লাভ ঘটে। অতএব এইভাবে বিধবারা পূর্ণ দেবী হইবার চেষ্টা করুন;

পদাতিক বা পিওনেরা অধিক হাঁটে বলিয়া তাহাদের অভ্যাসবশতঃ অধিক চলিতে পারে কিন্তু হাতের কার্য্যে তাহারা দুর্ব্বল, নৌকা বাহকদিগের বাহু সবল কিন্তু পদ দুর্ব্বল, সেইরূপ যে নরনারী ধর্ম্মানুশীলনে রত থাকে তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় কামাদি নীচ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক নিয়মেই সঙ্কোচ হয়, আবার যে কোন অঙ্গ বা প্রবৃত্তি অধিক দিন পরিচালিত না হইলেও তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই সঙ্কোচ হয়, জল না চলিলে ড্রেন আপনিই বুজিয়া বা শুকাইয়া যায়, সেইরূপ বিধবা বা ব্রহ্মচারীদিগের অভ্যাস যোগ বলেই ক্রমশঃ

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইবার কথা আছে, শ্রীশ্রীগীতায়ও ইহা বলিয়াছেন। ঐরূপ বিধবা ও যোগীদিগের পক্ষে ইন্দ্রিয় দমনের অপর সহজ উপায় মদনমোহন কিম্বা কামভস্মকারী সদাশিবেরই আশ্রয় লওয়া। জগৎপতির সহিত প্রাণ খুলিয়া কায় মন বাক্যে প্রেম বা ভালবাসার আদান প্রদান করিতে পারিলে আর দাম্পত্য প্রেম পিপাসা জাগিবে না, চিরদিনের জন্য হৃদয় স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া যাইবে, চিন্তা ধারা উর্দ্ধপথে বা উজান পথে ভক্তিমার্গে দৃঢ়ভাবে একবার প্রবাহিত হইলে মনসিজ মনেই লয় হইয়া থাকিবে বা ধ্বংস হইয়া যাইবে। ভগবান্ বিশেষ আশ্বাস দিয়াই বলিয়াছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিবে তাঁহারা কামিনী কাঞ্চনের মায়া মোহ হইতে নিশ্চয় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। বিধবা সম্বন্ধীয় প্রায় সকল ব্যবস্থা ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর পক্ষেও গ্রহণীয়। ইহা ব্যতীত দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা এবং মানসিক সৎগ্রন্থ পাঠাদি উভয়ের পক্ষেই কর্ত্তব্য, হিন্দুর নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান করাও বিশেষ প্রয়োজন। কামদমনের অন্যান্য কথা ব্রহ্মচর্য্যপালন প্রবন্ধে দেখ।

এখন কথা উঠিয়াছে, বিধবাবিবাহ না হওয়া এবং অবরোধ প্রথা প্রভৃতির জন্য হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে সুতরাং ঐগুলি ঘুচাইয়াই সমাজসংস্কার প্রয়োজন, আমরা বলিতেছি, ঐগুলি এবং বাল্যবিবাহাদি বহুকাল বা চিরকাল এদেশে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিবার পরে সেই পাঁচজন এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিতে এপর্য্যন্ত (সহস্র বৎসরে) বোধহয় পাঁচলক্ষ ব্রাহ্মণ এবং ঐরূপেই অন্যান্য জাতি বাড়িয়াছে

কেবল বাঙ্গলায়, সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা স্বল্পদিনেই যথেষ্ট বাড়িতেছিল, এক্ষণে হ্রাস হইবার প্রধান কারণ হইতেছে অনাহার, অর্থাৎ পেট ভরিয়া পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে না পাইয়া এদেশের মানুষ গরু অকালে মরিতেছে, নানা রোগে কষ্ট পাইতেছে এবং তাঁহাদের সন্তানোৎপাদিকা শক্তিও হ্রাস হইতেছে, রোগীর সন্তান রোগী হয় তাহার ফলে অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য। দ্বিতীয় কারণ অনাচার (পৈত্রিক বা অভ্যস্ত আচরণের বিরুদ্ধ কর্ম্মকেও অনাচার বলা যায়) এবং অমিতাচার ইহা বহুস্থানে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অসময়ে আহার, আহারান্তে বিশ্রাম না করা, অবৈধ দ্রব্য পান ভোজন, বালক কাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না করা অর্থাৎ অবৈধ শুক্রক্ষয়ও অত্যধিক পরিশ্রম করা ইত্যাদি অধিক অনাচার ও অত্যাচারে ভদ্রবংশীয় বহু পুরুষের অকাল মৃত্যু হইতেছে সেজন্য বিধবার সংখ্যাও বাড়িতেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কলের কার্য্যে ও হোটেলে উচ্ছিষ্ট প্রায় অপরিষ্কৃত পাত্রে পান ভোজন এবং ঐরূপ পাত্রে ও অতিরিক্ত চা পানে এদেশে এখন এত যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ফলকথা সর্ব্ববিধ পাশ্চাত্য সংস্রবই আমাদের মরণের কারণ, প্রাচীন ও জাতীয় ভাব বৃদ্ধি এবং পূর্ণাহার ও স্বাধীনতা পাইলেই বাঁচিবার পথ হইবে।

অনেকে বলেন হিন্দু কমিতেছে মুসলমান বাড়িতেছে কেন; তাহার উত্তরে বলা যায় মুক্ত স্থানে বাস এবং শীত বাতাতপাদি পাঞ্চভৌতিক সংঘর্ষে কৃষকেরা সুস্থ দেহ থাকেন এবং পশু বা মূর্খের ন্যায় তাঁহারা চিন্তাহীন এবং সামান্য অন্নবস্ত্রেই সন্তুষ্টচিত্ত বিধায় এবং শ্রম ও দারিদ্র পীড়ন জন্য কামচিন্তা ও

অনাচার কম থাকায় তাঁহাদের দেহ সুস্থ থাকে সেজন্য তাঁহাদের সবল ও দীর্ঘজীবী বহু সন্তানও জন্মে এবং অকালমৃত্যুও কম হয় কিন্তু পল্লীগ্রামের ভদ্র নর নারীরা এখন অতিশয় ইন্দ্রিয়াশক্ত এবং আলস্য পরায়ণ ও অমিতাচারী এবং কদাচারী ও উপাসনা বর্জ্জিত হওয়ায় এবং পূর্ণমাত্রায় ভদ্রোচিত আহার না পাওয়ার জন্য এবং সহরে অতিশ্রম কুস্থানে বাস ও মিশ্রিত অখাদ্য কুখাদ্য দ্রব্য পান ভোজনেও অনেক ভদ্রলোকের এখন স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে।

অতএব যাঁহারা সমাজসংস্কার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাঁহারা জাতির অভ্যস্ত দেশকালানুযায়িক সদাচার পালন এবং পূর্ণাহারের ব্যবস্থা করুন; নচেৎ হিন্দু বাঁচিবে না। প্রত্যেক পাশ্চাত্যজাতি দৈনিক তিন চারি টাকা খান কিন্তু আমাদের ছয় পয়সাও এখন কমিতেছে, ইহা সত্বেও হিন্দুরা এখনও বাঁচিয়া আছে কেবল বর্ণাশ্রমের গুণে।

হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার রীতি নীতি অতি উন্নত সেজন্য অতি কঠোর, ইহা পরীক্ষিত মার্জ্জিত নির্দ্দোষ ও নিরাবিল, ইহার সমকক্ষ আর কোন ধর্ম্মই নাই সুতরাং অতি উচ্চ বলিয়া সামান্য কারণে পদস্খলন হওয়াই সম্ভব এজন্যও হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস ঘটে, কি করা যাইবে ভালোর একটুও ভালো, তোমরা ভালোর দিকটাই বাড়াও না কেন। উচ্চে উঠা কঠিন ও কষ্টকর, কিন্তু নিম্নে নামা সহজ এজন্য অনেকে নামিয়া যাওয়াতেও হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে।

আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা।
নিপাত্যতে ক্ষণেনাধ-স্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ॥

পর্ব্বতের অগ্রভাগে শিলাখণ্ডকে উঠাইতে হইলে যেমন অনেক যত্ন ও কষ্ট করিতে হয় কিন্তু পতনের সময় সহজেই গড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ গুণ হইতে দোষের দিকে সহজেই আত্মার পতন হইতেছে, বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতীত এই উন্নত আর্য্যসমাজকে সুবিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করা কঠিন হইবে। অতএব সামাজিক সকল হিন্দুরই কর্ত্তব্য যে কোন জাতীয় সদাচারী হিন্দুকে ও বিধবাকে সমাদর ও সযত্নে রক্ষা করা, নচেৎ হিন্দু অধিক দিন আর বাঁচিবে না।

বিধর্ম্মী বা হিন্দুবিদ্বেষীগণ হিন্দুকে অনুদার স্বার্থপর যাহাই বলুন, কিন্তু কার্য্যের বেলায় হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর কর্ম্ম, হিন্দুর জাতি ও সমাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া, হিন্দুত্বের কঠোরতার নিকট ঘেঁসিতে না পারিলেও হিন্দুর খাতায় হিন্দু বলিয়া নাম লেখাইতে পারিলেই অনেকে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ বলিয়া মনে করেন, আধুনিক হিন্দুসভা ও আর্য্যসমাজ প্রভৃতি তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র, তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মস্য ফলমিচ্ছন্তি ধর্ম্মং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ফলং পাপস্য নেচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥

লোকে ধর্ম্মের ফল ইচ্ছা করে কিন্তু কষ্টকর বিধায় কেহ ধর্ম্মকে ইচ্ছা করেনা এবং পাপের ফল কেহই ইচ্ছা করেনা অথচ নিজে যত্ন করিয়াই মোহবশে পাপকর্ম্ম করে।

এখন স্বেচ্ছাচার রহিত হইয়া প্রকৃত সদাচারে এবং পূর্ণাহারে থাকিলেই হিন্দু নিশ্চয় বাড়িবে। যেমন বিকৃত দুগ্ধের মিশ্রণে খাঁটি দুগ্ধ নষ্ট হয়, সেইরূপ অহিন্দুকে হিন্দু নাম করিয়া পৃথক্

রাখ কিন্তু অস্বাভাবিক বড় করিয়া প্রশ্রয় দিয়া প্রকৃত হিন্দুর সহিত মিশাইলেই সমস্ত নষ্ট হইবে, তাহাতে হিন্দু বাড়িবে না ক্ষয়ই পাইবে। অতএব বিধবা গর্ভজাত সন্তানেও প্রকৃত ভদ্রঘরের উচ্চ প্রকৃতির হিন্দু বাড়িবে না, এজন্য বিধবাকে সুশিক্ষায় ও সাবধানে অতিশয় পবিত্রা রাখিতে হয়।

অপর কতকগুলি ইতর জাতীয় সাধারণ মূর্খ মানুষের হ্রাস বৃদ্ধিতেই বা কি হইবে, সহস্র সহস্র মেষের পালের মধ্যে যদি একটা ক্ষুদ্র বাঘ আসিয়া পড়ে তবে তখন সকলেই যে. কম্পান্বিত কলেবর হইয়া যায়। সংখ্যায় পঁয়ত্রিশ কোটির স্থলে আজ পঞ্চাশ কোটি থাকিলেই বা এদেশে কি হইত। যাঁহার যত বেগম থাকিত তিনি তত বড় নবাব বা কুলীন হইতেন, এইরূপে দেশের যত প্রধান লোক মৌলবী মোল্লা এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর লোক সচ্ছল আহার বিহারের মধ্যে থাকিয়া যৎপরো নাস্তি অসংযমী হইয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির ষণ্ড বিশেষের ন্যায় বহুবিবাহে পটু (শ্বশুর ঘরের জামাই) অকর্ম্মা অসংযমী পুরুষ পুঙ্গবগণের বংশধর দিগের অস্তিত্ব যাহা এখনও দেখা যাইতেছে তাহা কেবল ভারতের মাটীর জন্য এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গুণে। অতএব এখনও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যাহাতে বলবুদ্ধি সম্পন্ন শক্তিশালী মানুষ জন্মায় সেই চেষ্টা করাই উচিত। মানে হুঁস মানুষ, মান মর্য্যাদা বোধ না থাকায় এই দুর্দ্দিনেও অনেকে নিশ্চিন্ত পশুবৎ রহিয়াছে, তাই তিনটা সাহেবে একটা জেলা শাসন করেন। এসকল কথা স্থানান্তরে বলিব।

দেশ যাবৎ কিছু স্বাধীন ছিল সেই হীন অবস্থায়ও তাহার মধ্যে মহাত্মা শিবাজী ও প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ব্যাঘ্র বিশেষ মানুষ

জন্মাইত। মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় পণ্ডিতও এই অনাহারের যুগে বোধ হয় আর জন্মিবে না। শুনিয়াছি তিনি প্রত্যহ বৈকালে অর্দ্ধশের ভালো সন্দেশ জল খাইতেন। দেশে মানুষ নাই বলিয়াই চেষ্টাহীন চিন্তাহীন বিকৃত বুদ্ধি নাস্তিকের দলে দেশ পূর্ণ হইতেছে। অতএব যদি উন্নত মানুষ জন্মাইতে চাও তবে পুষ্টিকর আহার ও সংযমের পথে থাকিয়া সদাচার ও স্বধর্ম্ম পালন কর। যাহাতে এদেশে পুনশ্চ ব্যাঘ্রবৎ শ্রেষ্ঠ মানুষ জন্মান যায় তাহাই এ গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

পূর্ব্বে এদেশে মহাসংযমী গৃহস্থ ও ঋষি দণ্ডী সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী অনেক ছিলেন সেজন্য তখন এই দেশ স্বাধীন ছিল আলস্যে এবং সর্ব্ববিষয়ে অসংযমী হইয়াই আর্য্যজাতি এখন পরাধীন ও লাঞ্ছিত হইতেছেন। এখন একমাত্র ভদ্রঘরের সংযমী আর্য্য বিধবারাই সজাগ ও সসস্ত্র সেনাপতির ন্যায় হিন্দুর গৃহস্থালী অর্থাৎ সংসার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ও দুর্ব্বুদ্ধির ফলে সেই সুসংযমী বিধবাদিগকেও এখন আমরা কুশিক্ষা ও অসংযমের পথে ঠেলিয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছি। এখন আমরা নিজে কুশিক্ষায় ও অসংযমের পথে উৎসন্ন গিয়াছি আবার নারীজাতিকেও স্বাধীনতার নামে উৎসন্ন যাইবার পথে অগ্রসর করিতেছি। অতএব একমুষ্টি অন্ন পাইবার এবং দাঁড়াইবার স্থানটি অগ্রে নষ্ট না করিয়া এখন উহা যেমন আছে তাহাই স্থির রাখিয়া স্বরাজ জন্য যুদ্ধ করুন; স্বরাজ পাইলে পাশ্চাত্য মোহমুগ্ধ ভাবটি সংশোধিত করিয়া পরে সমাজসংস্কার যেরূপ হওয়া উচিত তখন বুঝিয়া করা যাইবে, বিপদের সময় সমাগত এখন অধিক সংযমেরই আবশ্যকতা নহে কি?

সুতরাং এখন বিধবাদিগকে চঞ্চলা করা কখনই উচিত নহে, বিধবাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা পূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা সুশিক্ষা ও শিল্প অধিক মাত্রায় নারীসমাজে হিন্দুভাবে প্রচার করিয়া পতিত দেশের "উত্থানের পথ" চেষ্টা করুন।

আমরা বিধবাবিবাহের বিশেষ দোষের কথাটি এখানে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। মানব মাত্রেই সুখ চায় কিন্তু সেই সুখ স্থায়ী হয় প্রেমে, একলক্ষ্য একনিষ্ঠা না থাকিলে সেই প্রেম জন্মিতে পারে না, এইজন্য অনার্য্যজাতি প্রেমের কাঙ্গাল হইয়া ছট ফট করিয়া বেড়ান। আর্য্যজাতির সকল শাস্ত্রেই পতিপ্রেম দেশপ্রেম এবং ভগবৎ প্রেমের কথা ধর্ম্মে বিজড়িত, ভারতে এক এক সময় এই এক এক প্রকার প্রেমের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। যে প্রেমের বেগে আত্মহারা পাগলিনীর ন্যায় হইয়া এদেশের বহু সতী সহমরণে যাইতেন, সেই সতীধর্ম্ম ও সতীপ্রেম দ্বিচারিণী নারীর মধ্যে জন্মিতে পারে না, লতিকা যেমন নবীন বয়সে যে আধার আশ্রয় করে প্রবীণ বয়সে সেই আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য আশ্রয় ধরিতে গেলে সে যেমন ছিন্নভিন্ন এবং সৌন্দর্য্যহারা হয় দ্বিচারিণী নারীদিগেরও প্রায় সেই দশা ঘটে। বিধবাবিবাহে কিম্বা চুক্তির বিবাহে ঐ প্রেম না জন্মিবার কারণ উহাদের যৌনমিলন বা পাশবিক মিলন যাহাকে দেহ সুখপ্রবর্ত্তক কাম বলে, ঐ কামকে প্রেম বলে না সুতরাং ঐ বিবাহে প্রেম জন্মে না। এসকল কথা পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে ক্রমশঃ বুঝাইয়া "প্রেমতত্ত্ব" প্রবন্ধে বিস্তৃতরূপে বলা হইবে। আর্য্যেরা ক্ষণিক ভোগ অপেক্ষা অনন্ত পরকালকেই বড় দেখেন।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

মহর্ষি পরাশরের এই বচনের অর্থে পতি মৃত হইলে অন্যপতি গ্রহণ করা যায় যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে পতি নষ্ট স্বভাব হইলে কিম্বা সন্ন্যাসী হইলে বা পতিত হইলে, কোন বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করিবে কি? সুতরাং ঐ বচনোক্ত মৃতের সময়ও ঐ ব্যবস্থা। পতিশব্দ সপ্তমীতে পত্যৌ হয় সুতরাং এই পতিশব্দ (পতৌ) পালককে বুঝায়, উক্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় নারী যে কোন প্রতিপালকের অধীন হইবে অথবা কলি ব্যতীত যুগান্তরের ব্যবস্থা কিম্বা বাগ্দানও হইতে পারে, নচেৎ কলিতে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ নিষেধ বিধায়ক বচনের ব্যর্থতা আপত্তি হয়, ইত্যাদি অর্থ পণ্ডিতেরা করেন।

আমরা এপর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি তাহাতে বিধবাদিগের পক্ষে নিবৃত্তি মার্গে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই যে শ্রেষ্ঠ পথ তাহা বুঝাইয়াছি। আজকাল বিধবা অপেক্ষা তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি ভোগলুব্ধ আত্মীয়গণই বিধবাবিবাহের জন্য অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়েন কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত বংশে দুই একটি ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী থাকিলে তাঁহাদের সংসারের এবং দেশের যথেষ্টই মঙ্গল হয়। এখন দেশের অবস্থা বুঝিয়া অনেক ছেলে মেয়ে বিবাহই করিতে চাহেন না। শীঘ্রই কুমার কুমারীতে দেশ ভরিয়া যাইবে, এক্ষেত্রে আবার বিধবাবিবাহ উচিত কি? ঠিক্‌মত ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়া অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ বৎসর বয়সে (সাবালিকা) মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ

হয় শতকরা পাঁচ জনের অধিক ভদ্র ঘরের বিধবা নারী বিবাহে মত দিবে না। নিতান্ত প্রয়োজন বুঝে সে নিজে বিবাহ করিয়া সমাজ ত্যাগ করুক, সে ব্যবস্থা পরে বলিয়াছি, পরের প্রবৃত্তি না বুঝিয়া তুমি দোষ কর কেন; তোমার ধন যৌবনের গর্ব্ব বা বল চিরকাল থাকিবে না এবং হিন্দুর সমাজও ধ্বংস হইবে না। অতএব ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে হীন জারজবৎ করিলে চিরদিনের জন্য ভদ্রবংশীয় তাহাদের পক্ষে বহু ক্ষতি করা হইবে না কি?

আজকাল অনেকে বলেন বহুবিধবা যখন ভ্রষ্টা হইতেছে তখন যে পারে থাকুক না পারে বিবাহ করুক সাহস করিয়া এই ব্যবস্থা করাই সমাজ সংস্কার। ইহা বালকোচিত কথা নহে কি? মানুষকে শাসন সংরক্ষণের জন্যই যত আইন আদালত এবং রাজদণ্ডাদির বিধান, থাকিতে না পারা কিম্বা আইন অমান্যের জন্য কি আর আইন করিতে হয়। পশুরা প্রকৃতির আইনেই চলে, উচ্ছৃঙ্খল মানুষের জন্যই যাবতীয় শাস্ত্রবিধি এবং আইনাদি। সকল দিক্ দেখিয়া ভালো মন্দ বিচার করিয়া এখন যেখানে যেটুকু পরিবর্ত্তন করা চলে আমরা ক্রমশঃ সেইপথ যথাজ্ঞান দেখাইব, আশা করি ধীরবুদ্ধি পাঠকগণ একটু স্থিরচিত্তে সমগ্র গ্রন্থ খানি পড়িলে বোধ হয় অনেক প্রশ্নের সুমিমাংসা শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত ভাবে বুঝিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অনেকটা প্রাচীন ভাবের পথেই থাকিবেন।

সম্প্রতি হিন্দু বিধবাকে পতির সম্পত্তিতে জীবন স্বত্বের পরিবর্ত্তে অংশীদার রূপে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব অর্থাৎ দান বিক্রয়ের জন্য স্থায়ী স্বত্ব দিবার চেষ্টা হইতেছে কিন্তু সামাজিক গণের এই বিষয়ে বুঝা উচিত,—

যৌবনং ধন-সম্পত্তিং প্রভুত্ব-মবিবেকতাং।
একমেবাপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ং॥

যৌবনকাল, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব, অবিবেচনা, ইহার এক একটির প্রভাবে মানব প্রমত্ত হইয়া পড়ে, চারিটি একযোগ হইলে আত্মরক্ষা হওয়া অসম্ভব হয়, বিশেষতঃ বিবেচনা হীন নিঃসন্তান বিধবা ধন যৌবন সম্পন্না হইলে একাধারে কামিনী কাঞ্চনের লোভে অনেক আত্মীয় যুবকই তাহার সর্ব্বনাশ করিতে আর ইতস্ততঃ করিবে না অবৈধভাবে উৎপন্ন সন্তানের এবং নিজেদের ভরণ পোষণের ভাবনা না থাকিলে কুকর্ম্মের জন্য উহাদের সাহস বাড়িয়া যাইবে না কি? সুতরাং অংশীদার করিতে হইলেও জীবন স্বত্বের মালিক করাই কর্ত্তব্য। নচেৎ বিধবার অনিষ্ট হইবে এবং সম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হইয়া মুসলমানের সমাজের ন্যায় হিন্দু জাতির সমাজও সুদরিদ্র হইয়া যাইবে, ইহাও একটা ভেদনীতির কৌশল বলিয়াই আমাদের মনে হয়। শাস্ত্রে আত্মীয়া স্ত্রীলোককে কেবল ভরণ পোষণ করিতে বলায় এবং অংশীদার না করায় এখনও হিন্দু বড় গৃহস্থ আছেন। পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় কেবল জ্যেষ্ঠকে সর্ব্বস্বের অধিকারী করিয়া কনিষ্ঠ কন্যা পুত্রদিগকে ভিখারী করাও সুবিচার নহে।

বিধবাবিবাহ প্রবন্ধ এখানে সম্পূর্ণ শেষ হইল না, পরবর্ত্তী প্রবন্ধ গুলিতে ইহার দোষ গুণ ও ফলাফল ক্রমশঃ বুঝান হইয়াছে। অধম শূদ্রের নিকার ব্যবস্থা এবং ভ্রষ্টা বা পতিতা নারীরও শুদ্ধির ব্যবস্থা এবং বিশেষ দয়ার কথা পরে লিখিতেছি।

বিবাহবৎ নিকা প্রথা।

মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কলিধর্ম্মে কথিত মহর্ষি পরাশরের পূর্ব্বোক্ত "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" বচনের অর্থে অধম শূদ্রের ব্যভিচারবৎ নিকাপ্রথা বা তাহাদের বিধবাবিবাহের সানুকূলে তাঁহার স্মৃতিসিদ্ধান্ত দ্বিতীয় খণ্ডে যেরূপ মত দিয়াছেন এবং নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার দত্তক মিমাংসা গ্রন্থের টীকাতেও বলিয়াছেন, অনুন্নত অধম শূদ্রগণ স্বজাতীয়া পরস্ত্রী বিধবাকে যদি ধনদান দ্বারা বশীভূতা করিয়া পত্নীর ন্যায় গ্রহণ করেন তবে সেই বিধবার সম্পূর্ণ ইচ্ছাক্রমে তদীয় গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিলে নীচ শূদ্রের পক্ষে সেই সন্তান অধম প্রকারের ঔরস পুত্রই হইবে সুতরাং ঔরস পুত্র হওয়ায় ঐ সন্তান ধনাধিকারী এবং পিণ্ডাধিকারীও হইবে, (দাস বা শূদ্র সম্বন্ধে বিশেষ বিধান থাকায় সামান্য বিশেষ ন্যায়ে উহাদের পক্ষে চারি যুগে একই ব্যবস্থা বুঝা যায়) সুতরাং ৺কৃষ্ণনাথের মতের সহিত এই মতের একবাক্যতা করিয়া এই ব্যবস্থা অধম শূদ্রবিষয়ক বলিয়া আমাদিগেরও স্বকীয় মত কিছু বিস্তারিতরূপে ক্রমশঃ পরে বলিতেছি। উক্ত ব্যবস্থার প্রমাণ এবং মিমাংসাদি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে এবং দায়ভাগে বিস্তারিত আছে। আমরা নিম্নে দুইটি মাত্র বচন দিলাম *। এখানে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের মতও পশ্চাৎ লিখিতেছি।

---

* দাস্যাং বা দাসদাস্যাং যঃ শূদ্রস্য সুতো ভবেৎ।
সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥ মনুঃ।

বিধবানাং বিবাহবোধক সামান্তবচনানি কলিযুগ নিষেধ বচনৈঃ সঙ্কুচিতানি যুগান্তর বিষয়ানি। কলিধর্ম্ম পরাশর বচনন্ত কেষাঞ্চিন্মতে বাগ্‌দত্তা বিষয়ং। অন্যেষাং মতে পালকান্তরাশ্রয়ণ পরং। অপরমতে ব্যভিচারোপদেশ পরং। অস্মাকমপি স এব পক্ষোঽভিমতঃ। কিন্ত্বয়ং উপদেশোঽধম শূদ্রাদি স্ত্রীণামেব তেষামেব তথাবিধাচারাৎ। ন পুনর্ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সচ্ছূদ্র স্ত্রীণাং, তাসামেকপত্নীত্বমেবেতি সমাধানং। ইতি ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহামহোপাধ্যায় লিখিত সিদ্ধান্তঃ।

অস্যার্থঃ,—বিধবাদিগের বিবাহবোধক সাধারণতঃ যে সকল বচন দেখা যায় তাহা কলি ভিন্ন অন্য যুগের বিষয়। কলিযুগের ধর্ম্ম "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে"—ইত্যাদি পরাশর বচনের অর্থে কেহ কেহ বলেন বাগ্‌দত্তা বিষয়, কেহ বলেন পালকান্তর আশ্রয়ের জন্য, অপর লোকেরা বলেন ব্যভিচার ভাবে সজাতীয় কোন ব্যক্তিকে পতি রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষেই মহর্ষি পরাশরের অভিপ্রায়। মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন যে, আমাদিগেরও এই মত, তিনি বলেন এই প্রকার উপদেশ বা আচার অধম শূদ্রাদি স্ত্রীদিগেরই সম্বন্ধে, কারণ তাঁহাদিগেরই সেইরূপ কুলধর্ম্ম বা আচার দেখা যায়,

---

২। জাতা যে ত্বনিযুক্তায়াং একেন বহুভিস্তথা।
অঋকৃথ ভাজস্তে সর্ব্বে বীজিনামেব তে স্মৃতাঃ।
দদ্যুস্তে বীজিনে পিণ্ডং মাতা চেৎ শুল্কতো হৃতা।
অশুল্কোপহৃতায়াস্তু পিণ্ডদা বোঢ়ুরেব তে॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতির স্ত্রীদিগের ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণ ব্যতীত কলিতে দ্বিতীয় পতি হইতে পারেনা বহু প্রমাণ ও দৃষ্টান্তে এবং যুক্তি বিচারে একথা সিদ্ধান্তই আছে।

আমাদিগের মত। ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং যাঁহারা এখন ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া সমাজে পরিচয় দিতেছেন তাঁহাদিগের পক্ষে অর্থাৎ কায়স্থ বৈদ্য, বণিক্, নবশায়ক প্রভৃতি সদাচারপ্রিয় জাতির পক্ষে বিধবার বিবাহ হইবে না; এবং যাঁহারা সৎশূদ্র বলিয়াও সমাজে পরিচিত তাঁহাদের মধ্যেও জাত্যভিমানে বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত নহে। প্রকৃত আর্য্য শূদ্র যে কাহারা তাহা এখন নির্ণয় করাই কঠিন; কারণ চাতুর্ব্বর্ণ্যবিবাহ পতিকে এবং বৌদ্ধবিপ্লবে ঐ সকল শূদ্রেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শঙ্কর জাতি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সে কথা স্থানান্তরে বলিব।

এদেশে চাণ্ডাল, কোল, ভীল, সাঁওতাল, হাড়ি, ডোম, মেথর, মুদ্দরফরাস প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর (অনুন্নত) শূদ্র মধ্যে অনেক জাতির নিকা প্রথা প্রচলনই আছে। এক্ষণে ঐ নিকা প্রথাটি উহাঁদের সর্ব্বজাতির মধ্যেই ব্যাপক ভাবে প্রচলন হওয়া প্রয়োজন। আমরা ইচ্ছা করি উহা অপেক্ষা ও কথঞ্চিৎ উচ্চ তৃতীয় শ্রেণীর শূদ্র অর্থাৎ যাঁহাদের মধ্যে বিধবাদিগের দুই বেলা মৎস্য মাংস এবং অন্নাদি ভোজন চলিতেছে, যাঁহারা একাদশী প্রভৃতি অনুকল্প ভাবেও করেন না প্রায় ব্যভিচারে এবং অনাচারেই থাকেন, তাঁহারাই তৃতীয় শ্রেণীর শূদ্র, (চাণ্ডালাদিকে চতুর্থ শ্রেণী বলা যায়) তাঁহাদিগের বিধবা মধ্যে যাঁহারা পুত্রহীনা সাবালিকা ত্রিশবৎসরের ন্যূনবয়স্কা তাঁহাদিগের ইচ্ছা ক্রমেই ধনে বশীভূতা করিয়া যদি কেহ নিকাবৎ বিবাহ

করিয়া সংসার করিয়া থাকিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সমাজপতিরা তাহাতে অমত করিবেন না। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় এবং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়াও এইস্থলে নিকাপ্রথা বা বিধবাবিবাহ ঐ শ্রেণীর সজাতি মধ্যেই আমরা এখন এদেশে নানা কারণে অনুমোদন করিলাম।

আমরা অবগত হইলাম পশ্চিমে পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও রাজপুত ব্যতীত অন্যান্য বহুজাতির মধ্যে (বৈশ্য মধ্যেও) বিধবাবিবাহ প্রায় প্রচলন হইয়া গিয়াছে, সেজন্য ঐ সকল জাতির মধ্যে ব্যভিচার অনেক কম হইয়াছে সুতরাং এদেশে পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর শূদ্রা বিধবার নিকা অনুমোদন করায় আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ দোষ না হইয়া গুণেই দাঁড়াইবে, কিন্তু একথাও মনে হয় সতীধর্ম্ম হীনপ্রায় হওয়াতেই বঙ্গদেশ অপেক্ষা ঐ সকল দেশে মূর্খের সংখ্যা বাড়িয়াছে, এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানও কমিয়াছে। স্থানে স্থানে কতকটা ঐ কারণে এবং অন্যান্য কারণে এবং অধিক ভোগে চৌবেী (চতুর্ব্বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ সন্তান অধুনা চোবে দ্বারবান্ হইয়াও গিয়াছেন।

হিন্দুবিধবা নীচজাতীয়া হইলেও যে কোন প্রকার একটা আশ্রয় পাইলে অন্নের ভাবনা না থাকিলে ভদ্র-বিধবার দৃষ্টান্তে অনেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেও পারেন, পরের প্ররোচনায় ভ্রষ্টা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ও পুনশ্চ সুপথে থাকিতে পারেন। যে সকল নিম্নশ্রেণীর শূদ্রা প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়াও সংযমে না থাকিতে পারেন কেবল তাঁহাদিগকেই নিকা দিয়া একমাত্র দ্বিতীয় পতির সহিত সংসার করিতে মত দেওয়াই উচিত। মুসলমান সমাজের ন্যায় ঐ নিকার ব্যবস্থা নিম্নশ্রেণীর শূদ্রামধ্যে

ঘটিলে নিতান্ত ভয়ের কারণ হইবে না, উহা মন্দের ভালো বলা যায়, সামাজিকগণ একটু দয়া রাখিবেন।

সকল জাতির মধ্যেই ভালো মন্দ লোক আছে, যাঁহারা সংযমে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে চাহেন, সেই বিধবাদিগকে কেহই প্রলোভনে বা অনিচ্ছায় কিম্বা বলপ্রয়োগে অথবা বালিকাবয়সে নিকা দিবার চেষ্টা করিবেন না। ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসিনী নারীগণ সর্ব্ব সমাজে সম্মানিতা ও সকলেরই পূজ্যা এবং তাঁহারা মুক্তি পথেরও প্রধান অধিকারিণী হইবেন।

কৃপাময় আর্য্য ঋষিগণ নিম্নস্তরের ব্যভিচারপ্রিয় শূদ্র জাতিদিগেকেও ঘৃণা বা উপেক্ষা করেন নাই, ঐ জাতিদিগকে ব্যভিচারের মধ্যে নিয়মিত ও সৎভাবে এবং অপেক্ষাকৃত সংযমের পথে সুখ শান্তিতে বাস করিবার জন্যই বিশেষরূপ নিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাদের পুত্রের ধনাধিকার ও পিণ্ডাধিকার দেওয়ায় তাঁহাদের যথেষ্ট দয়া প্রকাশই হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহর্ষিদিগের এই অসংযমের পথেও সংযমের বিশেষ ব্যবস্থার কথা বুঝিয়া এবং নীচের প্রতি উদারতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধভাবে একথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। আর্য্য সমাজ ব্যতীত প্রায় অন্য সকল সমাজেই নিকা অথবা চুক্তির বিবাহ প্রবর্ত্তিত আছে, তন্মধ্যে নিকা প্রথাই অপেক্ষাকৃত অনেক ভালো। ঐভাবে বিবাহিত হইলে নিম্নজাতির পক্ষে একনিষ্ঠ গৃহস্থের ন্যায় তাঁহাদেরও সংযম রক্ষা হইবে, সুতরাং উহাঁদের এবং যাঁহাদের বিবাহের পর স্বামী সহবাস বিশেষ ঘটে নাই নিম্নশ্রেণীর সেই বিধবাদিগের পক্ষে ঐ ব্যবস্থা থাকিলে ভালোই হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতার পথ কোনকালে কাহার পক্ষেই

ভালো নহে, সুতরাং এই প্রকার একটা পথ পাইলে দুষ্ট ব্যভিচারের পথ উহাদের সহজেই রোধ হইবে।

পুনশ্চ এ ওর ঘরে সে তার ঘরে (কিম্বা ঘরে ঘরে) নিশি জাগরণে ব্যভিচারের ফলে বহু পল্লীগ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, পরকীয়া রতি বা গুপ্তপ্রেমে অত্যধিক স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য একথা পরে বলিব। অসংযমেও সংযমের পথ দেখাইয়া দেওয়ায় নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীশূদ্র যাঁহারা মানব সমাজের মূল ভিত্তি ও অন্নসংস্থান কর্ত্তা এবং যাঁহাদের লোক সংখ্যা সমাজে প্রায় এখন অর্দ্ধেকের অধিক হইতেছে তাঁহাদের পক্ষে এইপথে উপকার হইলে প্রকারান্তরে সমাজেরই বিশেষ কল্যাণ ঘটিবে।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিলেও বুঝা যায় বহু অনার্য্য জাতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বহুকাল হইতে হিন্দুসমাজে বাস করিতেছেন, দাক্ষিণাত্যে বহু আদিম অনার্য্যজাতি হিন্দুসমাজের নিম্ন এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীতেও সংমিলিত হইয়াছে, প্রাচীনকালে বিদেশী শক, কোল, কেরল ও পৌণ্ড্র জাতি দ্রাবিড়ী জাতির মধ্যে এবং অন্যান্য প্রদেশেও প্রায় সর্ব্বসমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই যবন, চীন, হুন প্রভৃতি বহু অনার্য্যজাতি প্রবেশ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ম্লেচ্ছ সৈন্য মধ্যে অনেকে রাজপুতানা অঞ্চলে ক্ষত্রিয় জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। অতএব নিম্নশ্রেণীর অনার্য্য প্রায় হিন্দুমধ্যে বিধবাবিবাহ অধিক প্রচলন হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, কারণ অনার্য্যবৎ নিম্নসমাজে বিধবাবিবাহ চিরদিন প্রচলিত আছে ও থাকিবে।

নিম্নজাতির বিধবাবিবাহে লাভ। হিন্দুসমাজে এখন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক চাণ্ডাল জাতিই এদেশে আছেন, ইহা ব্যতীত অন্ত্যাবসায়ী অর্থাৎ মেথর, মুদ্দরফরাস, ঝাড়ুদার, ধাঙ্গড় প্রভৃতি জাতীয় লোকেরাও নিম্নশ্রেণীর শূদ্র।

পূর্ব্বে এই সকল জাতি এবং চাণ্ডাল জাতীয় লোকেরা উত্তম পদাতিক সৈন্য এবং নৌসেনার কার্য্য করিতেন। ইহাঁরা ঢাল, তরবার, লাঠী, সড়কী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে এবং মল্লযুদ্ধে সুদক্ষ ছিলেন। মহাত্মা শিবাজির সময় ঐ দেশের অনুন্নত শূদ্রেরাই তাঁহার সুদক্ষও বলিষ্ঠ সৈন্য ছিল। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে কৃষি বাণিজ্যে চাণ্ডালেরাই উচ্চজাতির প্রধান সহায়, সেদেশে দস্যুপ্রায় মুসলমান দিগের হস্ত হইতে ইহাঁরাই রক্ষক। কোন জাতিই নীচ বা অগ্রাহ্য নহেন, মেথর ও কৃষক না থাকিলে সহর ধ্বংস হয় সুতরাং সমাজে সকলেরই প্রয়োজন আছে। সকলে অধিক উচ্চ হইলেও নীচের কার্য্য কে করিবে সেজন্য কর্ম্মফল ভাবিয়া উহা ঈশ্বরের হাতে থাকা ভালো, ছোট বড় সকল দেশের সমাজেই আছে এবং ইহা চিরদিনই থাকিবে, এসকল কথা পরে বলিব।

পুনশ্চ বলিতেছি, যে সকল নিম্নশ্রেণীর শূদ্র মধ্যে আহারাদির কিছুমাত্র সংযম নাই এবং অধিকাংশ নারীই গুপ্ত ব্যভিচারে রত সেই সকল জাতীয় লোকেরা ভেদনীতির হুজুকে পড়িয়া যে কোন একটা বৃথা নাম ও উপাধি এবং জাত্যভিমানের বশে না যাইয়া কিম্বা নিজের জাতি হইতে ছাড়িয়া না যাইয়া বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়া স্ব স্ব সমাজের নর নারীদিগকে গুপ্ত ব্যভিচার এবং ভ্রূণ হত্যাদি উৎকট পাপ হইতে সত্যপথে রক্ষা করুন; যখন শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের বিধবার সহিত বিবাহিতা

স্ত্রীর ন্যায় অর্থদ্বারা বশ করিয়া বসবাস (নিকা) করিবার বিশেষ বাধা নাই তখন অনর্থক লোকলজ্জার অনুরোধে ভ্রূণহত্যা করা বা ঐ স্ত্রীকে বেশ্যাবৎ ব্যবহার করায় মূর্খতার পরিচয় হইতেছে। ঐ প্রকারের নারীগণও আপনাকে বেশ্যাবৎ চিরপতিতা মনে করিয়া জীবন যাপন করাও দুঃখের বিষয়। বেশ্যাপুত্র অপেক্ষা একনিষ্ঠ নিকার পুত্রেরা অনেক উন্নত হইয়া থাকে এবং ঐ দম্পতীর ও তৎ সন্তান দিগের বংশের পক্ষে ক্রমশঃ, উন্নতি ঘটে এবং গৃহস্থবৎ সদাচার রক্ষা করাও তাঁহাদের সহজে অভ্যাস হয়।

অনুন্নত শূদ্রের মধ্যে একনিষ্ঠ বিবাহবৎ একটা আচার উঁহাদের সমাজপতিরা সাহস করিয়া এখন অনুমোদন করিবেন। ঐ সকল জাতির এইরূপ ভাবে সমাজ সংস্কারের ফলে ঐ সকল সমাজে লোক সংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইয়া হিন্দুর জনশক্তিও বৃদ্ধি হইবে এবং সেজন্য স্বরাজের পথে হিন্দুর প্রাধান্যও শীঘ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, অথচ ঐ কার্য্যে উচ্চ শ্রেণীর সংযমপ্রিয় সৎ শূদ্রাদির মধ্যে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, কারণ এক্ষণে যাহাঁরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া সমাজে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বোধ হয় কখন নিম্নশ্রেণীর শূদ্রোচিত বিধবাবিবাহাদি কার্য্য করিতে হটাৎ প্রবৃত্ত হইবেন না। যাঁহারা সমাজশাসন করিতে পারেন না তাঁহাদের সমাজের জন্যই অধিকাংশ ব্যভিচারিণী নারীকে চাপিয়া না রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত একনিষ্ঠভাবে পতিহস্তে সমর্পণ করিয়া ভ্রূণহত্যা রোধে জনবল বৃদ্ধি করুন। বাধা না পাইলে কেহ হটাৎ সমাজ ছাড়ে না।

কলিতে অসবর্ণা বিবাহ শাস্ত্রে নিষেধ আছে, সুতরাং এই

নিম্নশ্রেণীর শূদ্রারও বিবাহবৎ আচরণ (নিকা) যেন ভিন্নজাতির সহিত না ঘটে ইহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্র ও হীন বর্ণশঙ্কর কারক।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥

গীতা।

বর্ণশঙ্করগণ কুলের এবং কুলনাশক মাতা পিতার নরকেরই হেতু হয়, বিশেষতঃ উচ্চজাতীয়া নারী এবং নিম্নশ্রেণীর পুরুষ হইতে অধম সন্তানই জন্মে, যেমন ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে চাণ্ডালের জন্ম। বর্ণশঙ্কর জাত সন্তান প্রায় উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়, বিশেষতঃ নূতন জাতীয় মানুষ পাইয়া অত্যধিক কামসেবায় নীচ পুরুষ দ্বারা অসবর্ণা বিধবা'র গর্ভজাত সন্তান প্রায় দস্যু তুল্যই হইয়া থাকে। বর্ণশঙ্কর দোষ হেতু সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম (বা আশ্রম ধর্ম্ম) সমস্তই বিপ্লাবিত ও নষ্ট হয়। শ্রীশ্রীগীতায় মহাত্মা অর্জ্জুন যাহা বলবৎ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, অবান্তর কথায় (কলি প্রবর্ত্তনের জন্য) ভগবান্ তাহা ভুলাইয়া দিলেও তাহা কতকটা ঘটিয়াছিল বলিয়াই ভারত হটাৎ এত অবসন্ন। অতএব সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকলপ্রকার বিবাহেই অসবর্ণা বিবাহ রোধ আবশ্যক।

ভদ্র বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থাই আর্য্যজাতির বিশেষ ব্যবস্থা, ইহা না থাকিলে ইতর ভদ্র বা আর্য্য অনার্য্যের ভেদই থাকিবে না এবং উহা হইতে ক্রমে তালাক বা ত্যাগপত্রের ব্যবস্থাও ঘটিবে, উহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাও রক্ষা হইবে না, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির মধ্যে যদি কেহ বিধবাবিবাহ অনুমোদন করেন বা ঘটিয়া যায় তাহাহইলে সেই দম্পতীর

সহিত সমাজের সংস্রব রাখা উচিত নহে, তবে অনুরোধ করা চলে ঐ বিবাহও যেন সজাতীয় করের সহিত একনিষ্ঠ ব্যবস্থা বা নিকার ভাবেই হয়। ঐরূপ বিবাহিত ভদ্র দম্পতীরা হীনতা স্বীকার করিলেও তাঁহারা সমাজের একপার্শ্বে থাকিয়া সর্ব্বদা পারোপকারে রত এবং ঈশ্বরভক্ত হইলে সমাজমধ্যে অন্যভাবেও যথেষ্ট সম্মান এবং পরকালেও সদ্গতি লাভ করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশায়ক প্রভৃতি উচ্চজাতীয় লোকদিগের মধ্যে যে সকল বিধবার বিবাহ না দিলে চলিবে না একথা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা সাবালিকা বিধবার মত লইয়া বিবাহ দিয়া তাঁহাকে পৃথক ভাবে স্বতন্ত্র স্থানেই রাখিবেন। সমাজ ত্যাগ করা অপেক্ষা একজনকে ত্যাগ করাই ভালো। দুষ্টা বিধবাকে সংসার মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া সংসার ও সমাজকে নষ্ট করা কিম্বা নিঃসহায় ভাবে তাড়াইয়া দিয়া তাহার জীবিকার জন্য বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়াও ভালো নহে। স্থানান্তরে রাখিলেও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দয়া রাখাই সাধুতা কিন্তু কোনরূপ চাতুরী পূর্ব্বক ঘোলে অম্বলে এক করিয়া সমাজ ধ্বংসের চেষ্টা করা মহাপাপ, উহা কখন তেজ বা সাহস নহে কুকর্ম্মেরই প্রশ্রয়।

বিধবা কন্যা বা ভগিনীর মায়ায় কিম্বা ভ্রমক্রমে বা ঘটনা চক্রে বাধ্য হইয়া বিধবাবিবাহ দিয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্যোচিত উচ্চভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেও আপনাকে হীন মনে করিয়া চুপ চাপ থাকাই ভদ্রলোকের উচিত, কারণ উভয় পথ কখন বজায় রাখা যায় না। আসুরিক ভাবে ধনগর্ব্বে বা যৌবনের উত্তেজনায় সমাজের বিপক্ষে যাইয়া অনিষ্টের চেষ্টা করা মূর্খতা। মাতালেরা দলবৃদ্ধির জন্য আত্মীয় বা বন্ধুকেও মাতাল করিতে

চাহে সেটা কি ভালো, লোকের উত্থানের পথেই চেষ্টা করিতে হয়, পতিতের দল বাড়াইলে তাহারাই যে তোমার এবং অন্যান্য লোকের উত্থানের পথে বাধা দিবে, সুতরাং যাহা ঘটনা বশে করিবে তাহা একা করিলে সময়ে অনুতাপ আসিলে আবার উঠিতে পারিবে। দুর্ব্বলতায় তোমার ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় হউক কিন্তু হিংসার বশে বংশের বা সমাজের ক্ষতি করিয়া মহাপাপ করিও না। সর্ব্বদা মনে রাখিবে মানব সমাজে একমাত্র আর্য্যজাতির মধ্যেই সতীধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমধিক পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল সুতরাং শ্রেষ্ঠবংশে জন্মিয়া তোমার শ্রেষ্ঠতা রক্ষার দাবী দৌর্ব্বল্যতায় জন্য জন্মান্তরের জন্য একেবারে নষ্ট করিবে কেন ?

আজকাল ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া স্থানে স্থানে দরিদ্রেরা পুত্র কন্যা হত্যা এবং নিজেও আত্মহত্যা করিতেছেন, বংশবৃদ্ধির ভয়ে অনেক যুবক বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না, কেহ বা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ নিরোধ দ্বারা বংশ সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছেন, দেশের দারিদ্রতা নিবারণের জন্য বংশবৃদ্ধি হইয়া লোক সংখ্যা না বাড়ে ইহাই অনেক নেতাদিগের অভিমত, অথচ তাঁহারাই বিধবাবিবাহ দ্বারা অভিনব বংশবৃদ্ধির (ব্রাঞ্চ) পথ খুলিতেছেন এবং অন্যদিকে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করায় অবাধে জারজ সন্তান বাড়াইতেছেন, ফলে দাঁড়াইতেছে, একদিকে সৎ বংশের সঙ্কোচের চেষ্টা, অপর দিকে কুলাঙ্গার বৃদ্ধির চেষ্টা। অতএব সমাজ সংস্কারক শিক্ষিত নেতাগণ বুঝাইয়া দেও ; এখন আমরা কোন্ সুপথে চলিব বা তোমাদের কোন্ কথাটি শুনিব।

[৬]

অন্যদেশে জারজের জন্য অনাথাশ্রম আছে, বেকার দিগের জন্যও রাজভাণ্ডার হইতে কোটি কোটি টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা আছে কিন্তু আমাদের পক্ষে পৈত্রিক ধনে বঞ্চিত জারজ প্রভৃতির স্থান যমালয় ব্যতীত আর কোথায়? অর্থাভাবে এদেশে অন্য দেশের ন্যায় কোন ব্যবস্থা হইবার উপায় ভদ্রলোকের আছে কি? অতএব বর্ত্তমান সমাজে ভদ্র বিধবার বিবাহ সমর্থন করা মহাভুল। তোমরা কেবল পাশ্চাত্য গুরুমহাশয় দিগের কথায় চলিতেছ, ঘরের খবর দেশ কাল পাত্র বিচার নাই, পাশ্চাত্য মোহে ঘরোয়া যুদ্ধ বা ভেদনীতির কৌশল দেখিতেছ না, সুতরাং এসকল কার্য্য মহাভুল ব্যতীত কি বলিব।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য মধ্যে কন্যাদায় বাড়িয়াছে, এখন যতগুলি বিধবার বিবাহ হইয়া পাত্র হ্রাস পাইবে প্রায় ততগুলি কুমারীও অবিবাহিতা থাকিবে। অতএব নেতাগণ! আসুরিক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানের মোহ ছাড়িয়া কন্যা পণের প্রথাটি রোধের চেষ্টা কর, তাহাতে দেশের একটা বড় কার্য্য হইবে। এই দুর্দ্দিনে বিধবা দ্বারা শিল্পও শিক্ষা বিস্তার করিয়া নারীজাতির জীবিকা সংস্থানের চেষ্টা করা প্রয়োজন। মহাসংযমী স্থিরা মতি ভদ্র বিধবা এবং কুলিন কন্যারাই এদেশে অতুলনীয় শিল্পজাত মছলিন বস্ত্রের সুতা প্রস্তুত এবং অন্যান্য কারুকার্য্য করিতেন।

পরিত্যাগ ও পতিতার কথা।

স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্মঃ পরঃস্ত্রিয়ঃ।

সদ্বৃত্ত-চারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পতির আজ্ঞাপালন করাই স্ত্রীজাতির যেমন পরম ধর্ম্ম, সদাচারা সুশীলা পত্নীকে সামান্য দোষে পরিত্যাগ করিলে পতিও সেইরূপ বিশেষ অধর্ম্মে পতিত হইবেন। কোন কারণে যৌনমিলন না থাকিলেও স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভরণ পোষণ করিতেই হইবে।

গর্ভিণীমধোবর্ণগাং শিষ্য সুতগামিনীং,

পাপব্যসনাশক্তাং ধনধান্য ক্ষয়করীং বর্জয়েৎ॥

হারীতঃ।

অধোবর্ণসঙ্গতা হইয়া যে নারী গর্ভিণী হইয়াছে, কিম্বা শিষ্য বা সুতাদিতে প্রশক্তা এবং ধন ধান্যক্ষয়কারিণী অর্থাৎ অতি পাপিনী যে নারী তাঁহাকে আত্মরক্ষার জন্য বর্জনই করিবে।

স্বচ্ছন্দগা হি যা নারী তস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে।

যমঃ।

যে নারী বেশ্যাবৎ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিণী তাহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, তাহার সংস্রব সর্ব্বতোভাবেই ত্যজ্য।

হীনবর্ণোপভুক্তা যা ত্যজ্যা বধ্যাপি বা ভবেৎ।

যে নারী হীনজাতি কর্ত্তৃক উপভুক্তা তাহাকে পরিত্যাগই করিবে, বধযোগ্যা হইলেও এখনকার দিনে বধ করিবে না।

"রজসা শুধ্যতে নারী পস্থা বাতেন শুদ্ধতি।"

উক্ত শাস্ত্রবচনে বলিয়াছেন, রমণি দিগের মানসিক ব্যভিচারাদির ভাব গুলি রজোদর্শনে বিশোধিত হয়, অর্থাৎ নারীদিগের এক রজোদর্শন হইতে পুনর্ব্বার রজোদর্শন পর্য্যন্ত কাল মধ্যে দৈহিক দৌর্ব্বল্য ভাব বা যাহা কিছু মানসিক ব্যভিচার বা মনের মলিনতা সঞ্চিত হয় তাহা নদীস্রোতবৎ রজোনিঃসরণ দ্বারা পরিশুদ্ধ বা দোষ সংশোধন হয়।

শাস্ত্রের এই সকল অভিপ্রায় দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে স্বল্পদোষে ক্ষমা করা যায়, সুতরাং স্বল্প পাপে স্ত্রীকে ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংশোধন করিয়া গ্রহণ করা যায়, ঘৃণা জন্য গ্রহণে ইচ্ছা না হইলেও ভরণ পোষণ করিতে হইবে, পত্নী যেন পেটের দায়ে অধিক কুপথে না যায়। মনে করিবে পতি চরিত্রহীন হইলে পত্নী ত সহজে তাঁহাকে ত্যাগ করেন না।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং ভার্য্যাঃ শূদ্রেণ সঙ্গতাঃ।
অপ্রজাস্তা বিশুদ্ধন্তি প্রায়শ্চিত্তেন নেতরাঃ॥

উদ্বাহঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাঁদের ভার্য্যাগণ যদি শূদ্রের সহিত সঙ্গতা হয় তাহাহইলে ঐ নারীর যাবৎ কাল সন্তান না জন্মিবে তাবৎকাল মধ্যে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংশোধন করিয়াও লওয়া যাইতে পারে। ভ্রষ্টা হইয়া পড়িলেও সধবা বা বিধবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক দয়া আর কি হইতে পারে; ইহার অধিক দয়া দেখাইলে কু কর্ম্মের প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়।

সন্তান জন্মিয়া গেলে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্তি হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত করিলেও উহারা আর সমাজগ্রাহ্য হইতে পারেনা, শূদ্রের ঔরসজাত ঐ সন্তানের শূদ্র হওয়াই উচিত। শূদ্র সংস্রব ত্যাগ

করিয়া প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা উচ্চ জাতীয় মানবের পারত্রিক উপকার হইতে পারে। সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হয় বটে কিন্তু জাতি বিশেষে অভিগমনের সংখ্যা নির্দ্দেশ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে যাহা আছে সেই সংখ্যা পূরণ হইয়া গেলে পরে নর বা নারীর তজ্জাতিত্ব (নীচতা) প্রাপ্তি ঘটিলে পুনশ্চ আর ঐহিক উচ্চতা স্বজাতিত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে না সুতরাং বন্ধ্যা ব্রাহ্মণীও শূদ্র সংসর্গে ভ্রষ্টা হইলে কালে শূদ্রাণী হইয়াই যাইবেন।

শূদ্র সংসর্গে উচ্চজাতীয়া নারীর যে ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায় এস্থলে সজাতি বা উচ্চজাতীয় উপপতির বা উপপত্নীর সংসর্গে অপেক্ষাকৃত লঘু প্রায়শ্চিত্তই হইয়া থাকে।

(হিন্দু সংকর্ম্মমালা ৬ষ্ঠভাগে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ দেখ)।

দৈবাৎ পর প্ররোচনা বা কামবেগে নষ্টা স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপ মোচন থাকিলেও ব্যভিচারিণীর শাসন জন্য আর্য্য সমাজ সদা খড়্গ হস্ত থাকিতেন এবং উহাকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীং।
পরিভূতামধঃ শয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীং॥

সাংসারিক সর্ব্বকার্য্যের অধিকার হইতে ব্যভিচারিণীকে বঞ্চিতা করিবে অর্থাৎ দেবপৈত্র কার্য্যে সংশ্রব রাখিবে না এবং স্পৃষ্টজলাদি খাইবে না, কেবল প্রাণরক্ষার উপযুক্ত ভোজন দিবে, অধম বা নিম্নশয্যা দিবে এবং উহাকে সময় মত গ্লানি গঞ্জনা তাড়না দ্বারা পাপে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে।

অন্যদেশে ব্যভিচারিণীর প্রায় দণ্ড নাই বা ঐ কুকার্য্য গ্রাহ্যই নাই, ভয় পাছে স্ত্রীস্বাধীনতার বিঘ্ন হয়, এস্থলে যদি কঠোরতায়

ভারতের নিন্দা হয় হউক; তথাপি আমরা অসতী ও লম্পটকে ঘৃণা করিব, মানুষ হইয়া কখনই পশুত্বের প্রশ্রয় দিব না।

যে নারীগণ দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া অনিচ্ছায় বলাৎকার দ্বারা উপভুক্তা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রবিধানে সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত করাইলেও সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধির জন্য পুনশ্চ গঙ্গা প্রায়শ্চিত্ত করাইলে ভালো হয় কারণ এমন কোন উৎকট পাপ নাই যাহা ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানে নষ্ট না হয়। যাঁহারা দরিদ্রা তাঁহারা উক্ত প্রকার পাপ কিম্বা যে কোন উৎকট পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুতাপ পূর্ব্বক ভক্তি বিশ্বাসে বৈধ গঙ্গাস্নানেও পরিশুদ্ধা হইবেন। (হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা ষষ্ঠ ভাগে দেখ)।

যাঁহারা মোহবশতঃ অবৈধরূপে ভ্রষ্টা বা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করা যায় যে, তাঁহারা ব্রহ্মহত্যা বা ভ্রূণহত্যাদি দ্বিতীয় প্রকার পাপে আর লিপ্ত হইবেন না, প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় দুর্নাম কখন গোপন করা যায় না সুতরাং অনর্থক নরহত্যা মহাপাপে ঈশ্বরের নিকট অধিক অপরাধী হইয়া লাভ কি? কর্ম্মসূত্রে যাহা হইবার হইয়াছে, সমাজ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বা তীর্থে বাস করিয়া কোন সমাজে না মিশিয়া গৃহশিল্প বিদ্যাদান বা দাসীবৃত্তি দ্বারাও জীবিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পরোপকারে রত থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবসেবা ও নাম জপাদি দ্বারা অবশিষ্ট অস্থায়ী জীবন সরলভাবে অতিবাহিত করিবেন। বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা চিরপতিতা থাকিয়া বা কপটে অন্যান্য কুকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ না করিতে হয় সাধ্যমতে সেই পথের চেষ্টাই করিবেন, উদ্ধার নাই ভাবিয়া কেহ চিরকালের জন্য পাপস্রোতে গা ভাসাইয়া দিবেন না।

ঐরূপ অনেক পাপ পুরুষেরাও করেন আবার পাপে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহারা ভালোও হইয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিক দোষের কারণ একটি পতিতা নারীর সংসর্গ বা সংস্রবদোষে বহুপুরুষ প্রায় বংশ পরম্পরায় রোগগ্রস্ত হইতে পারে এবং চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলে ও জারজ সন্তান জন্মাইয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করে কিন্তু পুরুষের ব্যক্তিগত দোষে তাদৃশ ক্ষতি হয়না সেজন্য সর্ব্বসমাজেই পতিতা নারী বিশেষ ভয়প্রদা বলিয়া অধিকতর শাসন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন, অধিক পাপিনীরা পরিত্যাজ্যাও হইয়া থাকেন। এস্থলেই গর্ভনিরোধের চেষ্টা করা মঙ্গলজনক। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় জগতে কুচরিত্র মানব অধিক না জন্মে এজন্য প্রাকৃতিক নিয়মে বৈজিক অপব্যবহার দোষে পতিত ও পতিতা দিগের প্রায় সন্তানও জন্মে না। সাবধান! ব্যভিচারাদি জন্য লজ্জা বা ঘৃণায় কেহ যেন আত্মহত্যা করিয়া অনন্তকাল নরক ভোগ করিও না, সংসারে যে কোন কারণে বিরক্তি আসে বা অসুবিধা বুঝিলে সন্ন্যাসী হও বা দেশ ছাড়, মরিবে কেন?

মানব যতই পতিত বা পতিতা হউন হিন্দুশাস্ত্র কাহাকে নিরাশ্বাস করেন নাই, পাপে বিরত হইয়া তীর্থসেবা সৎসঙ্গ এবং ভক্তিপূর্ব্বক নাম জপাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উৎকট পাপ হইতেও অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যায়। উৎকট পাপীর জন্য ভগবান্ বড়ই আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন,—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। গীতা।

অতি দুর্বৃত্ত ব্যক্তিও যদি অনন্য চিত্তে ভক্তিভাবে আমার ভজনা করেন তিনি সাধু বলিয়াই গণ্য ও মান্য হয়েন কারণ তিনি সৎ বিষয়ে অধ্যবসায় যুক্ত হইয়াছেন, সেজন্য তিনি প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনে শীঘ্রই ধার্ম্মিকও হইবেন এবং শান্তি পাইবেন।

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" হে অর্জ্জুন তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনই প্রণষ্ট হইবে না। অতএব মানব তুমি মোহবশে ইন্দ্রিয় তাড়নায় যতপ্রকার পাপই করিয়া থাক, পাপে নিবৃত্ত হইয়া অনুতাপে আকুল প্রাণে শ্রীশ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহার নাম করিয়া একমাত্র তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই পাপ মুক্ত হইতে পারিবে, হিন্দুশাস্ত্র একথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থ সামর্থ্য নাই বলিয়াও তুমি হতাশ্বাস হইও না।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।"
তদহং ভক্ত্যুপহৃত-মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

ভক্তি পূর্ব্বক পত্র পুষ্প ফল জল যে যাহা দিবে, ভগবান্ বলিয়াছেন ভক্তিমাখা সেই বস্তু আমি সাদরেই গ্রহণ করিয়া থাকি। গঙ্গাস্নানে বা হরিনামে পাপ মোচন করা যাইবে, ইহা ভাবিয়া পাপ করিলে সেই ভক্তিহীন কপটীর উদ্ধার নাই।

এ পর্য্যন্ত যুক্তিবিচারে এবং শাস্ত্র কথায় যাহা বুঝা গেল তাহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে, সামান্য ব্যভিচারদুষ্টা নারীকে প্রায়শ্চিত্তাদি দণ্ডদ্বারা অর্থাৎ ধুইয়া মুছিয়া সমাজে রাখিবে, অধিক পাপিনীকে পরিত্যাগই করিবে, তথাপি কোন ভদ্রবিধবার বিবাহ অনুমোদন করিবে না। ভদ্র ঘরের দুই পাঁচটি অসতীকে ত্যাগ করিলেও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

অনুন্নত জাতি অর্থাৎ নীচ শূদ্রা মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থা স্বল্পবয়স্কা নারীদিগকে ধনদ্বারা তুষ্টা ও বশীভূতা করিয়া সম্মতি লইয়া উপযুক্ত পতির সহিত নিকার ব্যবস্থা করা এখন প্রয়োজন।

যাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের দুই পাঁচটি বিধবার বিবাহ হইতে দেখিয়া বিচলিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সাহসের সহিত বলিতেছি, আপনারা যুক্তিবিচারে এবং হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিয়া স্থির থাকুন। এদেশে শতকরা বিরানব্বুই জন লোক অশিক্ষিত আট জন শিক্ষিতের মধ্যে দুইজন মাত্র ইংরাজি শিক্ষিত তাঁহাদের মধ্যে অবিবেকী দুই চারিটি লোকের চেষ্টায় বিরাট হিন্দুসমাজ হটাৎ টলিবে না। যে সকল অনুন্নত হিন্দুর বিবাহ বা নিকার ব্যবস্থা করা গেল তাঁহারা আমাদের কথা শুনিবেন কিনা কিম্বা কতদিনে শুনিবেন তাহাও বলা যায় না এজন্য মহামান্য বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে মালব্যজী পর্য্যন্ত কেহই বিধবাবিবাহে সুবিধা করিতে পারিতেছেন না।

আমরা পুনঃপুনঃ বলিতেছি, অবৈধভাবে স্ত্রীশিক্ষা ও অবৈধ স্ত্রীস্বাধীনতা এবং কদাচার রোধ করিয়া সদাচার শিক্ষা দিতে পারিলে এবং দুষ্ট পুরুষদিগকে শাসন করিতে পারিলে নারী রক্ষা কঠিন হইবে না। বিধবাবিবাহের দোষ গুলির সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা ক্রমশঃ লিখিব।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেন মহাশয় "বিধবাবিবাহ" পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন, বেদে বিধবাবিবাহের বিধান নাই, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতেও উহা পাওয়া যায় না। মাননীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ পুস্তকেও উহা

শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবদুঃখে কাতর হৃদয় মহাত্মা বুদ্ধদেব বিধবার দুঃখে কাতর হয়েন নাই, ভক্তাবতার চৈতন্য দেবও ইহাতে মত দেন নাই। আমরাও যথাশক্তি তর্ক যুক্তি দ্বারা বুঝাইলাম, তথাপি যাঁহারা না বুঝিবেন তাঁহাদিগকে বলিতেছি যে. আপনারা একটু অপেক্ষা করুন; আমাদিগের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আসুক তখন দেখা যাইবে। ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষক রাজা নানা কারণে তিনি তাঁহাদের সমাজের দিকে আমাদের আকর্ষণ করিতেছেন, সেজন্য তাঁহাদের সমাজের দুরবস্থা আমরা দেখাইতেছি। আজ যদি হিন্দু রাজা থাকিতেন তাহা হইলে সমাজে এত স্বেচ্ছাচার হইত না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ বি, এল, মহোদয়ের প্রণীত "বিধবা-বিবাহ" নামক পুস্তক হইতে কয়েকটি কথা এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল। (তাঁহার সকল পুস্তক আমাদের মহেশ লাইব্রেরিতে পাওয়া যাইবে)।

যে সকল দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত সেই সকল দেশে বহু কুমারীর আজীবন বিবাহ হইতেছে না। ১৯১৩ সনের সেপ্টেম্বরের সংবাদ পত্রে প্রকাশ ইউনাইটেড্ রাজ্যে দশ লক্ষ কুমারীর পাত্রাভাবে বিবাহ হয় নাই, অবশ্য এখন আরও অধিক হইয়াছে। উঁহারা সন্ন্যাসিনী সাজিয়া বেড়ান জীবনের কোন লক্ষ্যই নাই। আমেরিকার ন্যায় ভীষণ ভ্রূণহত্যা জগতে কুত্রাপি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন এদেশে প্রত্যেক কুমারীর এক একটি পাত্র মিলা দায় তাহাতে এক একটি বিধবার দুই তিনটি পাত্র মিলিবে কিরূপে, সুতরাং বিধবা বিবাহে তাঁহারও বিশেষ অমত।

হিন্দু বিধবা পতির অভাবে স্বজনের গৃহে আশ্রয় লাভ করে কিন্তু পাশ্চাত্য কুমারী বা বিধবা জীবিকা অর্জ্জন করিতে না পারিলে না খাইয়া মরে এবং রক্ষক না থাকায় নিঃসহায় জন্য অন্যান্য পুরুষের সহিত স্বাধীন মেলা মেশায় চরিত্র রক্ষায় প্রায় সক্ষম হয় না। পুরুষের অনাটন নিবন্ধন জন্যই বোধ হয় স্বদেশে পাইয়া অনেক নারী ভারতীয় কালা আদমি বা পুরুষকে গ্রাস করেন কিন্তু ভারতের নারী স্বেচ্ছায় বিদেশীকে চাহে না।

অনেক বিধবার দেহে এমন সকল পীড়া থাকে যাহাতে তাহার পতির শীঘ্র মৃত্যু হয় সুতরাং তাহার সংস্রবে বিবাহিত নবপতিও শীঘ্র যমালয়ে গমন করেন, আর্য্যশাস্ত্রে ইহাকে বিষকন্যা বলে, একথা এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাও স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহারা আরও বলেন অনেক স্ত্রীলোক আছেন তাঁহাদের আত্যন্তিক কামেচ্ছা পূরণের দ্বারা পতি রুগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পড়েন। আবার পূর্ব্বপতির দুঃসাধ্য ক্ষয় রোগাদি বীজ বিধবা দেহ মধ্যে সঞ্চিত থাকায় নবপতি এবং তাহার সন্তান মধ্যে উহা সংক্রমণ হওয়া স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

এই পুস্তকে লিখিত বর কন্যা নির্ব্বাচন প্রকরণে কতকগুলি দুর্লক্ষণা কন্যার কথা বলা হইয়াছে এবং বিবাহের হোমমন্ত্রে বধূর পতিঘ্নী দোষ এবং বন্ধ্যা দোষ নিবারণের জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা আছে, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে পতিঘ্নী প্রভৃতি দোষ যুক্তা কুমারীর ন্যায় বিশেষ দোষযুক্তা বিধবাদিগকে বিবাহ করা বা তাহাদের বিবাহ হওয়া কখন উচিত নহে, উহারা যতই বিবাহ করুক বিষকন্যার ন্যায় সকল পতিকেই ধ্বংস করিয়া কড়ে রাঁড়ী হইয়া থাকিবে। বৃক্ষ মধ্যেও রাঁড়া গাছ আছে সে গুলির

ধ্বংস করা উচিত। বিধবা মধ্যে কাহার কোন রোগ সঞ্চিত রহিয়াছে উহা জানাই দুঃসাধ্য। ঐ সকল বন্ধ্যা এবং বিধবার স্তনাদির গঠন ও মুখশ্রী এবং দেহের গঠন সন্তানবতী নারীর ন্যায় মেয়েলী ধরণের নহে, ইহার মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ক্লীব ভাবাপন্নও আছেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, কর্ম্মসূত্রে জন্ম জন্মান্তরের পাপে উৎকট রোগগ্রস্ত হওয়ার ন্যায় অনেক নারী চির বৈধব্য দশা লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মফল বুঝিয়া হিন্দু নারী বৈধব্য ঘটিলে ব্যাকুল না হইয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মজীবন পালন করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্য বিলাসিনীগণ অদৃষ্ট না বুঝিয়া চিরজীবন অশান্তি ভোগ করেন।

আমরা অনেক স্থানে বলিয়াছি এবং কালীচরণ বাবুও বলিয়াছেন, যে সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত সেখানে অনেক কুমারী অনূঢ়া থাকিবে। সমাজে সকলকে সুখী করা যায় না, বিধবাকে সুখী করিতে গিয়া কুমারীদিগকে একেবারে পতি সুখে বঞ্চিতা করা অর্থাৎ অনূঢ়া রাখা কখন উচিত হয় না, সমাজে যদি ব্রহ্মচারিণী রাখিতে হয় তবে বিধবারই থাকা উচিত। কতক লোক ত্যাগে ও সংযমে থাকাই প্রয়োজন, সকলকে তুল্যরূপে ভোগের স্থান দেওয়া যায় না, আর্য্যজাতি ইহা বুঝিতেন। অপর কথা, এখন সংযমের অভাবে বহু সন্তান প্রসবে নারীজাতিকে আমরা দুর্ব্বল করিতেছি, আমেরিকায় প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন রমণী জরায়ু ঘটিত পীড়াগ্রস্তা। ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় শিশুপালন পুস্তকে লিখিয়াছেন, জনৈকা স্ত্রীলোকের পাঁচবৎসর মধ্যে ২২ বাইশ বার গর্ভস্রাব হইয়াছিল। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকে

লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবার চিরবৈধব্য প্রথা হিন্দু সমাজের দেবীমন্দির। নারীকে বিলাস ভবন করিতে গিয়া কেহ যেন এই সকল দেবী মন্দির ভগ্ন না করেন, সমাজ সংস্কারের জন্য অন্যান্য অনেক কার্য্য আছে। তিনি আরও বলেন, সুশিক্ষা ও সংযম (সদাচার) থাকিলে চিরবৈধব্য রক্ষা করা কঠিন নহে।

পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ফলে এদেশে এখন বালকগণের ন্যায় বালিকাগণও কু আদর্শ দোষে বহু বিলাসিনী এবং চরিত্রহীনা হইতেছেন।

"কোন পাশ্চাত্য বিদুষী মহিলা বলিয়াছেন,—পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভালো নাবিক বা সৈনিক এবং কেরাণী প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু ইহা দ্বারা ভালো স্বামী বা স্ত্রী হইতেছে না সেজন্য এত বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়িতেছে। যাহা দ্বারা নিজ জীবনের কর্ত্তব্য সুসমাধা করিতে পারা যায় তাহাই শিক্ষা। পাশ্চাত্য দেশে বালিকারা সংসার ধর্ম্ম পালনক্ষমা ভালো স্ত্রী বা মাতা হইবার শিক্ষা পান না সুতরাং ঐ শিক্ষা দূষণীয় ও ঘৃণিত।" পাশ্চাত্য বিদুষীর কথাতেও আমাদের এখনও সাবধান হওয়া উচিত। শিক্ষার দোষেই আমরা ক্রমশঃ সদাচার ও স্বাস্থ্য ও চরিত্র হারাইতেছি।

এদেশে কি ভাবে নারী শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা আমরা পরবর্ত্তী "পতি পত্নীর কর্ত্তব্য ও সতীধর্ম্ম" প্রবন্ধে লিখিয়াছি।

মানব সমাজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হইলে স্বকীয় শোণিত ধারাকে বিশুদ্ধ রাখিতে হয় এজন্য স্বজাতীয় একমাত্র পতিকে লইয়া জীবন যাপন করাই উন্নতিশীল ভদ্র নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। পশুপক্ষীর মধ্যে আকৃতিগত এক হইলেও এক

জাতীয় পশু বা পক্ষী অন্য জাতীয় পশুপক্ষীর সহিত প্রায় স্বেচ্ছায় সঙ্গম করে না, ইহাই তাহাদের স্বভাব থাকায় জাতিগত বিশিষ্টতা রক্ষা করা ঈশ্বরাভিপ্রেত বুঝা যায়। মানুষের স্বভাব প্রায় মাতৃগতই হইয়া থাকে সেজন্য জাতিনির্ণায়ক শাস্ত্রে "মাতৃবৎ বর্ণশঙ্করাঃ।" বলা হইয়াছে, সুতরাং বিধবার পত্যন্তর গ্রহণে বহু পুরুষে পতিত্ব বোধ জন্মিলে ব্যভিচারে মানবসমাজের আকৃতি প্রকৃতি ও জাতিগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়। আর্য্য জাতির বিশুদ্ধ বিবাহপ্রথা থাকাতেই বহু বিপ্লবেও অদ্যাপি এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ নষ্ট হয় নাই।

মাতা পিতা ভ্রাতা মরিলে তাঁহাদের স্থান কখন অন্যদ্বারা পূরণ হয় না সেজন্য মৃত পতি স্থান অন্য দ্বারা পূরণ করিতে গেলে এদেশে ঐ পতি প্রায় উপপতিবৎ হইয়া থাকেন। এভাবের অনেক কথা সাধন সমরের ঠাকুরও বলিয়াছেন।

বহু ভোগেও বাসনা নিবৃত্তি হয়না বুঝিয়া আর্য্যজাতি ত্যাগ ও সংযমের পথকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য জাতি অবাধে ইন্দ্রিয় সেবা করায় নানা অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অতএব কর্ম্মসূত্রে বিড়ম্বিতা বিধবার পক্ষে সংযম রক্ষা করাই কর্ত্তব্য এবং যাহাতে তাহারা মহাসংযমে দেবী হইয়া থাকিতে পারেন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা আমাদেরই এখন বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের ইচ্ছায় মানবীকে দেবী করা যায়।

বর্ত্তমান সমাজের পাশ্চাত্যশিক্ষায় মহাপণ্ডিত এবং মহাকর্ম্মী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামান্য বিবেকানন্দ এবং রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন প্রভৃতি মহোদয়দিগের বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধ মতের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি টুলো পণ্ডিত

আমাদের দায়িত্ব লাঘব করিলাম। অতঃপর আমরা অন্যান্য কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পরকীয়া রতি বা গুপ্তপ্রেম।

কোমল হৃদয়া সদ্বংশ জাতা সতী নারীদিগের পতির প্রতি প্রেমানুরাগের আতিশয্য থাকায় এদেশে প্রায় বহু ভদ্র রমণী সহজে কুপথে যাইতে চাহেনা। দুষ্ট পুরুষদিগের পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় প্রলোভনে পড়িয়া অবস্থা গতিকেই দুশ্চারিণী হয়। শতকরা প্রায় নব্বুই জন পতিতা নারী বলিবে, দুষ্ট পুরুষেরাই তাহাদিগকে কুপথে মজাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এদেশে অনেক পল্লীতে গৃহস্থের কন্যা বা বিধবা প্রভৃতির চরিত্র নষ্ট করাই বহু যুবকের পক্ষে একটা সৌখিন বা পুরুষত্বের কার্য্য দাড়াইয়াছে। শিক্ষা দোষে ধর্ম্মবুদ্ধি হ্রাস হওয়াতে সতীত্বধ্বংস রূপ মহাপাপ কার্য্যকে দুষ্কর্ম্ম বলিয়াই অনেকের মনে হয়না, অতএব দোষ কাহার নারী অপেক্ষা পুরুষেরই অধিক নহে কি ?

উপেক্ষা করিয়া কদাচারের প্রশ্রয় দেওয়ায় ও শাসনে না রাখায় এখন নারীদিগকে আমরাই নষ্টা করিতেছি, একথা সত্য নহে কি ?

পরবস্ত্রেষু যা শোভা পরস্ত্রীষু চ যা রতিঃ।
ভোজনঞ্চ পরস্থানে তিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনা॥

পরের কাপড় জামা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া শোভা বা বাবুয়ানা যে ব্যক্তি করে, পরস্ত্রীর সহিত যাহার গুপ্ত রতি সম্ভোগ হয় এবং পরের বাটীতেই যাহার আহার করিতে হয়,

সেই মানবগণের পক্ষে ঐ তিনটি কার্য্যই বিড়ম্বনার কারণ ঘটে, যে হেতু সময়মত এবং প্রয়োজন বা ইচ্ছানুসারে ঐ সকল বস্তু ভোগ করা বা লাভ করা তাহার পক্ষে প্রায় ঘটেনা, সুতরাং এসকল কার্য্য মহাদুঃখেরই কারণ হয়।

ত্রিণি স্থানানি নিদ্রায়াঃ স্বদারা পুস্তকং জপঃ।
ত্রিণি স্থানান্যনিদ্রায়াঃ দ্যূতোদ্বেগ-পরস্ত্রিয়ঃ॥

রতিশ্রান্তের পর নিজস্ত্রীর পার্শ্বে থাকিলে গাঢ়নিদ্রা ঘটে, আহারান্তে শয়ন করিয়া পুস্তক পাঠে নিদ্রাকর্ষণ হয় এবং দীর্ঘ জপ কালেও নিদ্রা আইসে। দ্যূত (পণ রাখিয়া খেলা) গুরুতর কার্য্যের উদ্বেগ কিম্বা পরস্ত্রী সম্বন্ধীয় উদ্বেগ থাকিলে অনিদ্রাই ঘটে, সুতরাং অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা, অধিক শুক্রক্ষয় ইত্যাদি আয়ুনাশক কার্য্য পরস্ত্রী জনিত উপসর্গের ফল।

নিজস্ত্রী অপেক্ষা পরস্ত্রীতে এবং নিজপতি অপেক্ষা উপপতির প্রতি যুবক যুবতীদিগের যে অত্যাশক্তি ঘটে ইহাকেই পরকীয়া রতি বলে। নর নারীর পরস্পরের দেহ সুখের প্রতি আশক্তির নাম কাম, নিষ্কাম ভালবাসা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা বা রতির নাম প্রেম, সেজন্য ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন,—ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ঈশ্বরের প্রতি যে পরানুরক্তি বা অত্যাশক্তি তাহার নাম ভক্তি উহাই প্রেম। ভগবানের প্রতি তন্ময়তা বা দৃঢ় অনুরাগ এবং অত্যাশক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে পরকীয়া রতি উল্লেখ করিয়া গোপীপ্রেম দেখাইয়াছেন, উহা কাম নহে, ঈশ্বর প্রীতিরূপ মহাপ্রেম, একথা অনেকে বুঝিতে পারেন না। ঐ কথা পরবর্ত্তী প্রেম তত্ত্ব প্রবন্ধে এবং "বৃহৎ হিন্দু নিত্যকর্ম্মে" লিখিয়াছি।

গুপ্ত পাপের ফলে নর নারীর সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হয়, ঐ নরনারী যুগল এত আশক্ত হয় যে, সুযোগ পাইলে তাঁহাদের সময় অসময় জ্ঞান থাকেনা। উহাঁরা সমস্ত দিন যে কার্য্যই করুন মিলনের জন্য সর্ব্বদা অন্তরে ব্যাকুল থাকেন, কখন দেখা হইবে কখন রাত্রি হইবে, কখন সুযোগ ঘটিবে, সর্ব্বদা এই সকল দুশ্চিন্তায় কামাচ্ছন্নভাবে পরস্পরের রূপ গুণ ভাবনায় কামুক নর নারীরা ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞানে দিবারাত্রি তন্ময় বা অত্যাশক্ত হইয়া থাকে সেজন্য তাহাদের সঙ্গম কালে অতিমাত্রায় সঞ্চিত শুক্রের ক্ষয় হইতে হইতে অতিশীঘ্র দেহ জীর্ণশীর্ণ এবং রোগাক্রান্ত হয় সেই হেতু উহাদের হটাৎ অকাল মৃত্যুও ঘটে, এ দৃষ্টান্ত বহুস্থানে দেখা যায়, সেজন্য শাস্ত্র বলেন,—

নহীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারাভিমর্ষণং॥ মনুঃ

লোকসমাজে আয়ুনাশক সুতবাং অকাল মৃত্যুজনক এরূপ দুষ্কর্ম্ম বা পাপ আর দেখা যায় না, পুরুষের পক্ষে পরদার বা পরকীয়া রতি যেরূপ আয়ুনাশক সুতরাং এই পরদারগমন দেহ মনের পক্ষে অতি সর্ব্বনাশজনক কার্য্য। অনেক বিপত্নীক ভদ্র লোকের রক্ষিতা ভার্য্যাই ভক্ষিকা হয়েন। গৃহস্ত্রী স্বায়ত্ত সুলভ বলিয়া অধিক সম্ভোগেও এতদুব অনিষ্টের কারণ হয়না, তবে "ভোগে রোগভয়ং।" অধিক ভোগেই রোগ জন্মে একথা সকলেরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

দেহ স্বাভাবিক সুস্থ বলিষ্ঠ থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত দুষ্কর্ম্ম ফলে স্বল্পকাল-মধ্যেই গুপ্তপ্রণয়ী নরনারীগণ ক্ষীণ বীর্য্য হইয়া যৌবনে

জরা বা বৃদ্ধত্ব লাভ করেন সেজন্য নিজের বা দেশের কোন সংকার্য্যে তাঁহাদের উৎসাহ বা স্ফূর্ত্তি থাকেনা, শরীরের জড়িমায় এবং নিস্তেজবশতঃ নিঝুমভাবে কোটরগত পেচকের ন্যায় একাকী দিন কাটানই তাঁহাদের স্বাভাবিক ভালো লাগে, যেন নেশাখোর বা চিররোগী। উহার আনুষঙ্গিক ভ্রূণহত্যাদি পাপও মাঝে মাঝে ঘটায় ঐ সকল লোকের জন্য পল্লী গ্রামগুলি প্রায় নরককুণ্ড হইতেছে। অতএব শিক্ষিত যুবকগণ! নীচ জাতির বিধবার বিবাহ দিয়া এবং ভদ্রজাতির শাসন দ্বারা পল্লী হইতে ঐ সকল গুপ্তপাপ সমাজাগ্রে তাড়াইয়া দেশোদ্ধারের চেষ্টা কর. ঐ সকল পাপ দেশে থাকিতে ঐ প্রকার লোকের বল বুদ্ধি সাহস শৌর্য্যপ্রভৃতি দাঁড়াইবে না বা জন্মিবে না, ইহাই উত্থানের পথের বিষম বাধা। ঐ স্বভাবের নর নারী কথা না শুনিলে তাহাদিগকে সমাজচ্যুতাদি শাসনাদি করিতে হইবে। পরবর্ত্তী নেশা ও বেশ্যা সম্বন্ধে অভিমত পাঠ করুন, ফল কথা পুরুষের শাসন এবং নারীজাতির আবরু সংরক্ষণ চেষ্টাই এখন অধিক প্রয়োজন হইয়াছে। যথাসময়ে বিবাহিত হইলে গুপ্ত ব্যভিচার অনেক কম হয়, এসকল কথা "বিবাহের বয়স নির্ণয়" প্রবন্ধে বিস্তারিত বলিয়াছি। পশ্চাৎ লিখিত স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবন্ধেও ব্যভিচার বৃদ্ধির কার্য্য কারণ বিশেষ বুঝাইব।

একটি কথা মনে হইল। যাহাদের কন্যার সংখ্যা বহু সেই জাতির দ্বারা দুইটি বিবাহ না করিলে সকল মেয়ে পতি পাইবে না। এবং স্বেচ্ছায় ঋতু ভিন্ন কালে সঙ্গম রোধে দম্পতীর স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, বলিষ্ঠ পুত্রলাভ এবং ব্যভিচারও কমিবে। নিম্নজাতির মধ্যেও যাহাদের কন্যা কম তাঁহাদের বিধবাবিবাহ অধিক প্রয়োজন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা

সময়ে সাবধান হইলে প্রায়শঃ রোগ জন্মে না, পাপের ফল ভোগ করিবার পূর্ব্বে যাহাতে পাপ না ঘটে সেজন্য সাবধান হওয়াই উচিত। সকল শাস্ত্রের এবং সকল বিজ্ঞ লোকের একমাত্র লক্ষ্য মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য সংযমের পথে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করা। ইন্দ্রিয় ক্ষোভে চিত্ত আলোড়িত হইতে থাকিলে উহা চঞ্চল ও কলুষিত হইয়া পড়ে, অসংযমীর কোন্ কার্য্যে ঐকান্তিকতা জন্মেনা। আজকালকার যে স্বাধীনতা উহা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর যাহার নাম যথেচ্ছাচার বা অসংযম। এই অসংযমকে কেহ সুচরিত্রের কিম্বা সুখ শান্তির পরিপোষক সুপথ বলেন নাই।

মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে যাহাতে আমরা ভীষণ কাম ক্রোধাদির অধীন না হই সেজন্য মানুষের পক্ষে সর্ব্বদা সাবধান থাকাই প্রয়োজন, সুতরাং সকলের পক্ষে চিরদিন সংযম শিক্ষাই কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয় কুলকে সংযম দ্বারা অন্তর্ম্মুখী না করিতে পারিলে জ্ঞান ভক্তি আত্মদর্শন কিছুই আয়ত্ত করা যায় না, সেজন্য শ্রীশ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনী হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

পুরুষ যদি অত্যন্ত বিবেকবান্‌ও হয় এবং মোক্ষলাভের জন্য তিনি যদি বারম্বার ইন্দ্রিয় জয়ের চেষ্টা করেন, তথাপি বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার মনকে বলপূর্ব্বক হরণ ও বশীভূত করে, এজন্য তাহার উপায় বলিয়াছেন,—

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

সকল ইন্দ্রিয়কে সংযম করিয়া মানব ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া থাকিবে, কারণ অভ্যাস বলে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে হইলে যোগী ঈশ্বর পরায়ণ না হইলে নষ্ট হইবেন। ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত তাঁহার প্রজ্ঞাও সুপ্রতিষ্ঠিতা।

অবিদ্বাংস-মলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগং॥ মনুঃ

দেহ ধর্ম্মবশতঃ কামক্রোধের বশীভূত মানব বিদ্বান্ বা মূর্খ যেই হউন প্রমদাগণ তাঁহাদিগকে উৎপথে লইয়া যাইতে সক্ষম। পুনশ্চ নারী সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতং।
যোনিঃ ক্লীদ্যতি নারীণাং সত্যং সত্যং বরাননে॥তন্ত্রঃ

ভ্রাতাই হউক পুত্রই হউক সুবেশ যুবক পুরুষকে দেখিলে নারীদিগেরও প্রায় অনেকের যোনি ক্লীন্ন হইতে পারে, সেজন্য শাস্ত্র বলেন "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" স্ত্রীলোক এবং রাজবংশ বা রাজপুরুষকে কখন পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করিবে না, স্বার্থের জন্য তাঁহারা সকল কুকর্ম্মই করিতে পারেন। অতএব পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলা মিশায় নারীর যে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সমবয়স্ক যুবক যুবতীর মেলা মেশা বা বাক্যালাপ অধিক ঘটিলে তাহাদের অজ্ঞাতেও আসঙ্গলিপ্সা অর্থাৎ কাছে থাকিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়, চাণক্য বলেন,—

ঘৃতকুম্ভ-সমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্।
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ॥

নারী ঘৃত কুম্ভের সমান এবং পুরুষ তপ্তাঙ্গরস্থ বহ্নিতুল্য সেজন্য ঘৃত এবং অগ্নি পণ্ডিতেরা একস্থানে রাখিবেন না, (কারণ ঘৃত গলিয়া যাইবে)। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহাপণ্ডিত নীতিবিশারদ চাণক্য ঘৃত বহ্নির ন্যায় যুবক যুবতীর সর্ব্বদা মেলা মেশা বারণ করিয়াছিলেন, এখনকার দিনে আমরা উহা অধিক বারণ করি, কারণ তখন ব্রহ্মচর্য্যপুত কমনীয় মূর্ত্তি সুন্দর বীরপুরুষ দেখিয়া কামিনী কুলের মন গলিয়া যাইত কিন্তু এখন তাহার বিপরীত ভাবই দেখা যায়, এখন কোনরূপে সুন্দরী যুবতীর নয়নে নয়ন পড়িলে বা স্তনাগ্র ভাগ যাহাকে রতিশাস্ত্রে সম্মোহন বাণ বলে তাহা সন্দর্শন করিলে, যুবক কুল প্রায় ব্যাকুল হইয়া একেবারে বেহায়ার ন্যায় গলিয়া পড়েন, তাঁহাদের প্রায় সরম রাখা দায় হয়; এখন মুখে যে যতই চালাকী করুন কোন সুন্দরী যুবতী নির্জনে প্রেমালাপে চিত্তাকর্ষণ করিলে শতকরা পাঁচটি যুবকও প্রত্যাখ্যানে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ. সেজন্য এখন অনেক যুবক কামাচ্ছন্ন ভাবে গো গর্দ্দভের ন্যায় নারীর পশ্চাতে রাজপথেও অনুসরণ করিতে লজ্জিত হয়েন না; দেখিলেই ইহা ভাবে বুঝা যায় এবং তাঁহারাই আবার স্ত্রী স্বাধীনতায় অগ্রগামী হয়েন কিন্তু এখনও দেশের ইতর ভদ্র অধিকাংশ যুবতীগণ সতী হইলে কথাই নাই সুন্দর পুরুষকেও কু নজরে দেখেন না। এখনকার যুবকেরা যেরূপ স্ত্রীভক্ত হইয়াছেন বাধা না পাইলে স্ত্রীর সহিত তাঁহারা বোধ হয় সহমরণেও যাইতে পারেন।

দেশের এইভাব দেখিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা বা আমরা চাণক্য শ্লোকের পাঠ ব্যতিক্রম করিয়া পড়িতে বলি, যথা,—

"তপ্তাঙ্গার-সমা নারী ঘৃতকুম্ভ সমঃ পুমান্।"

যুবতী নারী তপ্তাঙ্গারস্থ অগ্নিতুল্যা এবং পুরুষেরাই ঘৃতকুম্ভের তুল্য। অতএব পূর্ব্বকালে যখন পুরুষের পুরুষত্ব ছিল এরূপ দুর্দ্দশা না হইয়াছিল তখন সীতা দময়ন্তী দ্রৌপদী এবং সুভদ্রার ন্যায় বীরাঙ্গনা দিগের স্ত্রী স্বাধীনতায় কোন দোষ ছিল না, তখনকার বিভূষিতা যুবতী নিঃসঙ্কোচে স্বয়ম্বর সভায় আসিতেন, কোন পুরুষ নারীর প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্ব্যবহার করিলেও তখন তাঁহারা বিশেষ দণ্ডিত হইত কিন্তু এখন আমরা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অসংযমী তাহাতে ঘোর পরাধীন, সুতরাং যতদিন আমরা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষায় জিতেন্দ্রিয় ভাব ঠিক্‌মত না হইব এবং স্বাধীন ভাবে নারী ধর্ষণকারী দিগকে উপযুক্ত দণ্ডবিধান না করিতে পারিব, তাবৎকাল এদেশে যুবক যুবতীর অবাধ মেলা মেশা কিম্বা স্ত্রীজাতির পূণ স্বাধীনতা আমরা অনুমোদন করিতে পারিব না, সেজন্য আমাদের এখনও অপেক্ষা করিতে হইবে।

কাষ্ঠময়ী বা মৃণ্ময়ী কিম্বা চিত্রময়ী নারীমূর্ত্তি দেখিয়াও যখন সময় বিশেষে মানবের মনোভাবের বিকার হয় তখন সুবিভূষিতা পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে অবাধ আলাপ ব্যবহারে যে দোষ বা ভাব বিকার হইতে পারে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? এজন্য মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য নারীকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন এবং নারী প্রসঙ্গে সকল মানবকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতেই উপদেশ করিয়াছেন।

বিলাস ভবনের বা গৃহমধ্যস্থ চিত্র (ছবি) কিম্বা পুত্তলিকা

দেখিলেই বাটীর কর্ত্তার চরিত্র বা স্বভাব সহজেই বুঝা যায়। ভদ্রলোকেরা পুত্র কন্যা ভ্রাতার মধ্যে থাকিয়া উলঙ্গ নর কিম্বা নারীর চিত্র বা পুত্তলিকা গৃহমধ্যে কি প্রকারে যে রক্ষা করেন তাঁহাদের পুত্রকন্যারা কি শিখেন বা কি বুঝেন ইহাতে প্রবীণ দিগের চক্ষুলজ্জা না হয় কেন বুঝিতে পারিনা।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।

কামবুদ্ধিতে নারীর স্মরণ বা তদ্বিষয়ে আলোচনা কিম্বা একত্র ক্রীড়া করা বা গোপনস্থানে নারীকে কুভাবে দর্শন করা এবং নারীর সহিত অসাবধানে আলাপ করা প্রভৃতি কার্য্যকেও শাস্ত্রকারেরা মৈথুন বিশেষ বলিয়াছেন অর্থাৎ ইহাতেও সপ্তধাতু সংশ্লিষ্ট দেহের রক্তপ্রবাহ স্পন্দিত ও আলোড়িত হইয়া শুক্র পৃথক্ হইয়া পড়িতে পারে, সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত পরনারী সংস্রব পরিত্যজ্য। (বিস্তারিত ব্রহ্মচর্য্য প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)। অনেকে মনে করেন মৌখিক মিলা মিশায় দোষ কি, কার্য্যে কিছু না ঘটিলেই হইল, সেজন্য পণ্ডিতেরা বলেন,—

গৃহ্ণাতি দন্তৈঃ সুতমাখুমোতু পুষ্পেষু কাষ্ঠেষু
নিবসন্তি ভৃঙ্গাঃ।
আলিঙ্গতে স্ত্রীঞ্চ সুতাং মনুষ্যঃ প্রবৃত্তিরেষা
মনসঃ প্রধানাঃ॥

মার্জ্জারেরা যে দন্তে নিজের সন্তানদিগকে বহন করে সেই দন্তেই ইন্দুরকে গ্রহণ করে, ভ্রমরেরা যে দন্তে পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে সেই দন্তেই কাষ্ঠভেদ করে, মনুষ্য সকল যে ক্রোড়ে কন্যাকে গ্রহণ করেন সেই ক্রোড়েই পত্নীকে গ্রহণ করেন, মনের

ভাব লইয়াই কার্য্য বা মনের প্রবৃত্তিই প্রধান সুতরাং সর্ব্বত্র কেবল দৈহিক কার্য্যেরই প্রাধান্য নহে। অতএব দেশের যুবক যুবতীগণ শিক্ষা দীক্ষায় মানসিক দোষহীন ভাবশুদ্ধ হইয়া যখন প্রকৃত সংযমী হইবেন, "মাতৃবৎ পরদারেষু" পরস্ত্রীর প্রতি মাতৃবুদ্ধি তাঁহাদের যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অবাধ মেলা মিশায় আমরা বিশেষ আপত্তি করিবনা, এসকল কথা পরে ক্রমশঃ বিস্তারিত বলিতেছি।

বণিতা পুস্তকং বিত্তং পরহস্তগতং গতা।
যদ্যপি পুনরায়াতা ভ্রষ্টং নষ্টঞ্চ মর্দ্দিতা॥

ভার্য্যা পুস্তক এবং ধন পরপুরুষের হস্ত হইতে ফিরিয়া আসিলেও দুর্দ্দশাপন্নই হইয়া থাকে, ভার্য্যা বহুদিন অনাত্মীয়ের নিকট যাতায়াত করিলে বা থাকিলে ভ্রষ্টা হইয়া যায়, ধন পরহস্তগত থাকিলে ক্রমশঃ নষ্ট হইবার বা সম্পূর্ণ না পাইবারই সম্ভব ঘটে এবং পুস্তক গুলি পরহস্তে অযত্নে নষ্ট ও মর্দ্দিত হইয়া যায়। অতএব স্ত্রীলোকের পক্ষে উদার ভাবে অন্য পুরুষের সহিত অবাধ মেলা মেশা নষ্টের কারণই হইয়া থাকে। স্ত্রী স্বাধীনতার দেশেও বাড়াবাড়ী ভালো নহে একথা সেদেশের বিজ্ঞলোকেরা স্বীকার করেন। নীতিশাস্ত্রেও আছে, "স্বাঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া" যুবতি ক্রোড়ে থাকিলেও সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়া। "ভার্য্যা নষ্টা পরে রতা" ভার্য্যার শত শত গুণ থাকিলেও মোহবশে কোন প্রকারে পরপুরুষে রত হইলে একেবারেই মাটী বা দুগ্ধে গোমূত্র পাতের ন্যায় নষ্ট হইল, বিশ্বাস কোনরূপে নষ্ট হইলে চির সন্দেহ আর ঘুচেনা।

যেনেচ্ছেদ্বিপুলাং প্রীতিং ত্রিণি তত্র ন কারয়েৎ।
দ্যুতমর্থ-প্রয়োগঞ্চ পরোক্ষে দারদর্শনং॥

উদ্বাহতত্ত্বে বলিয়াছেন, যাঁহার সহিত বা যেস্থলে বিশেষ রূপে বন্ধুত্ব বা প্রণয় রক্ষা ইচ্ছা করিবে, তথায় দ্যূত অর্থাৎ পণ বা বাজী রাখিয়া খেলা করিবে না, অর্থের ব্যবহার টাকা ধার করা বা দেওয়া অর্থাৎ দেনা পাওনা করিবে না এবং বন্ধু বা অনাত্মীয়ের অজ্ঞাতে তাহার প্রণয়িণী বা স্ত্রীকে দেখা কিম্বা বাক্যালাপ বিনা প্রয়োজনে বা অসাবধানে করিবে না। এই সকল কার্য্যদ্বারা হটাৎ কলহ ও আত্মবিচ্ছেদ ঘটে এবং অবিশ্বাসের পাত্র হইতে হয়, এইরূপ স্থলে ঘোর বিপদ এবং বিবাদ উভয়ই ঘটিতে পারে সুতরাং সর্ব্বত্র সাবধান হওয়া বা সাবধানে থাকা নর বা নারী সকলেরই কর্ত্তব্য।

সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥

নীতিশাস্ত্রে বলিয়াছেন, কুলস্ত্রীগণ নির্লজ্জা বেহায়া হইলে প্রায়ই নষ্টা হয়, উহার বিপরীত ভাব বেশ্যারা লাজুক হইয়া ঘোমটা দিয়া বসিয়া থাকিলেও নষ্টা হয় অর্থাৎ তাহার রূপ লাবণ্য যৌবন দর্শন না ঘটিলে কাছে কেহ না আসিলে পেটের ভাত জুটান তাহার পক্ষে কঠিন। অতএব প্রায় সমস্ত এসিয়া মহাদেশে লজ্জা রক্ষার জন্য হিন্দু ও মুসলমান জাতি মধ্যে যুবতীদিগেব অবগুণ্ঠন পদ্ধতি বিজ্ঞলোকেরা বহু প্রাচীন কাল হইতে মানিয়া চলায় মুখ না দেখায় এদেশের নীচ জাতির পক্ষেও সতীত্ব রক্ষা সহজ হয় এবং অনেক অধিক সতী এদেশেই দেখা যায় এবং এদেশের আচার ব্যবহারই সতীত্ব বা আবরু রক্ষার সম্পূর্ণ

অনুকূল সুতরাং ইহাই শ্রেষ্ঠ ও সুরুচি সঙ্গত বলা উচিত, তবে এখন বাড়াবাড়ী চলিবে না, অর্দ্ধাবগুণ্ঠন অভ্যাসই দেশকাল পাত্র বিবেচনায় ভালো।

অন্যে পরে কা কথা, অন্যলোকের কথা আর কি বলিব। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ রায় মহাত্মা রামানন্দের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে প্রদ্যুম্নমিশ্রকে বলিয়াছিলেন।

আমিত সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত মানি।
দর্শন বহুদূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন॥

রামানন্দ রায়ের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন।

রায়ের দেহ মন নির্ব্বিকার কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

সাধুগণ নারীকে মাতৃচক্ষেই দেখেন, তথাপি বেশ্যাসঙ্গ পাইয়া সঙ্কুচিত ভাবে প্রথম জীবনে একদিন পরমহংসদেব ভক্তবৃন্দকে দেখাইয়াছিলেন এবং আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যতদিন গাছ চারা বা ছোট থাকে তাবৎকাল তাহার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়, নচেৎ ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে, গাছ বড় ও শক্ত এবং মোটা হইলে বেড়ার প্রয়োজন থাকেনা, তখন হাতি বাঁধিলেও সে গাছ ভাঙ্গিবে না। শ্রীশ্রীরাম গীতায়ও বলিয়াছেন, "যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী—স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদ কর্ম্মণাং।" দেহাত্মবুদ্ধি যাবৎ কাল থাকিবে, তাবৎ কাল আত্মরক্ষার্থ শাস্ত্রের বিধিনিষেধ বা সামাজিক নিয়ম মানিতেই হইবে।

উৎসব পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম। “বিলাতের সাহেবরা বলিতেছেন, এখনকার যুবতীরা পুরুষের গায়ে যেন ক্রমাগত ঢলিয়া পড়িতেছেন, সতীত্ব রত্ন বিলাইয়া দিতে তাঁহারা যেন সদাই উদ্‌গ্রীব। কলিকাতার পথেও এখন অনেক স্থানে ঐ ভাবই দেখা যায়।

ঐতিহাসিক পণ্ডিত আলিসন সাহেব বলিয়াছেন, ইয়োরোপের প্রধান প্রধান নগরে অসংখ্য শ্রমজীবী নরনারী অপরিমিত মদ্যপান ও ব্যভিচারের ফলে চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে কিন্তু প্রাচ্যদেশে অবরোধ প্রথা থাকায় ঐ সকল পাপ তথায় অনেক কম এবং আচার, নিষ্ঠা ও চরিত্র সেদেশে অনেক উন্নত সন্দেহ নাই।

স্বাধীনতার অপব্যয়ের দ্বারা এখন ইয়োরোপের যে শিক্ষা হইতেছে, আমাদের দেশের নেতারা সেই ভাব চালাইলে দরিদ্র বলিয়া আমাদের অধিক দুর্দ্দশা ঘটিবে কারণ অনাহারে ও রোগে জীর্ণ দেহ আমাদের পরীধানে অর্দ্ধনগ্নবৎ আচ্ছাদন থাকিলে অধিক ভোগে অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য।

“মহাবিদুষী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী লিখিয়াছেন, এখনকার অধিকাংশ যুবকগণ নিতান্ত নির্লজ্জ ও বেহায়ার ন্যায় ভদ্রঘরের রমণীর দিকে এরূপ ভাবে চাহিয়া থাকেন যেন তাঁহারা চক্ষুদ্বারা রূপ পান করেন এবং বোধ হয় কাছে পাইলে তাঁহারা তাহাদিগের রক্ত মাংস কাঁচা খাইয়া ফেলিতে প্রস্তুত।” এই সকল যুবকেরাই এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য অধিক ব্যাকুল, (দেশের স্বাধীনতা না হয় পরে হইলেও চলিবে ইহাই যেন তাঁহাদের মনোভাব)। পুরুষের মনোভাব নারীজাতিরাই

শীঘ্র লক্ষ্য করিতে পারেন, কে কুনজরে দেখে বা মাতৃচক্ষে দেখে তাহা তাঁহারা সহজেই বুঝেন সুতরাং এস্থলে তাঁহাদের কথাই বহু মূল্যবান্।

রেডিও পুস্তকে সুলেখা দেবী বলিয়াছেন, এখনকার পুরুষেরা অনর্থক দরদ দেখাইয়া সর্ব্বদা বলেন, এদেশের মেয়েদের উপর সাধারণ পুরুষেরা বড়ই অত্যাচার করেন, তার জবাবে আমার মনে হয় শতকরা ৮০ জন মেয়ে বলবে যে, না আমরা সে রকম অত্যাচারিতা নই, যতটা তোমরা কল্পনা কর। অধিকাংশ পুরুষ বাহিরের অধীনতায় দিনরাত শ্রম এবং বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা যাহা সহ্য করেন, (সে হিসাবে আমরা রাণী) আমাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করেন তাহা অনেক মেয়ে ভাবেন কি? পুরুষেরা আমাদের আদর যত্ন না করিলে সংসার ছারখার হইত। স্ত্রী পুত্রের মুখ চায় না তাদের সংখ্যা খুব কম। এমন ঢের মেয়েও আছে যাহারা স্বামীর প্রতি দৃক্‌পাত করেনা কেবল নিজের সুখের জন্যই ব্যস্ত। রাঁধা বাড়া গৃহস্থালীতে এবং স্নেহ ভালবাসা ও ত্যাগে পুরুষ অপেক্ষা যখন আমরা বড় তখন অবলা বলিয়া ছোট কিসে? নারীর পক্ষে যাহা শোভন সেই লজ্জা ত্যাগ করিয়া বেহায়াপনা করিলেই কি চরম স্বাধীনতা হ'ল? আত্মমর্য্যাদা হীন নরনারী অপদার্থ। স্বেচ্ছাচারিণী নারীরা শেষ দশায় বুঝে, পারিবারিক গণ্ডীতে থাকার গৌরব ও সুখ শান্তি কি? গণ্ডীর বাহিরে যাইয়াই সীতা লক্ষ্মীরও যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল তদপেক্ষা আমাদের অধিক দুর্দ্দশাই এখন ঘটিতে পারে না কি?

অনেকে মনে করিতে পারেন, পাশ্চাত্য দেশবাসী ভদ্র যুবক

যুবতী দিবা রাত্রি একত্র বেড়ান খেলা ধুলা করেন তাঁহারাও সুস্থ ভাবেই থাকেন তাঁহাদেরও বিশেষ বিকৃতি বা ক্ষতি বোধ না হয় কেন; ইহার উত্তরে বলিতেছি; ঐ দেশের অধিকাংশ উচ্চবংশীয় যুবকদিগের মধ্যে সাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক ভাব না থাকিলেও কেহ ভাবিতেছেন, আকাশ যানে মহাসমুদ্র পারে কিম্বা হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর বা কাঞ্চনজঙ্ঘা মহাশৃঙ্গের শেষ সীমায় কিম্বা সুমেরু কুমেরুতে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব, ইত্যাদি উৎকট সাহস যাঁহারা কল্পনাও করেন সেই সকল কর্ম্মবীরেরা রজোগুণেরই পূর্ণমূর্ত্তি, তাঁহাদের পত্নীরাও বীরপত্নী তাঁহারা সেই ভাবেরই পোষণ করেন, উঁহারা এখনকার তোমাদের মত আলস্য ও অবসাদে তমোগুণে এত অধিক অভিভূতা নহেন, তথাপি ঐ দেশের আচার ব্যবহার সতীত্বের পোষক নহে।

এদেশে এতকাল হিন্দু বা মুসলমান নারীরা কেহ কাহার অধীন বলিয়া মনে করেন নাই, পাশ্চাত্য আদর্শ ও শিক্ষা বিকৃতির ফলে সাম্যবাদ ও স্বাধীনতার নামে একটা বাজে হুজুকে স্বল্পবুদ্ধি নারীজাতিকে এখন চঞ্চলা করা হইতেছে, শাস্ত্র বলিতেছেন,—

> পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
> পুত্রস্তু স্থবিরে কালে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

নারী জাতিকে বাল্যকালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধ কালে পুত্র রক্ষা করিবেন, স্ত্রীজাতি কখন অরক্ষিতা বা স্বাধীনভাবে থাকিবার যোগ্যা নহেন।

মহাত্মা মনুর এই বাক্য শ্রবণে যে সকল নারী খড়্গহস্তা তাঁহারা স্থির বুদ্ধিতে বুঝুন; আত্মরক্ষার জন্য লাট সাহেব বীর

পুরুষ হইয়াও সর্ব্বদা রক্ষি সৈন্যে বেষ্টিত থাকেন সেজন্য তিনি কি পরাধীন। কাঁচাপেগো জাতি তোমরা তোমাদের পতিপুত্র পিতা ভ্রাতা যদি অবৈতনিক ভাবে রক্ষক (বা বডিগার্ড) থাকেন, অধিকন্তু তোমাদের সকল আব্দার তাঁহারা যদি সাদরে পূরণ করেন তবে লাট সাহেব বা অন্য পুরুষ অপেক্ষাও ভারতের নারীজাতি তোমরা অধিক স্বাধীনা হইলে না কি?

বালিকা বয়সে পিতা মাতার স্নেহ যত্নে লালিতা পালিতা হইয়া সাংসারিক কোন ভাবনা না থাকায় আনন্দে ক্রীড়ায় দিন যাপন করা কত সুখের ছিল স্মরণ করুন; যৌবনে পতির সোহাগে সোহাগিনী গরবিনী আদরিণী থাকিয়া পতিকে প্রেমাধীন রাখিয়া নিজগৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী হওয়ায় তোমরা অস্বাধীনা হইলে কিরূপে। বার্দ্ধক্যে ভগ্ন দেহ হইলেও কন্যা পুত্র ও পুত্রবধূর ভক্তিমাখা আদর যত্নে সেবা পাইয়া নাতি নাতিনীর সহিত ক্রীড়া কৌতুকে দিন যাপন করায় পরাধীনতার কষ্ট থাকিল কোথায়। অকারণ ভালো মন্দ না বুঝিয়া পরের কথায় নাচ কেন? বিদেশিনী নারী অপেক্ষা তোমরা যে কত সুখ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছ এসকল কথা একবার তাহাদিগের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বুঝ; এখন কথা হইতেছে, পাশ্চাত্য অনুকরণ দোষে তোমরা ক্রমশঃ পিতৃ মাতৃ ভক্তি এবং পতি ভক্তিহীন এবং সন্তান স্নেহ বর্জিত হওয়াতেই প্রতিদানে ভক্তি স্নেহ যত্ন পাইতেছ না, বধূর যে একদিন শাশুড়ী হইতে হইবে একথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিলে আর শাশুড়ীর অধীনে থাকা পরাধীনতা মনে হইবে না। "যে কাঠায় মাপ সেই কাঠায় শোধ।" তুমি আত্মীয় পর সকল লোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার

করিবে তুমিও সময়ে অপরের নিকট হইতে সেইরূপই সদসৎ ব্যবহার পাইবে ইহা সিদ্ধান্তই আছে, তবে জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে স্থান বিশেষে ব্যতিক্রম দেখা যায়।

অসহায়া নারীজাতি কুলোকের কু নজরে পড়িলে প্রলোভনে নষ্টা হইয়া যাইতে পারেন, সেজন্য নিজ সংসারেই তাঁহারা স্বাধীনা হইতে পারেন অন্যত্র নহে।

এখনকার যুবাদেরও যে স্বাধীনতা তাহাও কেবল মুখের কথা, স্বগৃহে গুরুলোকের কথা না শুনা বা তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করা অর্থাৎ গুরুলোককে অবজ্ঞা করাই যেন এখন একটা স্বাধীনতার নিদর্শন কার্য্য বা বাহাদুরী দাঁড়াইয়াছে কিন্তু সেই সকল যুবাই আবার অফিসের সাহেব বা বড়বাবুর নিকট কুকুরের ন্যায় হুজুর হুজুর করিয়া পরাধীনতার বা গোলামীর চরম দেখাইয়া থাকেন, তাহাদের মুখ উচু করিয়া একটু স্পষ্টভাবে কোন কথার উচিত জবাব দিবারও সাহস বা স্বাধীনতা নাই সুতরাং ইহা মানসিক ভাব ও সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা মাত্র।

অপর কথা, প্রাক্তন কর্ম্মফলে নিতান্ত আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ না হইলে মুমুক্ষু আর্য্যজাতি অনন্ত পরকালের ভাবনা এবং পরজন্ম ও সুখদুঃখের মূল কর্ম্মফলের কথা ভুলেন না, তাঁহারা স্বল্পবিস্তর ইহা মানিয়াই থাকেন, বায়স্কোপের চলচ্চিত্রের ন্যায় নশ্বর এই ধন জন যৌবনের গর্ব্বে তাঁহারা একেবারে মুগ্ধও হয়েন না; তাঁহাদের অন্তরে অসীম পরলোকের কথা এবং অবিনশ্বর আত্মার কথা প্রায় জাগরুক থাকে, তথাপি কুশিক্ষা এবং দেহাত্মবাদী আসুরিক লোকের সংসর্গ দোষে যদি কাহারও পতন হয় তাঁহাদের সতর্কতার জন্য অন্যান্য জাতির দেশাচার প্রভৃতির

কথা আলোচনা করা হইতেছে, আশা করা যায় অতঃপর অনেকে সাবধান হইয়া যথাসম্ভব পাশ্চাত্য অনুকরণে বিরত হইবেন এবং আধুনিক ভগ্নসমাজের সংস্কার করিবেন।

এখন পাশ্চাত্য সমাজের দোষগুণ বুঝিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া দেশীয় আচার ব্যবহার পালনের জন্য অনেকে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু প্রেষ্টিজ বা মানের দায়ে এবং অভ্যাসে ও চক্ষুলজ্জার দায় জন্য সংস্কার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না, আমরা বলিতেছি কায়মনোবাক্যে বিদেশী হাবভাব বিলাস অনাচার সাহস করিয়া ছাড়িতে না পারিলে তোমাদের আসল স্বরাজ কখনই মিলিবে না এবং উত্থানের পথও সুস্পষ্ট সুনজরে দেখিতে পাইবে না।

এদেশের অন্দরমহল বা অন্তঃপুর এবং অবরোধের তত্ত্বকথা পরে লিখিয়াছি।

দেশাচার।

প্রত্যেক দেশেই খাদ্যাখাদ্য ও আচার ব্যবহারের পার্থক্য থাকায় সামাজিক বিষয়ের যে কত প্রকার প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে তাহার আলোচনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় এবং জগতে আর্য্যসমাজের শ্রেষ্ঠতা ও ইহাই যে বহু সুচিন্তিত, সুসভ্য ও সুরুচি সম্পন্ন প্রকৃত মানব সমাজ তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং অনেক অনার্য্য সমাজকে প্রায় পশুসমাজের অধম বা অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চস্তর বলিয়াই মনে হয়।

ব্রহ্মদেশবাসীরা অনেকে শুষ্ক (চামসে গন্ধ) ও পচা মৎস্য মাংস ভোজন করেন এবং পশুর নাড়ীভুড়ী দীর্ঘকাল পচিয়া বড় বড় পোকা (যাহার নাম নেপ্পী) উপাদেয় খাদ্য বলিয়া তাহাও কেহ কেহ ভোজন করেন, একথাও শুনিয়াছি তাঁহারা লুচী ভাজার গন্ধ পাইলে নাসিকায় বস্ত্রাচ্ছাদন করেন কারণ উহা তাঁহাদের রুচিতে দুর্গন্ধ। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া জীবহিংসা করিবেন না অথচ মাংসের লোভও ছাড়িবেন না উভয়ের মধ্য পরিণতিতেই বোধহয় এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। শ্রীশ্রীগীতা বলেন, পুতি পর্য্যুষিত ও অমেধ্য দ্রব্য তামস ব্যক্তিরই প্রিয়।

ঐ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের একাকারে জাতিভেদ প্রায় নাই এবং নিম্নশ্রেণীর অনেকের পশুবৎ যৌন বিচারও নাই, তাহার ফলে নব যুবতীরা বাঙ্গালি মাদ্রাজী পাঞ্জাবী যে কোন হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা খ্রীশ্চান যুবককে পিতা মাতার অজ্ঞাতেও পতিরূপে গ্রহণ করা অনেকে নাকি দোষ বলিয়াই মনে করেন না, অধিকন্তু স্বেচ্ছামত বিহারকেই তাঁহারা সুখের নিদান

বুঝেন। পুনঃপুনঃ পত্যন্তর গ্রহণ করাইত বহু অনার্য্য সমাজের প্রধান দেশাচার। অনেক স্থানে ঐ সকল ঠিকা পতির বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা উপস্থিত আপোষ নিষ্পত্তি ইত্যাদি নানা উপায়ে উহাই একটা উপার্জনের পন্থাও হইয়া থাকে, সেজন্য ঐসকল হাঙ্গামা ও মোকর্দ্দমা লইয়া ঐসকল সমাজ সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত এবং শান্তিহীন সুতরাং উহাঁদের চুক্তির বিবাহই সর্ব্ব অসুখের মূল। আমাদের দেশের যুবারা ঐরূপ সামাজিক আচার ব্যবহার হইলে সুখী হইবেন কি?

কোন কোন দেশে পতিপুত্রাদির সমক্ষে প্রকাশ্য সভায় বৃদ্ধা মা মাসী যুবতী পত্নী পরপুরুষের সহিত অবাধ মেলা মেশা স্কন্ধে হস্ত দিয়া নৃত্যামোদ করা তাঁহাদের দেশাচার। শুনিয়াছি কোন রাজপুত্র অন্য কোন রাজধানীতে গিয়াছিলেন, ঐ রাজপুত্রের হস্তধারণ করিয়া এবং পুত্রবধূর হস্তাবলম্বন করিয়া সেই দেশের অশীতিবর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা রাণী নৃত্য করিয়া রাজপুত্রের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আহা বৃদ্ধার সেই অপূর্ব্ব হাবভাব সমন্বিত মুখাবয়ব এবং নৃত্য দেখিয়া সভাস্থ বালক ও যুবারা না জানি কতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এখন আমাদের দেশের যুবারা মা মাসীকে বা স্ত্রীকে ঐরূপে নাচাইতে পারিলে নূতন বিকট ভাবের দৃশ্য বা অভিনয় দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন কি?

আবার দেশবিশেষে কখন কখন পতির অন্তঃপুরে বন্ধু বান্ধব রূপী পর পুরুষের সহিত নির্জ্জনে আলাপ ও আমোদ প্রমোদ করিবার কালে স্বামী নিজপত্নীর সমক্ষে যাইতে পারেন না, বোধহয় ঐ সময় স্ত্রীকে ডাকিলেও অসভ্যতা হয়, পতি শ্রান্ত ক্লান্ত ভীত ক্ষুধার্ত্ত যাহাই হউন, তাঁহাকে ঐসময় দ্বারদেশে

নতমুখে অপরাধীর ন্যায় ভীতবৎ অপেক্ষা করিতেই হইবে, একটুও ক্রুদ্ধ হইলে চলিবে না, তোমরা উহা পারিবে কি?

কোন কোন সমাজে প্রকাশ্য স্থানে বহু যুবক কর্ত্তৃক কোন কোন যুবতী বধূর শত শতবার মুখচুম্বন করা দোষজনক নহে এবং ঐ কার্য্যে বোধ হয় ঐ দেশে সতীত্বও ক্ষুণ্ণ হয় না কিন্তু উহাতে দেহের এবং মনের অবস্থা কিরূপ ঘটে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আবার সংবাদপত্রে পড়িলাম বহু সহস্র নারী (বোধহয় বিলাস ব্যসনাদির অসুবিধা বা সাংসারিক কষ্টের জন্য) গর্ভ পরিত্যাগের আব্দার দেশের শাসন কর্ত্তাকে জানাইতেছেন। কেহ কেহ বা পতিকে না বলিয়া প্রেমের আদান প্রদান জন্য নিশাচরীর ন্যায় ঘোর মহানিশায় প্রায় প্রতিদিন বিচরণ এবং রাত্রিজাগরণ করেন। ঐ সকল সমাজের ঐরূপ উদার কার্য্য কলাপ দেখিয়া শুনিয়া মনে প্রাণে মুগ্ধ হইয়াই বোধহয় ভারতের নব্যশিক্ষিত যুবক ভায়ারা এখন ভাবিতেছেন, "আহা সেদিন আমার কবে বা হবে।"

অপর কথা জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্য ভগবদিচ্ছায় প্রকৃতির প্রেরণায় পশুপক্ষীর মধ্যে কেবল যথাকালে সন্তানোৎপাদনের জন্য তাহাদের সাময়িক কামোন্মত্ততা জন্মে, (কর্কটকী [কাঁকড়া] প্রভৃতি অনেক জীব আছে যাহাদের কামুকতায় প্রসবের পরেই মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়) মনুষ্যের পক্ষে কিন্তু কেবল সন্তান জননই বিবাহ নহে কিম্বা কাম চরিতার্থতাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের জন্যই বিবাহ এসকল কথার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে পরেও বলিব এক্ষণে অন্যদেশীয় সমাজের কথা বলিতেছি।

পশু পক্ষীরাও ভগবদ্দত্ত প্রকৃতির নিয়মে বা কৌশলে মায়ার বশে সন্তান যাবৎকাল আত্মরক্ষায় সমর্থ না হয় কিম্বা নিজের আধার বা আহার নিজে সংগ্রহ না করিতে পারে তাবৎকাল সেই সন্তানের জননী নিজ শিশুর ভরণ পোষণ ও সংরক্ষণের জন্য নিজে না খাইয়াও খাওয়ায় এবং প্রাণপণে যত্ন করে কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আজ পাশ্চাত্য দেশীয়া জননীরা প্রবল কামেচ্ছা পূরণের জন্য প্রথমেই গর্ভরোধের চেষ্টা করিতেছেন, আবার দয়া মায়া শূন্য হইয়া কেহবা এরূপ চেষ্টা করিতেছেন যে, যাহাতে রাজবিধান দ্বারা পিতা গর্ভাধান করিয়া এবং মাতা প্রসব করিয়াই সন্তান সম্বন্ধীয় সকল দায়িত্বের হস্ত হইতে নিজেরা অবসর বা খালাস্ পাইতে পারেন, নবজাত পুত্র বা কন্যার ভরণ পোষণ এবং লালন পালন ও শিক্ষার ভার সমস্তই রাজবিধান বা ব্যবস্থার উপর নির্ভর থাকুক, স্তন্যপায়ী শিশুর জন্যও নিজেদের ভোগ বিলাসের অনুমাত্র ত্রুটি না হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান না থাকায় মানুষ যে অস্থায়ী দেহসুখের জন্য পশুর অধমে পরিণত হয় এসকল কুইচ্ছা তাহারই অভিব্যক্তি নহে কি? পিতা মাতা সন্তানস্নেহ বর্জিত এবং সন্তান পিতৃ মাতৃ ভক্তি বর্জিত হইলে মানব সমাজের কি বীভৎস আকার হইবে ইহা চিন্তা করিলেও মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

এই সকল কারণে ঐসকল স্থানে জননীর সন্তান বাৎসল্য ভাবও প্রায় নাই সেজন্য পুত্রেরা মাতৃদৃষ্টির পরিবর্ত্তে এখন স্থানে স্থানে জননীর রমণী মূর্ত্তিও চিন্তা করিতে সঙ্কুচিত হয় না, এদেশে ঐরূপ হইলে ষোলকলাই পূর্ণ হইবে না কি? বিলাস ব্যসনের স্বেচ্ছাচারে ফরাসী দেশ নির্ব্বংশ হইতেছে, আমেরিকায়

আত্মহত্যা বাড়িতেছে, ঐ সকল দেশে স্থানে স্থানে জারজ সন্তানদিগের স্থান হইতেছে না।

আবার কোন কোন স্থানে নর নারীরা বিবাহবন্ধন উঠাইয়া দিয়া অতি প্রাচীন কালের বা বন্য মানবের বা পশুর মত অবারিত মৈথুন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন। অর্থের স্বচ্ছলতায় খাওয়া পরার ভাবনা না থাকায় বিলাসিতা ও গর্ব্ব ঐ দেশে যেরূপ চরমে উঠিয়াছে, শ্রেষ্ঠ দরিদ্র আমাদের উহা কল্পনা করাও অনুচিত।

দেশাচারের বীভৎস চিত্র।

১৩৩৮। চৈত্রের মাসিক বসুমতীতে পণ্ডিত চারুচন্দ্র মিত্র এটর্ণি মহাশয় লিখিয়াছেন, ঐ প্রবন্ধের সংক্ষেপ কথা এবং আমরাও কিছু বলিতেছি,—

পাশ্চাত্যে ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ সেজন্য তাহারা কেহ কাহার অযাচিত সাহায্য প্রায় চায়না ও পায়না। যৌথ পরিবারে না থাকায় সেদেশে প্রত্যেক নর নারীরই জীবনপাত শ্রম করিতে হয়। এখন আমাদের দেশেও ক্রমশঃ ঐরূপ অনুকরণ হওয়ায় প্রত্যেক গৃহিণীকে দুই বেলা রন্ধনাদি অর্থাৎ পাচিকার কার্য্য দাসীর কার্য্য রোগী ও অতিথি কটুম্বের এবং গবাদির সেবা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই স্বহস্তে করিতে হইতেছে। আমরাও বলিতেছি, এখন অনেক অনাচারী নাস্তিক গৃহস্থ ঋতুমতী অশুচী ভার্য্যাকেও তিন চারি দিন বিশ্রাম দিতে পারেন না, সেজন্য এদেশে নারীজাতি রুগ্না ও কৃশা হইতেছেন, পক্ষান্তরে সহকারী না থাকায় কাহারও সহায়তা না পাওয়ায় এখন দরিদ্র পুরুষ

জাতিকে ঘরে বাহিরে বহু পরিশ্রমে কাতর হইতে দেখিয়া আমরা কষ্টানুভব করিয়া থাকি।

এখন এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার হইতে দ্বেষ হিংসায় বিচ্ছিন্না দরিদ্রা পল্লীবাসিনী বহু সন্তানের মাতার কার্য্যক্ষেত্রের দুঃখ দেখিলে আমাদের বড়ই কষ্টানুভব হয়। একেই বলে "সুখে থাকৃতে ভূতে কীলোয়।" অপর ভ্রাত্রাদির সাহায্য ব্যতীত্ কেবল নিজের আয়ের উপর নির্ভর করিতে গেলে অনেককেই বহুকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতও থাকিতে হয় তাহার ফলে ব্যভিচারের আত্যন্তিক বৃদ্ধি। চারুবাবু দেখাইয়াছেন, বঙ্গদেশে এখন পনের বৎসরের অধিক বয়স্কা নারী হাজারে ১৮ আঠার জন মাত্র অবিবাহিতা। এস্থলে ইংলণ্ডে হাজারে ৩৯০ তিনশত নব্বুইটি অবিবাহিতা আছে, বলাবাহুল্য এস্থলে বহু নারী যে কামের নবোত্থিত বেগে কুপথে ভাসিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ উহা স্বাভাবিক। ঐ সকল দেশের অবিবাহিতা তরুণীরা ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া কত নব নব তরুণের সহিত মিশিয়া পুনঃপুনঃ মিলন ও বিচ্ছেদে জীবনকে যে বিশেষভাবে বিরক্ত ও তিক্ত করিয়া তুলিয়া থাকেন তাহা বলাই বাহুল্য। বিবাহের প্রস্তাবে ঐদেশে কিছুকাল ঘরবসত মেলা মেশা আমোদ প্রমোদ চলে বটে কিন্তু কেহই এখন প্রায় সহজে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে চায়না সেজন্য প্রতারিত হইয়া ক্ষোভে দুঃখে বহু নারীহৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়, বিশেষ বিপন্ন হইলেও এদেশের লোকের এত অধিক নীচতা বা প্রতারণার প্রবৃত্তি এখনও হয় নাই। বয়স অধিক হইতে থাকিলে রূপ যৌবন শেষ হইবার ভয়ে ঐদেশে নিরাশ্রয়া

নারীর প্রাণে কত অশান্তি হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে। প্রথম ভালবাসা স্থায়ী না হইলে প্রেম জন্মিতে পারেনা, এসকল কথা স্থানান্তরে প্রেমতত্ত্বে আমরা বিস্তারিত বলিয়াছি। প্রত্যাখ্যানের অপমান ও ক্ষোভে পাশ্চাত্য নারীর হৃদয় প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘোর বিরক্ত ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় যাহা ভারতের সপত্নী বিদ্বেষ প্রভৃতি অপেক্ষাও অধিক গুরুতর। ঐ দেশে নারীজাতিকে উদরান্নের জন্য বিশেষভাবে অর্থো-পার্জনের চেষ্টা করিতে হয় সেজন্যও কর্ম্মক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের প্রায় দ্বন্দ ঘটে।

পাশ্চাত্য জাতিরা মনে করেন নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহার ফলে মনের মত মানুষ না মিলায় এবং কালক্রমে মনের পরিবর্ত্তন ঘটায় প্রতারিত হইয়া বারম্বার বিচ্ছেদ ও মিলন অনিবার্য্য হয়। মনের মত মানুষ লইয়া চিরজীবন দাম্পত্য প্রণয় ভোগ করিতে তাঁহাদের অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যে তাহা প্রায় ঘটেনা। এস্থলে আর্য্যজাতিরা বাল্য বিবাহ দ্বারা মনের মত মানুষ পরস্পর গঠন করিয়া লইয়া দাম্পত্য সুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং,
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥

নারীর চরিত্র কথা এবং পুরুষের অদৃষ্টের কথা দেবতারাও বুঝিতে পারেন না সুতরাং মনুষ্য কি করিয়া (যুবতী নারীর মনোভাব) বুঝিবে। অতএব এদেশের প্রচলিত প্রথা অভিভাবক দ্বারা বর কন্যা নির্ব্বাচন হওয়াই ভালো নহে কি?

তরুণ তরুণীরা রূপজ মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়ায় পরস্পরের দোষ গুণ দেখিতে বা বুঝিতে স্বতই অক্ষম, এসকল কথা আমরা স্থানান্তরেও বলিয়াছি।

পরস্পরের দোষগুণ বুঝিতে না পারায় পাশ্চাত্য নরনারীরা গায়ক গায়িকা নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর প্রতিও আকৃষ্ট হয়েন। ঐ দেশবাসী ধনীরা প্রায় বারবণিতার ন্যায় হাবভাব বেশ বিন্যাস বিশিষ্টা নারীকেই পছন্দ ও বিবাহ করিয়া বসেন. তাঁহারা নারীর গুণাগুণ দেখিবার অবসরই পাননা। অনেক যুবক নাটক নভেলের পূর্ব্বরাগ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া সেইরূপ নারীকে বিবাহ করিতে চাহেন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেরূপ কল্পিত নারী প্রায় পাওয়া অসম্ভব, নাটকের কথা মিলনের পরবর্ত্তী কালে প্রায় খাটেনা সেজন্য শেষে রূপের আদর কমিয়া যায় এবং গুণেরই জয়জয়কার ঘটে।

পাশ্চাত্য দেশের নায়ক নায়িকা দিগের স্বাধীন নির্ব্বাচন ফলে এবং অধিক বয়সে বিবাহের ফলে ১৩ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্কা বিদ্যালয়ের অবিবাহিতা ছাত্রীদিগের মধ্যে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে কেবল ডেনভার সহরে ১৯২৪ সালে ৩৮০০ তরুণী তরুণ দ্বারা কামোপভোগ করিয়াছিল, তন্মধ্যে বহুসংখ্যক গর্ভবতীও হইয়াছিল। একথা পণ্ডিত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় ইংরাজি পুস্তক হইতে দেখাইয়াছেন এবং তিনি দেখাইয়াছেন, তথায় অধিকাংশ তরুণীরা উপযাচিকা হইয়াই যুবকদিগকে প্রলোভিত করিয়াছিল। এদেশে এখনও ভদ্র যুবতীরা ঐরূপ উপযাচিকা প্রায় হয় নাই। ঐদেশে ১৩ হইতে ১৭ বৎসরের বয়সের নারীর মধ্যে শতকরা ২৬টি নারীই ঐ পথে

গিয়াছিল, উচ্চশিক্ষা দীক্ষা তাহাদিগকে. সংযমে বাধ্য করিতে পারে নাই।

ঐ সকল কন্যার মধ্যে ভদ্রঘরের কন্যাও অনেক ছিল এবং তাহারাই অধিক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিত সেজন্য তাহাদের কুকার্য্যগুলি গোপনের ক্ষমতাও বেশী ছিল। ঐ সকল দেশে যে সকল শিশু জন্মায় তাহার মধ্যে শতকরা ১৭টি জারজ। ঐদেশে বিবাহের পূর্ব্বে শতকরা ৫০টির অধিকেরও গর্ভ সঞ্চার হয়, ঐদেশে গর্ভসঞ্চারের পরে বিবাহ হইলে উহা বৈধ হয় এবং ঐ সন্তান জারজ বলিয়া গণ্য হয়না সুতরাং ঐদেশে অস্পৃষ্ট মৈথুনা কুমারী প্রায় বিবাহে দুর্লভ।

বলা বাহুল্য এদেশে জারজ পালনের স্থান প্রায় নাই এবং ঐরূপ দুষিতা বা প্রতারিতা কুমারী কুলের বিবাহ হওয়াই এদেশে বিশেষ দুঃসাধ্য সুতরাং এদেশে ঐ তরুণী এবং জারজ সন্তান-গণের যে কি ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে তাহা মনে কল্পনা করিলেও ভয়ে আড়ষ্ট হইতে হয়। এদেশে অর্থাভাবে অনাথাশ্রম বৃদ্ধিরও উপায় নাই, একথা আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে উহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। হিন্দু সমাজে যুবতীবিবাহ সঙ্কোচ থাকায় জারজের ভয় এখনও স্বল্প আছে। বিধবা বিবাহে বর হ্রাস হইলে পাত্রাভাবে বয়স্থা কন্যারও বিবাহ না হওয়ায় ঐ দেশের ন্যায় ক্রমশঃ এদেশেও জারজের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক, এসকল কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

অন্যের কথা (১২৯৮ সালের জন্মভূমিতে লিখিত)।

হিন্দুসমাজে সতীগণ দেবী ভাবে সম্মাননীয়া এবং অসতীগণ

ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য, নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য হিন্দুজাতির বহু সামাজিক আচার এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে অনেক স্থানে সতীধর্ম্মের বিশেষ আদর নাই বরং অসতীকে বহুপ্রকারে প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়, ঐ সকল দেশে পরস্ত্রী বা পরপুরুষ গমন একটা বিশেষ দোষের কার্য্য হয়না, বিবাহে একটা ধর্ম্মবন্ধন আছে একথা উঁহারা প্রায় কেহই স্বীকার করেন না সুতরাং যতদিন উভয়ে চুক্তি মানিতে চাহে তাবৎকালই চুক্তি বলবৎ থাকে। কোন কোন স্থানে তরুণ তরুণীর দর্শনমাত্রেই পরস্পরের ইচ্ছায় কিছুদিনের জন্য একটা চুক্তি স্থির হয় আবার স্বেচ্ছায় তাহা ভঙ্গ করাও হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে সতীত্ব ধ্বংসকারীর নিকট হইতে কিছু খেসারত আদায় করা হয়, ইত্যাদি ব্যবহারকে হিন্দুগণ চরিত্র হীনতা ও দুষ্কর্ম্ম বলিয়াই থাকে এবং ঐ অর্থগ্রহণকে সতীত্ব বিক্রয় বলিবে ও ঐরূপ দাম্পত্য প্রণয়কে কুলটার প্রেম বলিবে। কুলটা বা পতিতার ঘৃণা বিড়ম্বিত জীবনে ইহকাল অপেক্ষা পরকালে দুঃখ কষ্ট অধিক ভোগ হয় ইহাই হিন্দুর শাস্ত্রকথা কিন্তু এখনকার নেতারা অনেকে এই সকল কদাচার শিক্ষা দ্বারা আমাদিগকে সভ্য করিতে চাহিতেছেন, এক্ষণে যাহাতে আমরা তাঁহাদের মতানুসারে ঐরূপ সভ্য বা সভ্যা না হইতে পারি সেইরূপ চেষ্টা করাই আমাদের এখন বিশেষ কর্ত্তব্য নহে কি?

যৌবন ফুরাইলে যখন চুক্তির গ্রাহক মিলিবে না তখন ঐ বিধবাদের এদেশের বারবণিতার ন্যায় দাসী বৃত্তি দ্বারা অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হয় তখন রোগশয্যায় পড়িলে সে দেশে রাজ ব্যবস্থা কিছু আছে কিন্তু এদেশে ঐ ব্যবস্থা বিশেষ

না থাকায় সংসার গণ্ডীর বাহিরের অবীরা নারীকুলের পরিণামে কিরূপ দুর্গতি হইবে বিবেচনা করিয়া দেখুন ;

আজকাল পাশ্চাত্য নারীরা ভারতের নারীজাতির দুঃখে যেন বড়ই দুঃখিতা কিন্তু তাঁহাদের সমাজের দরিদ্রা নারীদিগের কষ্টের কথা অনেকেই জানেন, ঐ দেশে একমুষ্টি অন্নের জন্য প্রায় বহু নারীর 'দ্বাদশ ঘণ্টা' কাল হামাম হাতুড়ির সহিত ভীষণ সংগ্রাম কবিতে হয়, এই দারুণ কষ্ট অপেক্ষা পূর্ণভাবে পুরুষের আশ্রিতা ও অধীনতা স্বীকার করা কোমলাঙ্গিনী দিগের সহস্র গুণে ভালো, ঐ কষ্ট ভোগ অপেক্ষা পতি পুত্রের জন্য রন্ধনের কার্য্য অতি লঘুশ্রম। ঐদেশে ভীষণ কষ্টকর দুঃখ ও অপমান অসহ্য বোধে পেটের দায়ে অনেকে সতীত্ব বিক্রয় করিতেও বাধ্য হয়েন, জীবিকার জন্য পরপুরুষের সন্ধানে দরিদ্রা বহু নারীকে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়। ঐদেশে ভ্রূণহত্যা ব্যতীত নানা কুৎসিত উপায়ে গর্ভনিরোধের ব্যবস্থা রূপী অস্বাস্থ্যজনক মহাপাপ অনেককেই করিতে হয়। ঐ সকল দেশে প্রবল ব্যভিচারের ফলে জারজ সন্তানে দেশ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্যদেশে অবিবাহিতা নারীগণ ক্রীতদাসী অপেক্ষাও অধীন এবং তাঁহারা অসহায়ার ন্যায় অত্যন্ত ক্লেশকর জীবন বহন করেন, অবশ্য ধনীগণের স্ত্রীরা ঘোর বিলাস সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

এদেশে প্রায় কোন নারীকেই স্বেচ্ছা ব্যতীত পেটের দায়ে সতীত্ব বিক্রয় প্রভৃতি কুকার্য্য অদ্যাপি করিতে হয় না কিম্বা কল কারখানায় ইতর জাতীয় লোকদিগেরও তাদৃশ জীবনপাত পরিশ্রম করিতে হয় না। এদেশের নারীগণ বহু বিলাসিনী না

হইলেও আদরিণী সহধর্ম্মিণী এবং আত্মসংযমে বহু বিলাসাকাঙ্ক্ষা বিহীনা সেজন্য স্বল্প আয়েও সাদরে পতি পুত্রের সেবা পাইয়া ও করিয়া সুস্থ মনে সংসার করেন। এদেশে নারী জাতিদের নিজ সংসারে সর্ব্বায় কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাঁহারা পরাধীনা হইলেও পূর্ণ স্বাধীনতাই ভোগ করিয়া থাকেন, ইত্যাদি কথা অনেক স্থানেই বলা হইয়াছে। অতএব ফলাফল বুঝিয়া পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীস্বাধীনতার অনুকরণ করা আমাদের পক্ষে কখনই উচিত নহে। সতীত্ব রক্ষার জন্যই এদেশে লজ্জা ভয় রক্ষা নিমিত্ত যথাসম্ভব আবরু রক্ষা এবং অঙ্গাচ্ছাদনের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশে বিপরীত ইচ্ছাতেই বিপরীত ব্যবহার বুঝা যায়? অর্থাৎ পছন্দ মত পতি বা উপপতি সংগ্রহের জন্য নানা প্রকার অর্দ্ধনগ্নবৎ পোষাক পরিচ্ছদে বিভূষিতা হইয়া সাধারণ পথে কিম্বা জনসভায় বা উদ্যান প্রভৃতি স্থানে কিম্বা নাট্য মন্দিরে উপস্থিত হওয়া অথবা পরপুরুষের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করা বহু মহিলারা দোষ বলিয়াই মনে করেন না। সুতরাং প্রয়োজন মতে ঐ দেশের পোষাক এবং আচার ব্যবহার বা রুচি প্রবৃত্তি তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিকই হইয়া থাকে।

এখন যাঁহারা পাশ্চাত্য ভাবে অভিভূত হইয়া নূতনের নাম করিয়া পুরাতন পুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা কি পাশ্চাত্যেরই অনুকরণ করিতে চাহিতেছেন না, তাহাহইলে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে, আমাদের বহুকালের সভ্যতা ও সুনির্ম্মল সতীধর্ম্ম এবং সমুজ্জল দর্শন শাস্ত্রাদি সমস্তই ভুল, সেজন্য আমরা পূর্ব্বের বর্ব্বরতা হইতে মুক্ত হইয়া আধুনিক কালের সভ্য বা পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় সুসভ্য হইব কিন্তু এই পথে

অন্ধকার হইতে আলোকে আসিব বা আলোক হইতে ঘোর অন্ধকারে যাইব সেকথা স্থিরবুদ্ধিতে বিচার করিলেই অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের আর অগ্রসর না হইয়া এখন যত শীঘ্র হয় ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। ঐ পথে গেলে স্বদেশীই বা তোমার কোথায় থাকে। এখনও নব্য যুবক যুবতীরা বুঝুন; অযথা ভোগ স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া পাশ্চাত্য জাতি বহু ধন থাকা সত্ত্বেও শান্তিহীন তৃপ্তিহীন, তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়স যেন মরুময় প্রদেশের ন্যায় হাঁহাঁ খাঁ খাঁ করিতেছে। ঐদেশে এখন অতৃপ্ত ভোগবাসনা হেতু পরস্পরের মধ্যে বহু বিদ্বেষ সেজন্য সর্ব্বদা যেন যুদ্ধ সজ্জা চলিতেছে। ঐ সকল পাশ্চাত্য দেশে পিতা পুত্রে পতি পত্নীতে এবং ধনী নির্ধনে যেরূপ বিদ্বেষ এত দ্বেষহিংসা বোধ হয় জগতে অন্য কুত্রাপি দেখা যায়না। ঐ দেশে যথেচ্ছা কাম উপভোগে বারবণিতার ন্যায় বহু নারীর চরম দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। ঐ দেশের লোক পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের কথা না শুনায় তাহাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতা জন্মায় না এবং অকৃতজ্ঞতার দ্বারা অনর্থক হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু জনের মনে কষ্ট দিয়া থাকে, কেবল আত্মসুখী হইয়া অপরের বা আত্মীয় স্বজনের মনে দুঃখ কষ্ট দেওয়া কখন কাহারই উচিত নহে, ঐপ্রকার স্বার্থপর কৃতঘ্ন লোক দ্বারা জগতের বহু অনিষ্ট হয় কারণ তাহাদের দৃষ্টান্তে তাহাদের সন্তানেরা এবং অপর লোকেরাও ঐরূপ কৃতঘ্নতা শিক্ষা করে। এখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির সদাচার অভাবেই ভারতের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, স্বস্ব জাতীয় কর্ম্মগুলি সুসম্পন্ন করিলে এবং সদাচার অনুষ্ঠান ঘটিলে এখনও এদেশের আবার উন্নতি হইতে পারে। পুনশ্চ একান্নবর্ত্তী পারিবারিক

প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেও আর্য্যজাতির অভ্যুদয় ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি এখনও অনেক হইতে পারে। একান্নবর্ত্তী প্রথা এখন অবৈধ স্ত্রী স্বাধীনতার দোষে বিনষ্ট হইতেছে, এই প্রথা যখন অন্য দেশে বিরল তখন ইহা এদেশে রক্ষা করা এখন বড়ই প্রয়োজন, একথা আমরাও অন্যস্থানে অল্পাধিক বলিয়াছি।

যাঁহারা মনে করেন, অধিক বয়সে বিবাহ না দিলে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাঘাত হয় এবং বধূকে পঙ্গু করিয়া রাখা হয়। তাঁহারা মনে করুন না, বিবাহে বধূরা শ্বশুরবংশের গোত্রে মিশিয়া পোষ্য কন্যার ন্যায় হইয়া থাকেন, বধূগণ শ্বশুর শাশুড়ী দেবরকে পিতা মাতা ভ্রাতা ভাবেন, তাঁহারাও কন্যা ভগিনীর ভাবে ভালো বাসেন, অধিকন্তু যাহা পিতৃগৃহে ছিলনা সেই পতিপুত্র পাইয়া নারী জাতিরা ধরাতেই স্বর্গ সুখ ভোগ করেন। যাঁহাদের সহিত আজীবন বসবাস করিতে হইবে তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা দীক্ষা আচার পালন এবং ভোজনাদি অভ্যাস করাইত নারীর পক্ষে সঙ্গত, তাহাই সংসারের সুখশান্তির বৃদ্ধিজনক হইয়া থাকে। যেমন পিতৃকুলে পুত্রাদির শিক্ষা সেইরূপ শ্বশুরকুলের উপযোগী গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা হওয়াই বধূদিগের উচিত, এসকল কথা আমরা স্থানান্তরেও বলিয়াছি।

অবৈধ স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলা মিশা ঘটাতেই অনেকের এখন অসবর্ণা বিবাহেও প্রবৃত্তি জন্মিতেছে সেজন্য এখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত বহু নেতা যেন কামপ্রেরণায় হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া ঐ বিবাহে উৎসাহ দান এবং দায়াধিকার প্রদানাদি কার্য্যে বড়ই তৎপর হইয়াছেন কিন্তু ঐ বিবাহ আপাত রুচিকর হইলেও পরিণামে নানা বিষয়ে অমিলনে

ফল প্রায় বিষময় ঘটে। সবর্ণা বিবাহে সম আবেষ্টনীর মধ্যে তুল্য আচার ব্যবহার এবং ভক্ষ্য ভোজনের রুচি প্রবৃত্তি সমতা থাকায় সংসারে ও জীবনে নির্ব্বিঘ্নেই সুখশান্তি ঘটিয়া থাকে।

আমাদের কথা ;—ভারতের বহির্দ্দেশের বীভৎস চিত্র যাহা দেখান হইল, সেই আদর্শ উন্নত বা অবনত তাহা একবার স্থির বুদ্ধিতে দেখিলেই বুঝা যাইবে। ঐ আদর্শ যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহাহইলে স্বেচ্ছাচারে না যাইয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষি সেবিত সেই ভারতের প্রাচীন আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য নহে কি? অতএব যুবকগণ এখনও ফের ; সাবধান হও ; নচেৎ পরাধীন বলিয়া পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা তোমাদের অধিক দুর্দ্দশাই ঘটিবে। অর্থাভাবে তোমরা গণ্ডীর বাহিরের নারীদিগকে সামলাইতেই পারিবে না। তোমাদের পরিণাম ফল বুঝাইবার জন্যই আমরা কথঞ্চিৎ পরচর্চ্চা করিলাম ইহা কাহারও নিন্দার জন্য নহে। বিশেষ বৃত্তান্ত মহামান্য লালা লজপৎ রায়ের এবং কানাইয়া প্রভৃতির ইংরাজি পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এখন পাশ্চাত্যের নূতন আমদানি অপর একটি দেশাচার "জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা" আমরা আলোচনা করিব।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ।

স্ত্রীস্বাধীনতার অঙ্গবৎ এখন আর একটি কথা বলিতে হইতেছে। আজকাল অনেকে আবার পাশ্চাত্যভাবে ভুলিয়া যাহাতে সন্তান না হয় অর্থাৎ ঔষধ খাইয়াও নির্ব্বংশ হইবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু এটি আর্য্যশাস্ত্র মতে (ভ্রূণ হত্যাবৎ) মহাপাপ, কুশণ্ডিকায় বিবাহ মন্ত্রে আছে, –

দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুরু।

হে অগ্নি! এই বধূতে দশটি পুত্র প্রদান করুন এবং ইহার পতিকে একাদশ স্থানীয় করুন; ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে প্রাচীনকালে জনবল বৃদ্ধির জন্য সাধারণ লোকে অন্যূন দশটি পুত্রও কামনা করিতেন। সাবিত্রী দেবী যমের নিকট হইতে নিজের ও পিতার শতপুত্র লাভের বর চাহিয়াছিলেন।

গান্ধারী দেবী শতপুত্র লাভ করিয়াও পরিতুষ্টা হয়েন নাই শেষে একটি কন্যার জন্যও বলিয়াছিলেন,—

"ততো দৌহিত্রজাল্লোকাদবাচ্যোঽসৌ পতির্ম্ম॥

আমার কন্যার গর্ভে যে দৌহিত্র জন্মিবে তাহাদ্বারা আমার পতি অনিন্দনীয় বা গৌরবান্বিত হইবেন। ঘটিয়াছিলও তাহাই দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতা নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্র নন্দিনী দুঃশলাই অবশিষ্ট ছিলেন।

পূর্ব্বকালে সন্তানবৃদ্ধির কামনা শ্রাদ্ধমন্ত্রেও দেখা যায়,—

দাতারো নো বিবর্দ্ধন্তাং বেদঃ "সন্ততি"রেব চ।

শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।

অন্নঞ্চ নো বহুভবেদতিথিংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চনঃ॥

যাঁহারা আমাদিগকে দান বা সাহায্য করেন তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন; আমাদিগের জ্ঞান এবং সন্ততি বা বংশ বৃদ্ধি ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হউক; আমাদিগের নানাবিধ দিবার বস্তু এবং অন্নাদি অনেক হউক; উহা ব্যয়ের জন্য যেন আমরা সর্ব্বদা উপযুক্ত অতিথি ও যাচক লাভ করি, আমাদিগের কাছে সর্ব্বদাই লোকে প্রার্থনা করুক কিন্তু আমাদের যেন কাহারও কাছে কিছুই না চাইতে হয়! সেকালের গৃহস্থেরা পিতৃলোক ও দেবতার নিকট এইসকল এবং সন্তান লাভ প্রার্থনা করিতেন, গৃহস্থের ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রার্থনা আর কি আছে।

ধনবৃদ্ধির ন্যায় জনবৃদ্ধির চেষ্টা করা চিরদিনই মানবের স্বাভাবিক প্রার্থনীয় ছিল এখনও অধিক থাকা উচিত কারণ লোকবলই আমাদের এখন প্রধান সম্বল। তবে আমরা দরিদ্র আমাদের ভরণ পোষণের শক্তি খর্ব্ব হওয়াতে সন্তান কম হওয়া এখন প্রয়োজন হইয়াছে, তাই বলিয়া পেটপোড়া খাওয়া বা ব্যভিচারিণীর ন্যায় ঔষধি ব্যবহার না করিয়া কেবল সংযম দ্বারা যদি জনন কমান যায় তাহাহইলে নিজেদেরও সুবিধা এবং স্বাস্থ্যলাভ এবং সংযমী সুচরিত্র সুসন্তান জন্মিয়া দেশের ও দশের মঙ্গল হইবে। যাঁহারা হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে বলিয়া দুঃখিত তাঁহাদেরও জন্ম নিরোধের কথা বলাই অনুচিত। দেশ স্বাধীন হইলে লোক হৃষ্ট পুষ্ট হইবে এবং পেট ভরিয়া শান্তিতে খাইতে পাইলেই জন্মসংখ্যা অনেক বাড়িবে রোধ করা তখন অসম্ভব। ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের মুষ্টিমেয় ইংরাজে পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে আমেরিকা

এবং ভারত হাতে পাইয়া। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের সন্তানে বাঙ্গালা ভরিয়া গিয়াছিল সচ্ছল খাইয়া পরিয়া, এখন কমিতেছে কেবল না খাইতে পাইয়া সুতরাং খাওয়া পরার চেষ্টা কর, জন্ম কমাইও না; যখন অর্থবল নাই তখন জনবল চাই।

মহাত্মা গান্ধীর ব্রহ্মচর্য্য পুস্তকে অনেক তর্ক বিতর্ক থাকিলেও মহাত্মার মতে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহার করা অনুচিত স্থির হইয়াছে, আমরাও শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এবং নিজেদের বিবেক মতে উহা অধর্ম্ম ও অন্যায় বলিতেছি। সংযম দ্বারা যাহাতে জন্ম সঙ্কোচ করা যায় ইহা গান্ধীর মত এবং আমাদেরও মত এবং তাহাই শাস্ত্রানুমোদিত। আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিয়াছি, এক বৎসর কালও কোন গতিকে দম্পতী সংযত থাকিলে মাংস বসা দেহে বাড়িলে শুক্রতেজ কমে, তখন যদি সৎ ভাবে থাকিতে পারেন, তাহাহইলে গর্ভধারণের অভ্যাসটা কম হইয়া গিয়া স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। অতিবিলাসী লম্পট বা বেশ্যার যেমন সন্তান হয় না সেইরূপ বিশেষ সংযমীরও সন্তান কম হওয়া সম্ভব। সন্তান পাঁচ ছয় মাসের না হইলে দুধে নাড়ীতে সহবাসে প্রায় শীঘ্র গর্ভ হয়।

"জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" একথা অন্যদেশে বিশেষ না খাটিলেও ভারতে যথেষ্ট খাটিবে। শত শত বিদেশী আসিয়া পঙ্গপালের ন্যায় ভারতের শস্যাদি হাতে পাতে লইতেছে, খাইতেছে, বিদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও আমরা সভয়ে বংশনাশের বা জন্ম সঙ্কোচের চেষ্টা করিব এযুক্তি মন্দ নহে, বিশেষতঃ ভারতে জনবলই ভরসা তাহা গেলে সবই গেল। মরু দেশে শস্য কম হয় খাইতে না পাওয়ায়

কষ্টসহিষ্ণু মাড়োবারি অর্থের চেষ্টায় প্রাণের দায়ে বিদেশে আসিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় ব্যবসায়ে ধনী হয়, পাশ্চাত্য দেশবাসীরাও তথৈব চ পেটের চেষ্টায় ধনী হইয়া থাকেন, এক্ষেত্রে সুজলা সুফলা দেশের মানব আমরা জন্ম সঙ্কোচ করিয়া ক্রমশঃ কোণ ঠাসা হইয়া যাইব কিজন্য; বরং পূর্ব্বকালের ন্যায় যাহাতে আর্য্যবংশে ভারত পূর্ণ হইয়া বিদেশে অন্যান্য দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে এবং অহিংসামূলক স্বরাজ্য জন্য দুই এক কোটি নষ্ট হইলেও যাহাতে অবিলম্বে পূরণ হয় তাহাই এখন প্রয়োজন। অবাধে কামসেবার জন্য পাশ্চাত্য বিলাসিনীদিগের গর্ভনিরোধের মতটি শিরোধার্য্য করিওনা, একটু স্বগত চিন্তা করিয়া দেখ, তোমরাওত মানুষ, কেবল মেয়ে মুখবুদ্ধি হইলে চলিবে না। তোমরা যদি সংযম শিক্ষা না কর, তবে কেবল পায়ের বেড়ী সন্তানরোধ হইলে ঘোর বিলাসী হইয়া তোমরা উভয়ে অধঃপাতে যাইবে যে, অতএব "স্থিরোভব।"

যেদেশে বিজ্ঞেরা জনবল বৃদ্ধি চায় সেদেশে জন্মদমনের আন্দোলন কেবল আর্থিক অনাটনের জন্য কখনই নহে, উহার আসল কথা কেবল অবাধ ভোগবৃদ্ধি এবং স্ফূর্ত্তির চেষ্টা কিন্তু যুবতীগণ ছেলে মেয়ের মা হইলে তাঁহাদের উদ্ধত ভাব ও কামোন্মত্ততা কমিয়া যায় এবং সন্তান প্রতিপালনের জন্য পুরুষের সাহায্য লইতে বাধ্য হইতে হয় সুতরাং কার্য্যগতিকে পুরুষের নিকট অবনতা এবং বশীভূতা থাকে, এক্ষেত্রে যদি তাঁহারা বেঁজো (বা বন্ধ্যা) হইতে পারেন তাহাহইলে রূপ যৌবন গর্ব্বে মোহে তাঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিবেন, পতিকে গ্রাহ্য করিবেন না। এদেশে গুপ্তপ্রণয়িণী গণ গর্ভের ও পায়ের বেড়ী

সন্তানের ভয়েই সমাজকে যাহা একটু ভয় করেন অর্থাৎ কোথায় যাইব কি খাইব বা খাওয়াইব ইহাই তাঁহাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। অতএব গর্ভরোধের জন্য ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নহে, উহাতে ভোগলিপ্সা অত্যন্ত বাড়িয়া সর্ব্ববিধ হীনতাই জন্মিবে, পূর্ব্বলিখিত দেশাচার প্রবন্ধে ইহা বুঝাইয়াছি।

অপর কথা,—কৃষির উন্নতি করিয়া পাশ্চাত্য কোন কোন দেশে তিনগুণ চারিগুণ ফসল হইতেছে, আর শস্যশালিনী ভারত ক্রমশঃ শস্যহীনা হইতেছে ইহা কেবল (এদেশেই) কলিমাহাত্ম্য বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেনা। শিয়াল শকুনির পরিত্যাজ্য অস্থি গুলিও বিদেশীয়ের নিকট অপরিত্যাজ্য নহে কেন; ইহা সারের জন্য নহে কি? "মানুষ যাতে মরে গাছলা তাতেই সারে" মল মূত্রাদিই সার। বিদেশ হইতে কলের লাঙ্গল প্রভৃতি আনাইয়া মাটীকে ফলাইয়া লও; সেজন্যও ত লোকের প্রয়োজন; চেষ্টা করিলে ভারতের ফসলে চতুর্গুণ লোক খাইতে পাইবে এবং তোমরা না হয় অন্যান্য দ্বীপেও যাও। অন্নাভাবে এখন আমরা ক্রমশঃ কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ হইতেছি সুতরাং জনবল বৃদ্ধি হইলে অভাবগ্রস্ত মাড়বারি প্রভৃতির ন্যায় বিপুল উদ্যমে (মরিবার ভয়েও) উন্নতি করিতে পারিব এবং তখন বিদেশী হটিবে স্বদেশীর জয় অনিবার্য্য হইবে। এদেশে সচ্ছল খাইতে পাইয়া পঞ্চব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সন্তানে বোধহয় এখন বিশলক্ষ হইয়াছে সেজন্য এখনও বহুবিবাহ আছে, (আমরা দ্বির্ব্বিবাহ কথাও বলিয়াছি. ঐ প্রবন্ধ দেখুন)।

অতএব ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান তোমরা পাশ্চাত্য বিলাসিনীদিগের জন্মনিরোধের আব্দার না শুনিয়া এদেশে লাগাও

জন্মবৃদ্ধি, যেন উপযুক্ত জনবলে ভারত ভরিয়া যায় ভারতীয় মুসলমান ভাই তোমাদের সধবা বিধবা বাদ যায়না সুতরাং চেষ্টা কর যাহাতে ভারতীয় লোকস্রোতে ভাসিয়া সাগর পারের এবং মরুভূমি পারের নিরন্নে দেশের লোকেরা স্থানাভাবে শীঘ্র স্বস্থানে প্রস্থান করেন। গত মহাযুদ্ধে বিদেশী দ্বারা কোন কোন দেশে জনবল বৃদ্ধির চেষ্টা হইয়াছে শুনিয়াছি, তাঁহারাও শিক্ষিত ও সুসভ্য, এখন এযুগে বোকার মত আমরা তবে জন্মনিরোধ করিব কেন? ভারতযুদ্ধে আমাদের আঠার অক্ষৌহিণী বীরমানব হারাইয়া ভারতের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, এখন তাহার পূরণের চেষ্টা স্থলে জন্মসঙ্কোচের কথা ইহা একপেশে বুদ্ধি বা মতিভ্রম নহে কি? তবে একথা সত্য ছাগল ভেড়া জন্মাইলে হইবেনা, ব্যস্ত না হইয়া সংযম দ্বারা মহাত্মা শিবাজী এবং প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির ন্যায় ব্যাঘ্রবৎ শ্রেষ্ঠ মানুষ জন্মাইতে হইবে, আমরা উহার উপায় কথা বলিয়াছি।

স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব বিভেদ।

পারমার্থিক জগতে শক্তি ও শক্তিমান্ বা পুরুষপ্রকৃতি একযোগ না হইলে যেমন সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়না. জাগতিক কার্য্যেও তদ্রূপ স্ত্রী পুরুষের মিলন না হইলে জীবপ্রবাহ রক্ষা বা সাংসারিক কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলায় সমাধা হয়না, সেজন্য মানবসৃষ্টির প্রথমেই মানব মিথুন বা নর নারীর সৃষ্টি একসময়েই হইয়াছিল। সংসারে পুরুষ উৎসাহও উদ্দীপনা নারী শান্তিময়ী তৃপ্তিজনিকা মূর্ত্তি, মানবরূপে উভয়ে এক হইলেও উভয়ের মধ্যে অন্তর বাহিরে ব্যক্তিগত পার্থক্য অনেক। পুম্‌জাতীয় জীবের শারীরিক গঠনেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, সাম্যবাদীরা যতই তর্ক করুন, পুরুষই নারীর রক্ষক, পুম্ পশুই স্ত্রীপশুর রক্ষক দেখা যায়। পুম্ জাতীয় মৃগের শৃঙ্গ দীর্ঘ ও শাখা বিশিষ্ট, কিন্তু অনেক স্ত্রী মৃগের শৃঙ্গই নাই, ব্যাঘ্র বানরাদিরা স্ত্রীজাতি অপেক্ষা দীর্ঘকায় ও দীর্ঘদংষ্ট্রা এবং দীর্ঘ নখাদিবিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালীও অধিক। নর দেহ "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ" অর্থাৎ বিস্তৃত বক্ষ উচ্চ স্কন্ধ দীর্ঘবাহু এবং স্থূল ও দীর্ঘ অস্থিপুঞ্জে গঠিত যেন যোদ্ধবেশ, যে দেহ পুরুষত্বের বিকাশে কঠোরতাময় সুতরাং তাহা দর্শনে মনে হয় যেন জীবন সংগ্রামে সর্ব্ববিজয়ী হইবার আশা আকাঙ্ক্ষার উহা সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। আর নারীর দেহ লালিত্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য এবং কোমলতায় পরিস্ফুট যে দেহ পতিসেবা ও জীবসেবার জন্য প্রেম ও স্নেহ এবং দয়ার আধার যে দেহ সন্তান বাৎসল্যেও দুগ্ধপূর্ণ পয়োধর বক্ষে জননী

মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। সর্ব্বদা রোগী অতিথি এবং আত্মীয়দিগের সেবায় যে নারী জাতি অবিরক্ত।

অতএব নর ও নারী মানবরূপে এক হইলেও তাঁহাদের উভয়ের দৈহিক গঠন এবং মানসিক চিন্তা ধারা ও কার্য্যধারায় অনেক পার্থক্য প্রকৃতিগতই বুঝা যাইতেছে। পুরুষ সর্ব্ববিধ কঠিন কার্য্যে সক্ষম কিন্তু নারীজাতি তাহাতে অক্ষম। নারীজাতি পুরুষোচিত যুদ্ধাদি কার্য্য করিতে গেলে তাঁহাদের বিশেষ কষ্টসাধ্যই হইবে এবং ঐসকল কার্য্যও সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইবেনা, সেইরূপ সেবা বা সন্তানপালনাদি কার্য্যও পুরুষদ্বারা সুশৃঙ্খলায় কখন সম্পন্ন হয়না, পুরুষ জনক এবং নারী জননী এই পার্থক্যের ব্যতিক্রম হইবার কোনপ্রকারই উপায় দেখা যায় না। নারীগণ তোমরা বালিকা বয়সে মাতৃতুল্যা দিদিমণি, যৌবনে বৌদিদি বা বৌমা ক্রমশঃ জননী মা ঠাকুরাণি ঠাকুর মা দিদিমা পিসীমা প্রভৃতি কেবলই মা এবং চিরদিনই মা আছ সুতরাং হটাৎ সাম্যবাদে তোমাদের পিতৃত্বের দাবীটা কিরূপে পূরণ হইতে পারে।

পুনশ্চ জীব পালনে মাতৃত্ব যেমন স্ত্রীধর্ম্ম, প্রভুত্ব পৌরুষত্ব এবং আধিপত্যও সেইরূপ পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিধাতা উভয়ের কর্ম্মকে এইরূপে বিষম পার্থক্যই করিয়া দিয়াছেন।

পুরুষ কৃষি শিল্প বাণিজ্য রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি নানা কার্য্যের চেষ্টায় ও চর্চ্চায় সর্ব্বদা বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ান কিন্তু নারী সন্তান প্রসবের পর দীর্ঘকাল গৃহকোণে শিশুর লালন পালন ভাবনা লইয়া বাটীর বাহিরে যাইতেও ইচ্ছা করেন না, প্রসূতী সন্তানের চাঁদ মুখ দেখিয়াই পরিতৃপ্ত, তাঁহারা নবজাত

শিশুর ক্রন্দনের জন্য সর্ব্বদা উৎকর্ণ, সন্তানের পরিপুষ্টি বা শ্রীবৃদ্ধির সাধন এবং তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ ও যথাকালে স্তন্যদান প্রভৃতি কার্য্যে জননী সদা তন্মনস্ক সমাহিত, এ অবস্থায় বাহিরের কোন সংবাদ লওয়াও জননীর পক্ষে বিরক্তিকর ও দুঃসাধ্য ঘটে। শিশুর স্নেহ মমতায় জননী স্বেচ্ছায় গৃহকোণে বদ্ধ ইহা: কোন সমাজের বা কাহারই জুলুম বা অনুরোধ নহে, ভগবৎ প্রেরণা জাত নারীজাতির চিরাচরিত স্বভাব, জগতে পশু পক্ষীরাও এইরূপ ঈশ্বরদত্ত স্বভাবেরই বাধ্য। কোন জাতীয় পুরুষ জীব দ্বারা এসকল কার্য্য চলেনা। অতএব মাতৃত্বেই স্ত্রীজাতির অধিকার ও কর্ত্তব্য স্থিরই আছে, সুতরাং স্ত্রীস্বাধীনতার অছিলায় নর ও নারী বিপরীত অধিকার লইয়া কাড়াকাড়ী করিলে সংসারের কার্য্যশৃঙ্খলা ও সমাজশৃঙ্খলা সমস্তই নষ্ট হইয়া মানবদিগের বহুবিধ দুঃখ ও অশান্তি বৃদ্ধি হইবে, তবে দারিদ্র্যতাড়নে কিম্বা আপৎ কালে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ বা কৃষি কিম্বা শিল্প কার্য্যাদিতে পরস্পরের সহায়তা করা দোষজনক নহে। কিন্তু সাধারণতঃ স্বেচ্ছায় নর ও নারী একই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে অধুনা বেকার সমস্যা আরও বাড়িবে না কি?

অপর, সংসারে প্রেম ও প্রীতি লইয়াই আনন্দ, নারী পতির সোহাগে সোহাগিনী আদরিণী ও গরবিণী প্রতিদানে পতি কেবল মাত্র প্রেম পাইয়াই পরিতৃপ্ত। স্ত্রীপুরুষে এখন অযথা কর্ম্মের দ্বন্দ বাধিলে সেই প্রেম ভাব বিকৃত বা শুকাইয়া যাইয়া উহা হিংসায় পরিণত হইবে এবং অশান্তি বাড়িবে। অতএব স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকার লইয়া বৃথা কলহ করা কথনই উচিত

নহে। নর ও নারী পরস্পরের শিক্ষারও পার্থক্য থাকা উচিত এজন্য নারীজাতিকে অনাবশ্যক কঠোর চিন্তা বলিয়াই বেদ বেদান্তের অধিকার না দিয়া নীতিশাস্ত্র এবং পুরাণ, কাব্য ও তন্ত্রাদি লালিত্যময় শাস্ত্র পঠন পাঠনের জন্য শাস্ত্রকারেরা অধিকার দিয়াছেন এবং সাংসারিক বহুবিধ পালন এবং সেবা কার্য্যের জন্যই নারীজাতির নিত্য উপাসনা বিধিও সঙ্কোচ করিয়াছেন, উহাঁদের সময়ও বড় সংক্ষেপ।

পৌরুষ কথায় বুঝা যায় পুরুষোচিত শৌর্য্য বীর্য্য দাক্ষিণ্য বীরত্ব প্রভৃতি এই সকল গুণ পুরুষেই শোভা পায়, সেইপ্রকার মাতৃত্ব বলিতে স্নেহ মায়া সন্তানবাৎসল্য ভাব ইত্যাদি বুঝা যায়। নারী জাতির পৌরুষ বা পুরুষের মাতৃত্ব কথা নিতান্ত অসঙ্গত, কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে পুরুষসিংহ বলা যায় কিন্তু শ্রেষ্ঠা নারীকে নারীসিংহ বলা যায়না, সুতরাং শারীরিক মানসিক ভাব এবং কার্য্যের পার্থক্য থাকায় নর এবং নারী উভয়ে কখন সমান হইতে পারেনা অতএব মাতৃজাতির পুরুষের সহিত সমান অধিকারের দাবী করা সর্ব্বথা অনুচিত।

যেমন সূর্য্যের প্রখর তেজে উদ্ভাসিত হইলেও চন্দ্রমা অমিয় মাখা সুস্নিগ্ধ কিরণ দানে জগতের আনন্দবিধান করেন, সেইরূপ পুরুষের অধীনে বা প্রতিভায় থাকিয়াই নারীত্ব গৌরবময় ও উজ্জ্বল এবং হর্ষদায়ক হয়। পুরুষের নিয়মাধীনে থাকিলে নারীর জননীত্ব পরিপুষ্ট ও সুরক্ষিত এবং প্রফুল্ল ভাব থাকায় সুসন্তানও জন্মে, স্বৈরাচারে জননীত্বের গৌরব লাঘব হইয়া সমাজবিপ্লব ঘটায়, সুতরাং নর ও নারী উভয়েরই সর্ব্ববিধ চরিত্রের পবিত্রতা ও প্রফুল্লতা রক্ষার জন্যও উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র

পৃথক্ হওয়া প্রয়োজন। স্বেচ্ছাচারিণী নারী কখনই পুরুষের অধীন থাকিতে পারেনা এবং অবীরা নারীও মলিনা বা সাতিশয় দুঃখিনী হয়।

পতির বা পালক আত্মীয়ের সংসারে নিয়মাধীনে থাকা নারীর পক্ষে কখন নিতান্ত ক্ষুদ্র কার্য্য বা দাস্য নহে, পত্নী জননী ভগিনী কন্যা এগুলিত এদেশে নারীর পক্ষে বিশেষরূপ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ, এত অধিক মর্য্যাদা এবং সম্মান সংসারে আর কাহারইত নাই। সংসারে নারীজাতিই শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমপ্রীতির জীবন্তমূর্ত্তি এবং নারীজাতিই সংসারে লক্ষ্মী স্বরূপিণী। অতএব মা লক্ষ্মীগণ সাম্যবাদের হুজুকে পড়িয়া পরের কথায় আপনারা কখন চঞ্চলা হইবেন না স্থিরাই থাকুন;

অপর, দস্যুহস্তে পড়িলে পুরুষ ব্যতীত নারীর তাদৃশ উপযুক্ত রক্ষক অপর কে হইতে পারে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকার ইহা বাজে হুজুক এবং নারীজাতির পক্ষে ইহা ধৃষ্টতা নহে কি? তোমাদের বিপদ হইলে যখন পুরুষের শরণাপন্ন হইতেই হয় তখন সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া পুরুষের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা তোমাদেরইত অধিক প্রয়োজন, ইচ্ছা করিয়া বোকার মত নিঃসহায় হওয়া তোমাদের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। অপর কথা, যখন তোমরা কটাক্ষে ত্রিভুবন জয় করিতে পার, হুকুমে সব পাও; একাক্ষরী বিদ্যা কেবল "আ ণ" বলিলেই পুরুষ অন্ধকার দেখে; তখন আর অধিক অধিকারের জন্য দুঃখই বা এত কেন?

নারীজাগরণে কর্ত্তব্য।

নানা কারণে দেশ অর্থশূন্য হইয়াছে, এখনকার দিনে স্ত্রীপুরুষ কেহ কাহারও নিতান্ত গলগ্রহ হইয়া থাকিলে চলিবে না। এখন নিজের ভরণপোষণে সক্ষমা দুইটি স্ত্রী থাকিলেই ভালো হয় (দ্বিবিবাহ প্রবন্ধ দেখ)। পাশ্চাত্যের ন্যায় এদেশেও ভদ্র নারীরা বিদ্যাদান ও কুটীব শিল্পাদি কার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন সেজন্য এখনকার দিনে নারীর পক্ষে লজ্জা ভয়ে জড়বৎ থাকা বা বেহায়া হওয়া উভয়ই অনুচিত। পুরুষের সহিত নারীর একত্র পাঠ বা একপ্রকার শিক্ষা হইতে পারেনা, উভয়েরই শিক্ষা এবং কার্য্যপ্রণালী পৃথক্ হওয়াই সর্ব্বথা উচিত।

দ্বাদশ বৎসরের পর হইতেই ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুবতীরা পরপুরুষের সহিত বিনা প্রয়োজনে বা অধিক মিশিবেন না কারণ ঐ বয়সে পরস্পরের আসঙ্গলিপ্সা বৃদ্ধি হয় এবং যৌবন প্রভায় পরস্পরের মন বড়ই আকৃষ্ট হয় ঐ সময় বুদ্ধিও পরিপক্ক হয়না সুতরাং কুলোকের কুনজরে পড়িলে বিপদ ঘটিতেও পারে সেজন্য নারীর দল বা আত্মীয় পুরুষের সঙ্গ ব্যতীত একলা বাহিরে যাওয়া উচিত নহে।

এখন যুবতীদিগের অঙ্গে ভালোরূপ আচ্ছাদন এবং মস্তকে অর্দ্ধাবগুণ্ঠন থাকিলেও চলিবে। বালিকা বয়সে সন্তরণ শিক্ষা, ব্যায়ামশিক্ষা, বৃক্ষারোহণাদি শিক্ষা, অস্ত্র সঞ্চালনাদি শিক্ষা এখন দস্যু হস্ত হইতে সতীত্বরক্ষা জন্য এবং আত্মরক্ষার্থ সম্ভবমত প্রয়োজন হইয়াছে।

দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে বিদ্যালয়ে না যাইয়া অল্পবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবর এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা আত্মীয়া পল্লীবাসিনীর নিকট হইতে এবং পতির নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। মাতাজীর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের আদর্শে উপাসনাবিধি, সদাচার, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, নীতি, ধর্ম্ম ও গৃহশিল্প এবং রন্ধনাদি কার্য্য গৃহস্থ কন্যার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করা প্রয়োজন।

হিন্দুস্থানের যুবতীদিগের ন্যায় বঙ্গদেশেও ক্রমশঃ অবসর মতে সঙ্গীত আলোচনা এবং অন্তরালে—কীর্ত্তনাদি সঙ্গীত সকলকে শ্রবণ করান আনন্দের জন্য যুবতীদিগের পক্ষে এখন দোষ না হওয়া উচিত।

পূর্ব্বকালেও উন্নত আর্য্যসমাজে মহাবীর অর্জ্জুন ক্লীববেশে বিরাট রাজার কন্যাকে ও অন্যান্য কন্যাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন। সুভদ্রা দেবী সারথ্য করিয়া পতির সাহায্য করিয়াছিলেন। নারীসভায় বক্তৃতা করা প্রৌঢ়া (ত্রিশ বৎসরের পর) স্ত্রীলোকের পক্ষে এখন আর দোষ হইবে না। যুবতীর পক্ষেও এখন অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত অন্তরালে থাকিয়া প্রয়োজনীয় স্বল্প মৃদুভাবে কথা বলা এবং শ্বশুরাদির সহিত সাবধানে ও সসম্মানে মৃদুকথা বলা এখন অভ্যাস হউক; প্রত্যেক যুবক যুবতী পরস্পর কথা কহিবার সময় কেহ কাহার মুখ না দেখিয়া নিজনিজ পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখা অভ্যাস করুন; তাহাতে বহু বাক্যালাপেও দোষ হইবে না, কার্য্যের ক্ষতি না হয়।

এইরূপে ক্রমশঃ সঙ্কোচ হ্রাস হইয়া যুবতীকুলের জীবিকার্থ প্রয়োজনীয় স্বাবলম্বনে ও বাক্যালাপে কিছু কিছু স্বাধীনতা ক্রমশঃ অভ্যাস হউক; নচেৎ কাবুল বা তুরস্কের ন্যায় হটাৎ

অধিক পরিবর্ত্তন করা এদেশে এখন চলিবেনা কারণ এখন আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন এজন্য পূর্ব্ববঙ্গের নারীহরণ অবমাননার জন্য কিছুই প্রতিকার করিতে পারি নাই, তথায় এবং অন্যান্য স্থানে এখনও নারীহরণ মধ্যে মধ্যে চলিতেছে, ঐসকল স্থানে অপরাধীর মধ্যে শতকরা দশটা লোকের যাহা দণ্ড হইয়াছিল তাহাও নিতান্ত লঘু। যদি আজ কোন ইংরাজ মহিলার ঐরূপ একটা ঘটনা বা অপমান হইত তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ দেশ শাসন .হইয়া যাইত কিম্বা পাঞ্জাবের জালিয়ান বাগের ন্যায় দেশশাসনের পুনরভিনয় ঘটিত, যাহার ফলে স্বদেশী জাগরণ। অতএব এক্ষেত্রে আমরা বলিব, দেশ পূর্ণ স্বাধীন হইলে এবং দস্যু প্রায় মুসলমান দমনের ক্ষমতা জন্মিলে তখন নারীজাতির (পাশ্চাত্য অনুকরণে না হউক) পূর্ণভাবে প্রাচীন কালের ন্যায় ক্রমশঃ স্বাধীনতা দানে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। ফলকথা স্ত্রীস্বাধীনতা দানের সঙ্গে সঙ্গে এখন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং অধিক মাত্রায় সংযম শিক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

আত্মীয় হইলেও এদেশে মামা শ্বশুর এবং ভাসুর এবং অধিক বয়স্ক দেবর ইহাঁদের সহিত কথা বলা ব্যবহার না থাকার প্রথা ভালো। কোন ফরাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন, যুবক যুবতীর পক্ষে যে সকল আত্মীয়ের সহিত অধিক মেলামিশা ঘটে তথায় যৌন মিলনের আশঙ্কায় অধিক সাবধান সতর্কের জন্যই ঐরূপ ব্যবহার প্রাচ্য দেশে ভালোই আছে। বিশেষতঃ আত্মীয় বিশেষের সহিত যৌনমিলনে মহাপাতক অতিপাতক প্রভৃতি উৎকট পাপও জন্মে, এজন্য আমরাও বলিতেছি, যে কোন যুবক যুবতী আত্মীয় স্থলেও অবস্থা বিবেচনায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

যতই আত্মীয় হউক কুচরিত্র নর বা নারীর সহিত বিনা প্রয়োজনে বাক্যালাপ করাও উচিত নহে। আজকালকার উচ্ছৃঙ্খলতা দোষে আত্মীয় স্থলেই অধিক ব্যভিচার ঘটিতেছে। সতীত্ব রক্ষার জন্য মহা বিপদে পড়িয়াই রাজপুত সতীরা জহরব্রত অবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন "আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ" যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক এইরূপ আত্মীয় স্থলে সতীত্ব রক্ষার জন্য দেশত্যাগের পক্ষে অসুবিধারূপ সঙ্কটে পড়িলে অগত্যা পৃথিবী ত্যাগ (মৃত্যুও) প্রার্থনীয়, ইহাই চাণক্য পণ্ডিতের মত।

নারীর আদর্শে দেশ জাগে বটে কিন্তু বাটী বসিয়াও পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতির দেশপ্রেম যথেষ্ট জাগাইয়া দেওয়া যায়। বিদ্যাশিক্ষা, বিদ্যাদান, চরকাকাটা, রোগীর বা শিশুর পরিচর্য্যাদি কার্য্য যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা এখন অগ্রে সংযত ভাবেই করিতে হইবে। এসকল কথা পরে বলিব এবং পূর্ব্বেও বলিয়াছি। বঙ্গদেশের ভদ্রলোকের ভিন্ন অন্যদেশের স্ত্রীস্বাধীনতা প্রায় প্রচলনই আছে। এখন হইতে ক্রমশঃ পুরুষের স্বাধীনতা এবং চরিত্রের উন্নতি যতটুকু অগ্রসর হইবে ততটুকুই স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়ায় আমাদের দেশে দোষ হইবেনা, কার্য্যের মাত্রা ঠিক্ রাখিয়া ব্যভিচারের পথে কেহ না যায় বা ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে বিঘ্ন না হয় ইহাই শিষ্টাচার সম্মত কথা। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা" লজ্জা তুষ্টি পুষ্টি সমস্তই মায়ের বিশেষ বিশেষ রূপ সুতরাং লজ্জারক্ষা করা বা নিন্দিত কার্য্য করিতে লজ্জিত হওয়া নরনারী সকলের পক্ষেই বিশেষ গুণ ব্যতীত দোষ নহে, তবে দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া মাত্রা ঠিক্ রাখিতে হয়, ভয় বা লজ্জাকে একেবারে বিদায় দেওয়া কখনই উচিত নহে।

অবরোধ ও অন্তঃপুর।

মাতৃজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্যই ভারতের অবরোধ প্রথা। মানব সাধারণকেই কতকগুলি নিয়মের বশে চলিতে হয় নচেৎ স্বেচ্ছাচারে সকলেরই সর্ব্বনাশ ঘটে। অবরোধ শব্দে যাহা দ্বারা অবরুদ্ধ বা শাসিত কিম্বা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকি। শাসন না থাকিলে সমাজ শৃঙ্খলা বা আইন শৃঙ্খলা কিছুই কোন প্রকারে রক্ষা হয়না. আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এখন এদেশে কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অন্তঃপুর বা অন্দরমহলই অবরোধের স্থান কিন্তু এখনকার বাবুদের বাটীর গঠনেই অন্দরমহল বুঝি লোপ হয়। হিন্দু মুসলমানের অন্তঃপুর নারীজাতির কারাগৃহ নহে, উহাকে সেনানিবাস (বা কেল্লা) বলা যায়। যেমন সেনানিবাসে অবস্থান করিয়া বহিঃশত্রু হইতে সৈন্যগণ আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় সেইরূপ সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু কাম ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর আক্রমণ হইতে গৃহস্থ নরনারীরা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া থাকেন। বাটীর কর্ত্তা এবং গিন্নি বা প্রাচীন প্রাচীনারাই যুবক যুবতী প্রভৃতি পরিবার বর্গের (সেনানায়কের ন্যায়) রক্ষক। অন্তঃপুর আছে বলিয়াই ভারতের লোক গৃহস্থ ও প্রকৃত সংসারী। অন্তঃপুর না থাকিলে পাশ্চাত্য জাতির মত আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা বাড়িবে এবং হোটেলে জন্ম মৃত্যু ও বহু অনাচার ঘটিবে কিন্তু সেজন্য দরিদ্র আমাদের অর্থাভাবে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ কষ্টও বাড়িবে। না জানাইয়া এই অন্দরমহলে বাটীর কোন পুরুষই হটাৎ প্রবেশ

করিতনা, এখন কি দোষে সেই পুরমহিলা কন্যা ভগিনীর আবরু ও চরিত্র নষ্ট করিতে তোমরা উদ্যত হইয়াছ।

এখনকার লোক নারীজাতিকে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা শিখাইতে প্রস্তুত হইতেছেন, উহার ফলাফল পূর্ব্ববর্ত্তী বহু প্রবন্ধে কদাচার বা নরক ঘাটিয়া যথেষ্ট দেখান হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই অন্দরমহলে থাকিয়াই নারী জাতিরা এম্‌এ, বিএ, পাশ না করিয়াও যথেষ্ট নীতি, ধর্ম্ম ও সদাচার শিক্ষা করিতেন, তাঁহারা সতীধর্ম্ম পতিসেবা জীবসেবা প্রভৃতি সংসারে যাহা অত্যাবশ্যকীয় তাহা স্বগৃহে থাকিয়াই শিখিতেন, তাঁহারা সেই শিক্ষায় পতিকুল পিতৃকুল এবং আত্মীয় প্রতিবাসী ও আশ্রমস্থ অভ্যাগত অতিথি কুটুম্বের প্রতি যথাযোগ্য স্নেহ মমতা ও প্রেম বিস্তার দ্বারা সেবা করিয়া সকলের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেও জানিতেন। অতএব আধুনিক দেশসেবকগণ! আমাদের প্রাচীন অন্দরমহলের সুশৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া দিয়া আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পথের ফকির করিবেন না; উহা "উত্থানের পথ" নহে পতনেরই পথ জানিবেন।

পৃথিবীর মধ্যে এসিয়া মহাদেশের মুসলমান ও হিন্দু জাতি নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম বা আবরুরক্ষা বিষয়ে অধিকতর সাবধান ও যত্নপরায়ণ ছিলেন। এদেশে নবাব পাতসা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের অন্তঃপুরে (ব্যভিচার ভয়ে) খোজা (ক্লীব) ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ কর্ম্মচারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। শুনিয়াছি এখনও কাবুলে ব্যভিচারে উভয়ের জীবন দণ্ড হয়।

হিন্দুর কথা কি বলিব; রামরাজত্বে বাস করিয়া সর্ব্বসুখে সুখী থাকিয়াও তখনকার প্রজারা লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া

সম্রাটপত্নী সীতালক্ষ্মীর মিথ্যা অপবাদের কথা সহ্য করিতে পারেন নাই, সম্পূর্ণ মিথ্যা কলঙ্ক জানিয়াও উহার মোচন কর্ত্তব্য বোধে শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে আদর্শপুরুষ সম্রাট শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তমা গর্ভবতী ভার্য্যাকেও বনবাসিনী করিয়া প্রজারঞ্জনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। ব্যভিচারে আর্য্যজাতির কতদূর পর্য্যন্ত ঘৃণা ইহাতে বুঝুন।

হায় সেই দেশের মানুষ হইয়া হিন্দু মুসলমান আমরা এখন পাশ্চাত্য আদর্শ ও বিপ্লবে পড়িয়া নিঘৃণ্য হইয়াছি এবং স্বাধীনতার ছলে নারীজাতিকে প্রশ্রয় দিয়া যেন ব্যভিচার কলঙ্কের পথে ঠেলিয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছি, এখন ইহা অপেক্ষা মতিভ্রম বা দুর্দ্দশা আর আমাদের কি হইবে। বুঝিয়া দেখুন ; একটি মেয়ে ব্যভিচারিণী বাড়িলে বহুতর পুরুষকেই উচ্ছন্ন দেয়।

ভারতবাসী নরনারীগণ এখনও সাবধান হউন ; এসিয়াবাসীর সম্মান রক্ষা করুন ; এখন পাশ্চাত্য আদর্শে আপনাদের আর অধিক সভ্য বা সভ্যা হইবার প্রয়োজন নাই।

আপনাদের পাশ্চাত্য মোহ বা নেশা নিবারণ জন্যই এপর্য্যন্ত আমরা ঐসকল অনেক দেশের বহু নর্দ্দামা বা নরক ঘাঁটিয়াছি, কারণ কু আদর্শ না দেখাইলে কখন সু আদর্শ উজ্জ্বল দেখান যায়না। এখন এদেশের সদাচারের স্বর্গীয় ছবি সকল অঙ্কিত বা আলোচনা করিয়া আমরা ক্রমশঃ পবিত্র হইতে চেষ্টা করিব।

উত্থানের পথ।

বিবাহ ও চুক্তির বিবাহ।

অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলার পথে মানবের কিরূপ দুর্গতি বা পতন ঘটিতে পারে, বর্ত্তমান সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা কি পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে, "হিন্দুর পতনোত্থান" সম্বন্ধে অর্থাৎ কোন্ পথে পতন এবং কোন্ পথে উত্থান হইবে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইল। এক্ষণে "উত্থানের পথ" কি আছে তাহা দেখাইবার জন্য হিন্দুর বিবাহ ও চুক্তির বিবাহে প্রভেদ এবং হিন্দু বিবাহের প্রাধান্য প্রভৃতি বৈবাহিক তত্ত্বের কথা অধিক ভাবে আলোচনা করিতে আমরা অগ্রসর হইলাম। যতদিন পাশ্চাত্যভাবে পরিবর্ত্তিত না হইয়া আর্য্যজাতির এই বৈবাহিক সদাচার প্রথাটি সুস্থির থাকিবে, তাবৎকাল আর্য্যসমাজ ধ্বংস হইতে পারিবেনা। এইজন্য এখন সর্ব্বাগ্রে এই বিবাহ প্রথার কুসংস্কার বর্জ্জন এবং সুসংস্কার রক্ষা দ্বারা আর্য্য সমাজের "উত্থানের পথ" পরিষ্কারই রাখিতে হইবে।

আর্য্যজাতির যে বিবাহবন্ধন ইহা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সেই হেতু বিবাহ মন্ত্রেও পতিদেহের সহিত সতীদেহের মিলনের জন্য প্রার্থনা আছে।

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু,
মমচিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচ-মেকমনা জুষস্ব,
প্রজাপতি-স্ত্বা নিযনক্তু মহ্যং ॥ সাম মন্ত্রঃ।

বধূকে সম্বোধন করিয়া বর বলিতেছেন। আমার ব্রতে বা নিয়মে তোমার হৃদয় নিহিত কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ হউক (অর্থাৎ হে বধূ! আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা তোমারও কর্ত্তব্য হউক)। তুমি একমনে আমার বাক্য পালন কর। প্রজাপতি তোমাকে যেন আমার জন্যই নিযুক্ত করুন।

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং।

স্ত্রী বলিতেছেন, হে ধ্রুব! তুমি যেমন (আকাশে) স্থির, সেইরূপ আমিও এই পতিকুলে স্থিরা হইয়া (চিরদিন) থাকিব; অর্থাৎ কখন (অন্য পতির জন্য) অন্যকুলের কুলনারী হইবনা।

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভি-রস্থীনি।
মাং সৈ-র্মাংসানি ত্বচা ত্বচং। যজুঃ।

পতি বলিতেছেন, (হে বধূ! অর্থাৎ হে প্রিয়ে!) তোমার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত সংযুক্ত করি। তোমার অস্থি আমার অস্থির সহিত সংযুক্ত করি। তোমার মাংস আমার মাংসের সহিত সংযুক্ত করি। তোমার চর্ম্ম আমার চর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করি, অর্থাৎ আমরা উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া এখন হইতে চিরদিনের জন্য জগতে এক মনপ্রাণ এবং এক দেহ হইলাম।

যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥ সাম।

তোমার এই যে হৃদয় তাহা আমারই হৃদয় হউক এবং আমার এই হৃদয় যাহা তাহা (যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া) তোমারই হৃদয় হউক ; অর্থাৎ আমরা যেন উভয়ে মনে প্রাণে মিশিয়া এক বা তুল্য হৃদয় হইয়া যাই।

সখ্যস্তে গমেয়ং সখ্যস্তে মা যোষাঃ

সখ্যস্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ।

বর বলিতেছেন, হে কন্যা তুমি আমার সখা হও ; এবং সর্ব্বদা সহচারিণীও হও ; অন্য কোন নারী কর্ত্তৃক (ব্যভিচারে) যেন আমাদের এই সখ্যভাবটি বিনষ্ট না হয়।

স্বগোত্রাৎ ভ্রংশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।

বিবাহ কালের সপ্তপদী (সপ্তমণ্ডলিকা) গমন বা অতিক্রমণ হইলেই নারী পিতৃগোত্র হইতে পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়েন সেজন্য বিবাহিতা নারীর উপাধিরও পরিবর্ত্তন ঘটে।

বৈবাহিক মন্ত্রদ্বারা নারীর দেহমন এবং নিজের গোত্র পর্য্যন্তও পতির সহিত মিশিয়া যাওয়ায় নারীজাতির পার্থক্য না থাকায় তাঁহাদের পক্ষে দ্বিতীয় পতি গ্রহণের বাধা জন্মায় সেজন্য বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুসারে হইতে পারেনা।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া দেহ মনের ঐক্য অঙ্গীকার করায় এবং সংসর্গ দ্বারা দম্পতীর স্বাভাবিক ভাবে একতা সম্পাদন হইয়া যাওয়ায় কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেনা;

এইরূপ নানা কারণে গাঢ় সম্বন্ধ হেতু হিন্দুজাতির পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ অসম্ভব। এইরূপ মিলন স্থলে ছাড়াছাড়ীটাও মনুষ্যোচিত কার্য্য হইতে পারে কি? কেবল কামচরিতার্থতা মূলক বিবাহ এটি ঠিক্ পশুধর্ম্ম নহে কি? আমরা এখন মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছায় পশু হইতে চাহিতেছি, ইংরাজি শিক্ষার কি মোহ! প্রকৃতির প্রেরণায় পশুপক্ষীরা গর্ভাধান করিয়াই যেমন স্বস্থানে প্রস্থান করে, মানুষ কি এখন সেই প্রকারের একটা পশু পক্ষীর ন্যায় গৃহস্থ হইবে।

বৈদিক কালে সংস্কৃত ভাষাই মাতৃভাষা থাকায় দম্পতী বৈবাহিক মন্ত্রার্থ জানিয়া শুনিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন এবং পতি মহাগুরু হইয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ধর্ম্মপত্নীরূপেই গ্রহণ করিতেন। এইরূপ ধর্ম্মপত্নী সহায়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ সংসার মধ্যে সুদরিদ্র থাকিয়াও নির্ব্বিঘ্নে কঠোর তপস্যা এবং বহু ধর্ম্মাচরণ ও জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। এখনও যেসকল হিন্দুর সংসারে ঐরূপ ধর্ম্মপত্নী আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবে অবস্থান পূর্ব্বক নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া পতিসেবা করিয়া দিবারাত্র হাস্যমুখে পরিশ্রম করেন এবং শত দুঃখকষ্ট পাইলেও আমরণ কেহ কাহাকে ত্যাগ করিবার কথা মনে হওয়াও পাপ মনে করেন।

ঐ পতিপত্নীর প্রণয় বা প্রেম বয়োবৃদ্ধির সহিত অত্যন্ত গাঢ় হওয়ায় পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া যায়, তখন কাহারই কোন দোষ দৃষ্টি মনে হয়না. প্রণয়াস্পদ দম্পতী উভয়ে উভয়ের রূপে গুণে সর্ব্বদা অভিভূত বা মুগ্ধই থাকেন, এসকল কথা পরে প্রেমতত্ত্বে লিখিয়াছি।

চণ্ডভানু করপাত পীড়নং সেহিরে করিণোহপি
যৎক্ষণং।
পদ্মিনী তৎ সহতে চ সস্মিতং প্রেমবস্তু
কিমহো বিচিত্রতা॥ উদ্ভট।

অর্থাৎ সূর্য্যের প্রচণ্ড রৌদ্রপীড়া যাহার তাপ হস্তিরাও ক্ষণকাল সহ্য করিতে পারেনা, সূর্য্যদেবের সেই খরকিরণ কমলিনী অনায়াসে হাস্যমুখে যেন প্রফুল্লহৃদয়েই সহ্য করিয়া থাকেন, ইহার কারণ যেখানে যথার্থ প্রেম বা পরস্পরের ভালবাসা গাঢ় আছে সেখানে এইরূপ দুঃখকেও মহাসুখ বলিয়া বরণ করিয়া লওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে' গাঢ় দাম্পত্য প্রেমেই সহমরণ ঘটিত। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত কথা কবি ও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন এবং দেখিতেও পাওয়া যায়। প্রেমিক দম্পতীর সন্তান জন্মিলে তাঁহারা অপার আনন্দই লাভ করেন এবং তাঁহাদের প্রেম তখন অধিক গাঢ় হওয়াই স্বাভাবিক হয়; সন্তানবতী নারীই সংসারের অধিক আনন্দবিধায়িনী, মধুকর ব্যতীত মুকুলিত অপেক্ষা ফলভরে অবনত আম্র বৃক্ষকে ফলপ্রত্যাশী জীবকুল সাকাঙ্ক্ষ দৃষ্টিতেই দেখে।

পক্ষান্তরে চুক্তির বিবাহে প্রকৃত প্রেম প্রায় ঘটেনা, কারণ চুক্তির বিবাহ প্রায়ই দৈহিক সুখেচ্ছায় রূপজমোহ নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তথায় কামপিপাসা মিটিয়া গেলেই বিরক্তি ভাব আসাই স্বাভাবিক। তাহার উপর পরস্পরের পরিত্যাগের বিধান থাকায় হটাৎ ক্রোধবেগে সামান্য মনোমালিন্যেই তিলে তাল হইয়া ত্যাগলিপ্সা জাগিয়া উঠে, তখন পরস্পরের

দোষানুসন্ধান দৃষ্টিটিও পরস্পরের প্রতি যেন প্রখর হইয়া উঠে এবং প্রেমের পরিবর্ত্তে তখন নির্ম্মমতা দাঁড়াইয়া তাহাদের চক্ষুলজ্জা ঘুচিয়া যাওয়ায় সহজে ত্যাগপত্র দ্বারা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। যেমন ভাড়াটে বাড়ীতে দীর্ঘকাল বাস করিলেও পরের বাড়ী নোটীশ দিলেই ছাড়িতে হইবে এইরূপ ভাবনায় বাটীর উপর মায়া বসেনা, উহাও সেইরূপ ত্যাগপত্র বা নোটীশের আশঙ্কায় সর্ব্বদা হারাই হারাই ভাব, সেজন্য ঐ কামজ চুক্তির বিবাহে স্ত্রী পুরুষের প্রকৃত প্রেম বা মায়াই জন্মেনা সুতরাং উক্ত দম্পতীর সভয়েই কালযাপন করিতে হয়। প্রেম না থাকায় ঐ বিবাহ কখন সুখের হইতে পারেনা, কামপিপাসা মিটিয়া গেলে অধিক সুযোগ সুবিধা অন্যত্র মিলিলেই বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। পরস্পরের বিশ্বাস নাই বলিয়াই সর্ব্বদা ছাড়ী ছাড়ীভাব, পাশ্চাত্য জাতি এজন্যই বোধহয় বিচ্ছেদ ভয়ে কেহ কাহাকে ছাড়িয়া একটুও থাকিতে চাহেন না।

রক্ষিতা পরনারী যেমন ধন যৌবনের লোভেই পরপুরুষের বশীভূতা থাকে, নাগর ধনহীন বা রোগে বিরূপ কিম্বা দুর্ব্বল হইলে উক্ত রক্ষিতা নারীরা যেমন স্নেহ মায়া ছাড়িয়া উক্ত উপপতিকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়না, চুক্তির বিবাহের স্ত্রীদিগেরও প্রায় সেইরূপ ভাব বলিয়াই হিন্দুরা মনে করেন। যেমন ঠিকা জমির উপর পাকা বাড়ী করা ভুল, চুক্তির বিবাহে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সংসার করাও সেইপ্রকারই ভুল কার্য্য প্রায় ঘটিয়া থাকে।

ভাগ্য মন্দ হইলে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে সেজন্য এখন আমরা দুর্ব্বুদ্ধির বশেই মৌরসী সত্বের পাকা জমিকে স্বেচ্ছায় কাঁচাইয়া

ঠিকা জমি করিয়া তাহার উপর পাকা ঘরবাড়ী প্রস্তুত পূর্ব্বক গৃহস্থালী করিতে চাহিতেছি, অর্থাৎ হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বোচ্চ বিবাহপদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া, চুক্তির বিবাহে ডাইভোর্স বা ত্যাগপত্রের আইন পাশ করিতে চাহিতেছি এবং ঐরূপ স্ত্রী লইয়াই সংসার করিতে প্রস্তুত হইতেছি।

১৩৩৭ সালের কার্ত্তিকের বসুমতীতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সাধু মহাশয়ের লিখিত "যাবে কোন্ পথে" প্রবন্ধে তিনি বহু ইংরাজি পুস্তক হইতে বারম্বার দেখাইয়াছেন, পাশ্চাত্য চুক্তির বিবাহে স্ত্রীপুরুষের সামান্য বচসাতেই বা মনোমালিন্যেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। এমন কি দুই তিন রাত্রি বসবাসের পরেই বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে উহাঁদের লজ্জা হয়না সুতরাং ঐ বিবাহের কোন মূল্যই নাই, যেন পাশবিক মিলন। ঐ দেশে আবার নারীর পক্ষ হইতেই প্রায় বিবাহের চুক্তিভঙ্গের প্রস্তাব প্রকাশ হয়. সুতরাং ঐদেশে যেন নারীর দয়াতেই পতির যৎকিঞ্চিৎ মাত্র সুখ সৌভাগ্য ভোগ।

১৩৩৯ পৌষ সংখ্যা 'পঞ্চপুষ্প' মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বি-এল মহাশয় "বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বদেশের বিবাহপ্রণালী দেখাইয়া স্বীকার করিয়াছেন, চুক্তির বিবাহ হীন এবং আর্য্যজাতির বিবাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে বালিকার বিবাহেই প্রকৃত প্রেম জন্মায় এবং তরুণ দম্পতীর বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ প্রেমের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া চিরকাল সুখে জীবনযাপন এবং দীর্ঘায়ু লাভও ঘটে। ঐদেশে চুক্তির বিবাহের পূর্ব্বে কিছুদিন উভয়ের পরীক্ষা দিতে হয় এবং রমণও চলে, এসকল কার্য্যে জীবন তিক্তও কলঙ্কিত হয় এবং প্রেমানুরাগ

চিরজীবনের জন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া দাম্পত্য সুখশান্তি নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি কথা পাশ্চাত্যানুরাগী মহাশয়েরা ঐ দেশের পুস্তকের কথাতেও বুঝিয়া দেখুন ;

অতএব হিন্দু যুবকগণ ! তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ ঐ অনার্য্য সমাজের চুক্তির বিবাহের আদর্শটা লইতে পারিলে তোমাদের অধিক সুখ সুবিধা হইবে কি ; দুঃখই বাড়িবেনা কি ? প্রেম লাভের জন্যইত বিবাহ রূপমোহে পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকেনা সেজন্য কেবল পাশবিক যৌনমিলনে ঐ প্রেম জন্মিতে পারেনা, ঐদেশে ধনযৌবন লুব্ধা উপযাচিকা যুবতীরা প্রায় পাশবিক মিলনই চায়। অনার্য্যসমাজ অর্থবলেই কতকটা মানাইয়া এখন কষ্টে চলিতে পারিতেছেন, ঐপথে চলিলে সুদরিদ্র আমাদের অবস্থা কি হইতে পারে, ইহা একবার ভাবিয়া দেখুন ; সুতরাং উন্নত ও পবিত্র বিবাহপ্রথা একমাত্র আর্য্যসমাজে বিদ্যমান থাকায় এই সমাজ সর্ব্ববিষয়ে শান্তি পূর্ণও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, এই সকল গুণেই এখনও সকল দেশের লোক এই সমাজকে মান্য এবং শ্রদ্ধা করে। স্বার্থবশে "মিস্ মেয়ো" যাহাই লিখুক কিন্তু কেবল বিবাহের গুণে পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা এখনও এদেশেই বহু সতী সাধ্বী আছেন সেজন্য এখনও প্রকৃতপক্ষে দাম্পত্য প্রেমে আর্য্যজাতিরাই সুখী এইকথা সকল দেশের লোকেরাই স্বীকার করিতে বাধ্য। পতিপত্নীর গাঢ় প্রণয় না থাকায় পাশ্চাত্য জাতিদিগের সাংসারিক সুখ হয়না সেজন্যই তাঁহাদের সন্তানের প্রতিও মায়া মমতা বিশেষরূপ জন্মায় না, এসকল কথা আমরা দেশাচার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। ঐ সমাজে চুক্তির বিবাহ গতিকে ঠিকা পত্নীর জন্যই বহুকষ্ট।

বিবাহের আবশ্যকতা।

অন্য সমাজে বিবাহরোধের কথা উঠিয়াছে বলিয়াই ইহার আলোচনা। যে সমাজে বিবাহবন্ধন শিথিল সে সমাজে প্রায় সংযম নাই, পুনশ্চ পশুর ন্যায় নারী তথায় ঘোর বিবাদের কারণই হয়। পুরাণে বালি সুগ্রীব ও সুন্দ উপসুন্দ প্রভৃতির বিবাদে এক নারীর প্রতি উভয়ের লালসা লইয়াই গণ্ডগোল, অনার্য্য সমাজে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই প্রায় ঘটে। পাশ্চাত্যসমাজে বহুতর আত্মহত্যা প্রভৃতি অশান্তির মূল (অনেক স্থলে) এইরূপ নারীসংঘটিতই দেখা যায়। সংবাদপত্রে পড়িয়াছি। ১৯৩০।৩১ খৃঃ আমেরিকায় বাইশ হাজার আত্মহত্যা ঘটিয়াছে, উহার অধিকাংশ বোধ হয় ঐজন্যই।

যাঁহারা বিবাহের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা চাহেন কেবলই ভোগ, অসংযম, অবাধ প্রেম বা উচ্ছৃঙ্খলতা, কিন্তু মানুষ পশু অপেক্ষা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ। বুদ্ধিমান্ লোকের রতিশক্তিও অধিক থাকে, তাহাদের সংযমে বুদ্ধির প্রখরতা বাড়ে, ইহা বৈজ্ঞানিকের মত কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোক অসংযমী হইলে কুকার্য্য নেশা বেশ্যাদিতে অধিক আশক্ত হয়। ইন্দ্রিয়াশক্ত মনুষ্যগণ যদি অধিক সংযম বিহীন হয় তাহা হইলে তাহারা পশুর অধম হইয়া যাইবে এবং তাহাদের পূর্ণ বিশৃঙ্খলায় পৃথিবী ভরিয়া যাইবে সেজন্য মানবসমাজ শীঘ্রই পতিত এবং

ধ্বংসও হইবে। ঈশ্বর পশুকুলকে স্বভাবের বশে সংযত রাখিয়াছেন সেজন্য তাহারা স্বভাবের বিরুদ্ধ অমিতাচারী হয়না, দীর্ঘকালে বা বাৎসরিক ঋতু হইলেও পশুরা ঐ দীর্ঘকাল পরেও ঋতু ভিন্ন কালে সহবাস বা বৃথা মৈথুন প্রায় করেনা কিন্তু মানুষ মাসিক ঋতুতে সম্ভোগ করিয়াও বৃথা মৈথুন যথেষ্ট করে। পশুরা ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্য বলেই নিরোগ ও সুস্থদেহে বনে জঙ্গলে দারুণ শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অনায়াসে ভোগ করিয়াও পূর্ণকাল ব্যতীত অকালে প্রায় মরেনা।

পবিত্র বিবাহবন্ধন ব্যতীত ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষের পক্ষে আত্মসংযম করা কখন সহজসাধ্য হয়না, সংযম ও ত্যাগ আছে বলিয়াই এখনও মানুষ মানুষই আছে এবং তাহারা এখনও পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা বিবাহ উঠাইয়া দিবেন তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন প্রথমশ্রেণীর বা বড় দরের একএকটি মহা পশুই হইবেন, অন্যান্য কথা বহুভাবে বলিয়াছি। এই বিরাট মানব সমাজ রক্ষা ও সুশৃঙ্খলার জন্য প্রায় সকল দেশেই এই বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

হিন্দুর বিবাহপদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ থাকায় অদ্যাপি তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত সংযম জন্য উন্নতির পথ প্রশস্তই আছে। যৌন অবনতি ঘটিলে এক্ষণে সর্ব্ববিষয়ে হীন ও দুর্ব্বল এই বিশাল হিন্দুজাতির অন্যান্য জাতি অপেক্ষাও অধিক নৈতিক অবনতি নিশ্চয় ঘটিবে।

বিবাহ এবং গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা মানিয়া চলায় জগতের মধ্যে অতি স্বল্প আয়ে গৃহস্থালী করা এবং সভ্যতার অন্যান্য বিশিষ্টতা ও অতিথি কুটুম্বের সেবা এদেশে হিন্দু এবং মুসলমান

সমাজে এখনও বজায় আছে সুতরাং ইহার অপব্যবহার এদেশে কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। এখানে একথাও আমরা স্বীকার করিতেছি, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সন্ন্যাসী বা ফকির হইয়াছেন কিম্বা দেশপ্রেমে মাতিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা করিবেন তাঁহারা সর্ব্বাবস্থাতেই ত্যাগী বলিয়া সকলের নমস্য থাকিবেন।

আজকাল কতকগুলি লোক নানা কারণে বিবাহ করিতেই চাহেন না, উহাঁদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন তাঁহারা গুপ্ত বা প্রকাশ্য ব্যভিচারে রত, কেহ কেহ বা অস্বাভাবিক মৈথুনে আশক্ত সুতরাং চরিত্রহীন। কেহ কেহ বা আলস্যে কিম্বা অর্থাভাবে খরচের ভয়েও বিবাহে অনিচ্ছুক কিন্তু তাঁহারাও প্রায় অনেকেই চরিত্রহীন হইয়া থাকেন, যাঁহারা কুকর্ম্মে বা জন্মগত ক্লীবত্ব বা ধ্বজভঙ্গাদি রোগাক্রান্ত তাঁহাদের অবিবাহিত থাকাই উচিত, সেই সকল লোকের কর্ত্তব্য ধর্ম্মপথে থাকিয়া ভগবানকেই আশ্রয় করা অথবা দেশপ্রেমে মাতিয়া দেশের কার্য্য করা, নচেৎ অনর্থক কুড়েমী বা আলস্য অবহেলায় অথবা অবৈধ মৈথুনে কিম্বা ব্যভিচারে মূল্যবান্ জীবনকে বৃথা নষ্ট করা বা উৎসন্ন যাওয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে, উহাকে কুড়েমী বা ভণ্ডামীই বলা যায়, উহাদের অন্তিমদশায় ইহকাল এবং পরকালে বিশেষ দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী, উহাদিগকে কাপুরুষও বলা যায়।

অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়ানাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—সর্ব্বগুণসম্পন্ন সদাচারপরায়ণ অতি সুস্থ বলিষ্ঠ লোকও যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া অত্যন্ত অসংযমী হয়,

তাহাহইলে তাঁহার সকল গুণই ভাসিয়া যাইবে অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে তখন পতন অনিবার্য্য। অতএব ভারতবাসী তুমি সুজলা সুফলা এই দেশের গুণে সচ্ছল ও অনায়াস লভ্য প্রচুর আহার এবং অতি সম্ভোগ বিলাসেই অধঃপতিত হইয়াছ, সুতরাং বিবাহিত বা অবিবাহিত যেই হও সর্ব্বাগ্রে সংযমের পথে ব্রহ্মচর্য্য পালন শিক্ষা কর; তাহাতে দেহ মন প্রাণ সবল সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়া স্বভাবতঃ তোমাদের তমোগুণের কার্য্য আলস্য মদমোহ দ্বেষ হিংসা কাটিয়া রজোগুণ প্রবল হইয়া কর্ম্মশক্তি জাগিবে, তখন ভারতের মাটীর গুণেই সত্ত্বগুণেরও সন্ধান মিলিবে এবং আধ্যাত্মিক ভাব জাগিবে। তখন বিবাহে তোমার ও দেশের উপকার ব্যতীত ক্ষতি বিশেষ কিছুই হইবে না।

কামেন্দ্রিয়কে দমন রাখা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য এজন্য মহাজ্ঞানী ও তপস্বী হইয়াও মহাত্মা পাণ্ডু আপনার তৎক্ষণাৎ অনিবার্য্য মৃত্যু বুঝিয়াও স্ত্রীসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে প্রণয়িণীর বক্ষস্থলেই জীবনশূন্য দেহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব দুর্নিবার মদনের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সাধারণের পক্ষে সুবিবাহ ব্যতীত সুপথ আর কি থাকিতে পারে। ব্যভিচারে শোণিতের বিকৃতি ঘটিয়া দেহ এবং মনঃপ্রবৃত্তির বিকৃতি জন্মে কিন্তু বিবাহদ্বারা সংযমের পথে সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা হইয়া সুসন্তান লাভ ও কামদমন এবং দেহমন সুস্থ ও দীর্ঘজীবন লাভ ঘটে। শাস্ত্রে অনাশ্রমী মানবকে প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়াছেন এই সকল কারণে।

বিবাহে শাস্ত্রকথা।

রক্ষন্ ধর্ম্মার্থকামানাং স্থিতিং স্বাং লোকবর্ত্তিনীং।
অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যেব জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

কামসূত্রঃ।

ঋষি বলিতেছেন, যিনি কামশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া লোকযাত্রার অনুকূলে সংযতভাবে ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ এবং কামের সেবা করেন উহাতে আশক্ত হইয়া না পড়েন তাঁহাকেও জিতেন্দ্রিয় বলা যায়। বিবাহিত দম্পতীর সংযতভাবে কামসেবা এবং সৎ পুত্রোৎপাদন করা সুমহৎ ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা বাজে বা বৃথা কার্য্য নহে। মানুষ যখন যে আশ্রমে থাকিবে তখন মনোযোগের সহিত সেই আশ্রমোচিত কার্য্য স্বধর্ম্মে থাকিয়া সংযতভাবে সম্যক্ অনুষ্ঠান করাই তাঁহার উচিত।

নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধু-র্নাস্তি ভার্য্যা সমাগতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে॥

সংসারে ভার্য্যার সমান বন্ধু নাই ভার্য্যার সমান গতি নাই, এবং এই সংসারে ধর্ম্মকর্ম্ম সংগ্রহে ভার্য্যার সমান উত্তম সহায়ও আর কেহ নাই। অতএব সংসারে থাকিতে গেলে ভার্য্যার বিশেষ প্রয়োজন। অসময়ে, রোগে বা প্রাচীন অবস্থায় ভার্য্যার ন্যায় অন্য কেহই সযত্নে সেবা করেনা।

পতিব্রতা পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হিতে রতা।
যস্য স্যাত্তাদৃশী ভার্য্যা ধন্যঃ স পুরুষো ভুবি।

যাঁহার ভার্য্যা পতিব্রতা, পতিই যে নারীর গতি এবং যে নারী পতির প্রিয় সকলপ্রকার হিতজনক যে কার্য্য তাহা সম্পাদনে সর্ব্বদা অনুরক্তা থাকেন, সেইরূপ গুণবতী ভার্য্যা যাঁহার অদৃষ্টে ঘটে, সংসারে সেইরূপ পুরুষই ধন্য হইয়া থাকেন। বিবাহ ব্যতীত (অবাধ্য প্রায় ঠিকা বা চুক্তির) ভার্য্যাকে কখন এরূপ মনের মত বহুগুণে ভূষিতা বা গুণবতী করা যায়না।

প্রাপ্তোঽপি চার্থো মনুজৈ-রানিতোঽপি নিজং গৃহং।
ক্ষয়মেতি বিনা ভার্য্যাং কুভার্য্যা সংশ্রয়েঽপি বা॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

মনুষ্যকর্ত্তৃক উপার্জ্জিত অর্থ নিজ গৃহে আনিলেও ভার্য্যা না থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, ঐরূপ কুভার্য্যার উচ্ছৃঙ্খলতার সংশ্রবেও অর্থ ক্ষয় পাইয়া থাকে, অর্থাৎ পুরুষ প্রচুর উপার্জ্জন করিয়া আনিলেও উপযুক্ত আপনার জন স্ত্রীর ন্যায় কেহ রক্ষক না থাকিলে তাহা অপব্যয়েই নষ্ট হইয়া যায়, গৃহিণীর উচ্ছৃঙ্খলতা দোষেও অপব্যয়ে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যতিব্যস্ত এজন্য প্রচুর অর্থ থাকিতেও তাঁহাদের অনাটন ঘুচেনা সদা হাহাকার। অতএব গুণবতী ভার্য্যা লাভের জন্যই বিবাহের বিশেষ প্রয়োজন, নচেৎ বৃথা সংসার বা বৃথা গৃহস্থ, সুবিবাহ ব্যতীত কখন সুগৃহিণী প্রস্তুত করা যায়না।

ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী মানব এবং অধিকাংশ গ্রাম্য পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবকুল কেবল গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই জীবন ধারণ করেন, সেই গৃহস্থগণ সুভার্য্যা লাভ করিয়াই গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিয়া সর্ব্ববিধ লোককে পালন ও স্বকীয় উন্নতি লাভ করেন,

সুতরাং এখনকার দিনে প্রায় সকলের পক্ষেই বিবাহিত হওয়া উচিত। সুগৃহিণীর অভাবেই পাশ্চাত্য দেশ আজ বড়ই ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত এবং অগৃহস্থ, তাঁহাদের গৃহ, গৃহিণী এবং সন্তানের জন্য কোনরূপ মায়ার বন্ধনই নাই, যেন না গৃহস্থ না সন্ন্যাসী।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কৃষক বা শ্রমজীবীরা কেবল গৃহিণীর ও সন্তানাদির প্রেমমাখা মুখগুলি স্মরণে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণার অন্নজল ও সেবা পাইবার আশায় ব্যাকুল ভাবেই গৃহমুখে ছুটে, সে সকল আশায় যাহারা বঞ্চিত আহা! তাহাদের কি কষ্ট।

সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর পক্ষে সর্ব্বথা মৈথুনত্যাগের নামই ব্রহ্মচর্য্য কিন্তু গৃহীর ব্রহ্মচর্য্যে শাস্ত্রবিহিত বিধি ও নিষেধকে মানিয়া চলিতে পারিলেই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা হয়। বিবাহিত দম্পতীর মধ্যে কেহই একাকী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারেন না সুতরাং তাঁহারা স্বল্প ভোগে ক্ষুব্ধ না হইয়া পরস্পর মঙ্গলকামী ও সংযত হইয়াই রতিসম্ভোগ এবং সংসার ভোগ করিবেন। উত্তম সন্তান লাভ হইলেই দম্পতীর স্বার্থসিদ্ধি হইল, তখন উভয়েরই সংযমের পথে থাকিবার বিশেষ কোন বাধাই নাই কিন্তু এখন এরূপ ভাবের লোক সংসারে বিরল। অভ্যাসদ্বারা অকপট ভাবে ব্যর্থ মৈথুন হইতে বিরত হইয়া সংযমের চেষ্টা করিলে ভবিষ্যৎ বংশধর মধ্যে প্রকৃত ঋষিকল্প ব্রহ্মচারীও জন্মিতে পারে। এখনও চেষ্টা করিলে বিবাহিত বহু ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যবলে দীর্ঘায়ু হইয়া রোগ শোক ও দারিদ্রতার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দেশের ও দশের হিতসাধন করিতে পারেন, এখনকার দিনে এরূপ বিবাহিত ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী ও কৌমার ব্রহ্মচারীর বিশেষ প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপায় সকল পরে বিস্তারিত বলিব।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু-র্গৃহিণীগৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

শাস্ত্র বলিতেছেন,—গৃহকে গৃহ বলা যায়না গৃহিণীকেই প্রকৃতপক্ষে গৃহ বলা যায়, যেহেতু সুগৃহিণীর সহিত সংমিলিত হইয়াই মানবের সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ বা সাংসারিক সুখ ভোগ এবং সৎ পুত্রাদি লাভ হইয়া থাকে সুতরাং যাঁহাদের সংসারে সুগৃহিণী নাই তাঁহারা গৃহস্থই নহেন। পাশ্চাত্য জাতি এখন এই সুবিবাহ উঠাইয়া দিয়া গৃহিণীশূন্য গৃহস্থ হইতে চাহিতেছেন।

অপত্যং ধর্ম্মকর্ম্মাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীন-স্তথা স্বর্গঃ পিতৃণা-মাত্মনশ্চ হ॥

সুসন্তান লাভ, ধর্ম্মকর্ম্ম এবং উত্তম সেবা ও প্রীতি (বা রতি) লাভ এবং পূর্ব্বপুরুষ গণের এবং নিজের পারলৌকিক, সর্ব্ববিধ মঙ্গল বা স্বর্গলাভ অর্থাৎ ইহ পরকালের প্রায় সমস্ত সুখসম্পদ একমাত্র সুগৃহিণী হইতে সহজেই লাভ করা যায়। প্রায় যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মের সাহায্যকারিণী এবং সৎবংশের উৎপাদন কারিণী বলিয়া জগতের হিতসাধন এবং পতিরও তৎ পিতৃলোকের পর্য্যন্ত স্বর্গের কারণই একমাত্র ভার্য্যা, শাস্ত্রবিহিত বিবাহ ব্যতীত এরূপ ইহ পরকালের মঙ্গলবিধায়িনী সুভার্য্যা লাভ করা প্রায় সম্ভব হয়না।

অপর কথা,—মহাত্মা বুদ্ধদেব জরা মরণ নিবৃত্তির জন্য কত উপদেশ ও আদর্শ দেখাইলেন এবং নির্ব্বাণ মুক্তি ব্যতীত পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হইবে না, সংসার অসার ইহা ভালোরূপেই

বুঝাইলেন, তখন অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দ্বারা ভারতের বাহিরে পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইল, সংঘস্থাপন হইতে লাগিল কিন্তু তাঁহার অন্তর্ধানের কিছুকাল পরেই দেশে অহিংসা ধর্ম্মসঙ্কোচ এবং কামিনী কাঞ্চনের আশক্তি বাড়িতে লাগিল, ইতিহাসে দেখা যায় শেষ সময়ের বৌদ্ধেরা ঘোর মাংসাশী ও অসংযমী হইয়াছিল, সুতরাং সর্ব্বকালেই প্রকৃতির জয় অনিবার্য্য।

মায়াবাদী মহাপুরুষ শঙ্কর ঈশ্বর সত্য জগৎ মিথ্যা ও মায়া, নারী নরকের দ্বার ইত্যাদি কথা কতগ্রন্থে বুঝাইলেন, অনেক বৈদান্তিক মঠে মঠে বসিয়া বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে "যথাপূর্ব্বং তথাপরং যাহা ছিল তাহাই হইল। "স্বভাবো মূর্দ্ধি্ বর্ত্ততে." মানুষের যাহা স্বভাব তাহাই সর্ব্বোপরি থাকিয়া যায়, ক্রমশঃ সেই কামিনী কাঞ্চন লইয়াই মানুষ মোহমুগ্ধ থাকিল।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে লোক অধিক আসিল না দেখিয়া মহামতি নিত্যানন্দ গৃহস্থেরও হরিনাম করিবার জন্য অনুমতি লইলেন এবং প্রচার করিলেন,—

মাগুর মাছের ঝোল ঘর যুবতীর কোল
বোল হরি বোল।

অর্থাৎ গৃহপত্নীর কোলে থাকিয়া মাছ ভাত খাইয়াও হরিনাম মহামন্ত্র ভজন সাধন করিতে পারা যায়। সেই কথা শুনিয়া তখন দলে দলে লোক আসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত

হইতে লাগিল। তখন দেশের লোকের ধর্ম্মে আস্থা ছিল, এখন ধর্ম্ম বয়কটের সময় আমরা সকলকে ঐরূপ পূর্ণ সন্ন্যাসী হইতে বলিনা, যাহাতে ধার্ম্মিক সংযমী ও বিবাহিত সুগৃহস্থ হইয়া সুপুত্র উৎপাদন করিয়া দেশের উন্নতি করা যায় এখন তাহাই আমাদের ইচ্ছা, অনাশক্ত ও নিষ্কামভাবে সুস্থমনে সংসার করা শ্রীশ্রীগীতারও অভিমত দেখা যায়।

দ্বির্ব্বিবাহ ও কন্যাদায়।

পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেমন আবশ্যক, অসহায়া নারীর পক্ষেও সেইরূপ ইহা অধিক প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি এখানেও বিস্তারিত বলিতেছি যে, এদেশে যে সকল জাতির মধ্যে কন্যার সংখ্যা অধিক সেই জাতীয় পুরুষেরা দুর্ব্বল ও নিতান্ত দরিদ্র না হইলে প্রথম বিবাহের চারি পাঁচ বৎসর পরে দশ বার বৎসর মধ্যে অথবা প্রথমা পত্নী গর্ভিণী হইলে বা বন্ধ্যা বলিয়া জানিলে আর একটি বিবাহ করিবেন, তাহাহইলে প্রায় এদেশে সকল কন্যাই পতি পাইবে এবং শেষদশায় একটি স্ত্রী থাকিলেও পুরুষের সেবার অভাব হইবেনা। অবিবাহিতা নারীর স্পৃষ্টান্ন দেবতার ভোগে চলেনা এবং উহাঁদের বিশেষ কোন ধর্ম্মে কর্ম্মে অধিকার না থাকায় সকল কন্যারই বিবাহ হওয়া শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝা যায়। এখন এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে সুতরাং এসময় কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সপত্নীকে দোষর করিয়া সংসার করিলে সাংসারিক নানা কার্য্য এবং পতির মনস্তুষ্টির জন্য দিবারাত্রির পরিশ্রমে ক্লান্ত বা বিরক্ত

হইতে হয়না সপত্নীর সহিত সুখ দুঃখের অংশীদার রূপে উভয়ে আনন্দে কার্য্য করিতে পারেন। দুই পত্নীর ফলে সংযত পতির পক্ষে অযথা বৃথা মৈথুন, রোগিণী, অকামুকী, গর্ভিণী এবং ঋতু ভিন্ন কালে স্ত্রীগমন রূপ পাপও অপেক্ষাকৃত সহজে রোধ হইতে পারে। এরূপ কার্য্যে ঐ সংযতা দম্পতীর স্বাস্থ্যবৃদ্ধি এবং বলবুদ্ধিসম্পন্ন সুসন্তান লাভও ঘটিবে। আমার মনে হয় বৎসরাধিক কাল একএকটি যুবতীকে একেবারে পৃথক্‌ভাবে রাখিয়া সংযতা রাখিতে পারিলে তাহাদের মাংস বসা বাড়িয়া মোটা হইয়া গেলে গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। দ্বির্ব্বিবাহে নারীজাতি এরূপে স্বাস্থ্যবতী হইলে দেশের উন্নতিও অনেক সুবিধা ঘটিবে। ঐ কারণে সংযতা কুলিন কন্যার গর্ভে উর্ব্বরা ক্ষেত্রে দেশের প্রসিদ্ধ ভদ্রজাতীয় নেতারা জন্মিয়াছিলেন।

যাঁহারা বরের অভাবে মাতা পিতার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে আমরা বলিতেছি, তোমরা না মরিয়া স্বয়ম্বরার ন্যায় নিজের পছন্দমত কোন সজাতীয় অবস্থাপন্ন বিবাহিত বরকেই বিবাহ কর; ভগিনীপতি সম্পর্কীয় বিবাহ যোগ্য পুরুষ হইলেই ভালো হয়। ইহাতে কিছু অসুবিধা হইলেও পতি না পাওয়াবৎ উপবাসী থাকা বা ব্যভিচার অপেক্ষা স্বল্পভোগওত ভালো। সাবধান অধিক ভোগলুব্ধা হইয়া উভয়ে মিলিয়া যেন পতির স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিবেন না। প্রতি ঋতুতে একদিন সম্ভোগেই সন্তুষ্ট থাকিলে উভয়ের পক্ষেই সর্ব্বদিকে মঙ্গল হইবে এবং বলবুদ্ধি ও মহাবিক্রমশালী সুসন্তান লাভ ও ঘটিবে।

কন্যাকুলের উপয়ান্তর না দেখিয়া মহাসংযমপ্রিয় হইয়াও

আর্য্য ঋষিগণ এবং মুসলমান পণ্ডিতেরাও এদেশে বহুবিবাহ বারণ করেন নাই। ঘোর অন্ন সমস্যায় ভীত হইলেও কন্যাগণের ভরণ পোষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা কর্ত্তব্য বোধে এবং প্রত্যেকের ধর্ম্ম সংগত ভাবে পতি সম্ভোগের উপায়ান্তর না দেখিয়া বর্ত্তমানকালের ক্ষীণশক্তি যুবকদিগের দুইটি মাত্র বিবাহই আমরা সর্ব্বকল্যাণের জন্য অনুমোদন করিলাম। পাশ্চাত্য আদর্শে চমকিত হইলেও নব্য শিক্ষিতগণ দেশকাল পাত্র বিবেচনা করুন; আমাদের পক্ষে ইহা নূতন কথাও নহে, এ দেশের চিরাচরিত বহু বিবাহের প্রথায় আমরা সংযমের পথেই মাত্র দুইটি বিবাহ দেখাইলাম। পাশ্চাত্যে নামে এক পত্নী থাকিলেও কামে নানাত্বের প্রায় ত্রুটী ঘটে না। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম আয়র্লণ্ড প্রভৃতির লোকেরা বিবাহিত না হইলে বিদেশে চাকুরী পাইতেছেন না, কন্যার ভাগ বৃদ্ধি জন্য পোষণের ব্যবস্থা করাই উহার কারণ।

কন্যার দরিদ্র অভিভাবকগণ বয়স্থা কন্যাগণের ব্যভিচার সন্দেহের পূর্ব্বেই অবস্থার গতিকে মন্দের ভালো মনে করিয়া ও অবস্থাপন্ন বিবাহিত যুবককে কন্যা দিতে অমত করিবেন না, অদৃষ্ট ভালো হইলে দ্বিতীয় পক্ষের কনিষ্ঠা নব্যা পত্নী বলিয়া ঐ কন্যা অধিক সমাদৃতাও হইতে পারে। বিবাহের ব্যয় ও ইহাতে বিশেষ ভাবে নিশ্চয় কম হইবে। ভিটা বাঁধা দিয়া নিরন্নে হওয়া অধিক মায়া মোহের কার্য্য, উহা কখনই ভালো নহে যখন কন্যার ভাগ্যই মূল। উদরান্নের সংস্থান পক্ষে বলা যায়, কন্যার সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়া তাহারাত না খাইয়া মরিবে না। দপত্নীদ্বয় উভয়ে প্রফুল্ল ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া একমাত্র

পতির সাহায্য করুন; পতির নিতান্ত গলগ্রহ না হইয়া ভদ্র রমণীরা এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে শিল্প ও শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য দ্বারা স্বকীয় জীবিকার সংস্থানের চেষ্টা করুন। কৃষক কন্যাদের কার্য্যেরত অভাবই নাই। স্ত্রীস্বাধীনতা চাহিতেছ, এখন পেটের ভাত জুটাইতে ভয় কেন করিবে; ভরণ পোষণ বিশেষ না করিতে হইলে যুবকদিগেরও ইহাতে আপত্তি হইবে না।

বৃষোৎসর্গে দেখা যায় একটি বৃষের জন্য চারিটি বৎসতরীকে স্ত্রীরূপে দেওয়া হয় এবং গ্রাম্য গাভীগুলিকেও গর্ভিণী করা উহাদের কার্য্য, স্বেচ্ছা বিচরণশীল বলিষ্ঠ ঐসকল ষণ্ড দ্বারা গোজাতির উন্নতিরই ব্যবস্থা আছে। বৃষতুল্য বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধি সম্পন্ন লম্পট ধনীবাবু পুরুষেরা বহু বেশ্যা গমনে অল্পায়ু এবং রুগ্ন না হইয়া দুই চারিটি বিবাহ করিয়া কুমারীর সংখ্যা কমাইলে এখন ভালো হয়। পশু সমাজে দেখা যায়, ঋতুমতী না হইলে কোন স্ত্রীপশু বা পুম্ পশু রতি কামনাই করে না কিন্তু পুম্ পশুরা ঋতুমতী বহু স্ত্রীপশুর সহিতই এক একদিন বিহার করে, সেজন্য তাহাদের স্বেচ্ছাধীন কার্য্যে বিশেষ স্বাস্থ্য বিকৃতি দেখা যায় না, অবৈধ সময় বা ঋতু ভিন্নকালে স্ত্রীগমনেই বোধ হয় এখনকার নরনারী এত রুগ্ন ও দুর্ব্বল, একথা ঐশ্বরিক নিয়মে স্বভাবের বাধ্য পশুদিগের আচরণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে এজন্য ঐসকল দোষ দেখিয়া আমরা এখন দ্বির্ব্বিবাহ অনুমোদন করায় উহাতে দোষ না হইয়া গুণস্বরূপ স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ও বলিষ্ঠা মাতৃগর্ভে উর্ব্বরক্ষেত্রে বলবুদ্ধি সম্পন্ন উত্তম সুসন্তান লাভ ঘটিতে পারে ইহা আমরা

মনে করিয়াছি। সুসন্তান আমাদের এখন বড়ই প্রার্থনীয় কারণ ইহাতে "উত্থানের পথ" সম্বন্ধে এখন বিশেষ সাহায্য হইবে, অথচ এদেশের বর্ত্তমান ভদ্রসমাজের মহাগুরুতর সমস্যা কন্যাদায়ের অনেকাংশে সমাধান সহজেই হইবে। এখন বোধ হয় বাঙ্গালায় উচ্চজাতির মধ্যে প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ কন্যা দাঁড়াইয়াছে এজন্য অতিরিক্ত কন্যাগণকে অবিবাহিতা রাখা যায় না, ব্যভিচারের পথেও যাইতে বলা যায় না, অগত্যা সপত্নীর কাছে থাকায় মন্দের ভালো বুঝা গেল, সমাজ সংস্কারের জন্য এখনকার পক্ষে ইহা একটি নূতন এবং সৎপন্থা।

পরবর্ত্তী কন্যা নির্ব্বাচন প্রবন্ধেও এই কন্যাদায় সমস্যা নিবারণের জন্য পাত্রাধিক্যের কথায় আমরা বলিয়াছি যে, এখন রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিকে বিবাহ হউক; তাহার প্রমাণ ও ফলাফল ঐস্থানে দেখুন; উহাতেও কন্যাদায় কমিবে, এখানে বংশবৃদ্ধির ভয় নিবারণ জন্য পূর্ব্বলিখিত "জন্মনিরোধ প্রবন্ধটি এবং পশ্চাল্লিখিত ঋতুকালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রবন্ধটি পাঠ করুন; কৌলিন্য এবং উপজাতি ধ্বংস করিয়া সকলে স্বজাতি বাড়াও;

আর একটি কথা বলিতেছি, ঘটনা চক্রে যদি কাহারও তিনটি বার বিবাহ ঘটে তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে চারিটি বিবাহ করা শাস্ত্রীয় আদেশ, ইহার বিজ্ঞান সম্মত দোষ নিশ্চয় আছে (ত্র্যহস্পর্শ কথা কুত্রাপি ভালোও নহে) দোষ কাটাইবার জন্য ফুলগাছে সাতপাক দেওয়া ব্যবহার আছে।

দ্বির্ব্বিবাহ প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া অনেক নারী মনে করিতে পারেন, আমরা কেবল পুরুষের সুখ সুবিধারই ওকালতি করিতেছি কিন্তু ভারতের বহুবিবাহ প্রচলন যাহা ছিল

তদপেক্ষা দ্বির্ব্বিবাহ অনেক ভালো বলিতে হইবে এবং কোন কোন সমাজে এখন ইহার প্রয়োজন পক্ষে বিশেষ যুক্তিও যাহা দেখান হইয়াছে তাহা প্রায় ভদ্রঘরের নারীর পক্ষেই অধিক মঙ্গলজনক বুঝাইয়াছি। ব্যক্তি তান্ত্রিক সমাজ স্ব স্ব প্রধান থাকায় ইতিপূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশেরও দুর্গতি দেখাইয়াছি সুতরাং নরনারী সকলেরই মঙ্গল আমাদের প্রার্থনীয়। কন্যাধিক্যের জন্য অনাথাশ্রম হইতে এখন কন্যা বিক্রয়ও হয়। তুমি শাস্ত্র বা যুক্তি না মানিতে পার, কর্ম্মফল বা পরকাল ও না মানিতে পার কিন্তু ইহ জীবনের সুখ সুবিধা খুঁজিলেও স্থির বুদ্ধিতে আমাদের সমাজ সংস্কারের কথার ভালো মন্দ বুঝিতে নিশ্চয় পারিবে। পুরুষের কেবল মুখের আদরে কি হইবে; গব্যদ্রব্যহীন অল্পাবশিষ্ট অর্দ্ধভোজন, বাৎসরিক সন্তান প্রসব, অতিরিক্ত সাংসারিক কার্য্যশ্রম, অধিকন্তু পতির অনুরোধ রক্ষায় দুর্ব্বলা নারীকুলের পক্ষে সপত্নীই এখন প্রকৃষ্টও প্রধান সহায়।

এদেশের যে সামাজিক বা সাংসারিক ব্যবস্থা আছে তাহাতে সকলের পক্ষে প্রেম ও একতারই সমর্থন বুঝা যায়। প্রথমতঃ দাম্পত্য প্রণয় মূলক একতা, তৎপরে পারিবারিক-বন্ধন, তৎপরে স্বজাতি এবং স্বকীয় পল্লী ও গ্রাম এবং স্বদেশের প্রতি প্রেমানুরাগের আতিশয্যে একতা স্থাপনের ব্যবস্থাই দেখা যাইতেছে সেজন্য একতা সম্বন্ধীয় বিশেষ কথাও আমরা ক্রমশঃ বুঝাইব। স্বগৃহের একতা থাকিলে দ্বেষ হিংসা না থাকিলে দ্বির্ব্বিবাহ বা বহু বিবাহে বিরোধ হয় না, যাঁহাদের স্বগৃহেই একতা না থাকে তাঁহারা দেশবাসীকে কিরূপে একতা

শিক্ষা দিবেন। সংযমই যখন উন্নতির মূল তখন সপত্নী দ্বারা উহার সুবিধাই হয়, অন্যদিকে বিলম্বে ক্ষুধিতের অন্নপ্রাপ্তির ন্যায় কাম ক্ষুধা বৃদ্ধিতেইত ভোগে সুখাধিক্য ঘটে।

আমরা এ পর্য্যন্ত সমাজের মূল প্রকৃতি নারীজাতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, অবশেষে আর একটি কথা বলিতেছি। এখন স্বাধীনতার জন্য যে নারীরা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা পুরুষেরা নারীজাতিকে বড়ই কষ্ট দেয় এবং নির্যাতন করে কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত পুরুষেরাত তোমাদেরই গর্ভে জন্মায় সুতরাং তাহাদের ভালো বা মন্দ ভাবে গড়িয়া তোলা তোমাদেরইত হাত, এখন সুশিক্ষা দ্বারা চেষ্টা কর যাহাতে মাতৃভক্ত পুত্র হয়, তোমারই পুত্র অন্য নারীর পতি হইবে, তোমার শাশুড়ী ভালো হইলে তোমার পতিও ভালো হইতে পারিত। তোমারই কোলের পুত্র কন্যার সৎস্বভাব করিতে হইলে তোমাকে সৎস্বভাবা ও পতি পরায়ণা সতী হইতে হইবে, এরূপ কথা অন্যস্থানেও বলিয়াছি। দম্পতী সুপ্রেমিক হইলে তাঁহাদের সন্তানেরা শিষ্ট শান্ত ও গুণবান্ নিশ্চয় হয়। কি প্রকারে সুসন্তান জন্মান যায় এবং সতী হওয়া যায় পরবর্ত্তী প্রবন্ধ গুলিতে উহা দেখ। আর একটি কথা শিশুর লালন পালন ও শিক্ষার ভার যেন নিজের হাতে থাকে, দাস দাসীর নিকট শিশুকে সর্ব্বদা রাখিলে তাহাদের নীচ ভাব সংসর্গ দোষে শিশুতে সংক্রম হওয়ায় শিশুর দেহ মন ও শিক্ষা ক্রমশঃ হীন হইয়া যাইবে। অতএব যখন তোমরা ইচ্ছা করিলে ভাল সন্তান গড়িতে পার তখন মানুষের যাহা কিছু ভালো মন্দের দায়িক তোমরা, ইহাতে পুরুষের বিশেষ কোনই

হাত বা দোষ নাই। অতএব তোমাদের উন্নতি এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য শাস্ত্রকার ও সমাজের এত গরজ কেন, একথা এখন বুঝিবে কি? তোমাদেরই হাতে মানব জাতির "উত্থানের পথ" সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

আমরা পুরুষ অপেক্ষা নারীজাতিকে অধিক সংযতা থাকিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতেছি সদ্বংশ বৃদ্ধির জন্য একথা বহু প্রকারে বলিয়াছি এবং আমরা এখন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বিধবা বা প্রোষিত ভর্ত্তৃকা প্রভৃতি নারীর অসাধারণ ধৈর্য্য বা সংযম শক্তি আছে, উহা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলিয়াই মনে হয় সুতরাং তোমাদের ন্যায় সক্ষমের নিকটেই অনুরোধ রক্ষা হওয়া আশা করা যায়। বিশেষত- দুই একটি সন্তান জন্মিলে নারীজাতির হটাৎ শারীরিক মানসিক পরিবর্ত্তনও স্বাভাবিক ভাবে ঘটে কিন্তু দুশ্চরিত্র না হইলে পুরুষের সেরূপ ভাবে দেহ ক্ষয় না হওয়ায় যৌবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। স্বাধীন প্রকৃতি বলিয়া মঠধারী ব্রহ্মচারী পুরুষদিগকেও পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না কারণ তাঁহাদেরও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নানা উপায় আছে। অতএব মাতৃস্থানীয়া নারীসমাজ আমাদের প্রতি রুষ্টা হইবেন না। দ্বির্ব্বিহিতা যুবতীরা সপত্নীর সাহায্যে স্বেচ্ছামত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারেন সেজন্য পতিরও ঐ কার্য্যে বিশেষ পীড়নের বা বাধা দিবার প্রয়োজনই হয় না, সুতরাং ঐসকল ব্রহ্মচারিণীর গর্ভে উত্তম সন্তান জন্মাইয়া দেশোন্নতির পক্ষে বাধা না হইয়া বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। অতএব আমরা মনে করি সুবুদ্ধিমতী যুবতীগণ নীচ স্বার্থ ও হিংসা এবং ক্ষণভঙ্গুর দেহের ভোগ কিছু লাঘব করিয়া পতিকে সুপারিস

করিয়াও একটি সপত্নী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করুন; তবে দরিদ্রের সংসারে দারিদ্রতা বাড়ান উচিত নহে।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী প্রণীত "প্রাচ্যতত্ত্ব সমালোচনা।" গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং নিজের মতও দেখাইলাম। এক স্ত্রী বহু পতি গ্রহণ করিলে তাহাদের যেমন সন্তানোৎপাদিকা শক্তি ক্ষয় হয় সেইরূপ একপুরুষ বহুপত্নী গমন করিলে তাঁহারও উৎপাদিকা শক্তি ক্ষয় হয়।" আমরা বলিতেছি দুই স্ত্রী থাকিলে সংযত পুরুষের বল বুদ্ধি সম্পন্ন সুসন্তান ও দীর্ঘায়ু লাভ ঘটিবে একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উর্ব্বরক্ষেত্রে পুতিলে যেমন বীজের দোষ নষ্ট হয় সেইরূপ স্বাস্থ্যমতী নারীর গর্ভে বৈজিক দোষ নষ্ট হইয়াও উত্তম সন্তান জন্মায়। মধ্যম প্রকার সংযমীর দুই পক্ষে বহু সন্তান লাভ এবং স্বাস্থ্য ও আয়ু মধ্যম ভাবেরই ঘটিবে কিন্তু যাঁহারা বহুবিলাসী হইবেন তাঁহাদেরও পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা ইহাতে আয়ু ও বলক্ষয় কম হইবে অধিকন্তু স্ত্রীর গর্ভনিরোধের জন্য তাঁহাদের আর ঔষধ লাগিবে না। দুই একটি সন্তান লাভের পর বহুভোগে নিজে বন্ধ্যা হইয়া যাইয়া মহা লাভবান্ হইবেন। অপরদিকে বহু সন্তান না হওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে দ্বিতীয়া স্ত্রীকে সহজেই ভরণ পোষণ করিতে পারিবেন অথচ ঐ সাবলিকা স্ত্রী দ্বারা বহুভোগ এবং বহু উপকারও পাইবেন সুতরাং দ্বির্ব্বিবাহে সর্ব্বদিকে বিপুল ভোগও লাভ ঘটিতে পারে। যাঁহারা অবাধ ভোগের জন্য ব্যাকুল তাঁহারা নিজে বন্ধ্যা হইলেই সুবিধা হইল না কি? বহু বিবাহের ফলে রাজা দশরথ হইতে অনেক রাজা মহারাজা বন্ধ্যাবৎ হওয়ায় অপুত্রক

হইয়া থাকেন। বেশ্যা বা বেশ্যাগামী পুরুষদিগের ঐ কারণেই প্রায় সন্তান কম হয়।

উক্ত নন্দী মহাশয় বলিয়াছেন, পুত্র অপেক্ষা কন্যা যে কেবল অধিকই জন্মে তাহা নহে, বাল্যকালে কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান অনেক মরিয়া যায়। তিনি বলেন সরকারী লোক গণনার হিসাবে দেখা যায়। এক লণ্ডন সহরে শতকরা ১৩ তের জন স্ত্রীলোক অধিক সুতরাং কোটীতে তেরলক্ষ অধিক। ঐ দেশে বহু বিবাহ নাই সেজন্য বহু দুর্ঘটনা হওয়া যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালায়ও ভদ্রজাতির মধ্যে প্রায় ঐরূপ কন্যার সংখ্যা বেশী থাকায় সতীত্ব ও দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন এবং মাতৃ ভাবে সন্তান পালনাদি বহুবিবাহ দ্বারা অনেকাংশে রক্ষা হইত। আমরা এখন সেজন্য দেশকাল পাত্র বুঝিয়াই কেবল দ্বিৰ্ব্বিহ অনুমোদন করিয়াছি।

যাঁহারা বলেন বহুবিবাহে এদেশে ব্যভিচার বাড়িয়াছে, তাঁহারা কি বলিতে চাহেন পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কি ব্যভিচার কমিয়াছে, বিবাহের বয়স বৃদ্ধি ও কুশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতা যতই বাড়িতেছে ততই ব্যভিচার বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। যতদিন পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে প্রবেশ করে নাই তাবৎকাল বহু সপত্নী থাকিতেও অনেক সংখ্যক একনিষ্ঠ সতী নারী এদেশে ছিল, রাজপুতনার ইতিহাস পড়িলে বহু সপত্নী সত্বেও সতী-ধর্ম্মপালন কাহিনী জানিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপ্লবে ও অন্যান্য কারণে এখনকার দিনে বহু বিবাহ চলিবে না অগত্যা দ্বিৰ্ব্বিবাহই কেবল ব্যক্তি বিশেষে অনুমোদন করা হইল। ফলকথা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বধূদিগের যেরূপ স্বাস্থ্যহানি

ঘটিয়াছে এবং ঐ গর্ভজাত সন্তানগণ যে প্রকার রোগগ্রস্ত হইতেছে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা এখন বিশেষ প্রয়োজন। অবৈধ ভাবে স্বল্প বয়স হইতে শুক্র ক্ষয় করায় দুর্ব্বল সন্তানোৎপাদন পক্ষে পুরুষেরাই এখন অধিক দায়ী, এ সকল কথা ক্রমশঃ বলিব।

ইতি পূর্ব্বে বিবাহের বয়স ও বিধবা বিবাহ এবং স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি প্রবন্ধে বর্ত্তমান সময়ের উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসংযমের মধ্যে সংযমের পথে কিভাবে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণে পরিবর্ত্তন করা চলে তাহা আমরা সেই স্থলে বিস্তারিত লিখিয়াছি। এখন প্রকৃতপক্ষে জাতির "উত্থানের পথ" কি? অর্থাৎ যে প্রকার আচার ব্যবহার এবং সুনিয়মে থাকিলে প্রেমের পথে দম্পতীর ও সংসারের চিরমঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং দম্পতী দীর্ঘজীবন সুস্থদেহে স্থায়ীভাবে সুখ সচ্ছন্দে প্রেম বন্ধনে সুসন্তানের মাতা পিতা হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আত্মোন্নতি ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এবং যেরূপ উপায়ে সতী জন্মান যায়, আদর্শ সতী বা সতীধর্ম্ম কাহাকে বলে, সতীমাহাত্ম্যের পরিণাম ফল কি? এই সকল সম্বন্ধে এদেশের পূর্ব্বাপর আচার এবং শাস্ত্রকার দিগের কিরূপ শিক্ষা বা উপদেশ আছে এবং যে আচরণে ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, সেই সকল স্বর্গীয় বিষয় এখন আমরা ক্রমশঃ লিখিতেছি।

পতি পত্নীর কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এখনকার অনেক যুবক ভাবেন ও বলেন, এদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই এবং স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করা হয় সুতরাং এদেশের লোক স্ত্রীকে ভালোবাসিতেই জানেন না ইত্যাদি কথার উত্তর অমরা ক্রমশঃ দিতেছি।

যাঁহারা দেশপ্রেমে মাতিয়া দেশের সেবা করেন তাঁহারা কি হিন্দু মুসলমানের ক্রীতদাস না পরোপকার ও দেশ সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধেই তাঁহারা দেশের বা নরনারীর সেবা করেন। এখনকার ভলন্টিয়ার বলিলেওত ঐ দেশসেবক বা দাসই বুঝায়, উহা এখন মহাগৌরবের কথা হইল কেন?

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ যেমন সেনাপতির আদেশ পালন না করিলে যুদ্ধ শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না এবং যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব হয় সেইরূপ সংসারক্ষেত্রে পত্নী পতির আদেশ পালন না করিলে সংসার শৃঙ্খলাও রক্ষা হয় না, পত্নী পতির এবং পুত্র পিতার বশীভূত থাকিয়া আদেশ পালন করিলে তাঁহাদের স্বাধীনতার বিঘ্ন বা কোনরূপ দাস্য হয় না, স্ত্রী পুত্র কন্যাদিরা আজ্ঞাধীন ও সুনিয়মে থাকিলেই সংসার সুখের হয়, ইহাতে প্রেম বা ভালোবাসার কোনরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে না বরং বৃদ্ধিই হয় সুতরাং ইহা কোন প্রকার পীড়নও নহে। সংসারে নর বা নারী যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ বা বয়োজ্যেষ্ঠা এবং বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমতী তাঁহার আদেশই পালনীয়।

অপর ঈশ্বর প্রেমময় সেজন্য চিৎপ্রতিবিম্ব জীব বড়ই

প্রেমভিখারী. স্ত্রীপুত্র দাস দাসী পশুপক্ষী সংসারের সকলের প্রতি গৃহস্থের পরস্পরের ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন, এই প্রেমের একটি নাম মায়া ইহাই সংসার বন্ধন। এই প্রেমের সংসারের মধ্যে সকল কার্য্যে পত্নীই পতির প্রধান ও উৎকৃষ্ট সহায় হইয়া থাকেন। নিজের কার্য্য ভাবিয়া দম্পতী যুগল এবং অন্যান্য সকলে সংসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহ কাহারও দাস বা দাসী মনে করেন না, সংসারের প্রায় সকল কার্য্যই জীব সেবা, ভৃত্য যেমন প্রভুর সেবা করেন সেইরূপ অন্যের সেবা করিয়া ধন আনিয়া প্রভুও (প্রকারান্তরে) ধনদ্বারা ভৃত্যেরই সেবা করেন। এইরূপে সকলেই পরস্পরের সেবা বা সাহায্য না করিলে সমাজ চলে না, পরম্পরা ক্রমে সেবা করায় সংসারে সকলেই সেবক বা দাস দাসী। আবার কৃষ্ণকে না ভুলিয়া এবং কৃষ্ণের অভিপ্রেত বলিয়া এই সংসার সেবা সেই ভগবানেরই সেবা। জীব জন্ম জন্মান্তরে এইরূপে কৃষ্ণ সেবা করায় "জীব হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।" একথাও বৈষ্ণব কবিরা বলিয়াছেন।

সেবা কার্য্য (ভলন্টিয়ারি) মহাগৌরবজনক মনে করিয়া শূদ্রজাতি অন্ন উৎপাদনাদি মূলক কৃষি এবং সর্ব্বপ্রকার শিল্প কার্য্যের সাহায্য হিসাবে চাতুর্ব্বর্ণ্যেরই সেবা বা দাস্যবৃত্তিকে সাদরে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এখন যাঁহারা শ্রমিক তাঁহারাই পূর্ব্বে কায়িক শ্রমজীবী শূদ্র বলিয়া অভিহিত ছিলেন। পিতা মাতা যেমন নির্ব্বিকারে সন্তানের মল মূত্র পরিষ্কার করেন সেইরূপ মেথর ও জন সাধারণের পিতৃ মাতৃ স্থানীয় বা দাস দাসী রূপে কার্য্য করে, নচেৎ মহামারীতে নগরধ্বংস হয় এজন্য

অনুন্নত জাতি মেথর বা ঝাড়ুদারকে মানের জন্ম কখন বৃথা উত্তেজিত করিতে নাই, সংস্কারে ও অভ্যাসে উহা তাহাদের কষ্টকর হয় না *। "যার কার্য্য তারই সাজে অন্যের যেন লাটি বাজে।" যাহার পক্ষে যেটি স্বাভাবিক তাহার সে কার্য্যে পাপ বা দোষ হয় না। জন্ম এবং স্বভাব কর্ম্মফলেই ঘটে।

স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥ গীতা ১৮।

এদেশের ন্যায় প্রেমের সংসার অর্থাৎ দাম্পত্যপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম পুত্রস্নেহ, পিতৃমাতৃভক্তি প্রভৃতি সদ্‌ভাব অন্য কোন দেশে প্রায় দেখা যায় না, কেবল এখনকার শিক্ষাদীক্ষার দোষে এবং ভেদনীতির কুট বুদ্ধিতে পরিচালিত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ভায়ারা আমাদের মনের ভাব বিকৃতি ঘটাইয়া গৃহ বিচ্ছেদ এবং সমাজ শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছেন। প্রেমই সর্ব্বসুখের মূল এবং ইহাই জীব সেবার প্রধান উপাদান জানিবে, সুতরাং প্রেম নষ্ট করিও না।

---

* কালো কুৎসিত খাঁদা কানা মানুষও তেড়ীকাটে (চুলফেরায়) বসন ভূষণে আনন্দিত হয়, পচা দুর্গন্ধ বস্তু আহারেও পরিতৃপ্ত হয় সুতরাং সংস্কার ও অভ্যাসই মূল। আত্মাদর সকলেরই আছে, তুমি যাহাকে ঘৃণিত মনে কর সে কখন নিজেকে ঘৃণা করে না সেজন্য সে বাঁচিয়া থাকিতে চায় কখনই মৃত্যু কামনা করে না, বিষ্ঠার কৃমিও বাঁচিবার চেষ্টা করে; ইহাই বৈষ্ণবী মায়া। ইন্দ্র সচীকে লইয়া নন্দন কাননে যে সুখ ভোগ করেন, শূকর শূকরীকে পার্শ্বে লইয়া আকণ্ঠ পঙ্কশয্যায় (নিমগ্ন) থাকিয়া সেই সুখই প্রায় ভোগ করেন।

প্রাচীনকালে মহাবলবুদ্ধিশালী ভীম অর্জ্জুনাদি পঞ্চপাণ্ডবের এবং আর্য্য লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির এবং ভীষ্মদেব ও শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তির এবং সীতাদেবীর পতিভক্তির তুলনা নাই।

দাম্পত্য শাস্ত্রকথা।

ভর্ত্তৃ ভ্রাতৃ-পিতৃ জ্ঞাতি-শ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥

ভর্ত্তা ভ্রাতা পিতা জ্ঞাতি শ্বশ্রূ শ্বশুর দেবর এবং বন্ধু বান্ধবগণ সকলেই বসন ভূষণ ও খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদানে নারীজাতির কষ্ট নিবারণ ও সম্মান করিবে। মৌখিক ব্যতীত এরূপ ভাবে সকল লোক দ্বারা নারীর সম্যক্ আদর আপ্যায়ন করা অন্য কোন দেশে আছে কি? এখন পাশ্চাত্য আদর্শে পড়িয়াই পতিহীনা নারীর দুর্দ্দশা ঘটিতেছে নচেৎ আমরা নারীর সম্মান সমাদর জানিনা একথা ভুল। ঋষিগণ সাধ্বী রমণীকে ভাবিতেন দেবী এবং গৃহলক্ষ্মী।

তোমার দ্বারা মেথরের কার্য্য করিয়া উহাদের জীবিকাটি নষ্ট করিও না। সুশিক্ষা দানে চরিত্র গঠন কর, ভক্তির পথে মুক্তির পথ দেখাও এবং না খাইয়া যেন না মরে তাহারই ব্যবস্থা কর প্রকৃতউপকার হইবে। অতএব যাহার কার্য্য তাহার থাকুক, কার্য্য যখন বন্দ হইবে না তখন অনর্থক তোমার ঘৃণ্য কার্য্য পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় ও অযথা বিবাদে স্বরাজ পিছাইবে। "যত্র জীব তত্র শিব" মানুষ ব্রহ্ম কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই। শৃগাল কাক শকুনী যেন্ন ভগবানের নিযুক্ত মেথর, সকল মরাই খায় তাই মানুষ বাঁচে। বর্ম্মাদেশে অতি দুর্গন্ধ নেপ্পীও উত্তম খাদ্য।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

রমণীগণ সৎবংশের সৃষ্টিকারিণী বলিয়া সকলেরই পূজ্যা এবং গৃহের শোভা স্বরূপা, লক্ষ্মীর সহিত এই গৃহলক্ষ্মী নারীর কিছুই বিশেষ নাই।

পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়া-স্তদ্ধি জায়াত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

পতির দেহাংশ শুক্রকীটরূপে ভার্য্যার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া নবকলেবর ধারণ পূর্ব্বক পুত্ররূপে উৎপত্তি হয়, পতির জন্ম স্থান বলিয়া পত্নীর নাম জায়া এবং পুত্রের নাম আত্মজ। আত্মা বৈ পুত্র নামাসি। শ্রুতিঃ।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

রমণীগণের পরম সমাদর যথায় হইয়া থাকে সেই সকল সংসারের প্রতি দেবতারাও প্রসন্ন থাকেন। যথায় নারীর সম্মান সমাদর নাই তথায় যাগ পূজাদি ধর্ম্ম কর্ম্মাদি নিষ্ফল। যাহার সম্মানে সকল দেবতা প্রসন্ন অসম্মানে ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্ফল, সেই নারীজাতির মর্যাদা রক্ষা কোন্ ধার্ম্মিক লোক ইচ্ছা না করেন। "বাসো নিষ্কলহো যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং।" লক্ষ্মী বলেন, হে কৃষ্ণ যে সংসার কলহ বিহীন সেই শান্তিময় সংসারেই আমি সন্তুষ্ট চিত্তে বাস করিয়া থাকি।

শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

যে সংসারে নারীকুল দুঃখিতা সেই বংশ বা সংসার শীঘ্রই নষ্ট হয়। যেখানে তাঁহারা শোক করেন না সেই সংসারের নিশ্চয় উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

ধনেন বাসসা প্রেম্না সততং তোষয়েৎ স্ত্রিয়ং।
যশঃ প্রকাশয়েৎ তস্মান্নীতিং বিদ্যাশ্চ শিক্ষয়েৎ॥

মনু বলেন স্ত্রীজাতিকে ধন এবং বসন ভূষণ দ্বারা এবং প্রেম বা ভালবাসা দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবে, তাহাহইলে সংসারে যশ বৃদ্ধিও সুখশান্তি বৃদ্ধি পাইবে। নারীদিগকে অন্যান্য শিল্প কলাদি বিদ্যার সহিত নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তদন্তর্গত সদাচার বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিবে কারণ সদাচারেই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়।

সর্ব্বলক্ষণ হীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়োঽপি শতংবর্ষাণি জীবতি॥

মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণ হীন হইলে ও তাঁহারা যদি সর্ব্বদা শ্রদ্ধাবান্ থাকিয়া অসূয়া শূন্য এবং সদাচার পরায়ণ হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা শত বর্ষকাল ও জীবিত থাকিতে পারেন কারণ হিংসা, অনাচার ও অসংযমই অকাল মৃত্যুর প্রধান হেতু। স্ত্রীলোকের হস্তেই সংসারের সদাচার পালন হয়, উহা সুচারু রূপে রক্ষিত হইলে গৃহস্থ হৃষ্ট পুষ্ট নিরোগী এবং লক্ষ্মীবান্ হইয়া দীর্ঘ জীবন সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারেন, এজন্য বাল্যকাল হইতে

নারীজাতিকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অনাচারেই রোগ, এদেশের কৃষক রমণীরাও অনাচার সদাচার বুঝে।

যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গ-স্তত্র বর্দ্ধতে ॥

(যাজ্ঞবল্ক্যঃ)।

দম্পতী পরস্পরের প্রতি অনুকুল থাকিলেই সেইখানেই ধর্ম্মার্থ কাম বৃদ্ধি হয়।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং ॥

যে সংসারে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের উপর পরস্পরে সন্তুষ্ট থাকে, সেই সংসারের নিশ্চয়ই মঙ্গল হয়।

ছায়েবানু-গতা স্বচ্ছা সখীব হিত কর্ম্মসু।
দাসী বাদিষ্ট কার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ ॥

পত্নী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা থাকিবে, স্বামীর মঙ্গল জনক কার্য্যে সখির ন্যায় নির্ম্মল উদার ও সরল ভাবে সাহায্য করিবে এবং দাসীর ন্যায় নম্র ও মৌন ভাবে স্বামীর আদেশ পালন করিবে। এই সকল শাস্ত্র প্রমাণে বুঝা যায় আর্য্যজাতি নারীদিগকে বিনয়াদি শিক্ষাদান, সম্মান ও মিত্রভাবে কত সমাদর করিতেন, প্রতিদান স্বরূপ নারীজাতিও ভক্তি এবং প্রেম ভাবে পতিসেবা করিতেন। অতএব স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় না দিলেই কি স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে অবজ্ঞা করা বা পীড়ন করা হয়।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যুশ্চ বিরহোঽটনং।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীনাং দুষণানি ষট্ ॥

মদ্যাদি (নেশা চা দোক্তাও বটে) পান, দুষ্ট বা চরিত্রহীন লোকের নিকট বাস করা, পতিবিরহ, বৃথা ভ্রমণ, অসময়ে বা যখন তখন নিদ্রা যাওয়া এবং অধিক সময় পরের বাটীতে বাস করা, নারীদিগের পক্ষে এই ছয়টি কার্য্য বড়ই নিন্দনীয় এবং ইহা চরিত্র নষ্ট বা ব্যভিচার ঘটিবার কারণও ক্রমশঃ হইয়া থাকে সুতরাং ঐ সকল কার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই সুচরিত্রা নারীদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী
ধরণীক্ষমায়াং।
স্নেহেষু মাতা শয়নে চ রামা রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ
সা প্রিয়া মে॥ মহানাটক।

সীতাবিরহে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত তাঁহার কি প্রকার সাংসারিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল তাহার উল্লেখ উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, হে লক্ষ্মণ! সেই প্রাণপ্রিয়া সীতা আমার সকল কার্য্যে মন্ত্রণা দাত্রী অর্থাৎ মন্ত্রী ছিলেন, আমার করণীয় গৃহকার্য্যাদি তিনি অখল দাসীর ন্যায় সমাধা করিতেন, ধর্ম্মকার্য্যের সাহায্যকারিণী থাকায় তিনি আমার একমাত্র ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, তাঁহার নিকট আমার কোন অপরাধ হইলে তিনি ধরণীর ন্যায় তাহা হাস্য মুখে ক্ষমা করিতেন, সীতা আমার তুষ্টি পুষ্টির জন্য সর্ব্বদা মাতৃতুল্যা স্নেহময়ী ছিলেন, আমার শয়নকালে তিনি অতি রমণীয়া বা নিতান্ত কোমলতাই ব্যবহার করিতেন কিম্বা আরামদায়িনী ছিলেন এবং রঙ্গ তামাসায় তিনি অন্তরঙ্গ সখী বা বাল্যবন্ধুর

ন্যায় ছিলেন। এরূপ উচ্চ সেবার ভাব ও বন্ধু ভাব অনুমান চুক্তির বিবাহে অসম্ভব অতএব আর্য্য দম্পতীরাই প্রকৃত পক্ষে পরস্পরকে ভালো বাসিতে জানেন।

ন কশ্চিদ্ যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।
এতৈ-রুপায়যোগৈস্তু শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্॥
অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিনাহ্যস্য বেক্ষণে॥

কোন ব্যক্তিই বলপ্রয়োগে নারীজাতিকে শাস্ত ভাবে রক্ষা করিতে পারেন না কিন্তু বক্ষ্যমাণ উপায় বা কার্য্যভার দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করা যায়।

সংসারের ব্যবহার্য্য ঘৃত তণ্ডুলাদি বস্তু সর্ব্বদা গৃহে থাকে এবং তাহার সংগ্রহের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ ফুরাইলেই পুনশ্চ আনাইয়া পাত্র পূরণ করিয়া রাখা এবং ঐ সকল বস্তুর অপচয় না ঘটে উহা বুঝিয়া ব্যয় করা, শুচি অশুচি অর্থাৎ গৃহ এবং ভবনের পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করা, অন্নব্যঞ্জনাদির পাক ও পরিবেশনাদি করা এবং শয্যা ও গৃহস্থালীর দ্রব্য ও ধাতু পাত্রাদির পরিশোধন ও সংরক্ষণ করা এই সকল কার্য্য পুরনারী-দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম এখনও যাঁহাদের সংসারে গৃহিণীদের এরূপ ব্যবস্থা আছে, তাঁহাদের গৃহে ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বাস্থ্য ও চরিত্র এবং লক্ষ্মী সুস্থিরাই আছেন।

পূর্ব্বকার স্ত্রীলোকেরা ইহার উপর অতিরিক্ত গৃহ শিল্প, সূচের কার্য্য করিয়াও চরকা চালাইত, রোগী অতিথি ও

দেবসেবা করিত, গোপালন ও শিশুপালন করিত, দুঃখের সংসারে কাষ্ঠ তণ্ডুলাদি সংগ্রহ এবং বস্ত্র পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যও স্বেচ্ছায় করিতে হইত। যাঁহাদের গৃহে দাস দাসী আছে তাঁহারা কিছু কম কার্য্যই করুন কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে নিজের কার্য্য নিজে না করিলে উপায় কি? পূর্ব্বকালে নারীজাতি সকলেই যথাসম্ভব পরিশ্রম করিত, রাজরাণীও চরকা কাটিতেন। অতএব দেশের অবস্থা বুঝিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া বাক্ চাতুরী ছাড়িয়া (গতর খাটাও) কর্ম্ম কর, পূর্ব্বোক্ত যাহার সংসারে যাহা কর্ত্তব্য তাহা না করিয়া কেবল হৈ চৈ করিলে চলে কি? পূর্ব্বোক্ত কার্য্য গুলি সমাধা করিতেই যথেষ্ট সময় লাগে ইহার অতিরিক্ত কার্য্য যে যাহা পারে করুক আপত্তি নাই কিন্তু ঘরের ফেলিয়া বাহিরের কার্য্যে ঘুরিলে সমাজ বা সংসার চলে না।

প্রাথমিক শিক্ষা সকল নর নারীরই প্রয়োজন কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা বা বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম নারীর পক্ষে কর্ত্তব্য নহে, উহাতে দুর্ব্বলা নারীদিগের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি ও ক্ষয় হয় এবং স্তন দুগ্ধ হ্রাস হয় একথা চিকিৎসকেরা বলেন, নিয়মিত দুগ্ধদানের জন্য অন্ততঃ ছয় মাস স্থিরভাবে কাঁচা পোয়াতির থাকা উচিত। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি নব প্রসূতা ধেনুকে বাঁধিয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ বেশী হয় কিন্তু বাঁধা গরুকে অধিক সময় ছাড়িয়া দিলে বা মাঠচরা পল্লীগ্রামের গোগুলি সেই হিসাবে অর্দ্ধেক দুগ্ধও দিতে পারে না। যতদিন দুগ্ধ ব্যতীত শিশু সন্তান অন্য কিছু খাইতে না শিখে তাবৎকাল মানুষ বা গো প্রসূতির দুগ্ধ

অধিক থাকে সেজন্য তখন তাঁহাদের পক্ষে সেই দুগ্ধ রক্ষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

নর ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্, সকলে এক কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে কোন লাভ না হইয়া কেবল গণ্ডগোল এবং বেকার সমস্যাই বাড়িবে, স্ত্রীলোকের করণীয় কার্য্যগুলি পুরুষের দ্বারা করাইলে আয় অপেক্ষা গরিবের ব্যয়ও অধিক বাড়িবে, কার্য্যও সুশৃঙ্খলায় হইবে না, অনাচারী ব্রাহ্মণ পাচকের হাতে খাইয়া নানারোগেরও সৃষ্টি হইতেছে। আমরা এক্ষণে উৎকট মানসিক শ্রমে শীর্ণা শুষ্কমুখী কোটরাক্ষিণী চষমাধারিণী ও চা দোক্তা ভক্ষণকারিণী বিদুষী যুবতীদিগকে পুরুষোচিত কার্য্য করিতে দেখিয়া কষ্টানুভবই করি, তাঁহারা গৃহে বসিয়া শিক্ষাদান ও শিল্প কার্য্যাদি করুন এবং পুরুষের কার্য্যের যথাসাধ্য সহায়তা করুন; স্বহস্তে রাঁধিয়া পতিপুত্রকে একমুঠা অন্ন দিন এবং নিজেরও দেহ রক্ষা করুন। গৃহকোণে চিরদিন থাকিতে শাস্ত্র বলেন নাই আমরাও বলিনা আলস্যেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে আলস্য ছাড়িলেই যথেষ্ট কার্য্যের দ্বারা ধর্ম্মের ও নীতির পথে সব পাইবে, বিপথে কাহারই যাইতে হইবে না।

সতীধর্ম্ম।

হৃষ্টে ভবতি যা হৃষ্টা দুঃখে চ যাচ দুঃখিতা।
প্রোষিতে দীনবদনা ক্রুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী॥

পতি হৃষ্ট হইলে যিনি আনন্দিতা, দুঃখিত হইলে যিনি দুঃখিতা, পতি বিদেশে গেলে যিনি মলিনমুখী বা বিমর্শ ভাবে থাকেন এবং পতি ক্রুদ্ধ হইলে যিনি মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে শান্তনা করেন তিনিই পতিব্রতা।

দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্য্য স্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥

দুশ্চরিত্র, স্বেচ্ছাচারী কিম্বা অত্যন্ত ধনহীন যে প্রকার পতিই হউন আর্য্যজাতিয়া স্বভাবা স্ত্রীর পক্ষে সেই পতিই পরম দেবতা ভাবিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে তাঁহার সেবা ও প্রেমদ্বারা তাঁহাকে সুস্বভাবে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে, যেহেতু ঐ জিনিষ (স্বামী) হিন্দু নারীর পক্ষে আর দ্বিতীয় মিলিবেনা সেজন্য নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া সতী অবিরক্তা থাকিবেন।

কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতং।

কোকিল দিগের স্বরই যেমন মনোহর রূপ, সেই প্রকার নারী জাতির পাতিব্রত্য বা সতী ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং ইহাই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অনুপম রূপ বা সৌন্দর্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতি-শুশ্রূষণাদেব পূতঃ স্বর্গে মহীয়তে॥

এই বচনে বলা হইতেছে যে, যজ্ঞ অর্থাৎ বেদপাঠ, হোম, অতিথি সেবা তর্পণাদি এই সকল পঞ্চযজ্ঞ নিমিত্তক অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদি পত্নীর আর পৃথক্ অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। পতির অনুষ্ঠেয় ঐ সকল সৎকার্য্যের কেবল সহায়তা করিলেই পত্নী ঐ সকল কার্য্যের ফলভাগিনী হইবেন, এবং উহা দ্বারা তাঁহার পতির শুশ্রূষাও করা হইবে, পতির কার্য্যের সাহায্য দ্বারা মনস্তুষ্টি করিলেই পত্নীর দেহ মনও পবিত্র হইয়া অন্তিমে স্বর্গ লাভ ঘটিবে। পতি সেবাই সতীর মুখ্য ধর্ম্ম, ব্রত উপবাস ও উপাসনাদি কার্য্য গৌণ, সন্তান পালন, রোগী, অতিথি ও গোসেবাদি সাংসারিক প্রায় সমস্ত কার্য্যই পতির অভিপ্রেত জন্য উহা আনুসঙ্গিক পতিসেবাই বলা যায়। এই প্রকারে পতি এবং পত্নীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিভাগ করিয়াই সংসার করিতে শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন।

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

যে নারী পতির হিতজনক প্রিয়কার্য্য করিতে সর্ব্বদা নিযুক্তা, সদাচার সম্পন্না এবং জিতেন্দ্রিয়া অর্থাৎ তাঁহার নিজের কাম ক্রোধাদির বেগ যথাশক্তি সংযত রাখিতে যিনি চেষ্টা করেন, তাঁহার যশোলাভ এবং ইহ পরলোকে সুখ ভোগই হইয়া থাকে।

গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখং।
সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী॥

গৃহস্থ হইয়া গৃহেবাস করা সুখের জন্য কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ গৃহসুখের মূলই হইতেছেন পত্নী, সেই পত্নীই শ্রেষ্ঠা যিনি চিত্তানুসারিণী ও বশীভূতা এবং তিনি বিনীতা হওয়াও প্রয়োজন।

অনুকূলা ন বাক্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী॥

যে রমণী পতির অনুকূলা, তর্জন গর্জন হীনা, অর্থাৎ মিষ্ট ভাষিণী, কার্য্যদক্ষা, সতী, ও পতিভক্তা এবং আপনাকে আপনি লজ্জা সরমে সদা রক্ষা করেন তিনি মানবী নহেন দেবী হইয়া থাকেন।

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য হি দাতারং ভর্ত্তারং পূজয়েৎ সদা॥

স্ত্রী জাতির ভরণ পোষণের জন্য পিতা ভ্রাতা বা পুত্র ইঁহারা তাঁহাদেরই ইচ্ছামত পরিমিত বস্তুই দিয়া থাকেন কিন্তু ভর্ত্তা পত্নীর ইচ্ছার অতিরিক্ত অর্থাৎ সর্ব্বস্বের অধিকারিণী করিয়া এবং তাঁহাকে প্রেমের বন্ধনে ও বাধ্য করেন, এইজন্য সতীস্ত্রীরা এরূপ প্রাণপ্রিয় পতিকে কায়মনো বাক্যে সর্ব্বদা পূজা করিবেন।

ভর্ত্তা দেবশ্চ ধর্ম্মশ্চ তীর্থঞ্চ নহি সংশয়ঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বং- পরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চয়েৎ॥

পতিই নারীদিগের দেবতা পতিই ধর্ম্ম এবং প্রধান তীর্থ ইহাতে সংশয় নাই, সেজন্য নারীগণ সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়িয়া একমাত্র পতিরই সেবা করিবেন অর্থাৎ অন্যান্য কার্য্য সুচারু না ঘটিলেও দোষ হইবেনা সুতরাং কেবল মাত্র পতি সেবাই সতীর সুমহৎ ধর্ম্ম।

তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
সেবতে ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্ট-মিষ্টমন্নং ফলাদিকং ॥
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥

সতী নারীদিগের তীর্থস্নান ইচ্ছা থাকিলে প্রত্যহ পতির পাদোদক পান করিলেই হইবে, সতীগণ পতির উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন বা ফলাদি প্রতিদিন প্রসাদ স্বরূপ ভোজন করিবেন, নারীদিগের একমাত্র মহাগুরু পতি, উহাঁদিগের পিতা মাতা গুরু হইলেও তাঁহারা মহাগুরু নহেন, অতিথিও সকলের গুরু অর্থাৎ তিনিও পূজনীয় বা সম্মাননীয়।

যাঁহার পাদোদক বা উচ্ছিষ্ট ভোজন করা যায় মানুষ শীঘ্র তাঁহার দোষ গুণের অধিকারী হয়েন সুতরাং পতিব্রতা নারীরা পতির তুল্যরূপ মতি গতি শীঘ্র লাভেচ্ছায় বা তন্ময় হইয়া যাইবার জন্যই এইরূপ ব্যবহার করিবেন।

এইরূপ আত্মোন্নতির জন্যই গুরু বা মহাপুরুষের কিম্বা দেবতার প্রসাদ পরমাদরণীয় হইয়া থাকে। অপর দিকে সিদ্ধান্ন (ভাত) কিম্বা খেচরান্নাদি অনুন্নত বা নিম্নবর্ণকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে (উহা প্রসাদ হইলেও) উচ্চজাতির পক্ষে আত্মাবনতির অনুকূল জন্য উহা দূষ্য সুতরাং অভোক্ষ্য কারণ ঠাকুর কুকুর এক নহে।

এবং ভগবদিচ্ছা বা প্রভাব স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র শ্রীক্ষেত্রও হইতে পারেনা। নীচের সংশ্রবে নীচতা এবং উচ্চের সংসর্গে উচ্চতা লাভ স্বাভাবিক একথা এখন অনেকে ভুলিয়াছেন, উহা অন্যত্র বলিব।

শাস্ত্রে আছে, সতী নারীদিগের পতি বিদেশে থাকিলে তাঁহারা বিশেষ বেশভূষাও করিবেন না, তৎকালে ভর্ত্তার হিতার্থে অধিক মাত্রায় দেবতার আরাধনাই করিবেন।

ভারতের সতী নারীরা পতির সহিত ইহ পরকালে বিশেষ ভাবে মিলিবার জন্য যেন অগ্রসর হইয়াই পতির মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন, সেজন্য তাঁহারা মহাগুরু বোধে সাদরে পতির পাদোদক পান এবং উচ্ছিষ্টাদি মহাপ্রসাদ জ্ঞানে ভোজন করিতেন, এরূপ অনুগতা ভক্তা প্রেমাধীনা পত্নীকে অতি দুরাত্মা পতিও ত্যাগ পত্র দূরের কথা তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যহার করিতেও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন এবং কালক্রমে ঐ সতী-সঙ্গগুণে প্রেমে বশীভূত হওয়ায় পতির নিজ দুষ্ট চরিত্রও সংশোধন হইয়া যায়। পাশ্চাত্য নারীদিগের সতীধর্ম্ম শিক্ষা না থাকায় তাঁহারা স্বপতিকেও হঠাৎ ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিতা বা লজ্জিতা হয়েন না, উভয়দেশের মধ্যে দাম্পত্যের এত বড় বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়।

প্রণাম ব্যবস্থা।

সতী নারীগণ রাত্রিবাসের পর প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই পতিকে প্রণাম করিয়া থাকেন। স্নানাদির পর সূর্য্যাদি দেবতা দর্শন প্রণাম ও পতির পাদোদক পান পূর্ব্বক পুনশ্চ প্রণাম করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা নিজে ও সন্তান দ্বারা গুরুজন ও গো, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধদিগকে প্রণাম করাইয়া থাকেন। কায়িক

বাচিক ও মানসিক এই তিন প্রকার অপরাধ বা পাপ নাশের জন্য প্রত্যেকের নিকট তিনবার মস্তক অবনত ও পদধূলি লওয়া ব্যবহার আছে। এরূপে নমস্কার ও পদধূলি লইয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ এবং বিনয় নম্রতা শিক্ষা হয় ও পরস্পরের প্রেম বা মমতা বিশেষ বৃদ্ধি হয়।

যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী।

নারী যদি সুন্দরী এবং বহুগুণসমন্বিতা হইয়া পতিরতা হয়েন তবেই তাঁহাকে প্রকৃত সুন্দরী বলিয়া সমাদর করা যায়, নচেৎ পতিদ্বেষী কলহপ্রিয়া সুন্দরী নারীকে কখন উচ্চ সুন্দরী কিম্বা সতী বলা যায় না।

কুগেহিনীং প্রাপ্য গৃহে কুতঃ সুখং।

দুষ্ট বা কুভার্য্যা লাভ করিয়া গৃহে কখনই সুখী হওয়া যায় না।

"দুর্ল্লভা সদৃশী ভার্য্যা" আপনার সদৃশী অর্থাৎ মনের মত কমনীয়া ও গুণবতী ভার্য্যা লাভ হওয়া বড়ই দুর্ল্লভ। বিবাহের পর প্রথমতঃ রূপের প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হয় কিন্তু গুণই চির আদরণীয় সেজন্য কন্যা নির্ব্বাচনের সময় কন্যার সৎগুণের সংবাদ সর্ব্বাগ্রে এবং সাগ্রহে জানা উচিত।

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" সতী ও পদ্মিনী লক্ষণাক্রান্তা স্ত্রীরত্নকে নীচ কুল হইতেও গ্রহণ করা যায়।

নাভুক্তবতি নাস্নাতে নাসংবিষ্টে চ ভর্ত্তরি।
ন সংবিশামি ন স্নামি সদা কর্ম্মকরেষপি॥ মহা ভাঃ

দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন, ভর্ত্তাদিগের ভোজন না হইলে আমি ভোজন করিনা, তাঁহারা উপবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত আমি উপবেশন করিনা অর্থাৎ দণ্ডায়মানা থাকি, তাঁহাদের স্নান না হইলে স্নান করিনা, এমন কি স্বামীর ভৃত্যগণকে না খাওয়াইয়াও আমি খাইনা। এইরূপ নানাবিধ সদ্ব্যবহারে আমি বীরশ্রেষ্ঠ সেই পতি-দিগকে বশতাপন্ন করিতে পারিয়াছি। এদেশে এখনও পতির ভোজনাদির পূর্ব্বে সতী স্ত্রীরা পান ভোজনাদি করেন না। ইহা ব্যতীত নম্রভাবে আজ্ঞা পালন অভ্যাস করাই সতীদিগের প্রধান শিক্ষা ও ধর্ম্ম। যে নরনারী নত মস্তকে গুরুজনের আজ্ঞাপালন করিতে পারে সেই ব্যক্তিরাই সময়ে শত শত লোককে আজ্ঞাধীন ও নত করিতে পারিবে, ইহাই স্বাভাবিক ঘটে। নিজে অধীনতা নম্রতা না জানিলে বা না শিখিলে অন্যকে কখন অধীন কিম্বা বশ করা যায় না বা তাহার কথা কেহই মানে না বা শুনে না।

যে স্ত্রী সর্ব্বদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং পতিকে ভাল বাসিয়া থাকেন, তাহার গর্ভজাত সন্তানেরাও প্রায় মাতা পিতাকে ভালবাসে এবং মাতাপিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। যে নারী পতি ভিন্ন কামভাবে অন্য পুরুষের মুখা-বলোকন না করেন, সর্ব্বদা পতিগতপ্রাণা সেই সতীর সন্তানগণ প্রায়ই ব্যভিচারে রত বা সহজে চরিত্রহীন হয়েন না, কারণ চরিত্র মাতৃগতই প্রায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ মাতৃমাহাদির বংশগত চরিত্র বা স্বভাবই সন্তানে অধিক সংক্রামক হইতে দেখা যায়। এই সকল কারণে মাতৃজাতির পবিত্রতা ও চরিত্র রক্ষার জন্যই বিশেষরূপ শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ দেখান হইয়াছে। আমরা

বুঝিতেছি, এই মাতৃজাতির উন্নতি হইলেই সর্ব্বপ্রকারে আমাদের "উত্থানের পথ" পরিষ্কার ও প্রসস্ত হইবে।

যোষিৎ শুশ্রূষণং ভর্ত্তুঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।

কুর্ব্বতী সমবাপ্নোতি তৎ সালোক্যং যতো দ্বিজাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

হে দ্বিজগণ! কলিতে নারীজাতিই ধন্য হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা পতির অভিপ্রেত জন্য গো অতিথি রোগী ও শিশু সন্তানের সেবা করায় পরোক্ষে পতিসেবাই করেন এবং প্রত্যক্ষে পতির পান ভোজনাদির আয়োজন এবং তত্ত্বাবধান প্রভৃতি তুষ্টি পুষ্টিজনক কার্য্যাবলি দ্বারা এবং মন ও বাক্য এবং দেহদ্বারাও পতিসেবা করায় তাঁহারা স্বর্গলোকে পতির সহিতই বাস করিবেন, অর্থাৎ অন্যান্য কার্য্য সম্যক্ পালন না করিলেও যখন সতীগণ কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্বর্গলাভ করিবেন, তখন এই কলি-কালে পতিপ্রাণা সতী নারীরাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিপূর্ণরূপে সমাধা করিতে পারায় তাঁহারাই এখন ধন্য হইতেছেন। ঐ প্রকার সর্ব্বজীবের সেবা কার্য্য স্বায়ত্ত স্থলভ বলিয়া শূদ্রেরা সেবাকার্য্য সচ্ছন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিতে পারেন এজন্য কলিতে সেবার পথেই শূদ্র জাতিও ধন্য। কর্ত্তব্য কার্য্য পঞ্চযজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্যক্ সমাধা না করিতে পারায় ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয় এখন বিশেষ হীন হইয়া অধন্যই হইতেছেন। এই কালে স্বল্পায়াসে নাম জপ এবং নাম কীর্ত্তনাদি করিয়াই বহু ধর্ম্ম সঞ্চয় করা যায় এবং স্বল্প সংসর্গে বা সংস্পর্শে পাপ জন্মে না এজন্য কলিকালও ধন্য সুতরাং কলিতে সতী শূদ্র ও কলিকাল এই তিনটিই ধন্য এসকল কথা স্থানান্তরে সপ্রমাণ বিস্তারিত বলিব।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

উদ্বাহ।

পতি পীড়িত হইলে যে পত্নী নিজের দেহকে পীড়িতা অনুভব করেন, পতির হর্ষে যিনি হর্ষিতা, পতি বিদেশে থাকিলে যিনি স্বাভাবিক মলিনা এবং কৃশা ভাব ধারণ করেন এবং পতির মৃত্যুতে যিনি দেহ ধারণ করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম বা পারেন না, তিনিই প্রকৃত সতী সাধ্বী পতিব্রতা।

শাস্ত্রে সতী স্ত্রীর লক্ষণ যাহা পূর্ব্বাপর বচনে প্রকাশ হইয়াছে সেইরূপ পতিগতপ্রাণা পত্নীরা স্বামীর মৃত্যুতে পরপুরুষ সংস্পর্শ দূরের কথা তাঁহারা জীবন ধারণই করিতে পারিতেন না সহমরণই যাইতেন ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। শুনিয়াছি আমাদিগের (কেড়াগাছি) গ্রামে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কোন সতী দীপশিখায় নিজ অঙ্গুলি দগ্ধ করিয়া সকলের সম্মুখে পরীক্ষা দিয়া এবং পুলিসের নিকট এজাহার দিয়া স্বেচ্ছায় সহমরণ গিয়াছিলেন, ইহা আমার পিতামহের প্রথম আমলের সত্য ঘটনা।

আর্য্য সতীদিগের সুশিক্ষা ও সদাচারের গুণেই পতির প্রতি অবিচলিত প্রেমভক্তির উৎকর্ষসাধন হইয়া মনে প্রাণে মিলনের ফলে দেহাভ্যন্তরের পার্থক্য বোধ বিশেষ না থাকায় এখন পর্য্যন্তও এদেশে পতি মরণের পরেই সতীর মরণ মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রেও পাঠ করা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে বরিশাল জেলায় "গইলা" গ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত বৈদ্যজাতীয় সব যজের পুত্রবধূ নব যুবতী পতিশোকে স্বল্প সময় মধ্যে বলবৎ মানসিক ইচ্ছাতেই মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি সন ১৩৩৮ সালের ৪ঠা চৈত্র

আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি দেওয়া গেল। এই মরণটি মহাত্মা ভীষ্মদেবের স্বেচ্ছা মৃত্যু অপেক্ষা বিস্ময়জনক মনে হয়, কারণ ভীষ্মদেব মহাযোগী ও জ্ঞানী ছিলেন এ অবলাটি কেবল পতি ভক্তিতেই স্বর্গে পতির সহিত মিলিত হইল, যেহেতু গীতায় বলিয়াছেন, মৃত্যুকালের ভাব লইয়াই জন্মান্তরের জন্য ভোগদেহ ও মন রচিত হয়। অনার্য্য সমাজে এরূপ ঘটনার গল্পও বোধ হয় কেহ শুনেন নাই।

সতীর স্বেচ্ছা মৃত্যু।

বাঁকুড়ায় অপূর্ব্ব ঘটনা

এসোসিয়েটেড প্রেসের বাঁকুড়ার সংবাদদাতা একটী অপূর্ব্ব ঘটনার সংবাদ দিয়াছেন। বাঁকুড়ার বাবু সনৎ কুমার রায় মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার পত্নী প্রাণপণে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তিনি প্রতিবেশীদের নিকট বলেন যে যদি তাঁহার স্বামী না বাঁচেন তবে তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিবেন। দিনরাত তিনি ভগবানের নিকট স্বামীর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকেন এবং আরও প্রার্থনা করেন যে, যদি তাঁহার স্বামী একান্তই আরোগ্য না হন, তবে তিনিও যেন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর অবশেষে যখন তাঁহার স্বামী বাস্তবিকই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তিনি তাঁহার স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে শুইয়া যুক্ত করে প্রার্থনা করিতে থাকেন। দুই ঘণ্টার পর প্রতিবেশীরা ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায় যে, বালিকা মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছেন। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, তাঁহার কোনরূপ শারীরিক অসুখ হয় নাই

বা বিষ সেবনে বা অন্য কোন কারণে মৃত্যু হয় নাই। একজন ডাক্তার বলেন যে, "তিনি তাঁহার স্বাধীন সঙ্কল্প দ্বারা জীবনপাত করিয়াছেন।" অতঃপর এই দম্পতিযুগলকে একত্র এক চিতায় সৎকার করা হয়।

কানপুর। ২৭ সে ডিসেম্বর।২৮।১২।৩২।

এক অল্প বয়স্কা হিন্দু রমণীর পতির মৃত্যু হইলে, সে তাহার আত্মীয় গণের নিকট সহমরণে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করে। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ না হওয়াতে, যখন তাহার আত্মীয়েরা মৃতের সৎকারজন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন সে তাহার মৃত স্বামীর পোষাক পরিধান করিয়া উচ্চ গৃহছাদ হইতে রাস্তায় লম্ফ প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দেয়।

১৩৩৯ সালে "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" প্রণেতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের জীবনান্তের ২০।২৫ মিনিট মধ্যে তাঁহার সতী ভার্য্যা রোগ শয্যায় থাকিয়াই যেন স্বেচ্ছায় জীবন পরিত্যাগ করিয়া সহগামিনী হইয়াছিলেন।

এপর্য্যন্ত সতী ধর্ম্ম যাহা দেখান হইল এবং এখনও এদেশে যাহা দেখা যায় সে হিসাবে মুক্তকণ্ঠে বলা যায় চুক্তির বিবাহ বিবাহই নহে, ঐ বিবাহ প্রায় সতী ধর্ম্মের বিঘ্ন বা বাধকই হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের গান্ধর্ব্ব বিবাহ বা যুদ্ধে অপহৃতা নারী দিগের বিবাহেও চুক্তির বা ছাড়াছাড়ির কথা নাই, সাময়িক চুক্তিকে বিবাহ বলা ইহা ভারত ছাড়া কথা। অতএব পূর্ব্বোক্ত সতীদিগের বিবাহ কখন সাময়িক চুক্তি হইতে পারেনা। আর্য্যজাতির বিবাহে তাঁহাদের ইহ পরকালের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধই ঘটে এবং উহাদের পরকালেও চিরমিলনের বিশেষ আশা শাস্ত্রীয় প্রমাণেও বুঝা যায়।

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বৎ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥ স্মৃতিঃ

সর্পগ্রাহী (সাপুড়ে) যেমন গর্ত্ত হইতে সর্পকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করে সেই প্রকার পতিপ্রেম বিমুগ্ধা সতী নারীগণ সহ মৃতা হইয়া ভর্ত্তাকে স্বকীয় সতীত্ব প্রভাবে উদ্ধার করিয়া উভয়েই আনন্দে স্বর্গভোগ করেন সুতরাং সতীত্বের পুণ্য বলে পতিরও সদ্‌গতি হইয়া থাকে এজন্য সযত্নে সদ্বংশীয়া সতীর গর্ভজাতা সতী কন্যাকেই বিবাহ করা উচিত, কেবল সৌন্দর্য্যে মজিয়া কুবংশের অসতীর কন্যা বা অসতীর সংস্রব না ঘটে সেজন্য সাবধান থাকা কর্ত্তব্য, কারণ অসতী অবিশ্বাসীর প্রেম বড়ই বিষময় ও দুঃখ জনক হয়। রূপজমোহ ক্ষণিক জানিবে।

এই প্রকার আর্য্য বিবাহের মাহাত্ম্য অনার্য্যেরা না বুঝিলেও বিশেষ দুঃখ নাই কিন্তু আর্য্য সন্তানেরা এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি না বুঝেন এবং পাশ্চাত্য আদর্শে চলেন, তবে তাঁহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন।

পতিপ্রেম বিমুগ্ধা সতী পত্নীরা পতি বিয়োগ জনিত দুঃখ আজন্ম ভোগ করা অপেক্ষা মরণই অধিক সুখকর মনে করিয়া সহমরণ না থাকায় এখন কেহ কেহ বিষাদি ভক্ষণে দেহত্যাগ করেন কিন্তু ঐকার্য্যে আত্মহত্যা জন্য মহপাপ ঘটে, তদপেক্ষা পুনর্ম্মিলনে বিশ্বাস রাখিয়া জগৎপতি ঈশ্বরের সেবা ও জীবসেবাদি মহৎ কার্য্য করিয়া পতিপ্রেমে জীবন ধারণ করুন; হিন্দুশাস্ত্রে আত্মহত্যা মহাপাপের প্রায় নিষ্কৃতি নাই।

উত্থানের পথ

প্রেমতত্ত্ব।

"আনন্দশ্চিদ্‌ঘণঃ স্বামী প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃক্‌।"

শাস্ত্র বলিতেছেন, সেই নিখিল জগতের প্রভু যে ভগবান্‌ তিনি আনন্দময়, চৈতন্য ঘণ মূর্ত্তী ও স্বামী অর্থাৎ জীব মাত্রেই প্রকৃতিরূপা কেবল তিনিই একমাত্র পুরুষোত্তম সুতরাং সকলের স্বামী বা অধিপতি, আবার তিনি নিজেই প্রকৃতির রূপ ধারণ করিয়া প্রভুর বা নিজেরই সেবিকা রূপে বিদ্যমান আছেন। শ্রীশ্রীগীতায় (৭ অঃ ৫ম শ্লোকে) জীবকেও প্রকৃতি বলিয়াছেন, সেজন্য ভগবান্‌ নিজেই প্রকৃতি পুরুষ বা রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া এবং স্বানুরূপা বা প্রকৃতি রূপা স্ত্রীজাতির সৃষ্টি এবং পুরুষের সৃষ্টি করিয়া জগতে প্রেম লীলার অভিনয় দেখাইতেছেন। (মৎপ্রণীত বৃহৎ হিন্দু-নিত্যকর্ম্মে লিখিত শিবলিঙ্গ শ্যাম শ্যামা তত্ত্ব প্রবন্ধ এস্থলে দ্রষ্টব্য)।

উপনিষদ বলেন,—"আনন্দং ব্রহ্ম তেনৈবানন্দী ভবতি।" আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, সেই ব্রহ্মানন্দপ্লুত হইয়াই জগৎ সদা আনন্দিত বা প্রফুল্লিত হইয়া আছে। জলে স্থলে ফলে ফুলে সেই সুললিত আনন্দই বিরাজিত। এই আনন্দই প্রেম, এই প্রেম শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ মমতা বা মায়া প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত। প্রেমময় ঈশ্বর পূর্ণচন্দ্রের কিরণামৃত পাতের ন্যায় প্রেমামৃত দানে জীবকে সর্ব্বদা আনন্দিত করিয়া থাকেন।

পণ্ডিতেরা এই প্রেম বা আনন্দভাবকে আবার রস বিশেষ বলিয়া থাকেন সেজন্য প্রেমের উদয়ে কঠোর শুষ্ক হৃদয়ও আর্দ্র এবং মধুর হইয়া পড়ে। এই মধুর রসও ভগবন্মূর্ত্তি, শাস্ত্র বলেন, "রসো বৈ সঃ।" সেই ব্রহ্মই রস বা সর্ব্ব রসের আকর স্বরূপ। যেমন কঠিন মিশ্রী খণ্ড সুতীক্ষ্ণ মিষ্ট রসের ঘণীভূত আধার হইলেও রসনা সংযোগে রসিত বা রসাল না হইলে পরিতৃপ্তি কর স্বাদগ্রহণযোগ্য আনন্দ দায়ক হয় না, সেইরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে ক্ষরিত রসকণিকা জীব আস্বাদন করিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকে, জীব তাহার চক্ষু কর্ণাদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সর্ব্ব বস্তুরই ঐরূপে হৃদয়ে রসাস্বাদন করিয়া আনন্দিত হয়। "রস্যতে আস্বাদ্যতে অসৌ।" অর্থাৎ যাহা আস্বাদন করা যায় তাহাকে রস বলে।

ভগবান্ সর্ব্বরস বা প্রেম সাগর হইলে ও তিনি আবার স্বয়ং ঐ প্রেম রস আস্বাদনের জন্য কাঙ্গাল। তিনি তাঁহার প্রকৃতিকে বা জীবকে প্রেম দান করিতেছেন আবার তাঁহাদের নিকট হইতেও এই একমাত্র প্রেম বা ভক্তির কণা লাভের জন্য প্রলুব্ধ এবং তিনি কেবল উহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, প্রয়োজন না থাকায় অন্য কিছুই তাঁহার প্রার্থনীয় নাই। শাস্ত্র বলেন ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ঈশ্বর কেবল মাত্র ভক্তি বা প্রেমেরই বশ। "ভক্তিঃ পরানুরক্তি-রীশ্বরে।" ঈশ্বরের প্রতি যে অত্যন্ত ভালবাসা বা আশক্তি তাহাকে ভক্তি বলে। প্রেমের আদান প্রদান লইয়াই জগতে প্রকৃতি পুরুষের (বা রাধা কৃষ্ণের) খেলা। সুখের এই পবিত্র লীলা খেলার আদর্শ লইয়াই জীব জগতেরও প্রেমের খেলা চলিতেছে।

মানব সমাজে যুবক যুবতীগণও ঐ ভাবেরই অনুরূপ প্রকৃতি পুরুষ রূপে পরস্পরের প্রেম রসাস্বাদনের জন্য সর্ব্বদা যেন উভয়ে ব্যাকুল থাকিয়া সাংসারিক জীবন যাপন করেন, কারণ জীব প্রেমময় ঈশ্বরেরই অংশ কণা সুতরাং বহ্নি স্ফুলিঙ্গবৎ ঈশ্বরেরই অনুরূপ, সেজন্য সে তাহার পৈত্রিক স্বভাব বশতঃ যেন বড়ই প্রেম লুব্ধ, সে কেবল ক্ষণিক সুখকর কামসেবায় পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেনা, প্রেমের লোভেই কাম সেবা করে।

"বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।" মহাভক্তা মীরাবাই বলেন, যজ্ঞ তপস্যা যাহাই কর ভাই প্রেমবিনা শ্রীকৃষ্ণ মিলিবেনা। ঠাকুর নৈবেদ্য খাননা, পিতৃলোক ও স্বহস্তে পিণ্ডভোজন করেন না। ফল ফুল নৈবেদ্য এবং পিণ্ডাদি দানে তোমার যে শ্রদ্ধা বা ভক্তি ভাবের অভিব্যক্তি হয় সেই ভক্তি বা প্রেম রস রক্ষিত বস্তু বা রস পাইলে তবে দেব বা পিতৃলোক তৃপ্ত হয়েন, সুতরাং সদা সর্ব্বত্র প্রেমেরই রাজত্ব প্রেমেরই জয় এবং সকলে একমাত্র প্রেমেরই বশ। বিনা প্রেম বা ভক্তিতে পুষ্প নৈবেদ্যাদি দিলে ভগবান্ যেমন তুষ্ট হননা সেইরূপ প্রেম না পাইলে বসন ভূষণ মাত্র পাইয়া সংসারের পত্নীও তুষ্টা হয়েন না। আর্য্যজাতি সর্ব্বদা এই প্রেমানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া থাকিয়া তাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক হইয়াছিলেন, সেজন্য এখনও তাঁহারা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকেও প্রেমাস্পদ ভাবিয়া তাহাদিগকে প্রত্যহ ইহকালে অন্নাদি দান এবং পরকালেও শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা জল পিণ্ডদান করিয়া সর্ব্বজীবেরই আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। জীবের বা পিতৃলোকের কিম্বা ভগবানের প্রতি এই প্রেম ভাবের অভিব্যক্তি সূচক দান,

শ্রাদ্ধ বা পূজাদি কর্ম্মকেই সৎকর্ম্ম বলে, মানব মহা প্রেমিক হইলে তিনি সাক্ষাৎ জীবন্মুক্তও হয়েন। প্রেমের বিপরীত ভাব নিষ্ঠুর নির্দ্দয় বা অভক্তি ভাবের কর্ম্মপুঞ্জকে অপ্রেম বা অসৎ কর্ম্ম বলা যায়। প্রেমের এই প্রকার অসীম শক্তি ও মাহাত্ম্য বুঝিয়াই প্রেমিক গান্ধিজী শত্রু মিত্র সকলকেই প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে সাহসী হইয়া ছিলেন এবং এখনও আশায় আছেন কিন্তু বিরুদ্ধ স্বার্থে প্রেমের মিলন হইবেনা। ভারতীয় লোক এই দৈব দুর্লভ প্রেম ভুলিয়া পরস্পরে প্রেম হীন হওয়ায় দুর-বস্থায় পড়িয়াছেন পুনশ্চ এই প্রেমের মিলনের পথে চলিলেই তাঁহারা সব পাইবেন, একথা আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি।

স্বর্গাদি কামনা না থাকিয়া ভগবানের প্রতি অহৈতুকী নিষ্কাম ভাল বাসাকেই শুদ্ধ প্রেম বলে (নিষ্কাম কর্ম্ম প্রবন্ধ দেখ) ইহাই মুক্তি প্রদ। কাম বা কামনা সংমিশ্র ভালবাসাই সাংসা-রিক প্রেম ইহাতে সুখ দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। শিশুর প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া পিতা মাতা বা সাধারণ নর নারীরও যে আনন্দ হয় উহাও নিষ্কাম প্রেম এজন্য উহা অধিক আনন্দ প্রদ, উহাকে বাৎসল্য প্রেম বলে *।

* যেমন অগ্নিদগ্ধ রক্তবর্ণ লৌহকে বাহিরে আনিলে কিছু-ক্ষণ অগ্নিতুল্য বর্ণ থাকে পরে বহির্বায়ুর সংস্পর্শে ক্রমশঃ মলিন হয়। সেইরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে সদ্য সমাগত শিশু কিছুকাল আনন্দময়ই থাকে, পরে ক্রমশঃ বহির্ব্বায়ুরূপ পাপ তাপে ম্লান হইয়া যায়। যে সুকুমার কুমারের প্রফুল্ল মুখের হাসি দেখিলে

যৌবনের প্রারম্ভে কৈশোর বয়সে নর নারীর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়াই আশ্রয় অন্বেষণ করে, পণ্ডিতেরা সেজন্য প্রেমকে লতিকা বলিয়া কল্পনা করেন, ঐপ্রেম-লতিকা যাহাতে আশ্রয়াভাবে শুষ্ক না হয় সদাশ্রয় পাইয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয় সেইহেতু এদেশে পবিত্র বিবাহ প্রথা। আশ্রয় আশ্রিতা উভয়ের নির্ব্বিঘ্ন প্রেমবন্ধনেই উত্তম ফল পুষ্প স্বরূপ সুখশান্তি ও সুসন্তান প্রসূত হইয়া মনুষ্য জগতের অশেষ আনন্দ বিধান ও কল্যাণ সাধন ঘটে, সেজন্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা কৈশোর বিবাহেরই পক্ষপাতি ছিলেন। কিশোর কিশোরীর নব প্রেমানুরাগ বা প্রেম লতিকা যথা সময়ে উপযুক্ত আশ্রয় না পাইয়া কুপথে বা কদাশ্রয় অবলম্বন করিয়া দৃঢ়বদ্ধ হইলে তখন পুনশ্চ তাহাকে আর সুপথে প্রত্যাবর্ত্তন করান সুকঠিন হইয়া থাকে, তখন বলপ্রয়োগ করিলেও ঐপ্রেম লতিকা ছিন্ন ভিন্ন শুষ্ক বা মলিন হইয়া যায়। সাধারণ ভাষায় বলে, "যার সঙ্গে মজে প্রেম (মন) কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" প্রেম অন্ধ সে রূপ গুণ জাতি কুল শীল কিছুই

মাতৃস্নেহ ভাবাপন্ন যুবতী কুলের বাৎসল্য ভাবোদয়ে স্তন দুগ্ধ ক্ষরণ হয় সেই শিশু আবার তরুণ সুন্দর যুবক হইলে তাহার নব শ্মশ্রু শোভিত মুখপদ্ম দর্শনে কামিনী কুলের কাম (বা ভোগ বিলাসের) ভাবও জাগিয়া উঠিতে পারে। এস্থলে প্রেম ও কামের পার্থক্য বুঝা যায় কিন্তু ভগবানে নিষ্কাম বা কামনা বাসনা পূরণের জন্য আশক্তি বা রতি জন্মিলে উহা ক্রমশঃ প্রেমেই পরিণত হইয়া থাকে।

দেখিতে পায়না, সেজন্য আত্মীয় অভিভাবক দ্বারা এই প্রেমের নবাঙ্কুর লতিকা সুযোগ্য দম্পতী যুগলের মধ্যেই দৃঢ়তর আবদ্ধ বা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যভিচারে নীচ বা অন্য পথে আর যাইতে পারেনা, তখন দম্পতীর প্রেম সাকাঙ্ক্ষভাবে উভয়-মুখী হইয়া পরস্পরের দর্শন স্পর্শনে পরিতৃপ্ত থাকে সুতরাং সেস্থলে প্রেমফল উত্তমই ফলিয়া থাকে।

অতএব এই পবিত্র অক্ষত নিরাবিল প্রেমফল লাভ করিবার জন্যই আর্য্যজাতির একনিষ্ঠ পবিত্র বিবাহ প্রথাটি চিরদিন সুরক্ষিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন এজন্য স্ত্রী স্বাধীনতার মোহে মুগ্ধ না হইয়া কুশিক্ষা ও কুআদর্শ হইতে বালিকাদিগকে রক্ষা করা সকল বিজ্ঞ লোকেরই এখন অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য নচেৎ কোন প্রকারে ব্যভিচার সংস্পর্শে প্রেম নষ্ট হইয়া যায়।

অপর দাম্পত্য প্রেম এবং সন্তান বাৎসল্য প্রভৃতি পারিবারিক প্রীতির আতিশয্য দ্বারা প্লাবিত হইয়া প্রেমরস তরঙ্গে যেন মাখা-মাখী করিয়া (অথচ সন্তর্পণে) আর্য্যেরা অনিত্য সংসার সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক শেষ জীবনে হরি-প্রেম সাগরে ডুবিয়া তাঁহারা পারলৌকিক পরমার্থ বা নিত্য সুখময় মোক্ষলাভ করিতে ভুলিতেন না কিন্তু অনার্য্য জাতি অনেকে প্রকৃত মুক্তির কথা না বুঝিয়া কেবল কাম্য ক্ষণিক বা নশ্বর ঐহিক সুখ সমৃদ্ধি সম্ভোগ এবং কেবল পত্নী প্রেমকেই একমাত্র পরমার্থ জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ পত্নীপ্রেমে সমধিক মুগ্ধ থাকিলেও তাঁহাদের ভাগ্যে কিন্তু আর্য্য সতীর প্রগাঢ় নির্ম্মল প্রেমের ন্যায় পবিত্র প্রেমের কণা মাত্র লাভও প্রায় ঘটেনা, কারণ ঐ অনার্য্য নারীগণ প্রায় অনেকেই তাঁহাদের পতিকে আর্য্য

সতীর ন্যায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একমন বা একনিষ্ঠ ভাবে ভজনা করিতে শিখেন নাই।

গাঢ় এবং পবিত্র প্রেম জন্মাইতে গেলে প্রথমতঃ অঙ্কুর সময় হইতেই একনিষ্ঠ ভাব বা বাল্য বন্ধুতার ভাব থাকা চাই, সেজন্যই আমরা অন্যূন দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা বালিকার বিবাহ দিতে বলিয়াছি। বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার বিভিন্ন রুচি প্রবৃত্তি জন্য অন্য জাতীয়া স্ত্রীর সহিত প্রেম প্রায় জন্মে না প্রেমের জন্যই সম আবেষ্টনী ও রুচি প্রবৃত্তি বিশিষ্টা স্বজাতীয়া স্ত্রীর প্রয়োজন।

স্বাধীন ভাবে পতি নির্ব্বাচন করিতে গিয়া রূপ যৌবন গর্ব্বিতা অধিক বয়স্কা নারীর পতি যেন একান্ত অনুগৃহীত হইয়া পড়েন, পুনশ্চ চুক্তির বিবাহ স্থলে নির্ব্বাচন উপলক্ষে নানাবিধ যুবকের সহিত রমণ এবং অবাধ মিলা মিশায় ঐ যুবতী দিগের একলক্ষ্য বা একনিষ্ঠতা কখন নির্ম্মল বা পবিত্র থাকিতে পারেনা ইত্যাদি কারণে আর্য্য সতী দিগের নিস্বার্থ প্রেমের তুলনায় অনার্য্য নারীদিগের নশ্বর স্বার্থপর প্রেমের (যাহার নাম কাম) বিশেষ পার্থক্যই দেখা যায় সেজন্যই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী অনু-গৃহীত পতির সহিত সহমরণ যাইবার প্রবৃত্তি কল্পনাই তাঁহাদের জন্মিতে পারেনা কিন্তু ঐ দেশের কামান্ধ যুবকেরা ঐ সকল যুবতীর জন্য তরল প্রেমভঙ্গ জনিত ক্ষোভে অনায়াসে (সহ মর-ণের ন্যায়) আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না সুতরাং দুই জাতির দুই দেশে বিশেষ বিপরীত ভাব বুঝা যায়। এখন এদেশেও ক্রমশঃ ঐ ভাব বাড়িতেছে।

"কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি-রুচ্যতে।"

ইত্যাদি গীতা বাক্যে প্রকৃতিকেই কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বের হেতু

বলিয়াছেন, পুরুষ দ্রষ্টা বা সাক্ষী এই ভাব সংসারেও প্রচলিত ছিল কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বিপরীত। মেম সাহেব বা পাশ্চাত্য নারী ঐ দেশে আদেষ্টাও দ্রষ্টা অর্থাৎ আদেশ করেন ও কার্য্যাদি দেখিয়া লন, আর পুরুষেরা (চরকীর মত) ঘুরিয়া বেড়ান, সর্ব্বদা হুজুরে হাজির থাকিয়া আদেশের পূর্ব্বেই সমস্ত সরবরাহ করিতে প্রস্তুত হয়েন। সম্প্রতি এদেশেও ঐ ভাব সংক্রমিত হইতেছে সেজন্য পতি অপেক্ষা পত্নীর প্রতিই পতির প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কলির ভবিষ্যৎ ফল বুঝিয়া শাস্ত্র বহুপূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, "স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ। নারীবশা মানবাঃ।" সুতরাং ইহা প্রেম নহে কাম জন্য অনুরাগ জানিবে।

পতির প্রতিই হউক কিম্বা ঈশ্বরের প্রতিই হউক প্রেম এক-নিষ্ঠ না হইলে উহা ঐকান্তিক বা গাঢ় প্রেম হয়না। সেজন্য আর্য্য-জাতিরা সর্ব্বব্যপী এক অদ্বৈত ঈশ্বরেরই নানা মূর্ত্তি জানিয়াও মূর্ত্তি বিশেষকেই ইষ্ট দেবতা বলিয়া প্রেম ভক্তিতে ভজনা করেন, তাই মহাপ্রেমিকা ব্রজ গোপিনীরা "সর্ব্বং কৃষ্ণ ময়ং জগৎ" দেখিয়া তন্ময় হইয়াই গাহিয়া ছিলেন,—যে দিকে ফিরাই আঁখি সব কৃষ্ণ-ময় দেখি। কৃষ্ণময় দেখি ত্রিভুবন রে।

মহাপণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী এক স্থানে টীকায় বলিয়াছেন।

শ্রীনাথে জানকী নাথে হ্যভেদঃ পরমাত্মনঃ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

অর্থাৎ শ্রীনাথ কৃষ্ণ এবং জানকী নাথ শ্রীরামচন্দ্র ইঁহারা উভয়েই অভিন্ন পরমাত্মা নিশ্চয় কিন্তু তাহা হইলেও সেই কমল লোচন

রামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্ব অর্থাৎ ইষ্টদেবতা স্বরূপ, অর্থাৎ শ্রীরাম মূর্ত্তিতেই তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম জন্মিয়াছিল।

প্রেমের প্রকৃত পথ না জানাতে অনিত্য কামকেই প্রেম ভাবিয়া নিত্য সুখকর পবিত্র প্রেম কণিকার আশায় অনার্য্য সমাজের নর নারীরা হা হুতাসে ছট ফট করিয়া বেড়াইতেছেন, এদেশের যুবকেরা তাহা দেখিয়াও বুঝেন না ইহাই মহাদুঃখ। যে প্রেমে সতী নারী পাগলিনী প্রায় হইয়া সহমরণে যায় আধুনিক নাটক নভেলের প্রেম সেই দাম্পত্য মহাপ্রেমের ছায়াও করিতে পারেন না।

এই মহাপ্রেম সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন,

ন হি পত্যুঃকামায় পতিপ্রিয়ো ভবতি।
স্বাত্মকামায় (সুখায়) পতিপ্রিয়ো ভবতি॥

পত্নীগণ যে কেবল পতির সুখের জন্যই পতিপ্রিয় হয়েন তাহা নহে, স্বকীয় সুখের জন্যও পতিপ্রিয় হয়েন, অর্থাৎ পতিকে প্রেম বা প্রাণ খুলিয়া সরল ভাবে ভালবাসিলে তাঁহাদের আত্মতৃপ্তিও অধিক হয়, এইরূপ নিজের স্ত্রীকেও কায় মন বাক্যে অকপট ভালবাসিলে পতিরও আত্মসুখ বাড়িয়া থাকে। এইপ্রকার দাম্পত্য প্রেমের গাঢ়তা জন্মিলে তখন ঐ প্রেম নিষ্কাম হইয়া যায়, তখন দেহ সুখের জন্য কাহারও কোন বিশেষ কামনা বা স্বার্থই থাকেনা, তখন দম্পতী যুগল পরস্পরকে কেবল ভালো বাসিয়াই উভয়ে মহা সুখানুভব ও পরিতৃপ্তি লাভ করেন, তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি রূপে গুণে মুগ্ধই থাকেন, ব্যভিচার দৃষ্টিতে অন্য কাহার মুখ দেখিতেও তাঁহাদের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয় না।

ঐরূপ প্রেমিক দম্পতী হইতেই প্রেম ফল স্বরূপ অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পন্ন পবিত্রাত্মা মহা গুণবান্ সন্তান জন্মিয়া থাকে। ঐ রূপ প্রেমিক দম্পতী পর্ণকুটীরে বা বৃক্ষতলে বাস করিয়াও মহাসুখী কিন্তু অপ্রণয়ী দম্পতী রাজপ্রসাদে বাস করিলেও তাঁহাদিগকে মহাদুঃখী বলা যায়,

এজন্য প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম যাঁহাদের হৃদয়ে না থাকে তাঁহাদের পক্ষে সংসার আশ্রম বৃথা এবং প্রেম শূন্য জীবনও তাঁহাদের বৃথা অর্থাৎ প্রেম শূন্য হৃদয় শুষ্ক মরিচিকা তুল্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি নিষ্কাম প্রেমিক দিগের ভালবাসা ব্যতীত তাহাদের মধ্যে দৈহিক সুখ বা অন্য স্বার্থে বিশেষ মনই থাকেনা তথাপি সপত্নীতে বা অন্যত্র সেই ভালবাসার আংশিক ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম ঘটিলেও মানিনী সতীর আবার মানভঙ্গ হইয়া অভিমান বা ক্ষোভ জন্মে।

উক্তরূপ গাঢ় দাম্পত্য প্রেম অবলম্বনেই অনেক মহাত্মা ভগবৎ প্রেমও শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাত্মা তুলসীদাস এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁহারা প্রথমে মহা স্ত্রৈণ বা কামুক থাকিয়াও পত্নী এবং উপপত্নীর প্রতি অনিত্য গাঢ় প্রেম অবলম্বন করিয়া থাকায় তাঁহাদেরই ভৎর্সনা বাক্যে বিচলিত হইয়া হঠাৎ উঁহারা নশ্বর জাগতিক প্রেম ছাড়িয়া সনাতন ভগবৎ প্রেমও লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভগবদ্ ভক্তির আস্বাদ পাইয়া তাঁহাদের কামবৃত্তি প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। যেমন সাকার মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সাধক নিষ্কামভাবে নিরাকার ভগবৎপ্রেম লাভ করেন, সেইরূপ সাকার পতিপত্নী সম্বন্ধ অবলম্বনে দম্পতী যুগল নিষ্কামভাবে মহাপ্রেম লাভ করিতেও সক্ষম হইতে পারেন। সুপ্রেমিক

দম্পতী দুঃখকে গ্রাহ্য না করিয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়াই মহাসুখে দিন যাপন করেন একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ভগবান কিছু দিন বা নাই দিন সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কিছুই না চাহিয়া না পাইয়া কেবল তাহাকে ভালো বাসিয়াই যখন তুমি পরিতৃপ্তি বোধে রতি সুখানুভব করিবে, তখনই তোমার ভগবৎ প্রেম গাঢ় ও অহৈতুকী নিষ্কাম হইল বুঝিবে। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,—

আত্ম দেহ সুখ ইচ্ছা তাহা হয় কাম।
কৃষ্ণ প্রীতি বাঞ্ছা যাহা প্রেম তার নাম।

ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিদ্বারা দেহ সুখের যে কামনা তাহাকেই কাম বলে সেজন্য কামলালসা অপূরণাদি জনিত ক্ষোভে পাশ্চাত্য যুবক যুবতীরা মৃত্যুকে বরণ করায় তাঁহাদের মহাপাপজনক আত্মহত্যাই ঘটে। ঈশ্বর প্রীতি কিম্বা পতিপ্রীতি কামনা অর্থাৎ পরার্থপর প্রীতির নামই প্রায় প্রেম বলে। আত্ম সুখ ভুলিয়া পতিসুখে সুখিনী সতীনারীদিগের সহমরণ কার্য্যে পতিপ্রেম জনিত যে মহাত্যাগ উহা আত্মহত্যা নহে, উহা পতিসম্বন্ধীয় নিষ্কাম নিঃস্বার্থ মহাপ্রেম বলিয়াই স্বর্গপ্রদ। এই প্রকার দেশ-প্রেমে বা নিষ্কাম কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রেরণায় বীরমদে মাতোয়ারা হইয়া স্বেচ্ছায় বহু দুঃখ কষ্ট এবং সাংঘাতিক প্রহারের যাতনা প্রভৃতিকেও বরণ করিয়া বীর যোদ্ধারা সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করায় তাঁহারাও স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

যখন এদেশে বীর ছিল তখনকার শাস্ত্রকার আর্য্যজাতির মহাভারত রামায়ণ চণ্ডী ও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে কেবলই বীররস এবং অকাতরে দেহত্যাগের কথা আছে। পরে, মহাত্মা বুদ্ধদেব,

শঙ্কর এবং চৈতন্যদেব কেবল বৈরাগ্য শাস্ত্র গাইয়াছিলেন সেজন্যও ক্রমশঃ বীররস হারাইয়া ভারতের দুর্গতি ঘটিয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের এখন না ঘটিল যোগ না হইল ভোগ, সার দাঁড়াইয়াছে কেবল কর্ম্মভোগ বা কাপুরুষতা।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল-ভেদিনৌ।
সন্ন্যাসী যোগযুক্তস্য সম্মুখ সমরেমৃতঃ॥ অথর্ব্ব সং

সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষাও উচ্চ স্বর্গলাভ করিতে দুই প্রকার পুরুষেরাই সক্ষম হয়েন। যিনি যোগযুক্ত (আত্মদর্শী) সন্ন্যাসী এবং যিনি সম্মুখ সমরে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, কারণ শাস্ত্র বলেন "ত্যাগান্মুক্তিঃ।" উক্ত যোদ্ধারা (সুচরিত্র বা ভক্ত না হইলেও) স্ত্রী পুত্র গৃহাদি যাবদীয় বিষয়ের বা প্রচুর ঐশ্বর্য্যের প্রেম বা মমতা ত্যাগ করিয়া অবশেষে অনাশক্তভাবে পরার্থপর প্রেমে বা নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাব হইয়া জীবনের মায়াও ত্যাগ করিয়া স্বপ্রিয় দেহকেও ত্যাগ করায় তাঁহারাও মুক্তিভাজন হয়েন সুতরাং প্রকৃত নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকেরাও উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকেন। যুদ্ধমৃতের স্বর্গলাভই ঘটে, একথা শ্রীশ্রীগীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

হতো বা প্রাপ্স্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভক্ষ্যসে মহীং॥

হে অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধে মরিয়া স্বর্গলাভ কর কিম্বা জয়লাভ করিয়া পৃথিবী ভোগ কর। কাপুরুষ হইয়া থাকিলে চলিবে না। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" ভগবৎ প্রেম বা দেশপ্রেম কিম্বা দাম্পত্য-প্রেমে ঐকান্তিকভাবে মাতিয়া তন্ময় হইয়া স্বার্থপর না হইয়া

বৈধভাবে ঐহিক এবং পারত্রিক মুক্তির চেষ্টা করাই বীরত্ব, ইহা সকল মুমুক্ষু মানবেরই কর্ত্তব্য কার্য্য সুতরাং কেবল জপ তপের পথে যাইতে না পারিলেও মুক্তি লাভ করা যায়। মোট কথা নিষ্কাম নিঃস্বার্থভাবে কিছু ত্যাগ বা কার্য্য করা চাই। পরার্থপর কার্য্যই প্রায় সৎকর্ম্ম যেপথ যে ভালো বাস কর, আলস্যে অবসন্ন থাকিও না। মহাত্যাগ ও মহাপ্রেমের পথেই মুক্তি সহজ জানিবে, স্বার্থপর ঐহিক ভোগ কামনাকেই কাম বলে উহাই বন্ধনের হেতু, উহা প্রেম নহে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মৃতঃ প্রাপ্নোতি বা স্বর্গং শত্রুং হত্বা সুখানি বা।
উভাবপি হি শূরাণাং গুণাবেতৌ সুদুর্ল্লভৌ॥ গীতা

যুদ্ধে মৃত্যু হইলেও স্বর্গ লাভ, শত্রুধ্বংস হইলেও রাজ্যাদি সুখসম্ভোগ করা যায় সুতরাং বীরত্বের উভয় পক্ষেই সুদুর্ল্লভ গুণই দেখা যায়। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে শূরত্ব বা বীরত্বের আদর ভুলিয়াই ভারত অবসন্ন প্রায় হইয়াছে, এদেশে এখন নিরীহ চুপ চাপ মানুষই ভাল মানুষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে কিন্তু উহা তামসিক .জড়ত্বেরই লক্ষণ। খেলায় এবং সন্তরণে এখন কিছু কিছু শূরত্ব বীরত্ব বা পৌরুষ এদেশে দেখা যাইতেছে রাজসিক হইলেও ইহা মন্দের ভাল।

আমরা এপর্য্যন্ত নশ্বর জাগতিক প্রেমের কথাই অধিক আলোচনা করিলাম কিন্তু প্রেমময় প্রেমময়ী শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের সুন্দর চিত্র বৈষ্ণব কবিরা যাহা ভক্তি শাস্ত্রে জাগতিক প্রেমের উদাহরণ দিয়া সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়া ফুটাইয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা (শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে লিখিত) বৈষ্ণব শাস্ত্র

বিদ্যাপতি জয়দেব প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে বুঝিবেন। এখানে উহার দুই একটি কথার উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি।

মহাপ্রেমিকা প্রকৃতিরূপিণী রাধারাণী প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনা নিতান্ত অসহ্য বোধ হওয়াতে মরণই মঙ্গল স্থির করিয়া বলিতেছেন,—

মরিব মরিব সখি আমি নিশ্চয় মরিব।
(কিন্তু) কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥

অর্থাৎ আমার পক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ জালা সহ্য করা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল সুতরাং আমি নিশ্চয় মরিব বটে সেজন্য দুঃখও নাই কিন্তু আমার একমাত্র প্রেমাধার সেই কৃষ্ণকে আমি কোন নারীকে বা ভক্তকে বিলাইয়া দিয়া যাইব, ইহাত আমি সহ্য করিতে পারিব না। অন্য কেহ কি আমার মত এরূপভাবে আমার প্রিয়পতি সেই জগৎপতির সেবা করিতে পারিবে। প্রেমের বা একনিষ্ঠ ভালোবাসার কতদূর উৎকর্ষ ঘটিলে এরূপ আনন্দ উপভোগ ঘটে, যে প্রেমানন্দের ভাবে ভগবান্ নিজেও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা পাঠকগণ একবার ভাবিয়া দেখুন;

প্রেমময়ী রাধিকা আবার ভাবিতেছেন, আমার অদর্শনে (যিনি আমাকে বড়ই ভাল বসেন) সেই আমার একমাত্র প্রেমাধার শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয় বড়ই কষ্ট হইবে সে কষ্টও ত আমি সহ্য করিতে পারিব না, সেজন্য ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন,

"মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে।"

আমি মরিলে পর কৃষ্ণবর্ণ তমাল শাখায় আমার এই মৃত দেহটাকে রাখিয়া দিবে, কারণ আমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ

বধূর (প্রিয়তমের) যখন বড়ই কষ্টানুভব হইবে তখন তোমরা সকলে আমার এই মৃতদেহটাকেও দেখাইয়া সান্তনা দিবে, অর্থাৎ তাঁহার সে কষ্টও আমার অসহ্য। কত আদরের বা ভালবাসার কথাবার্ত্তা এরূপ প্রেমের আদর্শ জগতে অন্য কোন দেশে বর্ণনা আছে কি?

চণ্ডীদাস

সই কেবা (কিবা) শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে (প্রতাপে) ঐছন (ঐ প্রকার) করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে (কি প্রকারে) রয়॥

দ্বাপর যুগান্তে প্রায় পঞ্চ সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন লীলায় আদর্শরূপে গোপিনীদিগের সহিত যেভাবে পরকীয়া রতিসুখ বা প্রেম সম্ভোগাদি লীলা দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারই ইচ্ছায় বিগত পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ পরকীয়া প্রেম লীলার ভাবে ভাবিত হইয়া, জীবন্মুক্ত মহাভক্ত চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধিকার প্রেমভক্তি উজ্জ্বলভাবে দেখাইয়াছেন।

শ্যামের সহিত সাক্ষাৎ নাই জানা নাই তথাপি শ্রীরাধিকা শ্যামের নাম শুনিয়াই আকুল হইলেন। শ্যাম নাম এত মধুর যে

শ্রীরাধিকা ঐ নাম বদন হইতে ছাড়িতে পারিতেছেন, না এবং ঐ নাম জপ করিতে করিতে অবশ হইয়া পড়িতেছেন ইহা কামাবেশ নহে ভক্তির আবেশ। শ্রীশ্রীরাধারাণীর কৃপায় তাঁহারই অনুকরণের ছায়ামাত্র লইয়াই ভক্তেরা ভক্তি শিক্ষা করিয়া থাকেন। চণ্ডীদাস যথার্থই শ্রীরাধিকাকে প্রেমভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে গঠন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জন্মিবার প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহারই ইচ্ছায় মহাভক্ত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এবং জয়দেব ঠাকুর জন্মিয়া ভক্তি গ্রন্থ পদাবলী রচনা করিয়া ভক্তির ও ভক্তের আসন এদেশে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেজন্য পরবর্ত্তী সময়ে সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ সহ সানন্দে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়া প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় এদেশ আনন্দে উথলিয়া উঠিয়াছিল।

বিশালাক্ষী (বাশুলী) কালিকা দেবীর আদেশে রামী (ধোপানীর) সহায়তা অবলম্বনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুরূপ মহা প্রেম এবং পরকীয়া রতির ভাব মহাত্মা চণ্ডীদাস ঠাকুর যিনি বঙ্গসাহিত্যের আদিম মহাকবি তিনি স্বীয় পদাবলীতে এবং নিজের ব্যবহারেও মধুররস অতি মধুর ও স্পষ্ট স্বাভাবিক সরল ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পদাবলী (পরকীয়া রতির ভাব) এখানে কিছু উল্লেখ করা হইল।

চণ্ডীদাস

রজকিনী রূপ কিশোরী (রাধিকা) স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু (ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণ) চণ্ডীদাসে গায়॥

চণ্ডীদাস (সোহহং ভাবে)।

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ওরূপ মাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা রস॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাস
ধোপানী চরণ সার;

রজকিনীর উক্তি

কহিছে রজকিনী রামী শুন চণ্ডীদাস তুমি
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা সত্য করি মান তাহা
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥
আমি ত আশ্রয় হই বিষয় তোমারে কই
(আত্ম) রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন তোমার রতি ধ্যান
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি॥
সহজ মানুষ হব রসিক নগরে যাব
থাকিব প্রণয় রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাঁহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে॥

সেই সরোবরে গিয়া মনপদ্ম প্রকাশিয়া
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা মাধব সঙ্গে আনন্দে কৌতুক রঙ্গে
জনমে মরণে তুয়া পাব॥

(এই রজকিনীও মা বিশালাক্ষীর কৃপায় ও প্রত্যাদেশে রাধাভাবে ভাবিত হইয়া চণ্ডীদাসকে আলম্বন করিয়া অসীম ক্ষমতা ও নিষ্কাম প্রেম দেখাইয়াছিলেন)।

চণ্ডীদাস

পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি পরশি (প্রতিবেশী) পিরীতি প্রিয়সী
অন্য সকলি পর॥
পিরীতি সোহাগে এদেহ রাখিব পিরীতি করিব বল।
পিরীতি বিকথা (বিশিষ্ট কথা) সদাই কহিব
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি সায়রে সিনান করিব পিরীতি জল যে খাব।
পিরীতি দুঃখের দুঃখিনী যে জন পরাণ বাটিয়া দিব॥

উক্ত সঙ্গীতে পিরীতি বা (প্রণয়) প্রেমই যে জগতের সারবস্তু ইহাই স্পষ্টাক্ষরে মহাভক্ত কবি চণ্ডীদাস বুঝাইয়াছেন, আমরাও সর্ব্ববিষয়ে এই প্রেমের প্রাধান্য দেখাইলাম। যাঁহারা মহাত্মা চণ্ডীদাস চরিত্রে সন্দিহান্ তাঁহাদিগকে বলিতেছি, একটা বামুনের ছেলে একটা ধোপানীর প্রতি কামাশক্ত বুঝিলে তিনি যতই গায়ক হউন মহাপ্রভু প্রভৃতি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী ভক্তের সমাজে কখন তিনি বহু সম্মান পাইতেন না

বা অদ্যাপি এত সম্মান থাকিত না। বাশুলী বা বিশালাক্ষী মা কালিকার বরে দৈববলে তিনি রজকিনী প্রেমে বা পরকীয়া রতি আলম্বনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের অনুকরণ করিতে পারিয়াছিলেন, দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। অশ্লীল ভাবের পুস্তকাদি যাহা দেখা যায় তাহা পরবর্ত্তী দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের লেখা একথা এখনকার পণ্ডিতেরা বলিতেছেন। যাহা হউক অন্ততঃ শেষ বয়সে নিজের স্ত্রীকে রামী ধোপানীর ন্যায় কিশোরীভাবে ভাবিয়া, নিজে মদনমোহন ভাবে ভাবিত হইয়া কামগন্ধ বিহীন প্রেমের পথে সাধনায় চণ্ডীদাসের পথ মন্দ নহে। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে রাধাকৃষ্ণের ভাবে তন্ময় না হইলে কৃষ্ণলীলার গান মজেনা, সাধনায় সেই ভাবই প্রয়োজন।

বৈষ্ণব কবিরা মূল প্রকৃতি মহাভাবময়ী হ্লাদিনী শক্তিরূপিণী শ্রীমতী রাধিকাকে প্রেমের মহাজন প্রেমের খনি বা উৎস বলিয়া কত বর্ণনা করিয়া এই জগৎ মহা রাসমণ্ডলে প্রকৃতি পুরুষের নিত্য রাস নৃত্যাদি কত ভাব বা লীলা দেখাইয়াছেন "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলাইয়াছেন।

আমাদের এই সংসারেও সেই প্রকার অনুকরণে বা ভগবৎ আদর্শেই প্রকৃতিরূপিণী নারীজাতিকে প্রেমের উৎস খনি ভাবিয়া (যাহা হইতে প্রেমময় পুত্র কন্যা জন্মায়) সেই নারীজাতিকে বাল্যকাল হইতে সুপবিত্রা এবং সুগৃহিণী প্রস্তুত করিবার জন্য সতীধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়া পবিত্র দাম্পত্য প্রেমানন্দ ভোগের (বা সাংসারিক সুখের) পথই শাস্ত্রকারেরা দেখাইয়াছেন। ঐ পত্নীরূপা প্রেমাধারটি সুপবিত্রা এবং সুস্থিরা থাকিলে এবং উঁহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা থাকিলে এই সংসারে পুত্র কন্যা মাতা

পিতা বা ঠাকুর দেবতা সকলের প্রতিই পতি পত্নী তোমাদের উভয়েরই স্নেহ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম স্বাভাবিক ভাবে সুস্থির থাকিবে। তোমরা যাঁহাদের প্রতি প্রেম করিবে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিদান স্বরূপে ঐ সুমিষ্ট ও সুপবিত্র প্রেম বা ভালবাসাই প্রাপ্ত হইবে। ইহাই আর্য্যশাস্ত্রকারেরা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া এবং শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন সুতরাং যে কোন প্রকারে ব্যভিচারের পথে যাইলে মানব জীবনের সর্ব্ব বিষয়ে ব্যতিক্রম এবং ঘোর দুঃখ কষ্ট ও অশান্তিভোগ ঘটে। ব্যভিচারের এবং কামের পথে যাইয়াই পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ এখন হা হুতাসে এবং বহু অশান্তিতে প্রপীড়িত, প্রকৃতরূপ দাম্পত্য সুখ সৌভাগ্য না থাকায় অতুল ঐশ্বর্য্যেও তাঁহারা যেন উদাসীনের ন্যায় ও অগৃহস্থ।

বৈষ্ণব কবিরা বৃন্দাবন লীলায় এই প্রেমতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন,—ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর বলিয়া মথুরায় এবং দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ও পূর্ণতর কিন্তু তিনি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণতম ভগবান্ হইয়াছিলেন কারণ এখানেই প্রকৃতি পুরুষ বা শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ যুগলভাবে মিলিয়া পূর্ণতম হইয়া কাম গন্ধ বিবর্জ্জিত অহৈতুকী মহাপ্রেমের (বা রতির) চরমোৎ-কর্ষ দেখাইয়াছিলেন। যে প্রেমের পুলকে বৃন্দাবনে পশুপক্ষী তরুলতা অনুপ্রাণিত এবং জলস্থল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত ও যমুনা উজান বহিত, উহা কখন কি কাম হইতে পারে।

"রাধা সঙ্গং যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" শ্রীকৃষ্ণ যে যে সময় তাঁহার নিজ প্রকৃতি অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গ লাভ করিতেন তখন তিনি সেই যুগল মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ দেহে মদনমোহন হইতেন। এই তত্ত্ব বুঝিলে ভক্ত মানবের মদন বা

কামভাবও মোহন বা মুগ্ধ হইয়া যায়। বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি পুরুষস্বরূপ মদনমোহনরূপে পূর্ণপ্রেম প্রকাশে স্থূল যুগল দেহেই পূর্ণতম ভগবান্ হইয়াছিলেন।

ভগবান্ নিরাকার চিন্ময় হইয়াও প্রেমতত্ত্বে প্রকৃতিস্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করিয়া এবং স্বয়ং নিজ প্রকৃতির প্রেমে যেন পূর্ণভাবে মুগ্ধ হইয়া জগৎকে প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই প্রেম লীলার চরমোৎকর্ষ বৃন্দাবনে যাহা ঘটীয়াছিল তাহা অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়, এরূপ কোন দেশে ঘটে নাই।

প্রেমই জগতের সার বস্তু এবং সর্ব্বপ্রকার সুখের বস্তু এতত্ত্ব শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র এবং শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র বহু লীলা খেলায় দেখাইয়াছেন। আর্য্য জাতিরাই বিশেষভাবে এই নিরাবিল প্রেমরস তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন এবং মানব সমাজে ভগবৎপ্রেম দেশপ্রেম এবং দাম্পত্য প্রেমের স্থায়ীত্বের জন্য সদাচার ও সতীধর্ম্ম প্রভৃতির কথা নানাশাস্ত্রে এবং নানাভাবে পরিকল্পনাদিও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন যে, মানব তুমি চির জীবন কেবল সুখেরই অন্বেষণ করিতেছ বটে কিন্তু সেই সুখ অন্য কোথাও নাই ঐ সুখ কেবল প্রেমে, প্রেমশূন্য হৃদয়ে কোন প্রকার সুখ নাই বা সুখ জন্মে না।

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ॥ ভাঃ

অন্যান্য অবতার সকল সেই পুরুষোত্তম ভগবানেরই অংশ বা কলা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কেবল নিজপ্রেমে পরিপূর্ণাবতার। সর্ব্ববিধ দোষ গুণ বা সর্ব্বপ্রকার ভাব একাধারে না থাকিলে তাহাকে পূর্ণ বলা যায় না। যেন কিছু দোষভাব থাকায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র অভক্তের বা আসুরিক প্রকৃতির লোকের চক্ষে নিন্দনীয় বোধ হয়

কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণই আনন্দ ঘণ পরিপূর্ণতম মূর্ত্তি সন্দেহ নাই, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বহু জন্মের তপস্যা থাকিলেও পুনর্ব্বার কংসাসুরের নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় পীড়নে কারাগৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় অতি কষ্টে এবং অতি দুঃখে থাকিয়া বারম্বার "হা ভগবান্ কোথায় তুমি" ইত্যাকার আকুল ক্রন্দনসংমিশ্র প্রার্থনায় দয়াময় হরি পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতেই পুত্ররূপে জন্মিয়া দেবকী বসুদেবের দুঃখমোচন এবং বহু সাধকের পাপ তাপ খণ্ডন ও অভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন।

আমরা আশা করি ভারতের চিরদুঃখী সন্তানগণ কঠোর নির্জন কারাবাসে দুঃখে থাকিয়াও সেই প্রকারে একবার প্রাণ ভরিয়া সেই সর্ব্বদুঃখহারী বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিলে অনায়াসেই তাঁহাদের ইহ পরকালের পাপ তাপও দুঃখমোচন হইবে এবং প্রাণারাম আনন্দময়কে হৃদয়ে ধারণ ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে পারিলে শতদুঃখেও সুখোদয় হইয়া প্রাণে শান্তি পাইবেন এবং সকল অভীষ্টই পূরণ হইয়া যাইবে, মহাত্মা অরবিন্দ ঘোষ এই পথেই যোগী হইয়াছেন। সাংসারিক কোন বিশেষ চিন্তা না থাকায় নির্জন স্থানে "কষ্টে পড়িলে কৃষ্ণকে ডাকা" স্বাভাবিক। কারাকক্ষের ন্যায় মন স্থির করিবার এমন সুবিধা আর কোথাও হইবে না। বসুদেব দেবকী দুইজনমাত্র নির্জন কারাবাসীর প্রার্থনায় ভগবান্ আসিয়াছিলেন এখন লক্ষাধিক কারাবাসী ব্রহ্মচারী এবং দেশবাসী অন্যান্য ভক্তের আন্তরিক প্রার্থনায় আর একবারও তিনি নিশ্চয় আসিবেন সুতরাং হিন্দু মুসলমান একমনে প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাক; তিনি নিশ্চয় শুনিবেন এবং রাজা প্রজার হিত সাধনে সুমতি দানও নিশ্চয় করিবেন।

ভগবান্ যদিও বড়ই প্রেম লিপ্সু তথাপি তিনি প্রেমাতীত, তিনি শ্রীশ্রীগীতায় ৩।৮ শ্লোক হইতে বলিয়াছেন, আমার নিজের কিছুই প্রয়োজন না থাকায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যও কিছুই নাই, কেবল লোক শিক্ষার ও লোক তুষ্টির জন্যই যাহা কিছু আমার কার্য্য। গোপিনীদিগের সহিত লৌকিক ভাবে প্রেমের বহু আদান প্রদান করিলেও নির্লিপ্ত এবং অনাশক্ত বলিয়াই তিনি ঈশ্বর। মথুরায় ও প্রভাসে গোপ গোপিনীদিগের কৃষ্ণদর্শন লালসায় কত আকুল ক্রন্দন এবং লাঞ্ছনা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবিচলিত। যে সীতার জন্য বহু বিলাপ ও সমুদ্র বন্ধনাদি কার্য্য করা হইয়াছিল, প্রজারঞ্জনের সামান্য অছিলায় গর্ভাবস্থায় যেন মহানিষ্ঠুরের ন্যায় সেই মা লক্ষ্মী সীতাদেবীকে বনবাসিনী করা হইল। সেদিনকার নিমাই সতীস্ত্রীকে এবং মাকে কত কাঁদাইলেন। এই সকল অলৌকিক কার্য্য ঈশ্বর ব্যতীত মনুষ্যে অত্যন্ত অসম্ভব। মানব কামজ প্রেমে একটা নগণ্যা বেশ্যায় আশক্ত হইয়া পড়িলে গুরুজনের অনুরোধেও তাহাকে ত্যাগে প্রায় সমর্থ হয়েন না এজন্য মানুষ মানুষই থাকে, অনাশক্ত নির্লিপ্ত বলিয়া ভগবানের সকল কার্য্যই রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ন্যায় লীলামাত্র, বাজীকর কখন নিজের যাদুতে মুগ্ধ হয় না, দর্শকই মুগ্ধ হয়।

প্রেমের কথা অধিক আর কি বলিব, আমার মনে হয়, যেমন বাস্পাকার জলকণা সকল শীতল বায়ুস্পর্শে নীরাকার হইতে ক্রমশঃ ঘনীভূত সাকার বরফে (শিলায়) পরিণত হয়, সেইরূপ চিৎস্বরূপ নিরাকার ভগবান্ ভক্তের সুপবিত্র প্রেমভক্তি পরিপ্লুত সুশীতল হৃদয়ের সংস্পর্শে ও সংসর্গে চিৎঘণ শ্যাম সুন্দরাদি সাকার মূর্ত্তি পরিগৃহ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

মহাত্মা ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণের প্রেমে এবং আকুল প্রার্থনায় ভগবান্ কত সময় কত প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের ব্যাকুল প্রার্থনায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে দেখা দিয়া ঠাকুর সত্যনারায়ণ ব্রত প্রচার করিয়াছিলেন। এসকল কথা সত্য ঘটনা কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছুই অসম্ভব নহে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং রামপ্রসাদ সেন মায়ের সহিত কথা কহিতেন একথা অনেকে শুনিয়াছেন। এই প্রেমতত্ত্ব না বুঝিতে পারায় ইচ্ছাময় ভগবানের সাকার মূর্ত্তির কথা অনার্য্য জাতিরা বুঝিতে পারেন না সেজন্য তাঁহারা এত মূর্ত্তি বিদ্বেষী হইয়া থাকেন. এদেশের নিরাকার বাদী ব্রাহ্মদিগেরও মূর্ত্তি বিদ্বেষী হওয়া কোন কারণেই উচিত নহে। যিনি নিরাকার তিনি সাকারে না থাকিলে পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পারেন না সুতরাং সাকার নিরাকার একই ব্রহ্ম। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।"

ভগবান্ নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ বটে তথাপি তিনি সাধকের হিতার্থে প্রকৃতির সাহায্যে শুদ্ধসত্ত্ব মহাপ্রেমিক মানবের দেহ অবলম্বন করিয়াই কখন কখন স্বেচ্ছায় লীলা মানুষ বিগ্রহও ধারণ করিয়া থাকেন, একথা শ্রীশ্রীগীতায় তিনি বলিয়াছেন,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানা-মীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম-মায়য়া॥

অর্থাৎ আমি জন্ম রহিত হইয়াও অব্যয় (বা অক্ষয়) এবং সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া স্বেচ্ছায় (প্রয়োজন বশতঃ আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণও করিয়া থাকি॥

প্রেমময় ভগবান্ যেমন সর্ব্বজীবের সহিত প্রেমের আদান প্রদান করেন সেইপ্রকার স্বভাবেই সুপ্রেমিক মানবগণও সকল

জীবকে প্রেমের চক্ষে দেখেন ও ভালবাসেন সেজন্য তাঁহাকেও সংসারে সকলে ভালবাসিয়া থাকে। প্রেমিক ব্যক্তিরা সর্ব্বদা পরোপকার করিতেও ভালবাসে এবং তাহাতে বিশেষ সুখও শান্তি পায়।

পরোপকরণং যেষাং জাগর্ত্তি হৃদয়ে সতাং।
নশ্যন্তি বিপদস্তেষাং সম্পদঃ স্যুঃ পদে পদে॥

বিষ্ণুশর্ম্মা।

যেসকল সৎব্যক্তিদিগের হৃদয়ে পরোপকার স্পৃহা সর্ব্বদা জাগরূক থাকে তাঁহাদের বিপদ বা গ্রহবৈগুণ্যাদি দোষ সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়, অধিকন্তু পদে পদে তাঁহাদের সম্পদই লাভ হয়। দেশপ্রেমিক বা জীবহিতৈষী মানবের প্রতি ভগবান্ তুষ্টই থাকেন।

কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতং॥

তন্ত্রঃ।

যিনি বিশ্বজগতের মঙ্গল চিন্তা কিম্বা হিতসাধন করেন বিশ্ব সৃজনকারী বিশ্বেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকায় সুর নর এবং গ্রহ উপগ্রহাদিও তাঁহার প্রতি সদা প্রসন্ন থাকেন যেহেতু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই আশ্রিত।

সর্ব্বপ্রেমাশ্রয় বা উৎস (ঝরণা স্বরূপ) ভগবানে যাঁহার প্রেম ভক্তি আছে তাঁহার ,হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রেমধারা অন্তঃ সলিলাবৎ বর্ত্তমান থাকায় তিনি সদা প্রেমানন্দে সংসার ভোগ করেন। সংসারে রোগ শোক দারিদ্রতা এই তিনটিই সর্ব্ব প্রকার দুঃখের মূল, এই তিনটিই প্রধান দুঃখ উহা না থাকিলে

সংসার স্বর্গতুল্য সুখের হয়। ভগবদ্ভক্তগণ স্বাভাবিক ভাবেই সংযমী ও সদাচারী থাকায় তাঁহাদের রোগভোগও প্রায় স্বাভাবতঃ স্বল্পই হয়। ঈশ্বরাশক্তি ঘটিলে সংসারাশক্তি থাকেনা সেজন্য পরমানান্দ থাকায় শোক মোহ জন্য দুঃখ কষ্ট বোধ তাঁহাদের হৃদয়ে স্থানই পায় না। হৃদয়ে প্রেমানন্দ থাকিলে মানুষ সন্তোষশীল হয় সেজন্য তাঁহার অভাব বোধও স্বল্প হয় এবং বুদ্ধিও চিত্ত সুস্থির থাকায় অপব্যয়ও ঘটেনা সুতরাং দারিদ্রতা বিশেষ উপলব্ধি না হওয়ায় তাঁহাদের পক্ষে সংসার স্বর্গ তুল্য হইয়া দাঁড়ায়। হৃদয়ে প্রেমানন্দ না থাকায় এখন কেবল বিলাসেচ্ছায় হাহাকার বা দৈন্যদশা আমাদের এত বাড়িয়াছে।

সংসার মরুর মাঝে চির সুখময়।
সুধার নির্ঝর এক পবিত্র প্রণয়॥ কবি।

এই অনিত্য সংসার মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া ত্রিতাপের প্রখর জ্বালায় মানব সমাজ সর্ব্বদা অশান্তিই ভোগ করে, রোগ শোক দারিদ্রতা যেন এখন ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। আশা মরিচিকায় ছুটাছুটী করিয়া আমাদের কাম বা কামনা জনিত পিপাসা বাড়িয়াই যাইতেছে, এই সংসারে পবিত্র প্রণয়রূপ অমৃত নির্ঝরিণীর জলপানে যাহার হৃদয় শীতল না হইল তাহার জীবনে সুখ শান্তি কোথায়। গৃহস্থ সংসারে ভগবৎপ্রেম ও দাম্পত্য প্রেম দুইটিই প্রার্থনীয়, ইহার কোনটিই লাভ না ঘটিলে জীবন বৃথা হয়, সেজন্য গৃহস্থের পক্ষে স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দাম্পত্য প্রেম অবলম্বনে পতিপত্নী উভয়ের কামবৃত্তিকে প্রেমে পরিণত করিতে পারিলেই উভয়ের জীবন সার্থক হইয়া যায়, কারণ তখন

ভগবৎ প্রেমলাভ সহজ হয়। রত্নকে যেমন মাজিয়া ঘসিয়া উজ্জ্বল করিয়া ব্যবহার করিতে হয় স্ত্রীরত্নকেও সদাচার ও সৎ শিক্ষা দীক্ষায় সেইরূপ উজ্জ্বল করিয়া লইয়া আপনার মনের মত গঠন করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন কর, যেন কুসংসর্গে কুভাবের বাতাসে তোমার ঐ রত্নটি নষ্ট বা বিকৃত না হয়।

ভারতে পতির প্রতি পত্নীর অবিচলিত প্রেম বা ভক্তি শ্রদ্ধা কি প্রকার বা কতদুর উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে হিন্দুর পুরাণ কাহিনীতে এবং ইতিহাসে বহু বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে এখানে কিছু দেখাইতেছি। আদর্শ আত্মাসতী আদি পুরুষ মহেশ্বরের কেবল নিন্দা মাত্র পিতৃমুখ হইতে যজ্ঞসভায় শ্রবণ করিয়া পতিপ্রেমে আঘাত অসহ্যবোধ হওয়াতেই সেস্থলেই তিনি অকাতরে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজনন্দিনী সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী পতি সঙ্গে অনায়াসে বনবাস ক্লেশও সহ্য করিয়াছিলেন। আমার প্রাণপতি জন্মান্ধ, তিনি জগতের যখন কিছুই দেখিতে পান না তখন আমারও আর কিছু দেখার প্রয়োজন নাই, ইহা ভাবিয়া সতী গান্ধারী দেবী জন্মের মত স্বেচ্ছায় শত বস্ত্রে নয়ন বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

কেবল মনদ্বারা স্থির সংকল্পে সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিবার পরে অলপায়ু বলিয়া জানিতে পারিয়াও সাবিত্রী সতী সেই মনঃকল্পিত প্রেম কমনীয় মূর্ত্তি পতিকে আর পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মহর্ষি নারদ এবং তাঁহার পিতা সত্যবানকে ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রেমে অবিচলিত থাকিয়া ভাবি বিচ্ছেদ বেদনায় কম্পিত দেহেও সগর্ব্বে গদ্‌গদ বাক্যে বলিয়াছিলেন,—

দীর্ঘায়ু-রথ বাল্লায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা
সকৃদ্ বৃত্তো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ো বৃণোম্যহং ॥

ভাগ্যক্রমে আমার নির্ব্বাচিত পতি সত্যবানকে যখন আমি একবার একমন বা একনিষ্ঠ ভাবে পতিত্বে বরণ করিয়াছি অর্থাৎ কায় মন বাক্যে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি তখন তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ু হউন অথবা সগুণ বা নির্গুণ যাহাই হউন; তিনিই আমার একমাত্র প্রাণপতি, এখন আমি আর অন্য ব্যক্তিকে কোন প্রকারেই পতিদেবতা বা আমার প্রভু বলিয়া আত্মদান করিতে পারি না। পূর্ণ সম্বৎসরে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ ধ্রুব সত্য ঘটিবে ইহা ঋষিবাক্যে নিশ্চয় বুঝিয়াও আর্য্য সতী সাবিত্রী দেবী ভীতা বা চঞ্চলা হইলেন না, ইহাকেই বলে একনিষ্ঠ বা এক লক্ষ্য গাঢ় প্রেম, যে পবিত্র প্রেমের অতুলনীয় মহান্ সতীত্ব তেজে অতি নিষ্ঠুর যমেরও মন গলিয়া মুগ্ধ ও অভিভূত প্রায় হইয়াছিল সেজন্য তিনি হঠাৎ শত পুত্র লাভেরও বর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

প্রাণেশ্বর পতির ভুক্তদেহ পর পুরুষে স্পর্শ করিবে ইহা অসহ ভাবিয়া সতীত্বের অবমাননার আশঙ্কায় তেজগর্ব্বিতা নববিধবা রাজপুত কিশোরী ও যুবতীগণ এদেশে কিছুকাল পূর্ব্বেও দলে দলে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও ভারতের সতীগণ স্বেচ্ছাক্রমে সহ মরণে যাইতেন বর্ত্তমান কালেও, কয়েকজন সতীর ইচ্ছা মৃত্যুর কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

এই ভারত ব্যতীত পতি বিরহ জন্য আত্মত্যাগিনী একনি

আদর্শ মহা সতীদিগের কথা জগতে অন্য কুত্রাপি কেহ শুনিয়াছেন কি? মিস্‌মেয়োর দেশে এরূপ আদর্শ সতীর গল্প বা কল্পনা কোন পুস্তকেও কেহ পড়িয়াছেন কি? পাশ্চাত্য জাতিরা সতীমাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া এসকল কার্য্য বর্ব্বরতাই মনে করিবেন ইহা বিশেষ আশ্চর্য্য নহে কিন্তু তাঁহাদের দেশের ব্যভিচরিত ক্ষুদ্রতর প্রেম লইয়াই কাড়াকাড়ী হওয়ায় ছাড়াছাড়ীটা এত সহজে ঘটে এবং অতি নিকৃষ্ট তরল প্রেমভঙ্গেও সে দেশের বহু যুবক অধৈর্য্য হইয়া অবিচারে এখন আত্মহত্যাও করেন কিন্তু তথায় কোন যুবতীকেত প্রেমের দায়ে সহমরণ বা ঐরূপ আত্ম-ত্যাগ করিবার কথা প্রায় শুনা যায় না।

আর্য্যজাতির পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের তুলনা নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত আদর্শ সতী প্রস্তুত করিতে হইলে এই নারীজাতির শিক্ষা দীক্ষা ও পতিসেবা এবং সদাচার বাল্যকাল হইতেই কিরূপ পবিত্র ভাবে অভ্যাস করান উচিত এবং কোন্ পথে কিভাবে চলা উচিত তাহা সামাজিকগণ আপনারাই বিচার করিয়া বুঝুন, এসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বাপর প্রবন্ধে বহু যুক্তি ও প্রাচীন পদ্ধতির আলোচনা এই পুস্তকে করিয়াছি এবং সমগ্র গ্রন্থে ক্রমশঃ আরও বলিব এবং ফলাফল দেখাইব। যে জাতির পতিপ্রেম বিমুগ্ধা সতীরা অকাতরে দেহত্যাগ করিতে পারেন সেই আর্য্যজাতিরই বিধবাগণ চিরজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিবেন ইহাই বা আর এত অধিক কষ্টকর বা আশ্চর্য্য কি? সতীত্বের প্রভাব হৃদয়ে থাকায় এখনও বহু ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ এদেশে দেবীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া হিন্দুসমাজ রক্ষা করিতেছেন।

ঐরূপ আদর্শ আর্য্য দম্পতী ইহকালে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের

অতুল সুখ সম্পদ ভোগ এবং সুসন্তান লাভ করিয়া শেষ জীবনে বা বৈধব্য দশায় পতিপ্রেম হৃদয়ে ধরিয়া যদি ভগবৎ প্রেমরস আস্বাদন এবং পরকালেও সদ্‌গতি লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের ইহ পরকালে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের কিছুইত অপ্রাপ্য থাকিলনা সুতরাং উত্থানের পথে প্রাচীন আর্য্য-সমাজের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ পাশ্চাত্য জগতে সুদুর্লভ জানিয়া, স্বধর্ম্মে সদাচারে এবং স্বকীয় শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখুন; ইহাই মানবজাতির পক্ষে প্রকৃত উত্থানেরপথ এবং একমাত্র সুখেরও পথ জানিবেন, ইহা কখনই কদাচার বা মূর্খতা নহে।

এখন আমাদের বর্ত্তমান সমাজের বিধাতা পুরুষ বা বিধান কর্ত্তা আইনজ্ঞ পণ্ডিত গণের নিকট আমরা সানুনয়ে প্রার্থনা করি; আইনের বিধান করিয়া জগতের অতুলনীয় কীর্ত্তি এবং অতীব পবিত্র আর্য্যজাতির সতীধর্ম্মকে আপনারা ক্ষুণ্ণ বা ধ্বংস করিবেন না; পাশ্চাত্য আদর্শ মোহে এবং শিক্ষাভিমানে বিমোহিত হইলেও আপনারা সেই আর্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া স্মরণ করুন; আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানদাতা ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ কখনই মূর্খ ছিলেন না। তাঁহারা আপনাদের জন্যই বহু নির্ব্বাচন করিয়াই শ্রেষ্ঠ সুখের পথ সতীধর্ম্মে দেখাইয়াছেন।

ভারতের মহাত্যাগ জনিত মহাগৌরব স্বরূপ আদর্শ সতীত্ব এবং আদর্শ ব্রহ্মণ্য যাহা জগতে অতুলনীয় ও মহামূল্যবান্ এবং যাহা ভারত ব্যতীত অন্যত্র প্রায় জন্মে নাই বা জন্মিতে দেখা যায় না, সেই সকল উত্তম উত্তম ভাব ও বস্তু গুলি যাহাতে যথাসম্ভব সুরক্ষিত থাকে বিনষ্ট না হয় বরং সেই প্রকার সতী, যোগী, সন্ন্যাসী ও ফকির এবং সুব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আদর্শ মহা-

ত্যাগী মানবের যাহাতে জগতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেই সকল দেশাচার বিষয়ে এবং সেই সকল আদর্শ মানব জন্মাইবার জন্য নৈতিক ও পারমার্থিক উপদেশ পূর্ণ ভারতীয় আচার এবং শাস্ত্রবাক্যে ভারতের হিন্দু মুসলমান কাহারই উপেক্ষা বা অনাদর করা উচিত নহে, ইহা যথাসাধ্য রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। এসকল বস্তু বিনষ্ট হইলে জগতের মহান্ ক্ষতি হইবে সুতরাং উদ্ধত বা উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যে ইহা নষ্ট না হয় এখন সকলে সেই চেষ্টাই করুন;

পতির সুখেই সুখিনী পতির জন্যই সর্ব্বস্বত্যাগিনী নারীকেই সতী সাধ্বী পতিব্রতা বলে ইহা এই পুস্তকে যথেষ্ট দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা দেখাইব জগতের হিতের জন্য ব্রাহ্মণও সর্ব্বস্বত্যাগী ছিলেন, তাঁহাদিগের ত্যাগ ও সংযম এবং যোগ-শক্তি ও আদর্শ ব্রহ্মণ্য প্রভাব অতুলনীয় ছিল। ভারতের সতী ও ব্রাহ্মণ মহাপ্রেম এবং মহাত্যাগেরই আদর্শ থাকায় তাঁহারা চিরদিন জগৎ পূজ্য ছিলেন। জীবপ্রেমে প্রমুগ্ধ এবং মহাত্যাগী বলিয়াই মহামান্য বুদ্ধদেব ও গয়াসুর এবং মহম্মদ ও যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি মহামানব গণ জগতে চির পূজ্য আছেন, মহাত্মা চৈতন্য-দেব কৃষ্ণপ্রেমে এবং কৃষ্ণ রাধাপ্রেমে ও রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, সুতরাং জগতে যে যত প্রেমিক সেই তত শ্রেষ্ঠ বুঝা যায় এজন্য প্রেম শূন্য মানুষ নিরস কাষ্ঠ পাষাণবৎ কিম্বা নিশ্চিন্ত হেতু মূর্খ বা পশুতুল্য।

অতএব এই মহাব্যাভিচারের (ভেজালের) যুগে মহাপ্রেম মহাত্যাগ ও মহাসংযমের আদর্শ রক্ষার জন্য এখনও প্রকৃত সতীও অকপট (খাঁটি) ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান ও রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সঙ্কীর্ণমনা কপট লোকেরা সাময়িক সম্মান লাভ করিলেও

স্বার্থপরতার জন্য তাঁহারা সাধুসমাজে ক্রমশঃ ঘৃণার্হই হইয়া থাকেন। এখন হীন কর্ম্মে পতিত ব্রাহ্মণেরা যাহাতে পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ অকপট সুব্রাহ্মণ হয়েন আমাদের সেই চেষ্টাই উচিত, নীচ সংসর্গে আরও নীচ হওয়ায় সকলের ক্ষতি ব্যতীত কাহারই লাভ হইবেনা। দেখ; দেশের যাহা কিছু উন্নতি উচ্চজাতি দ্বারাই হইয়া থাকে কারাবরণ প্রভৃতি কষ্ট সহ্য মানসিক শক্তিশালী উচ্চ বর্ণেরাই করেন সুতরাং নীচজাতির সংসর্গে নীচের সংখ্যা বাড়াইলে সমাজের বা দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে। অনুন্নত জাতির মধ্যে শতকরা দুইজনও বোধ হয় অদ্যাপি কারাবরণ করেন নাই বা স্বরাজ বুঝেন না। ভারতে যতদিন নির্ভাজ নির্ম্মল ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ছিলেন তাবৎ কাল ভারত সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন ছিল, জাতি ধর্ম্মের মিশ্রণে জাতির অবনতিতেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে সুতরাং আত্মরক্ষা করিয়াই নীচের উন্নতি কর;

আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন ভারতে দেবোপম চরিত্র পূর্ণ মানব বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদিগের একাধারে ভগবৎপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, এবং দেশপ্রেম প্রভৃতি আদর্শরূপে পূর্ণমাত্রায় একদা প্রকটিত হইয়াছিল। সেইকালে মহাসতী গান্ধারী প্রভৃতি আর্য্য-কুল-ললনারাও দাম্পত্যপ্রেমে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন কিন্তু সেই আর্য্য বংশে জন্মিয়া ও সেই আদর্শ ছাড়িয়া বিলাস ব্যসনে এখন আমরা সমস্ত প্রেমই হারাইয়াছি সেজন্য এখন এই ঘোর দুর্দ্দশায়ও পড়িয়াছি।

আমরা বহুদিন হইতে অধিকতর কামসেবায় ও অনাহারে এবং শিক্ষার দোষেই প্রেম রসবিহীন শুষ্ক হৃদয় হইয়া পড়িয়াছি। যে প্রেমে মানুষকে মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব প্রদান করে আমরা এখন

সেই সকল পবিত্র প্রেম হারা হইয়াছি বটে কিন্তু নশ্বর ও তামসিক অকিঞ্চিৎকর কাঞ্চনের প্রেম ভুলি নাই, একনিষ্ঠ ভাবে উহা ভজনা করিয়া করিয়া ঐ নেশায় আমরা এখন বেহুঁস হইয়াছি। আর্থিক প্রেমপিপাসার জন্য বাপ দাদার বিরুদ্ধে বা সকলপ্রকার দুষ্ট কার্য্যে এমন কি গলায় ছুরী মারিতেও আমরা এখন কুণ্ঠিত হই না। এখন কাঞ্চনদাতার কথায় স্বদেশ স্বজাতি ভুলিয়া আমরা দেশপ্রেমিক আত্মীয় স্বজনের এমন কি মা ভগিনীর মাথায়ও লাঠী মারিতে দ্বিধা বোধ করি না, তাই কোন ফরাসী ভদ্রলোক বলিয়াছেন ভারতের ন্যায় আত্মদ্রোহী এবং দেশদ্রোহী মানব জগতে নাই। ভারতের প্রেম শূন্য ব্যবসায়ী এখন ভ্রাতৃতুল্য স্বজাতিকে স্বহস্তে যে প্রকার দুষ্য অখাদ্য ভেজাল বিষ খাওয়াইয়া কাঞ্চন-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন জগতে তাহার তুলনা নাই।

স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ জন্য পশু পক্ষীরাও প্রেমবশে স্বজাতির বিপদে সকলে একযোগে যথাসাধ্য যুদ্ধ করে এবং চিৎকার করিয়াও দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য হীন দুর্ব্বল চিত্ত বলিয়াই স্বার্থপর ভারতবাসী আমাদের বিপরীত ভাব সেজন্য মনে হয় এই পাপে পরজন্মে পশু পক্ষী না হইয়াও আমরা প্রেম রসহীন জড়বৎ গাছ পাথর হইয়া জন্মিব।

চীন জাপান যুদ্ধে দেশের বিপদ বুঝিয়া চীনারা গৃহ বিবাদ ছাড়িয়া এক হইল। গত মহাযুদ্ধে বিদেশের ইংরাজ সংশ্লিষ্ট জ্ঞাতি জাতিরা প্রাচীন মাতৃভূমি ইংলণ্ডের জন্য অর্থে সামর্থ্যে এবং জীবনদানেও কত সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বজাতি ও

স্বদেশবাৎসল্য প্রেমের গুণেই ইংরাজ আজি অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন।

সর্ব্বপ্রেমাশ্রয় ভগবান্‌কে ভুলিয়া আমরা প্রেম শূন্য হইয়াছি। আলস্যে এবং মূর্খতায় উপাসনা বর্জ্জিত হইয়াই আমরা ভগবৎ প্রেমের পরিবর্ত্তে এখন তাঁহার কোপে পড়িয়াছি, সেজন্য তমোগুণে কুবুদ্ধি দোষে অহিত কার্য্যকে হিত ভাবিতেছি এবং দেশপ্রেম স্বজাতিপ্রেম স্বজনপ্রেম সমস্তই হারাইয়া পরাধীন হইয়াছি। বুদ্ধি বিকৃতির দোষে সুহৃয়ে দেশ প্রেমিকের মহাসভায় বসিয়াও স্বদেশ স্বজাতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া বেহায়ার মত স্বদেশের নিন্দা দ্বারা কেবল কাঞ্চন প্রাপ্তির সুযোগ খুঁজিতেছি। দুর্ব্বুদ্ধির বশে জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজ শাসনের সূক্ষ্মতত্ত্ব ভুলিয়া আমরা এখন মেথর এবং রজকের জীবিকা গুলিও কাড়িয়া লইয়া সহানুভূতির নামে বেকার ও অন্ন সমস্যা এবং অনুন্নতের সংখ্যা বাড়াইতেছি ও নরকের পথে যাইতেছি।

এখন আবার স্ত্রী স্বাধীনতার মোহে আমরা পাশ্চাত্য অনুকরণ করিতে গিয়া এদেশ হইতে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমটিও বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি। দুর্ব্বল মানুষ যেমন ক্ষীণ দেহে কেবল রোগ বীজানু সংগ্রহ করে সেই রূপই ক্ষীণ দেহ মন হইয়া আমরা পরের অনুকরণে কেবল দোষই সংগ্রহ করি, শক্তি না থাকায় কাহারই কোনরূপ গুণগ্রাহী হইতে পারিনা।

আমরা যখন প্রকৃত পক্ষে দেশপ্রেমিক হইব তখন একতা লাভ করিয়া সহজে ও সরলভাবে বলিতে পারিব, বাঙ্গালা কেবল বাঙ্গালীর বা ভারত কেবল ভারতবাসীর ইহা হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা খ্রীশ্চান কোন সম্প্রদায়ের বা জাতি বিশেষের নহে,

আমাদের প্রাণে সেইরূপ প্রেম বা একতা যাহাতে জন্মে সেই প্রকার চেষ্টা করাই এখন আমাদের প্রয়োজন। স্বার্থ বিরুদ্ধ কার্য্য ভারতের একতা বিদেশী দ্বারা কখনও সম্ভব হইতে পারেনা, ইহা নিজেরা যখন করিতে পারিবে তখন সহজেই হইবে।

অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাং।
উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

এই ব্যক্তি আমার নিজ আত্মীয়, অন্য ব্যক্তি পর, লঘু বা সঙ্কীর্ণচেতা মানবেরা সর্ব্বদা ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া স্বার্থপর হইয়া পড়েন কিন্তু উদার চরিত প্রেমিক মানবেরা পৃথিবীর সকল জীবকেই কুটুম্ব বা আত্মীয় বলিয়াই মনে করেন, সেজন্য আর্য্য-জাতি ইহ পরকালে প্রায় সর্ব্বজীবকেই জল পিণ্ড দিয়া থাকেন, হিন্দু কাহাকেও ঘৃণা করেন না। আমরা এপর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি বোধ হয় তাহাতে বুঝাইতে পারিয়াছি, প্রেমই মানবের সার বস্তু জীবের মধ্যে মানুষের প্রেম অধিক ব্যাপক বলিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ জীব এবং যে মানুষে প্রেম অধিক থাকে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। প্রেম শূন্য মানবে মনুষ্যত্ব নাই এবং যে দেশে বা যে সংসারে প্রেম নাই সে দেশ বা সে সংসার শ্মশান তুল্য। বিধবা বিবাহ বা চুক্তির বিবাহে দ্বিচারিণী হওয়ায় উহাতে অখণ্ড এক-নিষ্ঠ পবিত্র দাম্পত্য প্রেম প্রায় জন্মে না সেইজন্য উহা নিন্দনীয়। অবৈধ স্ত্রী স্বাধনতা জন্য উচ্ছৃঙ্খলতায় মনের চাঞ্চল্যে বা ব্যভি-চারে প্রায় কোন প্রকার প্রেম জন্মে না। প্রথম জীবন হইতে পতি পত্নীর কর্ত্তব্য পালন ও সতী ধর্ম্ম শিক্ষা না ঘটালে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম জন্মিবার বিঘ্ন ঘটে, এই দাম্পত্য প্রেম অবলম্বনেই

প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রেমের বিকাশ হয় পূর্ব্বাপর প্রবন্ধ গুলিতে এই সকল কথার আলোচনা করা হইয়াছে, উহা হইতে "উত্থানের পথ" পাঠকগণ চিনিয়া লইবেন।

সংসারে সুখ শান্তির মূলই প্রেম এবং সেই প্রেমের মূলই সতীধর্ম্ম, সতীগর্ভেই সত্যবাদী ও সুপ্রেমিক সুসন্তান জন্মে এজন্য আদর্শ সতীত্ব রক্ষার কথা বোধ হয় এখন অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। জাতি ও ধর্ম্মে এবং আহারে বিহারে ব্যভিচার ঘটিলে ইন্দ্রিয় ক্ষোভে মন চঞ্চল থাকে, অস্থির লোকের হৃদয়ে কখন প্রেম সুস্থির থাকেনা বা সার্ব্বজনীন প্রেম জন্মে না। এখন আমার মনে হয়, নানা কারণে সতীধর্ম্ম খর্ব্ব হওয়ায় ভদ্র জাতির মধ্যে দৃষ্যভাবে অনেক ছোট লোক এবং অসুর এদেশে জন্মিয়াছে, নচেৎ চীন দূত ও গ্রীক্ দূত মেঘাস্থিনস্ প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা এই কলিযুগেও সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া এবং লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, ভারতের আর্য্য-জাতি মিথ্যা কথা বলেনা, আর এখন দেখিতেছি, অধিকাংশ ভদ্রসন্তান নীচ কর্ম্মে রত এবং ভুলিয়াও সত্য কথা প্রায় বলেননা, পিতৃ মাতৃ কুলের দোষ না থাকিলে হটাৎ এত নীচতা জন্মে না, হটাৎ এত পরিবর্ত্তনের কারণই সতীধর্ম্ম ক্ষয়। সতীর বৃদ্ধিতেই সত্য ধর্ম্ম পুনশ্চ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এই সত্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার কখনই জয় হয় না। পাশ্চাত্য প্রভাবে কিছু বিমুগ্ধ হইলেও সত্যপ্রিয় বলিয়া খ্যাত মহাত্মা গান্ধীই উহার অনেকাংশে এখন আদর্শ। অতএব সত্যের বৃদ্ধি করিতে হইলে সতীত্বের বৃদ্ধির চেষ্টা অগ্রে করুন; ঈশ্বরকে মহান্ সত্যপ্রিয় বলিয়া জানিবে।

মানুষকে প্রেমিক করিতে হইলে রোগী বৃদ্ধ ও দরিদ্রের প্রতি এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবকুলের প্রতি স্নেহ দয়া ও সেবা এবং দান ও পরোপকার স্পৃহা বালক বালিকা দিগকে স্বল্প বয়স হইতেই শিক্ষা দিতে হয় এবং ঐসকল কার্য্য তাহাদিগকে স্বহস্তে অভ্যাস করাইতে হয়। সৎপ্রবৃত্তি গুলি কৈশোর হৃদয়ে একবার ফুটাইতে পারিলে বয়সকালে জীবপ্রেম, দাম্পত্যপ্রেম এবং দেশ-প্রেম প্রভৃতি উচ্চভাব গুলি তাঁহাদের নির্ম্মল ও পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠে, তখন সেই উন্নত উদার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমও সহজে বিকাশ পায়। পুনশ্চ ভগবৎ প্রেমিক লোকেরাও সকল জীবকে প্রেমের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন, এজন্য মহাত্মা চৈতন্যদেব এবং মহামান্য যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সর্ব্বজীবকে অসীম দয়া করিতেন ও প্রেমের চক্ষেই দেখিতেন।

প্রেমে গুণতত্ত্ব

পতি পত্নীর কর্ত্তব্য, সতীধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা যে প্রকারে সাত্ত্বিক প্রেমের বিকাশ হয় পূর্ব্বাপর প্রবন্ধ গুলিতে তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

এই সাত্ত্বিক প্রেমে, নয়ন-প্রান্তভাগে অশ্রু, দেহে পুলক বা লোমাঞ্চ এবং বদনে গদগদ বাণী প্রকাশ হইয়া থাকে, এই সকল ভাব নিষ্কাম ভগবৎ ভক্তির লক্ষণে দেখা যায়। স্বদেশ প্রেম ও স্বজনপ্রেম এবং পতিপ্রেম ও সন্তান বাৎসল্য প্রভৃতি নিস্বার্থ হইলে সাত্ত্বিক। সকাম হইলে উহাকে রাজসিক প্রেম বলা যায়, রাজসিক প্রেমে কামনা বা বাসনাতৃপ্তি থাকিলেও উহা দুষ্য নহে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীদিগকে দুঃখ কষ্ট দিয়াও

যাঁহারা স্ত্রীর মনস্তুষ্টি করেন তাঁহাদিগকে স্ত্রৈণ বলে, সেই স্ত্রৈণ লোকের যে দাম্পত্য প্রণয় কিম্বা ব্যভিচারিণীর সহিত যে প্রণয় তাহাকে তামসিক প্রেম বলা যায়। অসৎ কর্ম্ম দ্বারা স্ত্রী পুত্র বা অতিথি কুটুম্বের ভরণ পোষণ চেষ্টা কিম্বা ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা উহাও তামসিক। শ্রীশ্রীগীতায় এই সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক গুণ কর্ম্মের বর্ণনা বিস্তারিত আছে। সাত্ত্বিক প্রেমে সুখ ও মোক্ষ, রাজসিক প্রেম বা সদসৎকামনায় সুখ দুঃখ উভয় প্রকার ভোগই ঘটে কিন্তু তামসিক প্রেম দুঃখ এবং ঘোর নরকের কারণই হইয়া থাকে। স্ত্রীপুত্রের এবং আপনার দেহের প্রেম বা মমতায় ভোগ বিলাসের জন্য মানুষ কোন্ মহাপাপই না করে কিন্তু মোহঘোরে একবার সে ভাবেনা যে, তাহার পাপের অংশ কেহই (স্ত্রী পুত্রাদিরা) লইবেনা এবং তাহার নশ্বর ভোগ দেহও রোগে জর্জ্জরিত ও ভগ্ন হইয়া সুনিশ্চিত মৃত্যুমুখে পড়িবে। গুরুজনকে এবং ভ্রাতা প্রভৃতি জ্ঞাতিকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দিলে মানুষের মনে কখনই সুখ শান্তি হয় না সুতরাং অনর্থক পাপ কেন করিবে। সেই লোকই চতুর যে ইহকাল ও পরকাল দুই দিক্ বজায় রাখিতে পারে। চোর বঞ্চক এবং অদাতা ইহারাইত দরিদ্র হইয়া জন্মায়। পরের মনে কষ্ট দিলে নিজের মনে সময়ে শতগুণ কষ্ট ভোগ হয়, আত্মা বা মনই সুখ দুঃখ ভোগী। অতএব তামসিক প্রেম বা ভালবাসা মহা দুঃখ বা মহা পাপের কারণ সুতরাং অনিত্য সুখের মোহ জন্য তুমি বৃথা পাপ করিওনা; উহা সুখ নহে, উহা সুখাবৃত দুঃখ।

প্রেমের বিচার করিয়া বুঝা যায় যে, যথা সম্ভব নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রেমই শ্রেষ্ঠ। দেশপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বা নিষ্কাম সাত্ত্বিক

ভাবের যুদ্ধে হাজার হাজার জীবহত্যা করিয়াও যোদ্ধারা স্বর্গ-লাভ করেন কিন্তু দেহ সুখেচ্ছায় অর্থের লোভে বা কামনায় নরহত্যা কারী দস্যুগণ ইহকালে অযশ ও রাজদণ্ড ভোগ এবং পরকালে ঘোর নরক ভোগ করে সুতরাং একই নরহত্যা উদ্দেশ্য ভেদে বিপরীত ফল ঘটে। কূট যুদ্ধে নিষ্কাম বীর অর্জ্জুন ভীষ্ম দ্রোণকে ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায় নিহত না করিলে পাণ্ডব দিগের জয়ই হইতনা, দেশ কাল পাত্র হিসাবে ঐ গুরু হত্যাও বিশেষ দোষের হয় নাই। লাভালাভ কুরু পাণ্ডবের জানিয়াও ক্ষাত্র ধর্ম্ম পালনার্থ বরযাত্রীর ন্যায় আসিয়া বিদেশী রাজা দিগের ভারত যুদ্ধে অকারণ মৃত্যুকেও আমরা তামসিক বীরত্ব বলিব। বিপুল বল যবন দিগের সহিত যুদ্ধে আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়াও মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া রাজপুত বীরদিগের যে সম্মুখ সমরে মরণ তাহাও তামসিক বীরত্ব বা গোঁয়ারতামি বলিয়া মনে হয় কারণ অনর্থক ধন প্রাণ হানিকর ঐ সকল বীরত্বের ফলে ভারত বীরশূন্য হওয়ায় পরাধীন হইয়াছে। এস্থলে তামসিক হইলেও আত্মরক্ষা পূর্ব্বক প্রতাপাদিত্য ও শিবাজীর বীরত্বই প্রশংসনীয় কারণ যুদ্ধ বিশারদ দেশ কাল পাত্রাভিজ্ঞ আধুনিক কোন পাশ্চাত্য জাতিরা প্রায় অনর্থক ধন প্রাণ নাশক যুদ্ধ করেন না। যাঁহারা দেশের জন্য দুঃখে উপবাস করিয়া মরেন কিম্বা বুক পাতিয়া গুলি খাইয়া মরেন একাগ্রতা ও দেশপ্রেম থাকিলেও তাঁহাদের বীরত্ব ও তামসিক বলিয়াই মনেহয়। গান্ধিজীর অহিংসা মূলক কার্য্যকেও বীরত্ব বলা যায়।

(প্রেমতত্ত্বে) মহাত্মা বিবেকানন্দ।

* * মন্ত্র তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মণ, মতামত দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ-বুদ্ধির বিভ্রম "প্রেম" "প্রেম" এইমাত্র ধন

*　　*　　*

জীব ব্রহ্ম মানব ঈশ্বর ভূত প্রেত আদি দেবগণ,
পশু পক্ষী কীট অনুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
দেব দেব বল আর কেবা? কেবা বল সবারে চালায়?
পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ; দস্যু হরে; প্রেমের প্রেরণ।

*　　*　　*

ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তাহার হৃদয়;
হে প্রেমিক! স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।

*　　*　　*

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে! এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর;
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

জাগ ভারতের নারী

বীর প্রসবিনী ভারত রমণী, বিলাসব্যসন সাজেনা তোর,
উঠমা, উঠমা, জাগোমা, জাগোমা, ভীরুতা কালিমা করগো দূর।
পশুবল দীপ্ত নর-পশুকুল হেলায় নাশিছে নারীর মান,
ক্লীব সম এবে যত হিন্দু বীর, মৃতহিন্দু জাতি বিগত প্রাণ,
জাগোমা সাবিত্রী, প্রতাপ-জননী, সতীত্বপ্রভাব দীপ্ত মূর্ত্তি,
তোদের মহিমা গগণে পবনে, তোরা যে জননী আর্য্য কীর্ত্তি।
লীলাবতী, খনা, বিদুষী ললনা গণিত, জ্যোতিষ করিল দান,
বেহুলা সাবিত্রী জিনিয়া কৃতান্তে ফিরায়ে আনিল পতির প্রাণ।
রাজসুখ ছাড়ি সীতা, দময়ন্তী বনে বনে ফিরে পতির সাথে ;
সাধ্বী জয়মতী পতিরক্ষা তরে নির্য্যাতন বরি লইল মাথে।
পরপুত্রতরে থেরী, রুক্মাবতী, হেলায় কাটিল আপন স্তন ;
অহল্যা, ভবানী, রাজার ঘরণী মুছা'ল যতনে দুঃখীর বেদন।
পতি মণিহারা তোরা যে ফণিনী জ্বলন্ত অনলে ত্যজিলি প্রাণ ;
ভুলেনি জগত, ভুলেনি ভারত পদ্মিনী মায়ের জহর গান।
উন্মুক্ত কৃপাণ ধরি বাম করে নেচেছিলে রণে ভৈরবী সাজে ;
কাঁপায়ে পাঠান মোগল বাহিনী, সে হুঙ্কার গীতি এখনও বাজে।
দুর্গাশঙ্করী, শ্রীপুরের রাণী দেখায়েছে ভবে নারীর শক্তি ;
না জাগিলে তোরা ভারত ললনা, ভারতের আর নাহিক মুক্তি।
নয়ন-পুত্তলী স্নেহের দুলালে পাঠায়েছ রণে সহাস্য মুখে ;
পতি পুত্র শোক পারেনি টলাতে, রণ শয্যাতলে ঘুমাতে সুখে।

কেরাণী ৭ম সংখ্যা।

উপরি লিখিত মহিলাদিগের চরিত্র কথায় বুঝা যায় সতীত্বের প্রভাবেই তাঁহারা বীর রমণী হইয়াছিলেন। আর্য্য জাতির যখন দেবভাব ছিল তখন দেবীরও অভাব ছিল না। এখন আমরাও যেমন প্রেত পিশাচ হইতেছি সেইরূপ নারী জাতিকে ব্যভিচারিণী পিশাচিনী করিতেছি, ইহার বিশেষ প্রতিকার এখনও শীঘ্র করা উচিত। আমরা অনেক সতীর কথা লিখিয়াছি কিন্তু সতীশিরোমণি বেহুলার কথা বলি নাই। এই বেহুলা তৃতীয় জাতি বৈশ্যের কন্যা বেণেনী, সর্প বিষে জীর্ণও অস্থি-কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট পতি দেহ লইয়া ভেলাবলম্বনে প্রবল নদীর স্রোতে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া এই বেণের মেয়ে যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন তাহার তুলনা জগতে নাই, যাঁহার সতীত্ব প্রভাবে হরপার্ব্বতী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ ঘটনা এই কলিতে ভাগলপুর সন্নিহিত চাম্পাই নগরে ঘটিয়াছিল।

বৈশ্য চাঁদ সদাগর অতুল ঐশ্বর্য্য মধ্যেও তপঃ প্রভাবে ভগবতী মনসার সহিত বিবাদেও এ যুগে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাভক্ত শ্রীমন্ত সদাগর দেবীর বরপুত্র ছিলেন এবং কোন সদাগর সত্যনারায়ণ ঠাকুরকে সপরিবারে দর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। বেণের ছেলে গান্ধিজী বয়কট যুদ্ধে বিদেশী বেণের গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। লোভে কদাচারে এবং দাসত্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জীবন্মৃত প্রায়, স্বাধীন-জীবিক বলিয়া এ যুগে শূদ্রও বেণেই কতকটা জীবিত।

অতএব জাতির ছোট বড় ভাবিয়া কিম্বা স্ত্রীজাতি বা পুরুষ জাতির অধিকার ভেদ লইয়া গোলযোগে বা বিবাদে কোন লাভ নাই, সদ্‌ভাবে সদাচারে থাকিয়া কার্য্য করাই প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র (সংক্ষেপ)।

প্রেমতত্ত্ব সম্যক্ জানিতে হইলে সেই প্রেমময় এবং নাটের গুরু নটবরকে জানিতে হয়, তাঁহার করুণা ব্যতীত সুপ্রেমিক হওয়া বা প্রেমের স্থায়ীত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

এখনকার অধিকাংশ অর্দ্ধশিক্ষিত বা সুশিক্ষিত (গ্রাজুয়েট) নাম ধারী ভায়াদের মধ্যে যাঁহারা ভগবৎ ভাব বা প্রেমতত্ত্বের বিশেষ কথা বুঝেন না এবং কৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে অশ্লীলভাবে সন্দিগ্ধ-চিত্ত বা বিরুদ্ধবাদী সেই সুকুমার মতি কিশোর বা যুবক হিন্দু সন্তানদিগকে বুঝাইবার জন্য আবশ্যক বোধে অলৌকিক কৃষ্ণ কথা এখানে কিছু লৌকিক ভাবে আলোচনা করা হইল।

যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীর নাম লোকে জানে সেইরূপ মথুরা বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলার স্থান এবং জন্মস্থান বলিয়াই লোকে চিনে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, কালীয় হ্রদ প্রভৃতি লীলা খেলার স্থানগুলি চির প্রসিদ্ধ হইয়া এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ঈশ্বর যদ্যপি হন মেরীর তনয়।
ঘোষের তনয়ত দোষেরত নয়॥ গুপ্ত কবি।

মেরীর তনয় যিশুখৃষ্টও যখন ঈশ্বরের পুত্র অথচ কুমারীর ছেলে হইয়াও অর্দ্ধপৃথিবী ব্যাপিয়া ভক্তদ্বারা বিখ্যাত ও সম্মানিত এবং যাঁহার জন্ম কর্ম্ম অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত, তখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেবকীর দেহাবলম্বনে ক্ষণকাল মধ্যে জন্মিয়া এবং পুতনা বধাদি কার্য্য দ্বারা প্রকট হওয়া ইত্যাদি শাস্ত্রীয় কথা আমাদের দোষাবহ বা সন্দেহ জনক হইতে পারেনা। যেমন অরণি কাষ্ঠ

মধ্য হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয় সেইপ্রকার দেবকী দেবীর দেহ মন হইতে অযোনিজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ হইয়াছিল।

বহু ভক্ত বৈষ্ণব কবি এবং আধুনিক সুশিক্ষিত অমীয় নিমাই চরিত প্রণেতা শিশির কুমার ঘোষ এবং বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি পণ্ডিত-গণ যে মহাপ্রভুকে অবতার এবং মহাত্যাগী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মহা সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব চিরজীবন হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কাঁহা কৃষ্ণ কাঁহা বৃন্দাবন বলিয়া কত বিলাপ ও রোদন করিয়াছিলেন। আকুমার ব্রহ্মচারী ভীষ্মদেব এবং শুকদেব গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষেরাও যে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। যিনি দুই পাঁচ দিন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যাইয়া এবং বহুদিন রাখালি করিয়া অর্থাৎ না পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াও সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রন্থ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রবক্তা এবং মহাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

যিনি সপ্তম বৎসরের শৈশব অবস্থায় বস্ত্রহরণ এবং অষ্টম বৎসর বয়স হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পোগণ্ড বয়সেই যুবজনোচিত অস্বাভাবিক ভাবে কাম গন্ধবিহীন রাসলীলাদি করিয়াছিলেন। যে শিশুর স্বর্গীয় প্রেমবর্দ্ধক বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপ বধূরা অধৈর্য্যভাবে কূল শীল লজ্জা মান ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাস লীলার রাত্রে পতি পুত্রের বাধায় যে শিশু নাগরের নিকট যাইতে না পারিয়া তাঁহাকেই পতি ভাবিতে ভাবিতে বহু গোপিনী স্বগৃহেই জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। যে রাসলীলা বর্ণনার প্রথমেই "কাম গন্ধ বিবর্জ্জিতঃ।" কামগন্ধ বিহীন লীলা বলিয়া এবং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলিয়া "ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং।" ব্যাসদেব বলিয়াছেন।

সেই অদ্ভুত চরিত্র বালকের এই সকল অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া আপনারা প্রেম না কাম কি বলিবেন? এই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় বহু স্ত্রীতে বহু সন্তান জন্মিয়াছিল, আবার স্ববংশের সহিত যদুবংশ ধ্বংস ও তিনি স্বেচ্ছায় করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৌশলে ভারত যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বীর ধ্বংশ হইয়াছিল, মহাপ্রতাপী বীরবর কংস শিশুপাল বিনা যুদ্ধেই (দর্শন স্পর্শনে) মরিয়াছিল। এসকল ব্যাপার ঈশ্বর ব্যতীত অন্যে সম্ভব হয় কি? যদি আমাদের এই সকল প্রত্যক্ষপ্রায় ঐতিহাসিক শাস্ত্রীয় ঘটনা তোমরা না মান বা বিশ্বাস না কর; তাহা হইলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ-গণের এবং যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতির কীর্ত্তি কলাপের কথাই বা আমরা মানিব কেন?

আধুনিক ভক্ত পণ্ডিত এবং বাগ্মীপ্রবর ও সাধক কেশব চন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি নিরাকার বাদী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতাগণও শেষজীবনে যে রাধা কৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হরি নাম সঙ্কীর্ত্তনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন এবং প্রসিদ্ধ দেশনেতা সি, আর দাস এবং মতিলাল নেহরু যে হরি নাম এবং রাম নাম অন্তিমকালে উচ্চারণ করিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই রাম ও কৃষ্ণকে ভারতেরই "মানুষ অথচ ভগবান্" এখন তোমরা না বলিতে পারিবে কি?

যে ভগবান্ আমাদের (জীবের) সুখের জন্য ষড়্ঋতুর সৃষ্টি করিয়া সময়োচিত ফল ফুল ভোক্ষ্য ভোজ্য আলো বাতাস দানে নিয়ত সেবা দ্বারা সুখী করিতেছেন, সেই ঈশ্বর জীবশ্রেষ্ঠ মানবকে সর্ব্বসুখের সামগ্রী বা অপূর্ব্ব বস্তু প্রেমামৃত বিতরণার্থ ভূভার হরণ ছলে (মানুষ ভগবান্ হইয়া) স্বয়ং রাধা কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে ভূতলে

লীলা করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কালক্রমে আমরা সেই লীলা খেলার প্রেমামৃত রসাস্বাদন ভুলিয়া গিয়া নিষ্ঠুর কাপালিক সংসর্গে এবং দার্শনিক বিজ্ঞান চর্চ্চায় শুষ্ক হৃদয় হইয়া পড়িয়াছিলাম, তদ্দর্শনে দয়াময় হরি পুনশ্চ গৌরহরি হইয়া কিম্বা গৌর হরিকে পাঠাইয়া, বহু পল্লীর দ্বারে দ্বারে প্রেমাবতার মূর্ত্তিতে মহাপণ্ডিত হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত আচাণ্ডাল সর্ব্বমানবকে প্রেমশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ওগো! সেই গৌরচন্দ্র আমাদের বড়ই আপনার জন ছিলেন তিনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ও আমাদেরই ঘরের ছেলে, তাঁহার সুধামাখা হরি নাম সংকীর্ত্তন একমাত্র বাঙ্গলা ভাষার এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।

এই কীর্ত্তনের ভাষা যাহারা না বুঝে তাহারাও ইহা শুনিলে নাচে কাঁদে এবং আকুল হৃদয়ে গলিয়া পড়ে। কিছু দিন পূর্ব্বে পানিহাটীর উৎসবে সাহেবকেও নাচিতে দেখা গিয়াছে, সেই আমেরিকান্ সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা বিপুল ঐশ্বর্য্যভোগ এবং জলে স্থলে শূন্যে মেরুদেশে যথেচ্ছা বিচরণাদি করিয়াও এরূপ সুখ সম্ভোগ কখন করিতে পাই নাই, আজ কীর্ত্তনানন্দে যে সুখ ঘটিল। তোমরা বিদেশী শিক্ষা দীক্ষায় যতই কঠোর নাস্তিক পাষাণ হৃদয় হও; একবার এই কীর্ত্তন যজ্ঞে যোগ দিয়া দেখ; প্রেম বেগে তোমাদের হৃদয় প্লাবিত হইয়া যাইবে, নয়নের জল নয়নে আর রাখিতে পারিবেনা।

ওগো! এই গৌর চন্দ্র আমাদের অশিক্ষিত ভক্ত ছিলেন না, তাৎকালিক ভারতের সর্ব্বদেশের দার্শনিক দিগ্বিজয়ী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার পদাবনত এবং মহাভক্ত শিষ্য হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে

সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি বহুকষ্টে বহুদূরে যাঁহাকে দেখিতে মাদ্রাজে গিয়াছিলেন সেই কায়স্থ কুলতিলক গোদাবরী তীরবাসী মহাভক্ত রামানন্দ রায়ের বাটীতেও অন্নজল গ্রহণ তিনি করেন নাই। মহাপ্রভু ভাগবত শাস্ত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্র বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে পুর্ণ ব্রহ্ম বলিয়াই জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন; তিনিই মহা ঘণবনাবৃত লুপ্তপ্রায় শ্রীবৃন্দাবনকে মহাতীর্থে প্রকট করিয়া গিয়াছেন। এখন তোমরা বুঝ; এই দেশের এই ভাগবৎ প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়া, দেশপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম ও জীবপ্রেম প্রভৃতি প্রেমের পথে সংসার করা সুখের হইবে; অথবা রুশিয়ার মতে ভগবান্ বয়কট করিয়া, সেদেশের সাইবেরিয়া মরুর ন্যায় মরুময় হৃদয়ে সংসার করা সুখের হইবে। তোমরাত অনেক পড়িয়াছ একবার ভক্তিভাবে ভাল করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত এবং গীতা গ্রন্থ সৎগুরুর নিকট হইতে কিছুকাল পড়িয়া দেখ; এই শ্রীকৃষ্ণকে আমরা অন্ধ বিশ্বাস করিতেও বলিতেছিনা, দার্শনিক ভাবে বুঝিতে চাহিলেও শ্রীজীব গোস্বামী কৃত ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি একাধারে জ্ঞান ভক্তির পুস্তক এবং শ্রীরূপ সনাতনের দার্শনিক ভক্তির পুস্তক গুলি দেখুন।

এই শ্রীকৃষ্ণকে তোমাদের ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা বোধ হয় এখন বিশেষ (দুর্ভাগ্য না হইলে) বাধা হইবে না। আমাদের ভাগ্য ক্রমে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এদেশে এক এক সময় নানাভাবে আমাদের সহিত কত প্রকার লীলা খেলাও করিয়াছিলেন। ওগো তিনি এখানে রথের সারথ্য এবং রাখালি পর্য্যন্ত করিয়া এবং এদেশের মানুষকে মাতা পিতা ভ্রাতা বলিয়া আমাদের সৌভাগ্য কত বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন এবং কত ভাল

বাসিয়া এদেশে পুনঃ পুনঃ ছোট বড় অসংখ্য অবতার হইয়া স্বয়ং আসিয়াছেন কিন্তু অন্য দেশে কেবল প্রতিনিধি পুত্র যিশুখ্রীষ্টকে এবং বন্ধু (দোস্ত) মহম্মদকে এক একবার মাত্র পাঠাইয়াছিলেন। ওগো! আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণেরই তাৎকালিক লীলার সহচরদিগের বংশধর সুতরাং বিশেষ আত্মীয় হইয়াও তাঁহাকে ভুলিয়া এখন একেবারে আমরা হতভাগ্য হইয়াছি।

এখন তোমরা মানুষের রচিত বিরুদ্ধ গ্রন্থের বা পাণ্ডিত্যের বাজে তর্ক বিতর্ক কথা ছাড়িয়া সাক্ষাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের বাক্য গীতা বাক্যই শিরোধার্য্য কর; উহাতে সব পাইবে এবং ঐ বৃন্দাবন চন্দ্র ও নবদ্বীপ চন্দ্রের প্রদর্শিত প্রেম ভক্তির আদর্শ পথে "গৌর হরি বোল, হরি হরি বোল" বলিয়া আচাণ্ডাল মানবকে আলিঙ্গন কর, তাহা হইলে ক্রমশঃ "প্রাণের মিলনে একতা" জন্মিবে। (এই প্রবন্ধ মৎ প্রণীত বৃহৎ হিন্দু-নিত্যকর্ম্মে দেখ; উহাতে সপ্রমাণ লিখিয়াছি, হরি সংকীর্ত্তনে কোনরূপ স্পর্শদোষ নাই)।

এই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বড়ই অদ্ভুত ছিল তাঁহার মিত্র বা ভক্ত অপেক্ষা শত্রুর প্রতিই যেন দয়া কিছু অধিক দেখা যায়, বহু সহস্র বৎসরের তপস্যার ফল পাইলেও তাঁহার মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন এবং গোপ গোপিনীরা আজীবন অনেক কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরিশেষে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু পুতনা হইতে কংস শিশুপাল পর্য্যন্ত শত্রুবর্গ হিংসার জন্য ক্রোধরক্ত নেত্রে (ভগবৎ স্পর্শ মাত্রেই) মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, কারণ ভগবদ্বস্তু জলদগ্নিবৎ বিষ্ঠা চন্দন যাহাই হউক অগ্নি স্পর্শেই অবিচারে ভস্ম হইয়া থাকে।

আরও আশ্চার্য্য, এই কলিতে যাগ যজ্ঞের প্রয়োজন নাই, ভক্ত অভক্ত যেই হও আমাদের ঠাকুর সেই কৃষ্ণ নামের উচ্চারণ গুণেই মুক্তি পাইবে, নামেই অভক্ত লোক আপনা আপনিই ভক্ত হইয়া যাইবে। নাম করাও কঠিন কার্য্য নহে "মধুর মধুর-মেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং।" এই নাম মধুর হইতেও বড়ই সুমধুর এবং সকল প্রকার মঙ্গল অপেক্ষাও অতি মঙ্গল জনক, তাই রাধারাণী বলিয়াছিলেন, "নাজানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।" অতএব তোমরা এক কার্য্য কর, কেহ জানিবেনা এবং (গ্রাজুয়েট দলে) মানহানিও হইবে না, শয়নে স্বপনে জাগরণে ঐ কৃষ্ণ নাম মনে মনেও বলিয়া দেখ; তোমাদের মন শীঘ্র শীঘ্র বুঝিবে নামের কি মহিমা এবং নামে কত মধু ঢালা আছে।

শ্রীমতী রাধারাণী প্রভৃতি হইতে অন্যান্য সকল ভক্তগণই শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য এত ব্যাকুল কেন জান? ইহার উত্তরে বুঝা যায় যে, জীবমাত্রেই খণ্ড বা অপূর্ণা (শক্তি বা) প্রকৃতি, একমাত্র তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ মহান্ পুরুষোত্তম সেজন্য সকল খণ্ড প্রকৃতিই সেই মহাশক্তিশালী ও পূর্ণতম পুরুষে মিলিতে বা মিশিতে চায়। যেমন সমুদ্র হইতে জল কণিকা বাস্পরূপে আকাশমার্গে শূন্যে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াও বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হইবামাত্রই নদীপথে পুনশ্চ সেই উৎপত্তি স্থান মহাসমুদ্রে যাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে দ্রুতগতিতে সাগর মুখে ছুটীতে থাকে, যেরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ পশু ও পক্ষীগণ (নানা সুস্বাদু খাদ্য ও ফল জল খাইতে পাইলেও) জন্মস্থান বনপর্ব্বত

বা বৃক্ষকোটরে যাইবার জন্য সর্ব্বদা পিঞ্জরের প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে বহির্গমনের চেষ্টা করিতে থাকে, মুমুক্ষু মানব জাতিও সেই প্রকার স্বভাবেই উৎপত্তি স্থান সেই মহান্ ব্রহ্ম বা ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে বা মিলিতে মিশিতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে, উহাই মানবের পরমার্থ। মানব সেই মুক্তির বা প্রেমের পথ ভুলিয়া কামনা-পিঞ্জর এই সংসারে বদ্ধ হইলেই নানা অশান্তি ভোগ করে এবং ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায় মানব কেবল সর্ব্বদা সুখেরই অন্বেষণ করে বটে কিন্তু সংসারের ক্ষণিক বা খণ্ড সুখে সে পরিতৃপ্ত হয় না, তাই চিরসুখময় ভগবান্‌কে পাইবার পথ শ্রীমতী রাধারাণী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রেমভক্তির পথে দেখাইয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। প্রেমভক্তির পথই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ অথচ নীচাধম ব্যক্তিও এই পথের অধিকারী।

নিরাকার বাদীরা কিম্বা জ্ঞানমার্গের লোকেরা যে ভগবান্‌কে বহুকষ্টেও ধ্যান ধারণায় আয়ত্ত করিতে পারেন না, সেই সূক্ষ্মতম বস্তুকে চিৎঘণ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে পাওয়ায় একবার ভাবিয়া দেখ; আমাদের ভাগ্য তখন কত উজ্জল হইয়াছিল, ওগো! আমাদের মত অন্যান্য কোন দেশের লোক এরূপ ভাবে সেই (পূর্ণব্রহ্ম সনাতন) মানুষ ভগবানকে কোলে পীঠে করা, স্তন দান করা এবং ভাই বন্ধু পতি বলিবার ভাগ্য পাইয়াছিল কি? ভাব ভক্তি বিহীন চিনির বলদ আমি সাকার নিরাকারের কোন তত্ত্বই বুঝি না কিন্তু মহাযোগী সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরাই শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়াছেন।

যল্লব্ধ্বা নাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ গীতা।

যে ভগবানকে পাইলে জগতের মধ্যে অপর কোন বস্তুর লাভকেই তোমার আর অধিক লাভ বলিয়া মনেই হইবে না এবং যাঁহাতে (আত্মরূপে) মন অবস্থিত হইলে অতি গুরুতর দুঃখেও তোমার মন বিচলিত হইবে না, শ্রীকৃষ্ণই সেই একমাত্র পরমাত্মা ভগবান্। অতএব তাঁহার ভজনায় জীব তোমার কত লাভ বুঝিয়া দেখ? ভগবানকে (ভজিলে বা) পাইলে কামিনী কাঞ্চন ভোগের নেশা তোমার একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে সুতরাং তখন জীবন্মুক্তও হইতে পারিবে।

সেই পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুপমরূপ ও সৌন্দর্য্য-রাশি ভক্তি ভাবে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াই শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার জন্য এতই প্রেমের কাঙ্গালিনী ও উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। ভগবৎ কৃপায় মহাবীর ও মহাভক্ত অর্জ্জুন একদিন মাত্র কেবল বিরাট মূর্ত্তি দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভক্ত ব্যতীত তাঁহার প্রকৃত রূপ অভক্ত দেখিতে পায় না এবং দিব্যকর্ণ না পাইলে তাঁহার বংশী ধ্বনিও শুনিতে পায় না সেজন্য কংস শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে কেবল প্রকাশ্য নন্দ ঘোষের পুত্র বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তোমরা কি সেই অসুরের দল ছাড়িয়া এখন একবার এই দুর্দ্দিনে মনে প্রাণে ভক্তের দলে আসিবে না। এইরূপ মায়ের রূপ দেখিবার জন্যই ঋষি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বারম্বার প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন। "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" মা! যেরূপ দেখিলে আমাদের

আর কোনরূপ দেখিতে ইচ্ছা হইবে না, রূপপিপাসা চিরদিনের জন্য মিটিয়া যাইবে। যেরূপের সৌন্দর্য্যচ্ছটা দর্শনে সুকুমার কুমারের মুখ কিম্বা পরমা সুন্দরী যুবতী নারীর মুখ সুষমা অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে, সেই পরম সুন্দর তোমার আত্মরূপ একবার দিব্য দৃষ্টিতে আমাকে দেখাইয়া রূপদর্শন লালসা আমার চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্তি কর। জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ইত্যাদির ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত শ্রীশ্রীচণ্ডীর অর্গলা কীলকাদির ব্যাখ্যায় ঐ সকল কথা দেখুন;

উপাসনার আবশ্যকতা।

শ্রীকৃষ্ণকে কেবল ভগবান বলিয়া জানিলেই তোমার কার্য্য হইবে না। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার উপাসনা এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা প্রয়োজন, নচেৎ তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, তাহাকে ভুলিলেই তুমি কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্ররোচনায় মোহ সাগরে ডুবিয়া ইহকালে পরকালে বহু দুঃখ কষ্ট পাইবে।

যেমন প্রত্যহ বারম্বার পান ভোজন দ্বারা তোমার স্থূল দেহের (পঞ্চভূত আমির) পুষ্টির জন্য চেষ্টা করা হয় সেই প্রকার উপাসনা দ্বারা চৈতন্য শক্তিকে (প্রকৃত বা খাঁটি আমিকে) পরিপুষ্ট অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ করা বা জাগাইয়া তোলাও তোমার বিশেষ প্রয়োজন।

সর্ব্বতেজের আধার প্রত্যক্ষ ভগবান্ মূর্ত্তি সূর্য্যদেবের (সেই ভর্গাখ্য) তেজের বা চিৎশক্তির বারম্বার ভাবনারূপ উপাসনা করিলেই ক্রমশঃ তোমার এই জড়-চৈতন্য মিশ্রিত দেহের জড়ত্বের হ্রাস এবং চেতনার বৃদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ তোমার

সূক্ষ্ম বা প্রকৃত আমির পরিপুষ্টি ঘটে। ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি এই মানুষ সোঽহং জ্ঞানে তন্ময় হইয়া নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা তিনি ক্রমশঃ চৈতন্যময় হইয়া ঈশ্বরত্ব লাভও করিতে পারেন, পুনশ্চ ঈশ্বরকে ভুলিয়া ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় কামনা বশে ভোগ্য বিষয় (জড়বস্তু) সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ তিনি জড়ভাবাপন্ন বা নরকের কীট ও হইতে পারেন। এই উপাসনার শক্তি বা অধিকার জীবের মধ্যে কেবল মানবেরই আছে। অতএব মানবজন্ম পাইয়া ভগবানকে ভুলিয়া তাঁহাকে না ডাকিলে তোমার মানবত্ব থাকে না এবং জন্মান্তরে পুনশ্চ মানুষ না হইয়া বাক্‌শক্তি হীন পশু পক্ষী জন্ম লাভ হওয়াই তোমার সম্ভব হয় এজন্য সকল মানবেরই উপাসনা করা প্রত্যহ নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ জাতি অধিকতর ঈশ্বর পরায়ণ ছিলেন সেজন্য, তাঁহারা ঐশী শক্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া তাঁহাকে লোকে ঠাকুর বলিয়া ডাকিত ও প্রণাম করিত।

যেমন গো শরীরে ঘৃত থাকিলেও তাহা দ্বারা সেই গরুর দেহ পুষ্টি হয় না সেইরূপ হৃদয়স্থ ঈশ্বরেরও উপাসনা ব্যতীত তোমার হিত সাধন হয় না।

এক অগ্নি বা ব্রহ্মের তেজ তিনি অগ্নিমূর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি, এবং বিদ্যুৎমূর্ত্তি এই তিন মূর্ত্তিতে (পরিবর্ত্তিত হইয়া) জগৎ পালন করিয়া থাকেন *। আমাদের দেহে বিদ্যুৎ বা তাড়িৎমূর্ত্তি

* একোঽগ্নি-স্ত্রিধা ব্যবর্ত্ততে। অগ্ন্যাত্মনা সূর্য্যাত্মনা বিদ্যুদাত্মনা চেতি। হোমে গুণবিষ্ণুঃ।

যচ্চন্দ্র-মসি যশ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণীনাং দেহ-মাশ্রিতঃ।

রূপেও (আত্মা বা) ঈশ্বর অবস্থান করিতেছেন। এই তাড়িৎ শক্তিই চেতনা বা চৈতন্য, ইহাই চিৎশক্তি রূপে আমাদের বুদ্ধির প্রকাশক এবং দেহাভ্যন্তরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরিচালনা করিয়া থাকেন, এই বিদ্যুৎ বা তাড়িদগ্নিই অদৃশ্য উষ্মা এবং জঠরাগ্নি রূপে ভোক্ষ্য দ্রব্য পরিপাক করেন, দেহস্থ পঞ্চবায়ুও ঐ অগ্নির আধার, (বায়োরগ্নিঃ) বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয় সেজন্য বায়ুশূন্য স্থানে অগ্নি থাকিতে পারে না।

যাঁহারা সর্ব্বদা চৈতন্যের বা দেবতার ভাবনা করেন তাঁহাদের ব্রহ্মণ্য বা দেবত্বের বৃদ্ধি হয় সেজন্য সর্ব্বগুণ সম্পন্ন, ব্রহ্মের শক্তি ব্রাহ্মণেরা লাভ করিতেন। যাঁহারা প্রজা বা মানবের হিতাহিত ভাবেন তাঁহাদের ক্ষাত্র্যবৃত্তি বা মানবত্বের পুষ্টি হওয়ায় রাজশক্তি বা প্রভূত্ব লাভাদি ঘটে। যাঁহারা সজীব বৃক্ষাদি বা পশুকুলের ভাবনা করেন তাঁহাদের বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ জীবপুষ্টি বা জীব পোষণেচ্ছা প্রবল হয় কিন্তু যাঁহারা ইট কাট ধাতু পাথর জড়বস্তু ভাবেন তাঁহাদের জাড্যভাব বা শূদ্রত্বের পুষ্টি হয় সেজন্য ব্রাহ্মণের লৌহ ও চর্ম্মাদি বিক্রয়ে বা ব্যবসায়ে পাতিত্য বা শূদ্রত্ব জন্মে এবং স্থাপত্য বিদ্যা বা শিল্প বৃত্তিও ব্রাহ্মণের পক্ষে হীনতা সূচক। রোগ ও রোগীর চিন্তা মাথায় থাকিলে ব্রহ্মচিন্তার বিঘ্ন ঘটে এজন্য চিকিৎসক ব্রাহ্মণও হীন।

চৈতন্যময় ভগবানের চিন্তা বা ভজনায় জড়ত্বের হ্রাস ও চেতনার বৃদ্ধি ঘটে বলিয়া, আপৎকালে ব্রাহ্মণাদি জাতি হীন কর্ম্মোপজীবিক হইলেও উপাসনা দ্বারাই তাঁহাদের ঐ সকল দোষ ক্ষয় বা ক্ষালন হয় সুতরাং সকলের পক্ষেই কায়মনোবাক্যে প্রত্যহ যথাকালে উপাসনা করা প্রয়োজন।

অতি নিকটের বস্তু হইলেও যেমন তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা বা তৎসমন্বিত মুখখানি তুমি দেখিতে পাওনা সেইরূপ হৃদয়ে থাকিলেও ঈশ্বরকে এই চর্ম্ম চক্ষে হটাৎ (তিনি দেখা না দিলে) দেখা যায় না, জ্ঞানরূপ দর্পণ প্রতিবিম্বে তাঁহাকে ভক্তিও যত্ন সহকারে দেখিতে হয়। "সূর্য্যকোটি প্রতিকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং।" তাঁহার অবিনশ্বর, অসীম ও অতুলনীয় রূপ কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন অথচ কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল ও প্রফুল্ল এবং অতীব প্রীতিদায়ক। তাঁহাকে জানিতে বা দেখিতে পাইলে তোমার আর কিছু জানার বা দেখার ইচ্ছা বা প্রয়োজনই হয় না।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

বাশিষ্ঠঃ।

সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে জ্ঞাননেত্রে বা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলে তোমার অহং মমরূপ হৃদয় গ্রন্থি অর্থাৎ আমি বা দেহাত্মবোধ এবং স্ত্রী পুত্র গৃহাদির প্রতি মমতা বা আমার বোধ এবং স্ত্রী পুরুষের মিথুনী ভাব (চিরগ্রন্থি) সকল ভেদ বা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইহ পরকালের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদি জ্ঞানের সংশয় সকলও ছেদ বা ছিন্ন হইয়া যায় এবং ঐহিক বা পারত্রিক কর্ম্মফল যাহার দ্বারা জীব তুমি বদ্ধ সেই তোমার অদৃষ্ট বন্ধনও ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে সর্ব্বসিদ্ধি হয় সেই ভগবানকে পাওয়ার জন্য অনুক্ষণ চেষ্টাই কর্ত্তব্য এবং ইহাই মানবাত্মার পরমার্থ জানিবে। মহাত্মা রামকৃষ্ণদেব সুশিক্ষিত না হইয়াও পাষাণী কালীমাতাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া

এবং কথা বলিয়া মহাজ্ঞানের অধিকারী ও জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন এবং কত মানুষকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।" ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু গুণ আছে তাহা সমস্তই মানবের এই ক্ষুদ্র কলেবর মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত আছে। তুমি যত্ন করিলেই ভগবানের সকল গুণেরই অধিকারী হইতে পার কিম্বা সর্ব্বগুণ তুমি অনুশীলনেও বাড়াইতে পার। তুমি হীন দীন বা ক্ষীণ নহ ইহা ভাবিয়া সর্ব্বদা সদাচারে থাকিয়া উপাসনা দ্বারা আত্ম জাগরণে চিত্তশুদ্ধি কর। ভগবানের সকল প্রকার মূর্ত্তিই এক এবং অভেদ জানিবে।

হরি-হরয়োঃ প্রকৃতি-স্তেকা
প্রত্যয়-ভেদাৎ ভিন্ন বদ্ভাতি।
ভেদ-জ্ঞানং জনয়তি বিনা-শা-স্ত্রং॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হরি এবং হর উভয়েই এক ঈশ্বর, কেবল বিশ্বাসের প্রভেদ হেতুই ভিন্নের ন্যায় প্রকাশ (বা বোধ) হয় মাত্র কিন্তু শাস্ত্র ব্যতীত অর্থাৎ শাস্ত্র জ্ঞান না থাকিলেই এই ভেদ জ্ঞান জন্মায় এবং এই ভেদ জ্ঞানই মানবের বিনাশের অস্ত্র স্বরূপ ঘটে, অপর পক্ষে হরি এবং হর উভয়ের প্রকৃতি বা (হৃ) ধাতু এক (ইন্ এবং অণ এই) প্রত্যয় (দুইটির) প্রভেদ হেতু কেবল পদ দুইটিরই পার্থক্য দেখা যায় মাত্র।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা (বৃত্বা) অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং।

যে বিরাট পুরুষের বহু বা বহু সহস্র মস্তক ও বহু চক্ষু এবং বহু পদ আছে, যিনি সকল ভূমি এবং দিক্‌বিদিক্ ব্যাপিয়া আছেন, সেই বিরাট মূর্ত্তি ঈশ্বর আমার হৃদয় মধ্যস্থ দশাঙ্গুল মাত্র স্থান ব্যাপিয়াও তিনি (সূক্ষ্ম জীবাত্মারূপে) রহিয়াছেন ; ইহা ভাবিয়া সেই আত্মারূপী নারায়ণের মাথায় (চিন্তা করিয়া) জল দিতে হয়। অতএব হিন্দু জড়োপসক বা পৌত্তলিক নহেন, হিন্দুরা গোলক দেখিয়া পৃথিবীর (মানচিত্র) ধারণা করেন মাত্র, গোলককে কখন পৃথিবী বুঝেন না। আরব প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা পূর্ব্বকালে (ভ্রমক্রমে) মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বুঝিয়াছিল, মহাজ্ঞানী মহম্মদ উহা ভ্রম বুঝিয়া একেশ্বর বাদ প্রচার করেন, তাঁহার শিষ্যগণ সেই ভ্রম বিশ্বাসে ভারতের হিন্দুকেও মূর্খ পৌত্তলিক ভাবিয়া ছিলেন।

মোক্ষেধী র্জ্ঞান-মন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

মুক্তি বিষয়ক আধ্যাত্মিক যে বুদ্ধি কেবল তাহাকেই প্রকৃত জ্ঞান বলে এবং শিল্পাদি বিষয়ক বা জড়বস্তুর কিম্বা দর্শন বা চিকিৎসাদি শাস্ত্রীয় অন্যান্য জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে, সুতরাং মুমুক্ষু ব্যতীত সকল মানুষই অজ্ঞান কিম্বা অপূর্ণ জ্ঞান। প্রেম বা ভক্তির পথে নিষ্কাম উপাসনা ব্যতীত এই মুক্তি জ্ঞান মানবের জন্মে না। কামনা থাকিলে ঈশ্বরকে চাওয়াই হয় না।

ঈশ্বরকে জানিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করিলে পাপ বা কুকর্ম্মে নিবৃত্তি এবং সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও আনন্দ জন্মে সুতরাং ইহা দ্বারা সদ্ভাব বৃদ্ধিও ইন্দ্রিয় দমন অভ্যাস হয় সেজন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনের সুযোগও ঘটে অভ্যাস জন্মিলে যথাসময়ে উপাসনা না করিয়া স্থির মনে স্বস্তি পাওয়া যায় না,

যে কোন প্রকার আধারে মন ভ্রমরকে বসাইয়া তাহাকে স্থির কর। উপাসনায় দুঃখ নিবৃত্তি ও শক্তিবৃদ্ধি হয় এজন্য ঈশ্বর যাহাই বা যেরূপই হউন ক্ষতি নাই। বিপদে অধিক উপাসনা প্রয়োজন।

হিন্দুর প্রচলিত সন্ধ্যাদি উপাসনা দ্বারা প্রত্যক্ষ এই স্থূল দেহেরও যথেষ্ট উপকার হয়।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার চূণীলাল বাবুর গ্রন্থে দেখিয়াছি এবং প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দু্ভূষণ সান্ন্যাল এম, বি, মহাশয় বলিলেন, এখনকার পাশ্চাত্য ডাক্তারেরা অনেকে বলেন যে, প্রত্যহ কিছু সময় বারম্বার ফুস্ফুসে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ, ধারণ এবং ধীর মন্থর গতিতে পরিত্যাগ করিলে ক্ষয় রোগের বীজাণু বিনির্গত এবং বিনষ্ট হয়। শাস্ত্রে ইহাকে প্রাণায়াম বলিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, এই প্রাণায়াম (সন্ধ্যার অঙ্গ) দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগ বীজাণু এবং দৈহিক ও মানসিক মল বা পাপ বিনষ্ট হয়। যে কার্য্য দ্বারা প্রাণ শক্তির আয়াম বা বিস্তার হয় অর্থাৎ আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ঘটে তাহাকে প্রাণায়াম বলে। দেহস্থ পঞ্চ বায়ুই জীবনীশক্তি, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও শুক্রান্ত সপ্ত-ধাতু পঙ্গু বা জড়বৎ, ইহারা উক্ত বায়ু দ্বারা বিশোধিত এবং পরিচালিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ তাম্র স্পর্শ এবং তাম্রপাত্রস্থ (ইলেকিট্রকময়) জল পানে প্রায় সর্ব্বরোগ বীজাণু বিনষ্ট হয় কারণ তাম্রই বৈদ্যুতিক শক্তির আধার। (কিউপ্রাম মেটালিকাম ও আর্সেনিকাম) তাম্র ঘটিত এবং ইহা কলেরা রোগের মহৌষধি। এই সকল কারণে তাম্রের মাতুলি ও অঙ্গুরী এবং সন্ধ্যা পূজায় তাম্র পাত্র এদেশে চিরপ্রচলিত।

ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার জন্য পবিত্রতা বা সদাচার স্বরূপ চক্ষু, মুখ ও হস্ত পদাদি প্রক্ষালন, বস্ত্র ত্যাগ এবং গাত্র মার্জ্জনাদি দ্বারা দেহ শীতল ও মন সুস্থির হয় এবং দুষ্ট বীজাণু (পয়জেন) হইতে আত্মরক্ষা ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ঘটে, এসকল কথাও অদ্যাপি কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অস্বীকার করেন না।

অতএব সন্ধ্যাদি উপাসনা দ্বারা দেহের বাহ্যাভ্যন্তর ভাগের এবং মনের সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ, রোগমুক্তি বা রোগ যাহাতে না হয় তাহারও উপায় প্রাপ্তি ঘটে। যে কার্য্য দ্বারা ঐহিক পারত্রিক এবং শারীরিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলই লাভ হয় এবং যে কার্য্যে কেবল মানবেরই অধিকার সেই সন্ধ্যা পূজাদি বা যে কোন প্রকার উপাসনা পরিত্যাগ করার ন্যায় মানুষের পক্ষে মূর্খতা এবং বিড়ম্বনা আর কি আছে।

ভয়ে কাঁচপোকাকে ভাবিয়া ভাবিয়া আর্স্‌লা পোকা যেমন কাঁচপোকা হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মের ভাবনায় মানবের ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মত্ব জন্মায় এবং অপূর্ণ মানুষ সে আত্মশক্তি পূরণের জন্য সর্ব্বদা অনন্তশক্তি ব্রহ্মের সহিত স্বাভাবিকই মিলিতে চায়, এজন্য জগতের প্রায় সকল সভ্যজাতিই বহুকাল হইতে অনন্ত শক্তি বা ঈশ্বরকে মানেন এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গলার্থে তাঁহার উপাসনাও করেন। দেবতা ব্রহ্মেরই শক্তি।

স্বভাববাদী দুই চারিজন লোক তাঁহারাও অনন্তশক্তিকে মানেন। এই অনন্ত শক্তি বা প্রকৃতিও সেই একই ঈশ্বর "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ।" একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিকেরা অনর্থক আমার কেহ নাই ভাবিয়া সঙ্কীর্ণ এবং শুষ্ক ও হতাশ্বাস হৃদয়ে মুমূর্ষুকালে বড়ই যাতনা পায়, তাই

শেষকালেও মৃত্যু যন্ত্রণায় পড়িয়া ভগবান্ রক্ষা কর বা মা রক্ষা কর একথা না বলিয়া প্রায় কেহ থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান রুষিয়া প্রভৃতি ভোগভূমির পাশ্চাত্য জাতিরা অনেকে নাস্তিকবৎ হইলেও তাঁহারা কর্ম্মবীর সেজন্ত জগতের উন্নতিকর কর্ম্মপুঞ্জ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা মহাকর্ম্মী ঈশ্বরের প্রকারান্তরে তুষ্টি সাধনই করিতেছেন কিন্তু তোমরা এই কর্ম্ম ভূমি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানক্ষেত্র ভারতে জন্মিয়া, পশুবৎ ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম ও আচার বিচার সকল ছাড়িয়া কি পাইতেছ বা কি করিতেছ এবং কোন্ পথে নামিয়া যাইতেছ ইহা ভাবিলেও হতাশ্বাস হইতে হয়। তোমরা ঠিক নাস্তিক নহ নাস্তিকতা তোমাদের কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফল কিম্বা জন্মদোষে ও কর্ম্মদোষে হীন বীর্য্য হওয়ায় তমোগুণের ফল। কিছুদিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, হিন্দুরা কেহ কেহ ব্রাহ্ম বা খ্রীশ্চান হইয়াও উপাসনা করিত কিন্তু এখন নিশ্চেষ্ট জড়বৎ তোমাদের না রাম না গঙ্গা কিছু না বলা ইহা আলস্য ও মূর্খতা নহে কি? জড় বা নরপশু আর কাহাকে বলে। উপাসনা ব্যতীত তোমাদের পশুত্ব ঘুচিবে কিরূপে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং পরকালে বিশ্বাস এই দুই বিশ্বাসের মিলনকেই ধর্ম্ম বলে, অথবা যে আমাকে ধরে বা রক্ষা করে কিম্বা আমি যাহাকে ধরি বা যে আমার আশ্রয় তাহাকেও ধর্ম্ম বলে [ধৃ—ধাতু মন্ ধর্ম্ম] এই ধর্ম্মের সদনুষ্ঠানকেই সুকর্ম্ম বলে। ঈশ্বর পরায়ণ বা ধার্ম্মিক হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত দেশের কার্য্য করাই ভারতবাসী হিন্দু বা মুসলমান তোমাদের উচিত। কার্য্যের ইচ্ছা থাকিলে সময়ের কিছুই অভাব হয় না। উপাসনা কেবল তোমা-

দেরই প্রয়োজন, উহাতে ভগবানের বিশেষ লাভালাভ নাই। অতএব 'বৃথাভ্রমণ, বচনামি ও কুড়েমি ছাড়, পরকাল ও ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া কর্ম্ম কর, ভগবান্ সহায় হইবেন "যোগঃ ক্ষেমং বহাম্যহং।" এই গীতাবাক্য মিথ্যা হইবে না। মহাত্মাগান্ধি প্রত্যহ উপাসনা করেন। কিছু না পার ভাই তবে নাম কীর্ত্তনাদি কর ক্রমশঃ তোমার ভ্রম ঘুচিবে এবং রুচি প্রবৃত্তি ও স্বাভাবিক ফিরিবে।

য ইচ্ছতি হরিং স্মর্ত্তুং ব্যাপারাস্তগতৈরপি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নানমিচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ॥ বাশিষ্ঠঃ।

যে ব্যক্তি মনে করে ঝঞ্ঝাট মিটিয়া গেলে পরে হরি-ভজন করা যাইবে সেই দুর্ব্বুদ্ধি লোকের পক্ষে সমুদ্রের তরঙ্গ শান্তি হইলে স্নান করিবার বাসনার ন্যায় সময় নষ্টই ঘটে, অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় এই সাংসারিক কার্য্যের কখন বিরাম হইবেনা সুতরাং হরি ভজনও হইবে না। অতএব বাল্যকাল হইতেই স্বল্প বিস্তর ভাবে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা মনের বল বৃদ্ধি জন্য পাঠাভ্যাসাদি সর্ব্ব কার্য্যের বিশেষ সুবিধাই হইয়া থাকে।

যে "দান ধ্যান" করে তাহাকে সৎলোক বলে। দান তিন প্রকার, "পূজানুগ্রহ-কাম্যয়া" গুরুজন বা মান্য ব্যক্তিকে উপায়ন দ্রব্যাদি দ্বারা তুষ্টি সাধন বা তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষাকেও পূজা দান বলে। অন্ন বস্ত্র বা ঔষধ পথ্যাদি দান ও শিক্ষা দ্বারা দরিদ্রের সেবা কার্য্যকে অনুগ্রহ দান বলে। স্বর্গাদি কামনা বা নিজ মঙ্গলার্থে সুব্রাহ্মণ বা

সাধু সন্ন্যাসীকে যে দান তাহা কাম্য দান কিন্তু ধনাদি বস্তুর নিষ্কাম দানই শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ঈশ্বর চিন্তাকেই ধ্যান বলে। এই দান ধ্যান বিহীন নিষ্কর্ম্মা লোকই অসৎ বা পশুতুল্য। সেবাদি যে প্রকার দান পার স্বল্পাধিক কর এবং ঈশ্বরকে ধ্যান বা উপাসনা কর; দুর্লভ মানব জন্ম বৃথা নষ্ট করিবে কেন? কেবল দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিলেও হয়না, পিত্রাদি গুরুজন হইতে গোসেবা পর্য্যন্তও করিতে হয় নচেৎ মানবোচিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পূর্ণরূপে তোমার পালন করা হয় না।

বড়ই দুঃখের বিষয় এখানকার অনেক গ্রাজুয়েট বা শিক্ষিতাভিমানী লোক জাতি ধর্ম্ম এবং উপাসনা ও যজ্ঞোপবিত ত্যাগ করিবার কারণ দেখাইতেছেন যে, যাহা বুঝিনা তাহা মিথ্যা বা তাহার প্রয়োজনই নাই, ইহার উত্তরে বলিতেছি, আমি সব জানি এই অহঙ্কারের নামই মূর্খতা। মহাত্মা নিউটন ফল কেন মাটিতে পড়ে উপর দিকে যায় না কেন, বহুকাল ভাবিয়া ভাবিয়া মাধ্যাকর্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তোমরা প্রাণপণ চেষ্টায় বিশিষ্ট অধ্যাপকের (মাষ্টারের) সাহায্যে যে ভাবে গণিত বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া পাশ করিয়াছ, সে ভাবে কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে বিশেষ যতনে নিজের জাতি ধর্ম্ম ও শাস্ত্রকথা শিখিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছ কি? অতএব না খুঁজিয়া না বুঝিয়া ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিসেবিত জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মকে ত্যাগ করা ঘোর মূর্খতা নহে কি? সমাধিতে কত সুখ জান কি?

বিদেশী স্বার্থপর কুবুদ্ধি পণ্ডিতের কথায় নিজের কি সর্ব্বনাশ করিতেছ ইহা ভাবিবার ক্ষমতাও কি তোমাদের নাই! ভাল মন্দ বিচারের জন্য কিছু কাল অপেক্ষা করাওত তোমাদের উচিত ছিল। স্ব বা স্বকীয় সমস্ত জাতি ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়িতেছ অথচ স্বরাজ চাহিয়া স্বদেশী হইতেছ কিরূপে; ত্রিকালজ্ঞ ও অভ্রান্তবাদী যোগী না হইলে মুনি বা মহর্ষি হওয়া যায় না; কোটি কোটি লোকের মধ্যে সেরূপ মানুষ দুই একটি জন্মায়, সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াই মহাত্মা রামকৃষ্ণ দেবের ভাষা বাক্য গুলিও অভ্রান্ত। ঐরূপ ঐশী শক্তি না থাকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা চিকিৎসকদিগের পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্ত্তন ঘটে কিন্তু অদ্যাপি ঋষিপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদের বা শাস্ত্রের ভুল দেখা গেল না। অতএব ব্রহ্মচর্য্য বলে আলস্য ছাড়, কর্ম্মবীর হও এবং স্বধর্ম্মে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ; নিশ্চয় স্বাধীনতা পাইবে ও সুখী হইবে।

তোমাদের বেতন ভোগী স্কুল মাষ্টার অপেক্ষা নিঃস্বার্থ মুনি ঋষিরা বহুগুণে যে বড় এজ্ঞান মূর্খ চাষারও আছে; সেই ঋষি বাক্য গুলি স্থিরমনে একদিনও কি তুমি বিচার বিবেচনা করিতে পারিলেনা, ধিক্ তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে। আমরা বলিব, এ সকল ভাব তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের আসুরিক দুর্ব্বুদ্ধি ও দুষ্কর্ম্ম বা দুর্ভাগ্যের ফল; এখনও ফের; ভগবানে আত্ম সমর্পণ কর, তাঁহার দয়ায় তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচিতে পারিবে। কর্ম্ম না করিলে কোন কর্ম্মেরই ফলাফল বুঝা বা বুঝান যায় না, ঔষধ না খাইয়া কেবল নামে কাম হয় না, হয়ত তর্কে জিতিতে

পার সুতরাং অন্ধ বিশ্বাসেও কর্ম্ম কর, একদিন নিশ্চয় সব বুঝিতে পারিবে। যে পথে বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গাদি মহাজনদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্তি ঘটিল এবং মুক্তি মিলে, হতভাগা ও মূর্খ ভিন্ন সেই আস্তিকতার পথ কে ত্যাগ করে।

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান রুস ও জাপান প্রায় নাস্তিকতার পথে থাকিয়াই যখন দেশের উন্নতি করিতেছেন তখন স্বেচ্ছাচার ও নাস্তিকতার পথই ভাল। ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, যদি দেশের স্বাধীনতা এবং উন্নতির সহিত আত্মোন্নতি করা যায় সেই পথটীই অবলম্বন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত নহে কি? বনবাসী পশুরাওত স্বাধীন ও স্বাবলম্বী, আধ্যাত্মিক জ্ঞান হীন মানুষ যতই উন্নত হউক তাঁহারা পশু অপেক্ষা কিছু বড় বা তাঁহাদিগকে পশুশ্রেষ্ঠ বলা যায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতিতে মানুষের মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব এবং ঈশ্বরত্ব লাভও ঘটিতে পারে একথা বহু ভাবে বুঝাইয়াছি। আর্য্যজাতি একাধারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্য্যেই বল বীর্য্যের সাধনা করিয়া যখন জগতে স্বাবলম্বী ও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তখন এই পথই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পথ জানিবে।

পূর্ব্বকালে এই পথে থাকিয়াই ভারতের রাজা বা সম্রাটেরা দিগ্বিজয় করিতে গিয়া ভারতের বাহিরে অনেক রাজ্যজয় এবং সুদূর আমেরিকায় পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন সুতরাং এই পথে থাকিয়া (বিপথে না যাইয়া) যুগপৎ আত্মোন্নতি এবং দেশোন্নতি কর; ইহাই প্রকৃত "উত্থানের পথ।"

উত্থানের পথ।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা।

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণা-মসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাং॥

বিষ্ণুশর্ম্মা।

মানবের যত আপদ বিপদের প্রধান পথ বা কারণই হইতেছে কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অসংযম অর্থাৎ অপরিমিত বা অবৈধ ভাবে ইন্দ্রিয় সেবা। যে ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয়কুলকে স্ববশে আয়ত্ত করিতে বা জয় করিতে পারেন তিনি সকল সম্পদের পথই সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। অতএব যে পথ দ্বারা তুমি প্রকৃত ইষ্ট বা মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে সেই পন্থাই অবলম্বন করা তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অনুকরণে আমরা কিন্তু ক্রমশঃ অসংযমের বা স্বেচ্ছাচারের পথেই অগ্রসর হইয়া ভ্রমবশতঃ অবসন্নভাবে উন্নতি লাভই মনে করিতেছি।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্
শরীর-বিমোক্ষণাৎ।
কাম-ক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

৫।২৩ গীতা।

শরীর ত্যাগের বা মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ আজীবন যে ব্যক্তি কাম এবং ক্রোধের অযথা বেগ সম্বরণ ও সহ্য করিতে পারেন অর্থাৎ বিবেক দ্বারা কাম ক্রোধকে দমন রাখিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই জগতে মহাযোগী এবং মহাসুখী, কারণ ইন্দ্রিয়াশক্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় সর্ব্বদা অস্থির চিত্ত সেজন্য তাঁহার অন্তরে সুখ শান্তি থাকে না। অতএব সদাচারে ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকিয়া যথাশক্তি ইন্দ্রিয় বেগ ধারণ করাই মানবের কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণা-মারোগ্যং মূলমুত্তমং।

শাস্ত্র বলিতেছেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা কামনা জনিত ভোগ সুখ এবং মোক্ষ বা মুক্তি ইহার মূলই হইতেছে আরোগ্য বা স্বাস্থ্য। দেহ সুস্থ সবল না থাকিলে মন ও সুস্থ সবল থাকিতে পারে না, অতুল ঐশ্বর্য্য বা সুন্দরী রমণী সম্ভোগ স্বাস্থ্যহীনের পক্ষে এসকল কিছুই ভাল লাগে না। রোগী হইয়া পরে আরোগ্যের চেষ্টা করা অপেক্ষা রোগী না হইবার চেষ্টাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। এই আরোগ্য বা শরীর ও মন সুস্থ থাকিবার মূল বা আদি কারণ হইতেছে সংযম বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা কারণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা ইন্দ্রিয় সংযত থাকিলে দেহেরও মনের বল রক্ষা হয় সেজন্য রোগ নিবারণী শক্তি এবং স্বাস্থ্য রক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে।

বিহিতস্যানমুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়ানাং নরঃ পতন-মৃচ্ছতি॥ স্মৃতিঃ।

শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান না করা অর্থাৎ সদাচার পালন বা উপাসনাদি না করিয়া জড়বৎ আলস্য বা মোহে অভিভূত থাকা কিম্বা শাস্ত্র নিষিদ্ধ বা সমাজ নিষিদ্ধ কার্য্যের সেবা করা অথবা কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্গকে দমন না করা অর্থাৎ ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া অপরিমিত বা যথেচ্ছা ব্যবহার করা, এই সকল কার্য্য দ্বারা মানবের শারীরিক ও মানসিক পতন হইয়া থাকে সুতরাং ইহার বিপরীত ভাব সংযত আচরণকেই "উত্থানের পথ" বলিয়া জানিবে। এই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শক্তিশালী ব্যক্তিরই চতুর্ব্বর্গলাভ এবং আরোগ্যলাভাদি সমস্তই স্বল্পায়াস লভ্য বা করায়ত্ত হইয়া থাকে।

আর্য্যজাতি যে সর্ব্ববিষয়ে এত উন্নত হইয়াছিলেন তাহার মূল কারণই হইতেছে তাঁহাদের সর্ব্ববিষয়ে সংযম বা মিতাচার এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন অভ্যাস। ভারতের মানুষ ব্রাহ্মণ একদিন ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে (আবদার করিয়া শিশুপুত্রের ন্যায়) পদাঘাত করিতে পারিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় রাজগণ মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও কাড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন কেবল তপঃ প্রভাবে সেই তপস্যার মূলই হইতেছে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য বা দেহের শক্তিরক্ষা।

অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য মুক্তঃ স্বভাববান্॥

আমি দেবতা আমি অন্য কেহই নহি আমিই সেই নিত্য মুক্ত স্বভাব বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম। এইরূপ আপনাকে

সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মতুল্য ভাবনায় ভাবিত হইয়া মনে প্রাণে শক্তি লাভ করিয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা ব্রহ্মচর্য্য বলে বলিয়ান ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে পারেনা।

একমাত্র কাম জয় করিতে পারিলেই ক্রোধাদি জয়ও সহজ হয়। মানুষ ইচ্ছা করিলে এক ব্রহ্মচর্য্য বলেই সাহসী হইয়া দেবতার দেবত্ব আয়ত্ত করিতে পারে এ বিশ্বাস তাহার আছে বা থাকা উচিত, এজন্য আপনাকে হীন দীন ক্ষীণ ও পরাধীন ভাবিয়া হতাশ্বাস হওয়া কাহারও উচিত নহে। পুনশ্চ অসংযত মানুষ স্ত্রৈণ হইলে কিম্বা নেশা বেশ্যা প্রভৃতিতে অত্যাশক্ত হইলে নরকের কীট হইয়া পশু অপেক্ষাও হীন এবং চিররোগী হইতে পারে, "ভোগে রোগভয়ং।" ভোগেই রোগের ভয়, এই সকল কথা আমরা ক্রমশঃ বুঝাইতেছি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে এই পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাতে দেখান হইয়াছে, সংযমের পথেই ভারতের প্রাধান্য ছিল, কোন কালেই কোন দেশের লোকের অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতার পথ ভাল নহে, একথা বহুভাবে বুঝাইয়াছি, তাহাতে মানব সমাজের অবনতিই ঘটে, পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে আর্য্য সভ্যতা অনেক উন্নত কারণ ইহাই সংযমের পথে এবং সর্ব্বপ্রকার আত্মোন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল এবং আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সম্মত এজন্য এই পথে থাকিলেই মানবের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা এবং তজ্জন্য যথেষ্ট কল্যাণ হয়। আর্য্যশাস্ত্রে দেশাচারের মধ্যে সংযমের কথা এবং অসংযমের পথেও সংযমের কথা অনেক আছে, এমন কি বিবাহিতেরও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার কথা আর্য্যশাস্ত্রেই বিস্তারিত আছে, ইহা

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে (এই পুস্তকে) আমরা ক্রমশঃ বাহুল্য ভাবেই দেখাইয়াছি।

অসাধারণ ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে শৌর্য্যে বীর্য্যে ধৈর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইয়া আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এবং পঞ্চ পাণ্ডবগণ জগতে মহাপুরুষ ও মহাজন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মাগণ প্রথম যৌবনে সুদীর্ঘকাল বনবাসে নির্জন পর্ণ কুটীরে স্ত্রী সান্নিধ্যে সর্ব্বদা বাস করিয়াও আহারে বিহারে মহাসংযম বা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন এবং অবৈধ ক্রোধ ও রাজ্যলোভাদি ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেজন্য তাঁহারা মানুষ হইয়াও দেব পদবাচ্য হইয়াছিলেন। যথাসময়ে স্বরাজ্যে আসিবার পরে তাঁহাদের সেই চিরসঙ্গিনী সতী স্ত্রীর গর্ভে সুসন্তানগুলিও জন্মিয়াছিল।

সুর সুন্দরীদিগের বিলাস স্থল হিমালয়ের সুরম্য প্রদেশে মরণ ভয়ে ভীত ব্রহ্মচারী নব যুবক পতির সঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও যুবতী সতী কুন্তী ও মাদ্রী সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই নিষ্কাম তপঃ প্রভাব-পূত গর্ভেই দেবাংশসম্ভূত পবিত্রাত্মা মহাশক্তিশালী পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ রক্ত মাংসের সুবিশাল শক্তিশালী দেহ ধারণ করিয়াও কঠোর ধৈর্য্যাবলম্বনে কাম ও ক্রোধাদির অসহ্য বেগ ধারণ করিতে পারিতেন সেজন্য তাঁহারা অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য ন্যায় নিষ্ঠা ও সত্যে জগৎকে বিমুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডবদিগের অলৌকিক গুণে বিমুগ্ধ হইয়াই

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত সখ্যতা সূত্রে চির আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ সকল নর নারীর অসাধারণ ধৈর্য্যধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের এরূপ দৃষ্টান্ত কথা ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে এত বাহুল্য শুনিয়াছেন কি?

বিকার হেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত-এব ধীরাঃ॥ কুমারঃ

বিকারের হেতু সকল সন্নিকটে বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহাদের চিত্তের বিকার উপস্থিত না হয় সেইসকল ব্যক্তিই মহা-পণ্ডিত এবং মহা ধৈর্য্যশালী হেতু ধীর বলা যায়।

জন মানব শূন্য নির্জ্জন স্থানে ফল মূল ভোজী মুনি ঋষি অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয় দম্পতীদিগের ব্রহ্মচর্য্য পালন অতি ঘোর তপস্যা ও সুকঠিন কার্য্য বলা যায়।

দ্বাদশ বর্ষকাল (কোনকারণে) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ক্ষত্রিয় যুবকবীর অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে বহু অস্ত্রলাভ এবং মহাসুন্দরী উর্ব্বশীকেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ নারীমুখ দর্শন না করিয়াই আর্য্য লক্ষণ মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম ও হনুমান আকুমার ব্রহ্মচর্য্যের ফলেই জগতে ইচ্ছামৃত্যু লাভ এবং অদ্বিতীয় বীর হইয়াছিলেন। মহাত্মা বুদ্ধের নাম মার (কাম) জিৎ। সর্ব্বপ্রকার কামাদি নীচ মনো বৃত্তিকে জয় করায় পার্শ্বনাথের নাম জিন, যাঁহার সম্প্রদায়ের নাম জৈন বলে। দেহ মনের সর্ব্বপ্রকার শক্তি বৃদ্ধির জন্যই ব্রহ্মচর্য্য। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরা এই

ব্রহ্মচর্য্য বলেই বিশেষ বিখ্যাত ও মহাশক্তিশালী হইয়াছিলেন। এরূপ মহাসংযম ও ত্যাগের আদর্শ খর্ব্ব হওয়াতেই ভারতের এখন ঘোর পতন ঘটিয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করিবার ফলে কুসঙ্গ না ঘটায় মহাজ্ঞানী ও তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি পূর্ণ যৌবনেও বেশ্যাদিগের রূপ লাবণ্য হাব ভাব দেখিয়াও কাম ভাব বুঝিতে পারেন নাই; তিনি ঐ সকল কথা বালকের ন্যায় সরল ভাবে বৃদ্ধ পিতার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং পিতার কথায় উহা রাক্ষসী মায়া বা মায়া বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। হায় এদেশে সেরূপ ব্রহ্মচারী কি আর জন্মাইবে; এখন কুসঙ্গে পড়িয়াই সাত আট বৎসরের বালক কুকথা বলে এবং দেওয়ালে লিখে। ইতর ভদ্র জাতির শিক্ষালয়ের পার্থক্য ব্যতীত এখন সেরূপ ভাবের ব্রহ্মচারী জন্মাইতে পারা দুঃসাধ্য।

প্রাচীন আর্য্যজাতির উক্ত আদর্শ গুলি স্মরণ করিয়া এখনকার অবিবাহিত বা বিবাহিত যুবক যুবতীগণ কায় মন বাক্যে যথাপ্রয়োজন ব্রহ্মচর্য্য পালন অভ্যাস করিবেন এবং সর্ব্বদা মনে রাখিবেন মানুষের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ নির্জ্জন বনবাসে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও সমাধিতে আনন্দে মগ্ন থাকিয়াই সময় অতিবাহিত করিতেন সেজন্য সর্ব্বেন্দ্রিয় জয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উপনয়নের পরেই ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ অন্যূন আট বৎসর কালও গুরু-গৃহে বাস করিয়া কায় মন বাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বেদাদি শাস্ত্র অভ্যাস করিতেন এবং নানাপ্রকারে পাঞ্চ

ভৌতিক সংঘর্ষণে কষ্ট সহিষ্ণু থাকিয়া গুরুসেবা করিতেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য বলে এবং ধ্যান ধারণা সমাধিতে শারীরিক মানসিক বিশেষ শক্তিশালী হইলে পরে গুরুর আদেশে গৃহে আসিয়া বিবাহ করিতেন। অতএব পাঠাভ্যাস এবং ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দ্বারা আত্মোন্নতির পক্ষে প্রধান সময় হইতেছে কৈশোর কাল বা প্রথম যৌবন।

অর্দ্ধ প্রস্ফুটীত কুসুমে যেমন গন্ধের বিকাশ ক্রমশঃ অনুভব হয়, সেইরূপ যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতে শুক্র এবং শুক্রধাতুর প্রবৃদ্ধিতেই মানব হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম এবং কাম প্রভৃতি মানবীয় সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি গুলির ক্রমশঃ বিকাশ ও পরিপুষ্টি হয়, শুক্রের অব্যক্ত অবস্থার মানবকে কুমার বা কুমারী বলে, অর্থাৎ মার বা কাম বৃত্তি তখন কু বা কদর্য্য কিম্বা স্তব্ধ ভাবে থাকে। পুনশ্চ শুক্রের ক্ষীণ অবস্থায় বার্দ্ধক্যে ও পূর্ব্বোক্ত ভাব গুলি শুষ্কবৎ বা ম্লান হইয়া পড়ে, এজন্য বুঝা যায় শুক্র বা বীর্য্যই সকলের মূলশক্তি, ইহাই প্রেম বা ভক্তি প্রভৃতি সকল প্রকার গুণেরই আধার।

একমাত্র বীর্য্য ধারণের নামই ব্রহ্মচর্য্য সুতরাং প্রথম বয়স হইতে এই ব্রহ্মচর্য্য পালনই মানবের "উত্থানের (বা উন্নতির) পথ" সেইজন্য অতঃপর আমরা সর্ব্বশক্তির আধার ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"পতিসেবা গুরৌ বাসঃ।"

শাস্ত্র বলিতেছেন যে বয়সে নারী পতিসেবার (বিবাহের) জন্য প্রস্তুত হইবে, পুরুষ সেই বয়সে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসের জন্য

গুরুকুলে বাস করিবেন। এখন নারীর বিবাহকাল যেমন (এই পুস্তকে) দ্বাদশ বর্ষ ধার্য্য করা হইয়াছে, সেইরূপ বয়সেই বা কিছু পূর্ব্বে বিদ্যা শিক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য ব্রাহ্মণাদি তিন জাতীয় পুরুষেরাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কিম্বা মঠে গিয়া বাস করিবেন, এজন্য পূর্ব্বের ন্যায় এদেশে স্থানে স্থানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়া এখন বড়ই প্রয়োজনীয়।

ন তপস্তপ-ইত্যাহু-র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ॥

সাধারণ তপস্যাকে তপস্যাই বলিনা ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম তপস্যা, যিনি ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারেন তিনি দেবতুল্য অর্থাৎ দেবতার ন্যায় উত্তম চরিত্র ও শক্তিশালী হইয়া কায় মন ও বাক্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তিনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় স্বার্থপর ও নীচমনা কখনই হয়েন না, ব্রহ্মচর্য্য হীন ভোগ লম্পট হওয়াতেই এখনকার মানুষের চরিত্র এত দূষিত ও নীচ হইয়াছে।

সাধারণতঃ বীর্য্য ধারণে জীবনী শক্তির বা চেতনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ যিনি যে পরিমাণে বীর্য্য রক্ষা করিতে পারিবেন তাঁহার সেই পরিমাণে হৃদয় প্রফুল্ল, মস্তিষ্ক সবল, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় বর্গ এবং দেহ বলশালী, বর্ণ উজ্জ্বল এবং মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও সুন্দর ও সরলভাব হইয়া উঠে এবং মন ও স্বভাব ক্রমশঃ বিশেষ সত্যনিষ্ঠ ও সতেজ হইয়া উঠিবে।

"কঃ শূরো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।"

এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বলবান্ কে ; ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভাদি ইন্দ্রিয় বর্গকে জয় বা বশীভূত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবার তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল যিনি ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় সর্ব্বদা অবশ প্রায় ভাসিয়া বেড়ান, তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারীও বলা যায়। ঐরূপ স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির ধৈর্য্য ক্ষমা তিতিক্ষাদি সদ্‌গুণ কিছুই থাকে না, অধিকন্তু তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিতে বা প্রতারণা করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না, কপটতা তাঁহাদের অঙ্গভূষণ হয়।

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥

সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র কোনরূপ কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা বা মনদ্বারা কিম্বা বাক্য প্রসঙ্গেও মৈথুন ত্যাগের নামই ব্রহ্মচর্য্য।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুন-মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্য-মনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ ॥

পণ্ডিতেরা কুভাবে নারীর স্মরণ, নারী প্রসঙ্গ কীর্ত্তন, গোপনে বাক্যালাপ, কামদৃষ্টিতে দর্শন প্রভৃতি আটপ্রকার কার্য্যকেই মৈথুন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যের বিপরীতাচরণকে ব্রহ্মচর্য্য বলে এজন্য প্রকৃত-পক্ষে যিনি ব্রহ্মচারী থাকিবেন তিনি অন্য স্ত্রীলোক দূরে থাকুক মাতা বা যুবতী ভগ্নি প্রভৃতি কিম্বা আত্মীয়া

স্ত্রীলোকেরও মুখের দিকে চাহিয়া নির্জ্জনে কথা কহিবেন না, কথা কহিবার বিশেষ প্রয়োজন হইলেও যিনি নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখা অভ্যাস করিতে পারেন, তিনি সহজেই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারেন, এটী প্রত্যক্ষ ও সহজ সত্য। এরূপ কোন যুবতীও যুবক পুত্র বা যুবক ভ্রাতাদির মুখের দিকে না চাহিয়া এবং পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের সহিত কথা বলা অভ্যাস করিবেন। পরস্পরের মুখাবলোকন রোধ দ্বারা মনোবিকার রক্ষার জন্যই ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অবগুণ্ঠন প্রথা অনুমোদিত হইয়াছিল।

জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

তমো গুণান্বিত মানব অধিকাংশ সময় কামাচ্ছন্ন ভাবেই থাকেন সেজন্য কামিনীর মনোরঞ্জন কার্য্যেই তিনি ব্যস্ত থাকেন, সেইহেতু উক্ত নর নারী জঘন্য গুণবৃত্তি পোষণ করেন। জঘন্য শব্দে উরুদ্বয়ের সন্ধিস্থান, তৎ সম্বন্ধীয় (বা সন্নিহিত) অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জঘন্য বলা যায় সেজন্য ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় যুবক যুবতী দিগের পক্ষে পরস্পরের অঙ্গের বা জঘন্য স্থানের দিকে না চাহিয়া নিজ পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখা অভ্যাস করাই ভাল কারণ কোন প্রকারে মনে কাম ভাবের উদয় না হয় সেই পথে চলাই ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য। ভারতীয় আচার ব্যবহারের মধ্যে সাবধানতার বাহুল্য থাকাতেই ঐ পথে এদেশে বহু সতী ও ব্রহ্মচারী এবং যোগী সন্ন্যাসী জন্মিয়া ধর্ম্মগুরু ও কর্ম্মগুরু

রূপে জগৎকে শিক্ষা দিয়া এবং অধ্যাত্মিকতায় মানব জীবনের চরমোন্নতি (জীবন্মুক্তি ও নির্ব্বাণ) লাভ করিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, অন্য দেশে এত ধর্ম্মগুরু ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ—"শ্লোকে কাম স্মরণকেও মৈথুন (বা মন্থন) বলিয়াছেন, ইহার কারণ হইতেছে যে, দুগ্ধের সহিত যেমন ঘৃত মিশ্রিত থাকে মন্থন বা আলোড়নেই সেই মাখন বা ননী যেমন পৃথক হইতে থাকে এবং ঐ নবনী পৃথক হইলে যেমন তাহা আর দুগ্ধে কোনরূপে মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ কাম চিন্তায় বা কামভাব উদয়ে উদান বায়ু দ্বারা রস রক্তাদি সপ্ত ধাতুতে আশ্রিত শুক্রও ক্রমশঃ কামাগ্নি সন্তাপে পৃথক ও তরল হইয়া যায় এবং ঐ কাম চিন্তার গাঢ়তায় অধিক শুক্র সঞ্চয়ে কাম প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তুলে, তখন কামবেগে নর বা নারীর বিবেক অবসন্ন ও মুগ্ধ হইয়া পড়িতে পারে এবং কাম চরিতার্থতার জন্য তখন মানব ব্যাকুল হইয়াও পড়ে সুতরাং ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে যুবতী নারীর মুখ দর্শনও উচিত নহে কারণ উঁহাদের প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া আবশ্যক, ইহাই বুঝান আর্য্য শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়। যে সময় ব্রহ্মচারী থাকিবার প্রয়োজন বা বলবৎ ইচ্ছা সে সময়ের জন্য যুবক বা যুবতীর পক্ষে অগত্যা কামগন্ধও ত্যাগ করিতে হইবে নচেৎ মনের অজ্ঞাতসারেও ব্রহ্মচর্য্যের নানারূপে বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

নাটক নভেল পড়িতে যুবক যুবতীদিগের কোন কোন

সময় হয়ত এমন ঘটে যে, দিবা রাত্রির মধ্যে পুস্তক ফেলিয়া উঠিবার ইচ্ছা বা অবসরই হয় না, এত আগ্রহের কারণ হইতেছে, ঐকান্তিক ভাবে যুবক বা যুবতীর সৌন্দর্য্য ও প্রেমালাপ এবং চরিত্র আলোচনায় বা গাঢ় স্মরণে মৈথুনের কার্য্য ঘটে অর্থাৎ কামভাবের চিন্তায় কামাগ্নি সন্তপ্ত হওয়ায় তাঁহার দেহস্থ সপ্তধাতু হইতে শুক্র পৃথক্ হইতে থাকে, হয়ত অজ্ঞাত ভাবে শুক্র ক্ষরণও হইয়া যায় সেজন্য কথঞ্চিৎ সুখ-বোধে ঐ পাঠে এত আশক্তি জন্মে সুতরাং ঐ সকল পুস্তক পাঠ বা অশ্লীল টপ্পাদি সংগীত শ্রবণ এবং অশ্লীল চিত্র বা মূর্ত্তি দর্শন প্রভৃতি কার্য্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে কিম্বা তরুণ কিশোর বয়স্ক বালক বালিকার পক্ষে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ. কারণ মনের সহিত চক্ষু কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়কেই সংযত না রাখিতে পারিলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার ব্যাঘাৎ ঘটে। চোকের দোষে বিরক্ত হইয়াই এক সময় প্রবীণ মানুষ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর স্বেচ্ছায় অন্ধ হইয়াছিলেন।

হিন্দুরা তাহাকেই শাস্ত্র বলেন,—যাহা দ্বারা আমরা শাসিত বা সংযত হইতে পারি অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারি, শ্রীশ্রীগীতা ও ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেছে বহির্ম্মুখ কামকে অন্তর্ম্মুখ প্রেমে পরিণত করিবার পন্থা প্রদর্শক। প্রাচীন নাটক নভেল ছিল দাম্পত্য প্রেম বর্দ্ধক কিন্তু আধুনিক নাটকাদি হইতেছে কাম ও ব্যভিচারের পোষক সুতরাং প্রায়শঃ দুর্নীতি মূলক। বড়ই দুঃখের বিষয়; এদেশে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এখন অনেকে মনের দুর্ব্বলতায় ক্রমশঃ আধুনিক নাটক নভেল পড়িতে বড়ই আশক্ত হইয়া পড়িতেছেন, শিক্ষা বিস্তারের সহিত পুস্তকালয় বা লাইব্রেরীর বৃদ্ধি হইতেছে

বটে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাতে বোধ হয় শত করা নব্বুই খানি ইংরাজী বাঙ্গালা নভেল। অবিবাহিত তরুণ যুবক যুবতীদিগের পক্ষে ঐ (বিকৃত ভাবের কামমূর্ত্তি) নাটক নভেল পাঠে পলে পলে ব্রহ্মচর্য্য ক্ষয়ে অধিক ক্ষতি অজ্ঞাতসারেও হইয়া থাকে, তাহার ফলে উহাঁদের সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাব অর্থাৎ দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব বা বীরত্ব ভাব ক্ষয় হওয়ায় ক্রমশঃ উহাঁরা তামসিক ভাবে পশু অপেক্ষা হীন বুদ্ধি ও ক্ষীণশক্তি হইয়া আলস্য অবসাদে জড়বৎ হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ এদেশের পল্লীবাসী নিষ্কর্ম্মা যুবকদিগের এই ভাব বৃদ্ধি এবং চরিত্র ও মতিগতির ক্রমশঃ বিকৃতি ঘটিতেছে। নভেল পুনঃ পুনঃ পাঠে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যুবকেরও বুদ্ধি যেন ম্লান বা ভোঁতা হইয়া যাইতেছে, দর্শন বা বিজ্ঞান চর্চ্চা আর ভালো লাগে না, চিন্তাশীল মহাশয়েরা একটু ভাবিয়া দেখিবেন যে, এখন কুশিক্ষায় দেশের ক্রমশঃ কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, শীঘ্রই ইহার প্রতিকার প্রয়োজন।

তরুণ ব্রহ্মচারীর জন্য চাণক্য শ্লোক, হিতোপদেশ, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্যবর্দ্ধক গ্রন্থনিচয় এবং শ্রীশ্রীগীতা ও উপনিষদ এবং রামায়ণ, মহাভারত ও ইংরাজী বাঙ্গালা বিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্রাদি পাঠের প্রবৃত্তি জন্মান এখন বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বে গুরুজনের ভয়ে নাটক নভেল গোপনে পড়িতে হইত, আর এখন বাপ বেটায় নভেল পড়ে ও শুনে। পাশ্চাত্য দেশে শুনিয়াছি পিতা পুত্রে প্রেমালাপ লইয়া হাস্য কৌতুক করা হয় সেজন্য কি? আমরাও ঐ পথে অগ্রসর হইতেছি। এদেশে নবদম্পতী দিবসে লজ্জায় পরস্পরে

বাক্যালাপ করিত না উহা ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম রক্ষার জন্য কিন্তু এখন উহা বর্ব্বরতা দাঁড়াইয়াছে, কাল ও দেশ এবং আদর্শ ভেদে রুচি ভেদ। অতএব পাশ্চাত্য ভাবে ডুবিয়া আমরা মরণের পথেই যাইতেছি কি না একটু ভাবিয়া দেখুন;

আরও গভীর দুঃখের বিষয় (একে মনসা তাহে ধুনার গন্ধ) এদেশের যুবকেরা ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে বিপরীতাচরণ অর্থাৎ অধিক কাম সেবার পথে বিলাসিতায় এখন (তমোগুণে) আলস্যে ঘোর অবসন্ন হওয়ায় জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে হীন দীন ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন সেজন্য দুর্ব্বলের রোগ বীজাণু সংগ্রহের ন্যায় তাঁহারা পাশ্চাত্যের দোষ গুলিই ক্রমশঃ সংগ্রহ করিতেছেন। দেশের এই দুরবস্থার সময় মক্ষিকা বা মশকের মৃত্যু বিষ প্রসারণের ন্যায় দেশের পণ্ডিতাভিমানী লোকেরা পাশ্চাত্য নাটক নভেলের ছায়াবলম্বনে নিজের বিদ্যা বুদ্ধি পরিচালনায় উহার (বিকৃত ভাবে কামবর্দ্ধক) কায়া দানে দেশের ভাবি আশা স্থল তরুণ তরুণীর মধ্যে কাম চর্চ্চারই শ্রীবৃদ্ধি করিয়া মুমূর্ষু জাতির মরণের পথ প্রশস্ত করিতেছেন। হায়! অর্থসর্ব্বস্ব! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে ধিক্; তোমাদের শিক্ষা দীক্ষার পরিণাম ফল কি দাঁড়াইতেছে; তোমাদের চক্ষু লজ্জাও কি হয় না। আজ বায়স্কোপে মা বিশালাক্ষীর অনুগৃহীতা রামমণি বা রামী ধোপানীর সূক্ষ্ম-বস্ত্রাবৃতা নগ্ন চিত্রে আমরা কি দেখিতেছি; প্রেমের আসনে কামকে বসাইয়া আমরা পানীয় ঔষধে বিষ মিশাইতেছি।

আজ মাড়বারীর ভেজাল বিষে দেহ মন জীর্ণ হইতেছে; তাহার উপর অশ্লীলপ্রায় পুস্তক প্রচারে বিদ্যাবাগীশের

দল তরল কাম বিষে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের তরুণ তরুণীর মাথা গুলি অধিকতর চর্ব্বণ করিতেছেন। দেহ গেল, মাথা গেল, এখন বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়; চিন্তাশীল বিজ্ঞ মহাশয়েরা এখনও প্রতিকারের চেষ্টা করুন; নচেৎ কোন কালে আর বুঝি হতভাগ্য আমরা "উত্থানের পথ" দেখিতে পাইব না। অশ্লীল প্রায় নাটক নভেল পড়া ভোঁতা বুদ্ধিতে যখন দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চাই ভাল লাগে না, তখন সে মাথায় আধ্যাত্মিক বা প্রেম ভক্তির কথা কটু লাগিবে না কি? এখন সেজন্য শ্রীগীতা বা ভাগবতাদি আলোচনা স্থান এবং হরি সংকীর্ত্তন পর্য্যন্ত গ্রাজুয়েট দল ত্যাগ বা বয়কট করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতামৃতে আছে,—অতি ভক্তিমতী বিধবার নিকট হইতে তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনায় পরম ভক্ত ছোট হরিদাস ঠাকুরের প্রতি স্বগত ভাবে কোপ করিয়া মহাপ্রভু একদা তাঁহার আশ্রম প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এখনকার সাম্যবাদী তাঁহারা ইহার তত্ত্ব বুঝিবেন কি? ইহার কার্য্য কারণ আধ্যাত্মিক বাদী ব্যতীত কোন বৈজ্ঞানিক বা সূক্ষ্ম হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কেহই বুঝিবেন না কিন্তু মহাব্রহ্মচারী মহাপ্রভু এই আচরণে নারী সম্ভাষণে এবং নারী প্রদত্ত দ্রব্যেও যে নারীর প্রভাব থাকে এবং তাহাও কামিনী কাঞ্চন ত্যাগীর পক্ষে যে অগ্রাহ্য তাহাই বুঝাইয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রেও এই প্রকার (সাম্যভাব বা তত্তুল্যতা প্রাপ্তির ভয়ে) কর্ম্ম পতিত বা জাতি পতিত নীচ বা পাপী ব্যক্তির দান গ্রহণ বা স্পর্শ দুষ্ট অন্নাদি ভক্ষণ বারণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নারীর সহিত গুহ্যভাষণকেও মৈথুন বিশেষ বলে, সেজন্য মহাপ্রভু চরিতামৃতে বলিয়াছিলেন,—

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
সেজনার মুখ মুই না করি দরশন॥

ব্রহ্মচর্য্য সতীত্ব এবং ব্রহ্মণ্য ও জাতি ধর্ম্ম কত সন্তর্পণে বা কেন রক্ষা করিতে হয় বুঝুন; সংসারে ব্রহ্মচর্য্য ও সতীত্ব এবং ব্রহ্মণ্য অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু কিন্তু এই তিনটি ক্ষণভঙ্গুর বা বড়ই ঠুনকো জিনিষ, ইহা নির্ম্মল ভাবে রক্ষা করা বড়ই কঠিন কার্য্য সেজন্য বিধবার প্রদত্ত বস্তুতেও নারীপ্রসঙ্গ বা নারীত্বের প্রভাব মহাপ্রভু জ্ঞান চক্ষে দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন কারণ শাস্ত্র বলেন "মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ।" ব্রহ্মচারীগণ মনদ্বারাও নারীকে স্মরণ করিবেন না সে স্থলে প্রকৃতি সম্ভাষণ মহাদোষের বিষয়। ঠাকুর লক্ষণ সীতাদেবীর পায়ের নূপুর ব্যতীত গাত্রের বা মুখের অন্য অলঙ্কার না চিনিবার কথা শ্রীরাম চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন; ঐরূপ যে সতীগণ পরপুরুষকে মন দ্বারাও কুভাবে স্মরণ না করেন তাহার ফলে তাঁহারাই কেবল সহমরণ বা ইচ্ছা মৃত্যুকেও আয়ত্ত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালেও সতীর ইচ্ছা মৃত্যুর কয়েকটি সংবাদ "সতীধর্ম্ম প্রবন্ধে" দেখাইয়াছি। পাপ বা পুণ্যের এবং মনঃ প্রবৃত্তির সর্ব্বপ্রকার সদসৎ প্রভাব দাতার প্রদত্ত বস্তুতেও সংক্রমিত হয় সেজন্য শাস্ত্রোক্ত কুলটা ক্লীব ও শত্রু প্রভৃতির প্রদত্ত বস্তু গ্রহণে দোষ ঘটে। শাস্ত্র বলেন, চাণ্ডাল অন্ত্যজ প্রভৃতির স্ত্রীগমন, অন্নভোজন এবং দান গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্যে তাহাদের প্রভাব বা পাপাদি দোষ সংক্রম

হওয়ায় শীঘ্র বা বিলম্বে তজ্জাতিত্ব বা তদ্ভাবাক্রান্ত হইতে হয় এজন্য পূর্ব্বোক্ত সকল কার্য্যে ব্রহ্মচর্য্যাদির এবং জাতির হানি হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুস্তকে এবং মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরম হংস দেবের জীবনীতে ও স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ" পুস্তকে ঠাকুরের সংসর্গ দোষ ত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত কথা লিখিত আছে কিন্তু ইহা দেখিয়াও ঐ সকল সম্প্রদায় মধ্যে জাতি বা সংসর্গদোষ এবং স্পর্শ দোষ অনেকে গ্রাহ্য করেন না। তোমার নীচ জাতির মত প্রবৃত্তি বা চরিত্র গঠিত করিবার ইচ্ছা না থাকিলে নীচের সহিত সর্ব্ববিধ গুরুতর সংস্রবই তোমাকে ছাড়িতে হয়।

পক্ষান্তরে শিক্ষা দীক্ষায় বড়ই সুসভ্য সুবুদ্ধি পাশ্চাত্য সমাজে এখন ব্রহ্মচর্য্যেরই হানিজনক বহুপ্রকাব কুপ্রথায় ঐ সকল দেশের যে চরম দুর্দ্দাশা ঘটিতেছে সেই সকল কথা পূর্ব্বোক্ত দেশাচার প্রবন্ধে আমরা (এই পুস্তকে) বহু ভাবে দেখাইয়াছি। পাঠ্য অবস্থায় এ দেশের ব্যবস্থা ছিল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, কারণ একাগ্রতা না থাকিলে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে মনোঽভিনিবেশ করা যায় না। এখন পাশ্চাত্য দেশের ব্যবস্থা হইতেছে, তরুণ তরুণী পাশাপাশী বা একাসনে গায়ে গা দিয়া বসা, ইহার ফলে উদ্দাম বয়সে অন্য বিদ্যা যাহাই হউক কিন্তু চরিত্র দোষ যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতেছে।

সম্প্রতি জানিলাম যে, সুন্দরী নারী দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া অনেক তরুণ বয়স্ক ধনী পুত্রকে চুক্তির বিবাহে বদ্ধ করাইয়া পুনশ্চ ঐ শিকারী নারী দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটাইয়া খেসারাতের টাকা আদায় করা ঐ দেশের একটা বড় ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছে।

জন্ম নিরোধ করিতে গিয়া বহু নারী উৎকট রোগাক্রান্তা হইতেছেন, অথচ শতকরা দশ জনও সফল কাম হইতেছেন কিনা সন্দেহ। এই প্রকার বহু সংবাদ প্রায় প্রত্যহ আমরা সংবাদ পত্রে পড়িতেছি, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও আমরা মোহান্ধ মহামূর্খের ন্যায় ঐ আদর্শের জন্য আইন পাশেও লালায়িত হইতেছি।

"বীর্য্য ধারণং ব্রহ্মচর্য্যং।" বীর্য্য ধারণ করিবার শক্তির নামই ব্রহ্মচর্য্য। কেবল হবিষ্য করিলে বা গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিলে ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না, এই জন্য শুক্রক্ষয়ে সকলেরই দুঃখিত হওয়া উচিত।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্য লাভঃ।

কাম চিন্তাবিহীন ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত স্বল্পকাল মধ্যে বীর্য্য বা শক্তিলাভ হয় না। ধৃতবীর্য্যের চক্ষু কর্ণাদির শক্তি, স্মরণ শক্তি, দৈহিক শক্তি সমস্তই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং দেহ মন সুস্থ ও সবল থাকিলে কোন রোগও হটাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, মন সর্ব্বদা প্রফুল্লই থাকে, তাঁহাদের স্ফূর্ত্তির জন্য অপর কার্য্য বা মাদক সেবন করিতে হয় না। মদ্যাদি পানের নেশার শেষে ঘোর অবসাদ জন্মে কিন্তু ব্রহ্মচারী যুবকের দেহ বা মনের অবসাদ প্রায় কখনই হইবে না, বরং সর্ব্বদা বালকের ন্যায় আনন্দে প্রফুল্ল থাকিবে। বৃদ্ধাবস্থায় দেহ ইন্দ্রিয় সকলই শিথিল ও দুর্ব্বল হয় কিন্তু সংযমী বৃদ্ধের দূরদর্শীতা বৃদ্ধি ও বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ এবং সুস্থির হয় এজন্যই বৃদ্ধের উপদেশ গ্রাহ্য বলা হয়।

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্॥

দুগ্ধে যেমন ঘৃত বা মাখম এবং ইক্ষুরসে যেমন গুড়ের সত্বা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ শুক্রও রক্তের সহিত মিশিয়া জীবের সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে। মনে কাম ভাবের উদয় হইলে মস্তিষ্ক পরিচালিত তাড়িৎশক্তির বলে শুক্র (ভাণ্ড স্বরূপ) অণ্ডদেশে সঞ্চিত হয়, সামান্য কাম চিন্তাতেও রক্ত হইতে শুক্র পৃথক্ এবং তরল হইতে পারে, একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

রসাসৃঙ্মাংস-মেদাস্থি-মজ্জঃ শুক্রাণি ধাতবঃ।
রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥

আহারীয় দ্রব্য হইতে প্রথমতঃ রস ধাতু, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ বা বসা, মেদ বা বসা হইতে অস্থি, অস্থি হইতে (তন্মধ্যে সংস্থিত) মজ্জা, সেই মজ্জা হইতে শুক্র ধাতুর উৎপত্তি হয়। চিকিৎসকেরা বলেন বাইট ফোঁটা রক্তে এক ফোঁটা শুক্র জন্মে, পূর্ব্বোক্ত সাতটি পদার্থকে সপ্ত ধাতু বলে, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে কত আহারীয় বস্তুর সারের সারাংশ এবং সর্ব্ব ধাতুর সারাংশ শুক্র।

তত্র রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাং যৎ
পরং তেজ-স্তৎ খল্বোজ-স্তদেব বলং
ইত্যুচ্যতে সিদ্ধান্তাৎ॥

পুনশ্চ শুক্রান্ত এই রস রক্তাদি সপ্ত ধাতুর যাহা সারাংশ তাহারই নাম তেজ, তাহাকেই ওজ বলে এবং উহারই নাম বল।

"ওজো বলে স্থিরাংশে-চেত্যমরঃ"।

অমরকোষ বলেন, ওজ বল, এবং স্থিরাংশ, এই তিনটিই শক্তি বা ওজ ধাতুর নাম। সপ্তধাতুর পরমাণু পুঞ্জ ওজ ধাতুতে পরিণত ও স্থির ভাব হয় বলিয়া ওজধাতুর নাম স্থিরাংশ, এই ওজধাতু স্থির বা প্রতিষ্ঠিত হইলে বুদ্ধি স্থির হয়, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যে এই ওজকে প্রথম যৌবনে স্থির করিয়া ফেলিতে পারিলে মানবের হটাৎ পতনের আশঙ্কা কমিয়া যায় এবং পূর্ণ মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভও ঘটে।

যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টি পুষ্টি বলোদয়াঃ।
যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিং-স্তিষ্ঠতি জীবনং॥

যে ওজঃ ধাতুরই প্রবৃদ্ধিতে তুষ্টি পুষ্টি এবং বলের উদয় হইয়া থাকে, যাহার নাশে ক্রমশঃ আমাদের ক্ষয় বা মৃত্যু ঘটে এবং যাহার অবস্থানে জীবনীশক্তি ধ্বংস হয় না, সেই ওজ ধাতুই জীবনের সার বস্তু জানিবে।

নিষ্পাদ্যন্তে যতোভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ।
উৎসাহ প্রতিভা-ধৈর্য্য-লাবণ্য-সুকুমারতাঃ॥

যাহা হইতে দেহীর সর্ব্ববিধ শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমাদি নানাপ্রকার ভাবের বিকাশ হয় এবং উৎসাহ প্রতিভা ধৈর্য্য লাবণ্য ও সৌকুমার্য্য প্রভৃতি ফুটিয়া উঠে, সর্ব্ব ধাতুর

সারভূত সেই ওজঃ যাঁহার দেহে সমধিক থাকে তিনি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন এবং নানাগুণ সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা মানবের পূর্ব্বোক্ত দয়া ধর্ম্ম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রেম প্রভৃতি উর্দ্ধস্রোতস্বিনী দৈবী বৃত্তি গুলি প্রবল ও প্রস্ফুটিত এবং সুস্থির হয় সুতরাং উহার বিপরীত ভাব কাম ক্রোধাদি অধস্রোতস্বিনী বৃত্তি অর্থাৎ পশুভাব ক্ষীণ হইয়া যায়। শুক্র-ধাতুকে এই ওজতে পরিণত করাই ব্রহ্মচর্য্য। পূর্ব্বোক্ত আয়ুর্ব্বেদ এবং সুশ্রুত কথিত বাক্য গুলি সকল নরনারীর বিশেষ রূপে বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করা এবং কার্য্যে পরিণত করা উচিত।

শাস্ত্র বলেন এই ওজ ধাতুর বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণদেহে ব্রহ্মণ্য ও নারীদেহে সতীত্বের এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র্যশক্তি ও শূদ্রের দাক্ষিণ্য গুণ প্রভৃতি বিকাশ হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালনে যাহার যখন দেহ মন ঐরূপ সতেজ হইয়া উঠে তখন তিনি সত্য-নিষ্ঠ হয়েন, তাঁহার কোন বিষয়েই মনের দৌর্ব্বল্য থাকে না এবং তাঁহার পতনের আশঙ্কাও কমিয়া যায়। এই ওজঃ বা তেজ আশ্রয় করিয়াই চেতনারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করেন, শাস্ত্র বলিতেছেন,—

তিলমধ্যে যথা তৈলং ক্ষীরমধ্যে যথা ঘৃতং।
পুষ্প মধ্যে যথা গন্ধঃ ফলমধ্যে যথা রসঃ।
তথা সর্ব্বগতো আত্মা দেহ মধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥

তিল মধ্যে তৈল, দুগ্ধে ঘৃত, পুষ্প মধ্যে গন্ধ এবং ফল মধ্যে রস, যেমন অবস্থিত সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী চেতনা বা

আত্মারূপী ঈশ্বর সর্ব্বজীবের দেহমধ্যে (সপ্তধাতু বা রসরূপেও) অবস্থিত আছেন।

আত্মা বা চেতনারূপী ঈশ্বর প্রধানতঃ ওজ বা তৈজস সত্বাবলম্বনেই অবস্থিত থাকেন, তাড়িৎ শক্তিও ঐ তেজে অবস্থিত সুতরাং ঐ ওজই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মচারী শব্দে যিনি ঐরূপ দেহস্থ ওজরূপ ব্রহ্মভাবে বিচরণ করেন এরূপ অর্থও বুঝা যায়। মানব দেহ যখন ঐরূপ নির্ম্মল ও তেজোময় হয় তখন তাঁহার ব্রহ্ম চিন্তায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে, তখন ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ায় তিনি নারায়ণ স্বরূপ হন, ঐ ভাব দেখিয়া লোকে ব্রাহ্মণকে নারায়ণ বলিত এবং ঠাকুর বলিয়া ডাকিয়া ভক্তি সহকারে প্রণাম করিত। সর্ব্বজাতীয় ওজস্বী মানবেরই হৃদয় প্রেমে ভরিয়া যাওয়ায় তিনি বিশ্বপ্রেমিক হয়েন, তখন তাঁহার ভগবৎপ্রেম, দেশপ্রেম সমস্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

স্বয়মন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিঃ প্রতপ্তায়স পিণ্ডবৎ॥

এই অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত এবং মানবের অন্তর্দ্দেশ এবং বহির্দ্দেশ ব্যাপ্ত করিয়া সেই অনন্ত শক্তি ব্রহ্মবস্তু সদা প্রকাশিত হইতেছেন, যেমন লৌহপিণ্ড প্রতপ্ত হইলে তাহার বহিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া বহ্নি সুপ্রকাশিত ও প্রদীপ্ত ভাবে অবস্থান করেন। অতএব মানব ব্রহ্মচর্য্য বলে সত্বগুণ প্রধান হইলে তাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর ভাগ ব্রহ্মতেজে পূর্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে. তখন তাঁহাকে তেজঃ পুঞ্জ কলেবর দেখা যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতামত সংগ্রহ প্রবন্ধের সপ্তম

দফায় লিখিত রহিয়াছে যে, জগতে কেবল বিদ্যুৎই আছে, আমরা বিদ্যুৎতের সমষ্টি মাত্র। এই কথা আমরা পঞ্চায়তনের উপাসনার আবশ্যকতা প্রবন্ধে সপ্রমাণ বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি, এখানেও বলিতেছি যে, যুবক যুবতীর দর্শন স্পর্শনেই হউক অথবা নীচ জাতির সহিত দর্শন স্পর্শন বা সম্ভাষণ দ্বারা হউক তাড়িৎ বা বৈদ্যুতিক শক্তির আদান প্রদান ঘটায় মানবের দেহের এবং মনের স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটে। ইহার জন্যই হিন্দুর স্পর্শ দোষ বা ছুৎ মার্গ লইয়া এত বাঁধাবাঁধি আর্য্যশাস্ত্রে দেখান হইয়াছে। জাতিতত্ত্ব ও স্পর্শদোষ তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা "উত্থানের পথ" দ্বিতীয় ভাগে প্রবন্ধাকারে দেখান হইয়াছে। এখানে বক্তব্য যুবক যুবতীগণ পরস্পরের দর্শন স্পর্শনে সতর্ক না থাকিলে তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য সংরক্ষণের বিশেষ ব্যাঘাৎ ঘটিবে।

উপনিষদ বলিয়াছেন,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" এই আত্মারূপী ব্রহ্ম দুর্ব্বল বা ব্রহ্মচর্য্য বিহীন মানবের লভ্য নহে। ভোগ বিলাসিতার পক্ষে লক্ষ্য না রাখিয়া কায় মন বাক্যে নারী প্রসঙ্গ বা অবৈধ কাম চিন্তা ছাড়িয়া, স্বল্প অনুত্তেজক সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার, যৎসামান্য মোটামুটী অথচ পবিত্র ও পরিষ্কার পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদা সুস্থির চিত্তে বল রক্ষার চেষ্টা করিলে বলবীর্য্য লাভ এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। ব্রহ্মচর্য্য বলে বলীয়ান্ এবং সংযত না হইলে চিত্তস্থির করা যায় না, যেমন স্থির জলে সূর্য্যবিম্ব দর্শন ঘটে এবং নির্ব্বাতস্থলে দীপশিখা অকম্পিত থাকে সেইরূপ সংযত ব্যক্তির স্থিরচিত্তেই ব্রহ্মজ্ঞান সুস্থির ভাবে

প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেই পুনশ্চ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য লাভ ও সর্ব্বপ্রকার শক্তি লাভ এবং ভক্তি ও প্রেমলাভ নিশ্চয় ঘটিবে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরাও পূর্ব্বকালে ঐরূপ ধনুর্ব্বেদাদি পাঠের জন্য উপনয়নের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক শৌর্য্য বীর্য্য ও ধৈর্য্য লাভ করিয়া থাকিতেন।

সর্ব্বদা কর্ম্মে আশক্ত এবং পূর্ণাহারে বীর্য্যবান্ হেতু আলস্য হীন হওয়ায় পাশ্চাত্য জাতি ভারতীয় ক্ষীণশুক্র নিস্তেজ মানব অপেক্ষা অনেকাংশে ব্রহ্মচারী এজন্য তাঁহারা ঘড়ী ধরিয়া কথা কহেন এবং দেশের গুণে ও পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেহ বলিয়া তাঁহারা দশজনের কার্য্য একজনেও করিতে পারেন, বলিষ্ঠ লোকের পক্ষে কিছু অত্যাচারেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। "তেজিয়সাং ন দোষায়।" তেজস্বী ব্যক্তির পক্ষে অনাশক্ত ভাবের অল্পদোষে দোষ বলিয়া গণ্য হয় না সেজন্য দীর্ঘকাল ব্রহ্মচারী থাকায় মুনি ঋষিদের সময় বিশেষে পাদস্খলনেও বিশেষ দোষ বলিয়া গণ্য হয় নাই।

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

শাস্ত্র বলেন, যিনি ব্রহ্মকে ভাবিবেন বা জানিবেন তিনি ব্রহ্মই হইবেন, সেজন্য সোঽহং কথা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। যিনি চিরকুমার বা ব্রহ্মচারী থাকিতে ইচ্ছা করিবেন তিনি এই সোঽহং ভাবে সর্ব্বদা ভগবানের ধ্যানে তন্ময় থাকিবেন। তুমি মদনমোহনের ভাব লইয়া থাকিলে তোমার নিকট আর মদনের প্রভাব থাকিতে পারিবে না, মদন তখন তোমারই নিকট মুগ্ধ

হইয়া থাকিবেন, এজন্য বলিয়াছি ব্রহ্মচর্য্য রহিত বলহীনের আত্মলাভ হয় না সুতরাং ব্রহ্মবিদ্ হইতে হইলে ব্রহ্মচারী হইয়া বললাভ অগ্রে প্রয়োজন। অসংযমে সর্ব্ববিষয়ে দুর্ব্বল বলিয়াই বাঙ্গালীর এত দুর্গতি। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।" এই আত্মা কেবল বাক্য বা বাক্‌চাতুরী দ্বারাও লাভ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত বাক্‌সংযম করা বা সত্য প্রতিজ্ঞ হওয়া বা সত্য রক্ষা করা যায়না এবং বুদ্ধিও নির্ম্মল হয় না। যেমন মেঘ মুক্ত সূর্য্যের আলোকেই সূর্য্য দর্শন ঘটে সেইরূপ নির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারাই আত্মদর্শন ঘটে। গীতা বলেন বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। বুদ্ধির পরেই আত্মা।

ঈশ্বর প্রাপ্তির দুইটি পথ, জ্ঞানপথে অর্থাৎ অগ্নিকণিকাকে কর্ম্মেন্ধন সংযোগে বৃহদগ্নি করণের ন্যায় সোঽহং জ্ঞানে তন্ময় হইতে পারিলে তাঁহাকে শীঘ্র পাওয়া যায় বটে কিন্তু ইহা হওয়া বা পক্ষীগতি দুর্ব্বলের পক্ষে কঠিন। ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থী হইয়া ভক্তির পথে দুর্ব্বলের পক্ষে পিপীলিকা গতিদ্বারা ভজনা করাই সুবিধা অথবা সোঽহং ভাবে থাকিয়া ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞানপথই শ্রেষ্ঠ পথ। তিনি আমাকে ধরিয়া রাখিলেও আমারও তাঁহাকে ধরিয়া থাকা উচিত তবে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। ভগবদ্‌ভাবে থাকিলেই মন স্থির থাকিবে।

বোধ হয় এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, সপ্তধাতুর সারাংশ ওজ ধাতুই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ বস্তু। কোন প্রকারে মনের চাঞ্চল্যে শুক্র বিচলিত বা উত্তপ্ত হইলে এই দেহস্থ শুক্রধাতু ওজ ধাতুতে পরিণত হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাৎ ঘটে, সেজন্য কায়মন বাক্যে কঠোর ভাবে শুক্র সুস্থির রাখিয়া ওজকে

পরিণত করিবার চেষ্টার নামই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা। স্পর্শেন্দ্রিয়কেই একরূপ ছুৎমার্গ বলা যায়, (ছুইলেই মজিবে) ইহারই প্রভাব বিশেষ ভাবে আর্য্যেরা বুঝিতেন। প্রথম যৌবনে তরুণ তরুণীর মধ্যে কামের নব অভ্যুদয়ের মত্ততা হইতে রক্ষার জন্য (ছুৎমার্গ রোধে) প্রথম বয়সেই এই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হয় এবং হিন্দু-শাস্ত্রের বহু বিধি বিধান প্রায় এজন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

শরীরে ওজধাতু সুস্থির হইলে মানুষের স্বল্পাহারে বা উপবাসেও দেহের বিশেষ ক্ষতি হয় না অধিকন্তু মনের বল ক্রমশঃ যেন বৃদ্ধি হয় সেজন্য দেশের বহু রাজবন্দী এবং মহাত্মা গান্ধিজী ইহার দৃষ্টান্ত স্থল! গান্ধিজী এই বৃদ্ধ বয়সে বহু উপবাসে এবং স্বল্পাহারে থাকিয়াও যথেষ্ট পরিশ্রম এবং বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিতেছেন।

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপায়।

পশুগণ প্রকৃতির দাস সেজন্য সে কখন মরণের পথে স্বেচ্ছায় যাইতে চাহে না। মানুষও চাহে সর্ব্বদা বাঁচিতে কিন্তু সে সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়বশে পথ ভুলিয়া মরণের পথেই যাইতেছে। "মরণং বিন্দু-পাতেন।" শাস্ত্র বলিতেছেন, বিন্দু বা শুক্রের পাতন বা ক্ষয়েই চেতনার ক্ষয় সেজন্য ইহাকেই মরণ বলে কিন্তু ক্ষণিক মোহজনিত আনন্দ মাত্র বুঝিয়াও মানুষ সেই মরণের পথেই (অতিমাত্রায় ব্যস্ত ভাবে) যাইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিতেছেন, সর্ব্বপ্রকার কাম বা কামনার (ভোগের) পথই মৃত্যুর পথ,

প্রেমের (বা নিবৃত্তির) পথই বাঁচিবার পথ। অতএব যদি দীর্ঘজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাও তবে জিতেন্দ্রিয় বা মিতাচারী হইয়া প্রেমের পথে সেই প্রেমময়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া অনাশক্ত ভাবে সংসার ভোগ কর, তাহা হইলে তোমার যোগ ও ভোগ এক সঙ্গেই হইয়া অন্তিমে অমরত্ব বা (অমরণ) মুক্তি লাভ ঘটিতে পারিবে। মুনি ঋষিরাও এই পথে এই ভাবে সংসার করিতেন। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে এসকল কথা পরে বিশেষ বিস্তারিত বলিব। এক্ষণে এই শুক্র রক্ষার জন্য ব্রহ্মচারীদের স্বাভাবিক ও সহজ উপায় কি হইতে পারে এবং কি আছে সেই গুলি যথাজ্ঞান আমরা ক্রমশঃ বলিতেছি।

আমাদের মস্তকের দুইটি বিভাগ, ইহার সম্মুখে বৃহন্মস্তিষ্ক এবং পশ্চাদ্‌ভাগে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক। বৃহন্মস্তিষ্কই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা সৎপ্রবৃত্তির আধার, দয়া ক্ষমা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম বিবেক বা বিবেচনা শক্তি এই মস্তিষ্ক হইতেই বিকাশ হয়, ঐ দয়া ক্ষমাদি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি গুলিকে ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তি বলে। ভ্রূ-যুগল মধ্যস্থলে আজ্ঞাচক্রে মনের স্থান, মনে দয়া ভক্তি প্রভৃতির উদয় হইলে নিম্নাঙ্গ হইতে রক্তপ্রবাহ ঊর্দ্ধদিকে অর্থাৎ বৃহন্মস্তিষ্কের দিকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শিরা পথে প্রবাহিত হইয়া থাকে সেজন্য উক্ত সৎপ্রবৃত্তি গুলি বিকশিত হইয়া উঠে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্ফুরণে দেহে পুলক (রোমাঞ্চ) এবং নেত্র-প্রান্তভাগ হইতে অশ্রুপাত (শোকাশ্রু নেত্র মূল দেশ হইতে পতন) হইয়া থাকে এবং মানবের প্রকৃতি ধীর ও সুস্থির ভাব হয়।

মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, ইহা কাম ক্রোধ

লোভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্গের এবং নীচ প্রবৃত্তির অধিষ্ঠান স্থান বা অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তির আশ্রয় এবং ইহা দেহস্থ স্নায়ু (শিরা) পুঞ্জেরও মূল বা কেন্দ্র স্থান। মনে কাম বা ক্রোধের উদয় হইলে তখন দেহের রক্তপ্রবাহ অধোঅঙ্গের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্রোধের উদয়ে ঘাড়ের শিরা ফুলে বাঁকিয়া যায়, দেহ চঞ্চল বা স্পন্দিত হয় এবং হস্ত মুষ্টি বদ্ধ ও কম্পিত হইতে থাকে। লোভের উদয়ে জিহ্বায় রস সঞ্চার হয়। কামের উদয়ে জিহ্বা, উপস্থ এবং স্ত্রী জাতির যোনি ও স্তনাগ্রে তাড়িৎ বলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় ঐ সকল অঙ্গের স্ফুরণ হইতে থাকে। ঐ সকল বৃত্তি প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিলে উহার ভোগের ইচ্ছাও জন্মে সেজন্য ক্রুদ্ধ ব্যক্তি হটাৎ প্রহার এবং খুন জখমও করিয়া ফেলে। কামী ব্যক্তিরা কামাদির সম্ভোগ না করিয়া প্রায় স্থির থাকিতে পারে না। কাম বা ক্রোধের অযথা ভাব উদয় হইলে মানুষ দীর্ঘসূত্রীর ন্যায় স্থিরও আলস্য ভাবে সময় কাটাইবার চেষ্টা করিবে।

চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান্ বা ধার্ম্মিক লোকদিগের মস্তকের সম্মুখের অংশ স্থুল এবং দীর্ঘায়তন ও ললাটদেশ প্রায়শঃ প্রশস্ত দেখা যায়। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির মুখশ্রী এই প্রকার ছিল। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের মুখাবয়ব এই প্রকার হইত। সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিক্ সমান দীর্ঘায়তন ও পরিপুষ্ট মস্তকের লোকেরা তেজস্বী সুচতুর বলিষ্ঠ ও ক্ষাত্র্য ভাবাপন্ন দেখা যায়। মুখশ্রী ও মস্তক গোলাকার দৃশ্য বা পার্শ্বায়তন বিস্তার হইলে বৈশ্য ভাবাপন্ন বা ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন বুঝা যায়। সম্মুখ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং মস্তকের

পশ্চাৎ ভাগ স্থূল ও পরিপুষ্ট লোকেরা প্রায় শূদ্রভাবাপন্ন বুঝা যায়, ঐ লোকেরা অধিক কামুক এবং দ্বেষ হিংসা ও ক্রোধ পরায়ণ দেখা যায়। বানর, নরবানর এবং সাধারণতঃ পশুদিগের সম্মুখের মস্তক ও কপালের গঠন ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত কিন্তু মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ স্থূল ও পরিপুষ্ট এজন্য উহাদের স্নায়বিক শক্তি প্রখর, অর্থাৎ উহারা প্রায় মনুষ্য অপেক্ষা অধিক হুঁসিয়ার এবং উহাদের চক্ষু কর্ণাদির শক্তি অধিক ও ক্রোধ হিংসাদি পশুবৃত্তি প্রবল দেখা যায়। অন্যান্য কথা জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, যেমন কদলি বৃক্ষের ত্বকের মধ্যে বা মধুচক্রের মধ্যে বহু ছিদ্র দেখা যায় সেই প্রকার মস্তিষ্কাভ্যন্তরে প্রবৃত্তির স্থান আছে।

যেমন মনুষ্যদিগের হস্তের কার্য্য নৌকা চালনা প্রভৃতি এবং পায়ের কার্য্য হাঁটাহাঁটি প্রভৃতি অধিক করায় হস্ত বা পদের পেশীর শক্তি অধিক বাড়ে এবং ঐ সকল অঙ্গ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয় সেইরূপ কাম ক্রোধাদির বেগ সংযত না করিয়া অধিক পরিচালনা বা ব্যবহার করিলে ঐ সকল স্নায়ুর এবং প্রবৃত্তির শক্তিই বাড়িতে থাকে। সেই প্রকার দয়া প্রেম প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি গুলিরও বারম্বার অনুশীলনে ঐ সকল বৃত্তির মস্তকস্থ স্থান গুলি পরিপুষ্ট এবং ক্রমশঃ বিস্তারও প্রশস্ত হয়। যেমন জল না চলিলে ক্রমশঃ ড্রেন বা জলপথ রোধ হয় বা বুজিয়া যায় তদ্রূপ কামাদি প্রবৃত্তিরও ব্যবহার না ঘটিলে কতকটা প্রায় সেই ভাব হওয়ায় ব্রহ্মচারী বা বিধবাদের আত্মরক্ষা ঘটে। ব্রহ্মচর্য্যে দেহে মাংস বসা বাড়িলেও শুক্র-তেজ বা বেগ কমিয়া যায়।

অতএব ক্ষুদ্রমস্তিষ্কে অবস্থিত এই কাম ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তি গুলিকে দমন রাখিতে হইলে সর্ব্বদা সৎপ্রবৃত্তি গুলিকে পরিচালনা দ্বারা জাগাইয়া রাখিতে হইবে সেজন্য তিনবার সন্ধ্যা, পাঁচ ওক্ত নেমাজ প্রভৃতি করিতে হয়। নীচ প্রবৃত্তির অন্যায় বা অসাময়িক বেগ উপস্থিত হইলে জন সন্নিধানে কিম্বা গুরুজন বা সাধুলোকের নিকট উপস্থিত হইবে বা ক্রীড়ন শীল শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিবে এবং হাস্য রস সম্ভোগ বা হাসিবার চেষ্টা করিবে। দেহের রক্ত প্রবাহ কোন প্রকারে অন্য পথে বা উচ্চাঙ্গে প্রধাবিত করিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ নীচাঙ্গের বেগ স্বাভাবিক প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাই কাম বা ক্রোধাদি দমনের প্রথম পথ বা প্রধান পথ কিন্তু এই উচ্চ নীচ প্রবৃত্তি বর্গের পরিচালক হইতেছেন সর্ব্বত্র মন। মনকে এক দিকে কোন প্রকারে সংলগ্ন করিতে পারিলেই সেসময় অন্য পথে ঐ মন যাইবার অবসর পায় না এবং মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন প্রবৃত্তিও তোমার তখন কার্য্যকরী হইতে পারে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলিয়াছেন,—অন্ন-মশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতু-স্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যম-স্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠ-স্তন্মনঃ॥

ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নিতে পরিপাক হইয়া যেটি স্থূল অংশ তাহা বিষ্ঠারূপে এবং যাহা মধ্যমাংশ তাহা মাংসাদি অর্থাৎ সপ্তধাতু রূপে এবং যাহা অবশিষ্ট সূক্ষ্ম সারাংশ তাহা মনের পোষণ বা গঠন করে।

শাস্ত্রান্তরে আছে, সাত্ত্বিক সারাংশে মন এবং রাজসিক

সারাংশে ইন্দ্রিয়বর্গ ও তামসিক সারাংশে অহং ভাব আমিত্ব বা অহঙ্কারের উদ্ভব হইয়া থাকে। কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় বর্গও আবার মন হইতেই উদ্ভব হয় সেজন্য কামের নাম মনসিজ। ইন্দ্রিয়গণ পরিমিত ব্যবহারে মিত্রের ন্যায় তোমার সুখ সমৃদ্ধি দায়কই হয় কিন্তু ইহারা অপরিমিত সম্ভোগে রিপু বা মহাশত্রুর ন্যায় অপকারী হইয়া তোমার দেহও মনের ক্ষতি করে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে, সাত্বিক (হবিষ্যান্নাদি) বস্তু ভোজনে মনের পুষ্টি হওয়ায় মনেরই বল বৃদ্ধি হয় সুতরাং ব্রহ্মচারীর পক্ষে অনুত্তেজক এবং স্নিগ্ধ গুণ বলিয়া সাত্বিক আহারের প্রয়োজন। হিন্দুর সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকার্য্য করিবার পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়; তাহার ফলে পরদিন পূর্ব্বাহ্নে বা মধ্যাহ্নে দৈব বা পৈত্র্য কার্য্য করিবার সময় মানবের মনের বল অনবসন্ন বা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সদ্ভাবেরও উদয় হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রচুর মৎস্য মাংসাদি রাজসিক ভোজনের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে কাম ক্রোধাদির বেগে মনের অস্থিরতা ও অন্য মনস্কতা হওয়া বুঝা যায় এবং তামসিক দ্রব্য উচ্ছিষ্ট বাসী পচা ও মদ্যাদি পানের চব্বিশ ঘণ্টা পরে (খোয়ারির ভাব) আলস্য অবসাদও নিদ্রাকর্ষণ এবং কুভাবের উদয় প্রভৃতি ঘটে। অতএব আহার বিশেষ দ্বারাও সাত্বিকাদি ভাবে মনের গঠন করা যায় এবং ব্যবহার ভেদে এবং সঙ্গ গুণেও মনের পরিবর্ত্তন বা উচ্চতা নীচতা ঘটান যায়, ঐ সকল কথা বিস্তারিত ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।

উচ্ছিষ্ট-মপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং। গীতা

পচা কিম্বা শুষ্ক, দুর্গন্ধ, বাসি, অপরের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ভোজন কালে বা ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য এবং নীচ লোকের দৃষ্ট ও অপবিত্র দ্রব্য বা অভোক্ষ্য (পেয়াজ রসুন মদ্যাদি) যে সকল ভোজন সামগ্রী তাহাই তমোগুণ বর্দ্ধক ও তামস লোকদিগের প্রীতিকর। যক্ষ্মা বা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত লোকের কেবল স্পর্শেই যখন রোগাক্রান্ত হইবার বিশেষ ভয় দেখা যায় তখন যাহার তাহার লোভ দৃষ্ট বা স্পৃষ্ট বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য বিশেষতঃ অন্নাদি ভোজনে বহুরোগ বা দোষ ঘটার কথা তরুণদিগের না বুঝা ঘোর মূর্খতা নহে কি? সহস্র বিশ্লেষণে (বা ডাউলেসনে) হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ যখন নষ্ট হয় না প্রত্যুতঃ বাড়িয়াই যায় তখন সাক্ষাৎ মুখের লালা মিশ্রিত উচ্ছিষ্টে রোগাদির বীজাণু প্রবেশাদি জন্য দোষ না ঘটিবে কেন? পশুত্ব বৃদ্ধি, আলস্য, বহু নিদ্রা, স্তব্ধভাব রোগস্বভাব ইত্যাদি তামসিক গুণ (শ্রীগীতায় বিশেষ দেখ) আমাদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আমরা পশুর অধম হইতেছি। বেশ্যার ও লম্পটের এবং মাতালের স্পৃষ্টান্ন ভোজনে সংসর্গ দোষই ঘটে সেজন্য তাহাদের ন্যায় মতি গতি হইলে তোমরা ব্রহ্মচারী থাকিবে কি রূপে? যখন অকপট ব্রহ্মচারী প্রকৃত যোগী সাধু সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্টাদি ভোজনে তাঁহাদেরই গুণের ভাগী হওয়া যায় তখন নীচের সংসর্গেও নীচ হইতে হয় ইত্যাদি বুঝিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা কর; উচ্ছিষ্টাদি খাইয়া ভদ্র জাতি তোমরা উচ্ছন্ন যাইবে কেন?

জাতিবিচার ও স্পর্শদোষ এবং খাদ্যবিচার "উত্থানের পথ" দ্বিতীয় ভাগে দেখ।

আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতি লাভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥

সাত্ত্বিক ভোজনে মনের বল বাড়ে একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই আহার শুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্মৃতি বা সৎবুদ্ধি লাভ বা চিত্তশুদ্ধি হয়, সৎবুদ্ধি বা সদ্‌ভাবের উদয়ে জীবের কামক্রোধাদির মায়িক বন্ধন হইতে মুক্তিও শীঘ্র লাভ ঘটে সুতরাং ব্রহ্মচারীদিগের সাত্ত্বিক আহারের বিশেষ প্রয়োজন। আহার শুদ্ধিতে কাম ব্যতীত ক্রোধাদিরও উপশম হয়, উত্তেজক আহারেই যবনাদির সর্ব্বদা রুক্ষ স্বভাব দেখা যায়। একাদশী ও অমাবস্যা পূর্ণিমায় অন্ন ত্যাগ করিয়া স্বল্পাহারী হইবে বা উপবাস করিবে। এ সকল বিষয় বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে যাহা যাহা বলা হইয়াছে সেই সকল নিয়মই পালন করিবে। ব্রহ্মচারী কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই সুলভ ও পবিত্র বস্তু খাইবে, রসনা তৃপ্তির জন্য ভালো খাইতে চেষ্টা করিবে না।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

শ্রীগীতার ঐ শ্লোকদ্বয়ে পরা প্রকৃতি জীবাত্মা ব্যতীত পঞ্চভূতের সহিত মন বুদ্ধিকেও দেহের অংশ বলিয়াছেন সুতরাং দেহের পুষ্টিতে মনের ও বুদ্ধির পুষ্টি এবং দেহের সুস্থতায় মনের ও বুদ্ধির সুস্থতা উপলব্ধি করা যায় সেজন্য আহার শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি ঘটায় সৎপ্রবৃত্তির উদয় ও মনের পুষ্টি লাভ ঘটে এবং তামসিক

আহারেই রুচি প্রবৃত্তি মন্দ ক্রমশঃ হয় এবং ভদ্রলোকের পক্ষে রোগও জন্মে।

অতএব এই মনকে সবল সুস্থ এবং সাত্ত্বিক ভাবে রাখিতে হইলে আহার শুদ্ধির প্রয়োজন। সত্ত্বগুণে মন সুস্থ এবং সবল থাকিলে কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় বর্গ ঐ মনের উপর আর বিশেষরূপ আধিপত্য করিতে পারে না বরং তাহারা তখন মনের অধীন ও অনুগতই হইয়া থাকে এ সকল কথা পরেও বলিতেছি, শ্রীগীতায় কথিত রাজসিক আহারে শৌর্য্য বীর্য্য দম্ভ ক্রোধ জয়লিপ্সা উদ্যম উৎসাহ বাড়ে, যাহা পাশ্চাত্যে বহু দেখা যায়, জার্ম্মাণের নাজিদলের রজোগুণ বা ক্ষাত্র্যশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা এখন কোন অংশেই জগতে হীন হইয়া থাকিতে আর চাহেন না।

এদেশে ছাগ এবং মেষ মাংস ও মৃগ মাংস এবং হংসডিম্ব ও ডাউল রুটি ঘৃত ভোজনই রজোগুণ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট, কালে ভদ্রে বা দৈবাৎ মাংস জুটিলে না খাওয়াই ভাল, দেশ কাল পাত্র হিসাবে গো শূকর কুক্কুটাদির মাংস এবং মদ্যাদি এদেশে অখাদ্য ও দুষ্পাচ্য এবং দেহ মনের পীড়াদায়ক ও তমোগুণ বর্দ্ধক হইয়া থাকে। কাস কফ বিষ্ঠা ক্রীমি কীটাদি কুককুটেরা খায় সেজন্য গ্রাম্য কুককুট ভোজন শাস্ত্র নিষিদ্ধ, উহা যক্ষ্মারও নিদান। পাশ্চাত্যে শীতে রক্ত জমিয়া যাইবার ন্যায় হয় সেখানে উষ্মা জনক চা দোক্তা বা ষাঁড়ের ডাল্না বা অন্য মাংস ব্রাণ্ডি হিতকর কিন্তু এদেশে গ্রীষ্মে সরবৎ এবং আম্রাদি ফল ও শস্য ভোজনই স্বাস্থ্যকর। নিরামিষ ভোজী হইয়াও শিখ ও গুর্খারা গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণ জাতির প্রবলবেগকে

প্রতিহত করিতে পারিয়াছিলেন। নিরামিষাশী ভীমভবানী ও রামমূর্ত্তি বাঙ্গালায় আধুনিক হইয়াও প্রসিদ্ধ বলিষ্ঠ হইয়াছিলেন। গত গোলটেবিলে ছাগদুগ্ধসেবী মহাত্মা গান্ধীজি ইংলণ্ডের মহামনীষী মহামন্ত্রীদলকে প্রায় মাসাধিক কালের রাজনৈতিক দ্বন্দযুদ্ধেও একাকী পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। মাংসাশী জীবগণ হটাৎ বল দেখাইয়াই শ্রান্ত হয় কিন্তু শস্যভোজী মানব এবং ঘাস খড় ভোজী গো মহিষ দীর্ঘকাল পরিশ্রমেও ক্লান্ত হয় না। সামান্য শাক ভাতভোজী দস্যুর কিম্বা চাষার ও বলবীর্য্য যথেষ্ট দেখা যায়, অতএব বৃথা অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া বলবৃদ্ধির চেষ্টার জন্য পেটুক হইওনা হয়ত বিপরীত ফল রুগ্ন হইবে। অন্নভোজী চীন ও জাপান এখন দুর্ব্বল নহে, ভাতের পিণ্ডই উহাদের যুদ্ধের প্রধান রসদ। ব্রহ্মচর্য্য পালনে এবং ঘৃত দুগ্ধ ও ডাল রুটি লুচী অধিক খাইবার চেষ্টা কর।

মৈথুনপ্রিয় বলিয়াই শূকর হংস কুক্কুট পারাবত প্রভৃতির মাংস বা ডিম্ব অত্যন্ত উগ্র এবং ছাগমাংসও শুক্রের বিশেষ উত্তেজক সুতরাং উহা সর্ব্বজাতীয় ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে নিষিদ্ধ। নিরামিষ ভোজন স্নিগ্ধকর এবং মনের বল-পুষ্টিদায়ক এজন্য উহাই অবিবাহিতের পক্ষে হিতকর। মৎস্য অত্যন্ত কামবর্দ্ধক ও সর্ব্বভুক বলিয়া রোগজনক সেজন্য উহা অধিক মাত্রায় ভোজন অহিতকর। সদাচার বলিয়া যাহা হিন্দুধর্ম্মে গণ্য তাহাই ব্রহ্মচর্য্যের জন্য প্রায় এদেশে অনুকুল।

ভোজনান্তে স্নান বা অবগাহন নিষিদ্ধ স্নানের পূর্ব্বে কোনরূপ আহারই অস্বাস্থ্য কর, অভুক্ত অবস্থায় স্নান ও উপাসনা কর্ত্তব্য। দেড়প্রহর প্রায় দশ বা সাড়ে দশটা রাত্রির পরে মহানিশায়

সকলেরই ভোজন নিষেধ। রাত্রি জাগরণ ও রাত্রিকালে গুরুতর ভোজন ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ। জিহ্বাকে কেবল সংযত রাখিতে পারিলেই উপস্থ সংযত প্রায় সহজেই করা যায় এবং শুক্র সুস্থির থাকিলেই ওজ ধাতু বর্দ্ধিত হইয়া মনের বল ও সদ্ভাব গুলি সতেজ পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, মনের বল থাকিলে কোন বিষয়ে তোমার কোন প্রকার ভয়ের ও কারণ থাকে না সুতরাং মনকেই বলিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ কর।

"যাদৃশীভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

সাহস করিয়া উচ্চ কণ্ঠে এবং উচ্চ শিরেই বলা যায় যে, যাহার যে বিষয়ের জন্যই হউক প্রকৃত ভাবে অর্থাৎ কায় মন বাক্যে ভাবনা বা চেষ্টা হইবে তাহার সেই ঐকান্তিক ও বিশুদ্ধ মনের বলেই সে কার্য্যে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ ঘটিবে। অতএব ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার চেষ্টা করিলেই তুমি তাহা রক্ষা করিতে পার কারণ তোমার মন তোমারই হাতে তোমার মনকে তুমি বশ না করিলে অন্যে আর কে করিতে পারিবে। যে ভাবে যে নিয়মে চলিলে তোমার চরিত্র রক্ষা হয় তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তোমার নিজেরই হস্তে। একথা তুমি সর্ব্বদা ভাবিবে যে, তুমি কোন বিষয়ে দুর্ব্বল নহ, ইন্দ্রিয় মনের অধীন কিন্তু মন তোমার মনেরই অধীন।

মন এব সমর্থঃ স্যাৎ মনসো দৃঢ়নিগ্রহে।
অরাজা কঃ সমর্থঃ স্যাদ্রাজ্ঞো রাঘব নিগ্রহে॥

যোগবাশিষ্ঠঃ।

মনকে দৃঢ়রূপে দমন করিতে একমাত্র মনই (ইচ্ছাই)

সমর্থ হইয়া থাকেন, রাজা না হইলে অরাজা কখন রাজাকে দমন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। মন দ্বারাই ইন্দ্রিয়কুলকে বশ করা যায়, ইন্দ্রিয় দ্বারা মন বশ হয় না। মন ইন্দ্রিয়কুলের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। আবার সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বলিয়াই ঈশ্বরের নাম হৃষীকেশ।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মান-মবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু-রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ গীতা

আত্মা (বা মন) দ্বারা আত্মার (জীবাত্মার) উদ্ধার করিবে, আত্মাকে (জীবাত্মাকে) কোন প্রকারে অবসাদ-গ্রস্ত করিবে না। আত্মাই (বা মনই) আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই (বা মনই কার্য্য গতিকে) আত্মার (জীবের) পরম শত্রু। মন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করে, মনই নারীর রূপ দেখে বাক্যালাপ শুনে সুতরাং চক্ষু কর্ণাদি কেবল গবাক্ষ বা দ্বার স্বরূপ মাত্র। "ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি" এই গীতা বাক্যে মনকেও ঈশ্বর বলা হইয়াছে। প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার ও অগ্নির প্রভেদ নাই, অর্থাৎ সবই তিনি।

পূর্ব্বোক্ত গীতা বাক্যে স্পষ্টই বলিতেছেন, মন দ্বারাই মনকে বশ করিতে হইবে, "কণ্টকেনৈব কণ্টকং।" কাঁটা দ্বারাই কাঁটা তুলিতে হয় সুতরাং মনকেই সুগঠিত কর।

সাত্ত্বিক আহার দ্বারা এবং উপবাস ও অভ্যাস যোগ এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহস্থ বায়ুকে বশ প্রভৃতি কার্য্য করিয়াও মনকে বলবান্ করিতে পারা যায় এবং মন বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেই বিবেক বা বুদ্ধি সতেজ হয় তখন ইন্দ্রিয় কুল সহজে মনের বশেই

চলিয়া থাকে, এই মনকেই সুগঠিত করিবার নানাকথা পূর্ব্বেও লিখিয়াছি এবং পরেও লিখিতেছি। কামের একটি নাম "মনসিজ" অর্থাৎ মনই কামের জন্মস্থান ও বাসভবন। ঐ কামের আর এক নাম "অনঙ্গ" যাঁহার এত প্রতাপ তাঁহার অঙ্গ বা দেহই নাই, দেহ থাকিলে নাজানি তিনি কি করিতেন। মনোময় কোষের বা মনের পরেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষ এবং এই বুদ্ধির পরেই আত্মা।

আসুপ্তে-রামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া।
দদ্যান্নাবসরং কঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাবপি ॥

যাবৎকাল নিদ্রা না আসিবে এবং যাবৎ মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইবে, তাবৎকাল সংসারিক চিন্তার মধ্যেও যথাসময়ে বেদান্ত বা তত্ত্বচিন্তাসহ ভগবৎ চিন্তা ও উপাসনা করিবে। ব্রহ্মচারী কামাদি চিন্তার কিছুমাত্র অবসর মনকে দিবে না।

সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কৃষকেরা এবং দরিদ্র বিধবাগণ অনায়াসে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারেন কিন্তু পল্লীবাসী নিষ্কর্ম্মা বা বিলাসী গৃহস্থ বা ধনীর ঘরেই যত অনাচার ও উত্তেজনা ঘটে। কর্ম্মবীর পাশ্চাত্য জাতিরা সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত থাকাতেই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত জিতেন্দ্রিয় হয়েন।

সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে আর অন্য দিকে কুচিন্তায় মন প্রধাবিত হইতে পারে না, বোধ হয় এজন্য কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে যাঁহাদের যখন কার্য্যের অবসর হইত তখন তাঁহারা বসিয়া চরকা কাটিতেন, রাজরাণীও ঐরূপ কিছু কার্য্য করিতেন, কেহই বসিয়া থাকিতেন না। ঐ চরকার কার্য্যে

একদিকে বিশ্রাম লাভ এবং ঐ সঙ্গে বস্ত্র সমস্যারও সমাধান হইত, অপরদিকে শরীর ও মনের অবসর থাকিত না কারণ অন্য মনস্ক হইলেই সুতা কাটিয়া যায়, উহাতে দেহ মনের মৃদু মৃদু ব্যায়ামও সমাধান হইয়া যাইত। মহাত্মাগান্ধির এই চরকার আদেশটি পালন করা সকল নরনারীর পক্ষে এখন অধিক প্রয়োজন। বস্ত্র সমস্যা মিটিলে শস্য বিক্রয়ের অধিক প্রয়োজন হয় না, তন্তুবায়কে সুতা এবং কিছু মজুরী দিলেই বস্ত্র মিলিবে সেজন্য অন্ন ও বস্ত্ররূপ দুইটি প্রধান বস্তু স্বায়ত্ত সুলভ হইবে সুতরাং স্বল্পায়াসেই অন্ন বস্ত্র সমস্যা মিটিলে অভাব না থাকায় গবাদি পশু বিক্রয় করিবার আবশ্যক না হওয়ায় ঘৃত দুগ্ধাদি উত্তম খাদ্য সচ্ছল হইবে। অর্থের প্রয়োজন বা অভাব না থাকিলে বা কম হইলেও মহাজনের নিকটে ঋণ করিতে হইবে না, তখন সকলে স্বাবলম্বী হইয়া সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতে পারিবে এবং শাস্ত্র চিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তায়ও মনঃসংযোগ করিতে পারিবে। জীবিকা সুস্থির থাকিলে পুষ্টিকর আহারে, সদাচারে ও ব্রহ্মচর্য্যে এবং দাম্পত্যপ্রেমে সংসারধর্ম্ম সুস্থির ও শান্তিময় থাকিবে, তাহা হইলে ভারতীয় লোকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সাধনায় উত্থানের পথে ক্রমশঃ স্বরাজ লাভ করিবে।

হীয়তে হি মতি- স্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমঃ।
সমৈশ্চ সমতা- মেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং॥

বিষ্ণুশর্ম্মা

হে তাত! তুমি যদি হীন লোকের সহিত সংসর্গ কর তাহা

হইলে তোমার বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি হীন হইয়া যাইবে। তুমি তোমার তুল্য চরিত্র সহচরের সহিত বেড়াইলে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি হইবেনা কিন্তু তুমি যদি বিশিষ্ট অর্থাৎ শান্ত সুশীল ধার্ম্মিক সহচরের সহিত বেড়াও বা বসবাস কর তাহা হইলে তোমার মনের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গুণবৃদ্ধি ঘটিবে।

অতএব যুবকগণ তোমরা সর্ব্বাগ্রে সৎসহচর নির্ব্বাচন করিয়া তাহারই সহিত ক্রীড়াদি করিবে, তোমরা উপযাচক হইয়াও সৎলোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিবে। তোমরা স্মরণ করিয়া দেখ তুমি প্রথমে মন্দ ছিলেনা কোন দুষ্ট কামুক বয়োজ্যেষ্ঠ বালক তোমাকে কুপথে নানা কুকার্য্য শিক্ষা দিয়াছে সুতরাং ক্লাসফ্রেণ্ড হইলেও কুচরিত্রকে ত্যাগ করা তোমার বিশেষ কর্ত্তব্য। সংসর্গদোষ মহাদোষ এবং সংসর্গ গুণই মহা মঙ্গলজনক জানিবে। অভিভাবকগণ সর্ব্বাগ্রে সুমিতির জন্য বালকের সৎসহচর সংযোগ করিয়া দিবেন।

দুর্জ্জনেন সমং সখ্য-মপ্রীতিঞ্চ ন কারয়েৎ।
উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করং॥

গুণবান্ হইলেও দুর্জ্জন দুশ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত কখন সখ্যতাও করিবেনা এবং অপ্রণয়ও করিবেনা অর্থাৎ তাহার সহিত কোনরূপ সংস্রব বা সংসর্গই করিবেনা কারণ যেমন অঙ্গার গুণবৎ অগ্নি সংযুক্ত থাকিলেও তাহার স্পর্শে হস্ত দগ্ধ হয় এবং শীতল (বা নিগু'ণ) কয়লা হইলে তাহার স্পর্শেও হস্ত মলিন হয় সেজন্য বহু বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলেও মণি ভূষিত সর্পের ন্যায় দুষ্ট বা হীন চরিত্রের লোক সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

দুষ্টের সহিত প্রীতি বা অপ্রীতি কিম্বা পরিচয় থাকিলেও সময় বিশেষে অকারণ তাহার নিজের বিপদে কিম্বা দুর্নামেও তোমাকে বিজড়িত ও বিপন্ন করিয়া দিতে পারে।

কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাৎ ধত্তে মারকত-দ্যুতিং।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাং॥

কাঞ্চন সংসর্গে অর্থাৎ সুবর্ণের পার্শ্বে বা গাত্রে সংলগ্ন থাকিলে যেমন সামান্য কাচ খণ্ডও মরকত মণির ন্যায় জ্যোতি ধারণ করে সেই প্রকার সৎব্যক্তির সন্নিধানে থাকিলে মূর্খ ব্যক্তিও প্রবীণতা বা বিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। অতএব যুবকগণ তোমরা সচ্চরিত্র বয়স্য বা সাধু ও প্রবীণ ব্যক্তির নিকটে অধিক সময় বাস করিবে, তাহা হইলেই মনে সদিচ্ছা জন্মিবে, অভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই ভগিনী বা প্রতিবাসী বালকদিগকে ক্রীড়া শিক্ষা দিয়াও ক্রীড়া করিবে, ইহাই আত্মরক্ষার সহজ উপায়। এ সকল কথা হিতোপদেশে দেখ।

সৎসঙ্গো বাসনাত্যাগোঽধ্যাত্মবিদ্যা-বিচারণং।
প্রাণাস্পন্দ-নিরোধ-শ্চেত্যুপায়শ্চেতসো জয়ে॥

সাধু বা ধার্ম্মিক লোকের সঙ্গ লাভ অর্থাৎ সর্ব্বদা সাধু বা গুরুজনের নিকটে থাকিবে। কামনা বা বাসনাকে সঙ্কোচ করিবে। অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রের আলোচনা করিবে। প্রাণবায়ুর আস্পন্দন অর্থাৎ কুম্ভকাদি যথাসম্ভব অভ্যাস করিবে। চিত্তজয়ের জন্য এই চারিটি প্রধান উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়ুরোধ অভ্যাস দ্বারা অতীব

চঞ্চল মনও স্থির হয় এবং বহুতর রোগ বীজাণু বিনষ্ট হয়, এ সকল কথা বহু স্থানে বলিয়াছি এজন্য প্রাণায়ামই সন্ধ্যা পূজার প্রধান অঙ্গ।

পিত্তঃ পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবোমলধাতবঃ।
বায়ুনা নীয়মানে তু তত্র বর্ষতি মেঘবৎ॥ শুশ্রুতঃ

দেহস্থ পিত্ত শ্লেষ্মা মল মূত্র এবং রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু সকল ইঁহারা পঙ্গু অর্থাৎ জড় বা অচল, এই সকলকে পরিচালিত করিয়া থাকেন শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চপ্রকার বায়ু। এই বায়ুর সাহায্যে মল মূত্র ও শুক্রাদি পরিচালিত এবং সময় মত নিস্থত হইয়া থাকে পুনশ্চ প্রাণায়াম ও যোগাদি ক্রিয়া দ্বারা বায়ুরোধেও যোগীগণ মল মূত্র ও শুক্রাদি দেহ মধ্যে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতেও পারেন, সেজন্য প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করা সকলেরই প্রয়োজন।

যাঁহাদের জিতেন্দ্রিয় হইবার ইচ্ছা প্রবল তাঁহারা প্রথম যৌবন হইতেই ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা করিবেন, কারণ প্রথম যৌবনের বেগ যেমন অধিক সেইরূপ ইন্দ্রিয়দমনের শক্তিও এই বয়সেই অধিক অর্জ্জন এবং বৃদ্ধি করা যায়। যেমন বর্ষার পূর্ব্বে উপযুক্ত বাঁধ দিলে অতি বৃষ্টিতেও বাণের জল রক্ষা করা যায় সেইরূপ প্রথমেই চেষ্টা প্রয়োজন সেজন্য প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করা কর্ত্তব্য।

পূর্ণ যৌবনে ভোগের আতিশয্যে দেহ মন বিবশপ্রায় হইলে তখন স্ববশে রাখা দুঃসাধ্য। যোগী হইতে গেলেও প্রথম যৌবনেই চেষ্টা করিতে হয় কারণ শেষে দোয়ের হাঁড়ীতে

পলোয়া রাঁধিতে গেলে হাঁড়ী প্রায় ফাঁসিয়া যায়। যাঁহারা মনে করেন যৌবনে যথেচ্ছভাবে ভোগ করিয়া শেষে সাবধান হইয়া যোগ যাগ সাধনা করা যাইবে তাঁহাদের তাহা ভুল ধারণা, শক্তি সামর্থ্য থাকিতেই সর্ব্ববিষয়ে চেষ্টা কর, জল চলিয়া গেলে তখন বাঁধে ফল কি হইবে।

বাণের জলের উচ্ছাসের ন্যায় প্রথম যৌবনের প্রবল কামবেগ প্রথমতঃ অসহ্য বোধ হইলেও বয়োবৃদ্ধিতে ঐ বেগ স্বাভাবিক ভাবেই খর্ব্ব হয় কিন্তু ক্রোধ ও লোভের বেগ যেন ক্রমে বাড়ে কারণ মনের স্ফূর্ত্তি কমিতে থাকিলেই বিরক্তি ও আশক্তি বৃদ্ধি ঘটে। বালক কালের আনন্দ ভোগ বিক্ষিপ্তচিত্ত চিন্তামগ্ন বৃদ্ধের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য।

অন্য কথা, যেমন গঙ্গা প্রভৃতি মহানদীর জল স্রোতকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল পথ দ্বারা পরিচালিত করিয়া উহার জলবেগকে খর্ব্ব করা হইয়া থাকে সেই প্রকার চক্ষু কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ের জন্য প্রবৃত্তি স্রোতকে যথাযোগ্য সৎ বিষয়ে পরিচালিত করিতে পারিলেই মনোবেগ খর্ব্ব ও দমিত রাখা যায়, তোমার সদিচ্ছা আন্তরিক থাকিলে কোনকালে সদুপায়ের জন্য অভাব প্রায় ঘটে না।

সর্ব্বত্রৈব মনঃপ্রভুঃ।

এই দেহ যন্ত্রের যাহা কিছু কার্য্য সেই সকল কর্ম্মের মূলই হইতেছেন মন, মনকে ঠিক্ সুগঠিত করিতে পারিলেই ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রভৃতি কার্য্য কঠিন হয় না। আমরা এ পর্য্যন্ত মনস্তত্ত্ব যাহা বলিলাম তাহাতে বুঝাইয়াছি, মন কি পদার্থ এবং তাহার

উৎপত্তি ও কি উপায়ে উহাকে বিশুদ্ধ ভাবে সুগঠিত এবং বলিষ্ঠ ও বশীভূত করা যায় এবং উহার ফলাফলও ক্রমশঃ বলিব। এক্ষণে বাল্যকাল হইতে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৎ বিষয় গুলিতে সদ্‌ভাবে মনঃপ্রবৃত্তি পরিচালনা করিবার সুপথ যাহা আছে যথাজ্ঞান তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

ছাত্রানা-মধ্যয়নং তপঃ।

ছাত্রদিগের অধ্যয়ন করাই পরম তপস্যা। অতএব ছাত্রগণ যদি অধ্যয়নের জন্য ঐকান্তিক ভাবে স্বকীয় পাঠ্যের প্রতি কিম্বা সৎপুস্তকের পাঠ্যের প্রতি মনোযোগী থাকেন, তাহা হইলেও কুচিন্তার অবসর স্বল্প হইয়া যাইবে, দর্শন বিজ্ঞান বা ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ বা সৎচিন্তায় মন পূর্ণ থাকিলে কুভাব কুচিন্তা নষ্ট হইয়া যায় বা উহা মনে স্থানই পায়না।

অলসো মন্দবুদ্ধিশ্চ সুখী চ ব্যাধিপীড়িতঃ।
নিদ্রালুঃ কামুকশ্চৈব ষড়েতে বিদ্যাবর্জিতাঃ॥

আলস্যস্বভাব, স্থূলবুদ্ধি, সুখভোগী, ব্যাধিপীড়িত, নিদ্রানুরক্ত এবং কামুক ইত্যাদি দোষ মধ্যে দুই একটি দোষ থাকিলেও বিদ্যালাভ দুঃসাধ্য হয়।

আলস্য মদমোহৌচ চাপল্যং গোষ্ঠীরেব চ।
স্তব্ধতা চাভিমানিত্বং তথাহত্যাগিত্ব-মেব চ॥
এতে বৈ সপ্তদোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ॥

আলস্য, অহঙ্কার, মোহ, চঞ্চলস্বভাব, বহুলোকসঙ্গ,

(ইয়ার্কি দিয়া বহু সময় নষ্ট করা) মূর্খতা, অভিমান, তিতীক্ষাবিহীনত্ব, এই সাতটি ব্যাপারই বিদ্যার্থীর পক্ষে সর্ব্বদা দোষজনক।

আজকাল সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ বড়ই সুদুর্লভ সেজন্য গ্রন্থ সঙ্গ করাই প্রয়োজন। মহর্ষি বেদব্যাস বা বাল্মীকি প্রভৃতি মুনি ঋষিদের সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিলেই তাঁহাদের সঙ্গলাভ ঘটিবার ন্যায় কার্য্য হইবে। বনে পর্ব্বতে নিবীড় পল্লীতে এই সৎগ্রন্থই সৎসঙ্গ পণ্ডিত বা সন্মার্গগামী-দিগের ইহাই প্রধান অবলম্বন।

ধন মান যশ আদি সকলি নশ্বর। কবিতা (পুস্তক) অমর আর কবিরা (গ্রন্থকারেরা) অমর॥ নবীন সেন।

সংযতেন্দ্রিয় বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব বা কঠিন গ্রন্থের সদর্থ গুলি গ্রহণই করা যায় না সেজন্য সংকল্পিত পুরাণাদি পাঠে পাঠকাদির পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ও হবিষ্যাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং পাঠ্য গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পূজা করিতে হয়।

কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি-ধীমতাং।
ব্যাসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন চ॥

কাব্য কিম্বা দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়াই পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান্ লোকেরা সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন কিন্তু মূর্খদিগের সময় অতিবাহিত হয় তাস, দাবা, পাশা বা অন্যান্য ক্রীড়াদি ও ব্যসনদ্বারা কিম্বা নিদ্রাদ্বারা

অথবা পরনিন্দা পরচর্চ্চা বা বৃথা কলহ করিয়া, "পঠতো নাস্তি মূর্খত্বং।" সর্ব্বদা পঠনশীল ব্যক্তির মূর্খতাই থাকে না। অতএব ছাত্রগণ বৃথা সময় নষ্ট করিও না, অবকাশ কালে স্কুল পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য সৎগ্রন্থ না পড়িলে পরে সাবকাশের অভাবে উহা পড়াই হইবে না।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতজ্ জ্ঞেয়ং সমাসেন লক্ষণং সুখ দুঃখয়োঃ॥

পরবশ বা পরের সাহায্য প্রার্থী হইয়া যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায় তাহাই দুঃখজনক এবং যে কর্ম্ম আত্মবশ বা স্বাবলম্বন অর্থাৎ যাহার জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না তাহাই সুখ জনক, পণ্ডিতেরা সংক্ষেপে সুখ দুঃখের কেবল দুই প্রকার লক্ষণই দেখাইয়াছেন।

প্রায় সর্ব্ববিষয়ে বিদেশীর সাহায্য লওয়ায় ভারতবাসীর অনন্ত দুঃখ বাড়িয়া এখন প্রায় অনেক বিষয় হাত ছাড়া হইয়াও গিয়াছে। ব্রহ্মচারীরা প্রথম বয়স হইতে যথাসাধ্য নিজের কার্য্য নিজে করিতে চেষ্টা ও অভ্যাস করিবেন, সহজে কাহার নিকট হইতে কিছু সাহায্য চাহিবেন না বরং পরকে সাহায্য করিবেন। অভিমান শূন্য হইয়া নিজের কাপড়কাচা, জলতোলা, পাককরা, এমন কি বাসনমাজা, এবং কাটকাটা অভ্যাস থাকা ভাল, পূর্ব্বকার ছাত্রজীবনে অভ্যাস থাকায় ঐ সকল কার্য্যে তাঁহাদের কষ্ট বোধই হইত না, সকল কার্য্য অভ্যাস ও জানা থাকিলে দুরবস্থায় বা বিদেশে কষ্ট হয় না। শুনিয়াছি, পাশ্চাত্যদেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা পিতা

মাতার অধীন থাকিয়াও সাবকাশ সময়ে কল কারখানায় কার্য্য করিয়া স্বকীয় পকেট খরচ চালাইয়া কিছু সঞ্চয়ও করিয়া থাকেন। এদেশের ছাত্রজীবনে ঐ ভাব না থাকায় শিক্ষিত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াও তাঁহারা আলস্যে ও অভিমানে (বা পরের স্কন্ধে থাকিয়া) বেকার হইতেছেন। এদেশে পশ্চিমা ও মাড়য়ারির ছেলেরা ছেলেবেলায় খেলার হিসাবেও কাপড় বা অন্যদ্রব্য ফিরি করিয়া কেনা বেচা শিখে ও নিজের খরচা চালায় এবং প্রবীণ বয়সে বড় ব্যবসাদার হয়। পূর্ব্বকার ছাত্রগণ গুরুর গরুচরান প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিতেন, সেখানে ধনী দরিদ্রে পার্থক্য ছিল না।

বিলাসিতায় আঘাত লাগায় এবং সর্ব্বপ্রকারে পরবশ হওয়ায় অভাববোধে এদেশের যে হাহাকার এটি কাঙ্গালের ঘোড়ারোগের ন্যায় পাশ্চাত্য আদর্শেরই ফল। পাশ্চাত্যের ন্যায় এখন চুলের ফ্যাসান, বহু জামা কাপড় ঘড়ী ছড়ী ও গাড়ীর ফ্যাসানের চিন্তায় ব্যাকুল থাকা এবং ইলেক্ট্রি আলো পাখার ব্যতিক্রমে অস্থিরতা এ সকল কি স্বাধীনতা না অনর্থক পরাধীনতা সুতরাং ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ ঐ সকল বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। ব্রহ্মচারীর পক্ষে পরিচ্ছদে বা আহারে যেন কোন আড়ম্বর বা বাধ্য বাধকতা না থাকে, যাহা সহজ লভ্য বা জুটিবে তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিবে।

যৌবনের প্রারম্ভেই উপনয়ন সংস্কার সময়ে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে একটি প্রতিজ্ঞা করান হয়,—

"মা দিবা স্বাপ্সীঃ" অর্থাৎ গুরু বলেন, ব্রহ্মচারী তুমি দিবানিদ্রা যাইও না, ব্রহ্মচারী বলিয়া থাকেন "বাঢ়ং" অর্থাৎ

আমি এই প্রতিজ্ঞা বহন বা পালন করিব। ইহা দ্বারা সাধারণতঃ বুঝা যায়, যেকোন জাতীয় ব্রহ্মচারীর বা ব্রহ্ম-চারিণীর পক্ষে দিবানিদ্রা বড়ই অনিষ্টকারক সেজন্যই উহা বারণ করা হইয়াছে। যাঁহারা সমস্তদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেন, রাত্রি একপ্রহর বা দেড় প্রহর উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের শয্যা-গ্রহণ করিলেই সহজে নিদ্রাকর্ষণ হয় ও রাত্রি চতুর্থ প্রহরের মধ্য সময়ে প্রত্যুষেই তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াও স্বাভাবিক ভাবে ঘটে, পশুপক্ষীরাও প্রায় এই নিয়মে বাধ্য কিন্তু যাঁহারা দিবানিদ্রা ভোগ করেন, তাঁহাদের রাত্রিকালে শীঘ্র নিদ্রা হয় না, নিদ্রা না হইলেই যত কুপ্রবৃত্তি মনে জাগিয়া উঠে অর্থাৎ রাত্রিকাল তামসিক এইকালে আলস্য নিদ্রা তন্দ্রা ভয় অবসাদ প্রভৃতি তামসিক ভাবে দেহ মন আচ্ছন্ন থাকে ঐ অবস্থায় নিদ্রা না হইলে কামের উদ্রেক হওয়াও স্বাভাবিক, সুতরাং এই সকল কারণে ব্রহ্মচারী নর নারীর পক্ষে দিবানিদ্রা সর্ব্বথা বারণ করা হইয়াছে। দিবানিদ্রার আতিশয্যে এবং কর্ম্ম না থাকায় পল্লীবাসীরা বা ধনীগণ কামসেবা অধিক মাত্রায় করেন, সেজন্য দুর্ব্বলতায় তাঁহারা ম্যালেরিয়াদি রোগাভিভূত হইয়া পড়েন কিন্তু ঐস্থানে থাকিয়াও সংযমী বিধবারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে থাকেন এবং বহু পরিশ্রম করেন।

আজ কাল যেন ধনীর প্রধান লক্ষণ বেলায় নিদ্রাভঙ্গ অর্থাৎ যিনি যত অধিক বেলায় উঠেন তিনি যেন তত বড় ধনী, এইটি যেন তাঁহাদের ধনের গৌরবের নিদর্শন কিন্তু এটি তাঁহাদের চরিত্রহীনতারও বিশেষ নিদর্শন বলিয়া বুঝিতে

হইবে। দিবানিদ্রা অকাল মৃত্যুরও কারণ একথার প্রমাণ স্থানান্তরেও বলিয়াছি।

গান্ধারীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, হে কৃষ্ণ! আমার পুত্রেরা কখনও দিবানিদ্রা যাইতনা, রাত্রিকালে দধিভোজন করিত না, গর্ভবতী স্ত্রীগমন কিম্বা রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শও করিত না, তথাপি তাহারা অকালে মরিল কিজন্য? এই বাক্যে দিবানিদ্রা প্রভৃতি কার্য্যগুলি যে অকাল মৃত্যুর কারণ তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যাহা হউক এখন ইংরাজের কল্যাণে ছাত্র ও কেরাণী প্রভৃতির কার্য্যগতিকে প্রায় দিবানিদ্রা রোধ হইয়াছে সেজন্য কামসেবা এবং আলস্য সাধারণতঃ উহাঁদের মধ্যে এবং পল্লীবাসী বেকারদিগের অপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। এটি এদেশের পক্ষে সাঁপে বরের মত এখন বিশেষ মঙ্গলজনক দাঁড়াইয়াছে। রাত্রে শীঘ্র নিদ্রা উপস্থিত হইলেই কাম প্রবৃত্তির বেগ কেন শোক মোহাদির প্রবল বেগও কেবল ঐ নিদ্রা দ্বারাই শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে। দিবানিদ্রায় রাত্রিকালের সুনিদ্রার বিঘ্ন ঘটে। ব্রহ্মচারী বা যোগীদিগের পক্ষে প্রত্যহ চারি পাঁচ ঘণ্টা এবং ভোগী গৃহস্থের পক্ষে ছয় সাত ঘণ্টার অধিক রাত্রে নিদ্রা যাওয়া অস্বাস্থ্যকর।

যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য যোগিনঃ।
যুক্ত-স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ গীতা

সকলের পক্ষেই আহার বিহার নিদ্রা ও জাগরণ এবং কার্য্যের চেষ্টা ও বিশ্রামচেষ্টা পরিমিত হওয়া প্রয়োজন, বিশেষতঃ যোগীগণের পক্ষে মিতাচারী হইলে যোগ দুঃখ বা

ক্লেশ নাশক হইয়া থাকে। অতএব অধিক নিদ্রাদি সকল অনিষ্টেরই কারণ হয়।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যাৎ মৈত্র ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমী নর নারীগণ প্রত্যহ যাঁহার যাহা জপ্য সেই গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্রাদি একমনে জপ করিবেন সেজন্য অন্য পঞ্চযজ্ঞ ও পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠান না করিতে পারিলেও তাদৃশ ক্ষতি হইবেনা। জপ দ্বারা দেহ মন স্থির ও পবিত্র থাকিলে রোগ থাকেনা বা জন্মেনা। যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তুলা রাশী ভস্ম হয় সেইরূপ মন্ত্রশক্তিতে পাপরাশী দগ্ধ হইয়া চিত্ত শুদ্ধি হয় নিষ্পাপীর সাক্ষাৎ সহায় ভগবান্ সেজন্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের সময়ই ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা এবং জপাদি উপাসনা অভ্যাস দ্বারা নিষ্পাপী হওয়া কর্ত্তব্য ইহাই ইন্দ্রিয় জয়ের প্রধান পথ। মহাত্মা যবন হরিদাস কেবল নামজপে নিজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও যবনত্ব পরিহার এবং অতীব পতিতা বেশ্যাকে মহামহান্তী সন্ন্যাসিনী করিয়াছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা প্রাণায়াম ও জপাদি দ্বারা প্রত্যহ কিছু কিছু সময় করিয়াও মনকে স্থির রাখিতে পারিলে মনের শান্তি ও বল বাড়ে।

জ্ঞানাৎ পরতরং গানং গানাৎ পরতরং নহি।
গানাৎ পরতরং জ্ঞানং জ্ঞানাৎ পরতরং নহি॥

কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন জ্ঞান অপেক্ষাও গান শ্রেষ্ঠ গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। কেহবা গান হইতে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলেন। যাহা হউক জ্ঞান বহু সাধনা সাপেক্ষ এবং

সাধারণ বুদ্ধির কতকাংশে অগোচরও বটে এবং সকল সময় ঐ চর্চ্চা ভালও লাগেনা কিন্তু গানের সুরলয় প্রায় যে কোন সময় ভাল লাগে এবং উহাতে পশু পক্ষীরাও মুগ্ধ হয়েন, জ্ঞানপিপাসু লোকের সংখ্যাও নিতান্ত বিরল সেজন্য সকল নর নারী এবং জ্ঞানী মানবগণও প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে গীত বা বাদ্যের আলোচনায় যোগদান করিবেন, ইহাদ্বারা বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই পরিতৃপ্তি সাধন হওয়ায় গায়ক ও শ্রোতাগণ কুচর্চ্চা ও কুচিন্তা ছাড়িয়া সঙ্গীতেই মুগ্ধ থাকিবেন।

এই সঙ্গীত দেহতত্ত্ব বা পারমার্থিক কিম্বা দেশপ্রেম সম্বন্ধীয় হওয়া প্রয়োজন। টপ্পা বিরহাদি সংগীত ব্রহ্মচারী বা বালক বালিকার পক্ষে অশ্রাব্য, স্বদেশী সঙ্গীতে দেশপ্রেম জাগে, রাজপুতনার চারণদিগের গানে এক সময় এদেশে ইংরাজের রণবাদ্যের ন্যায় বীরমদ জাগাইত।

আজকাল সৎসঙ্গীত কীর্ত্তনের সহিত মহাত্মা চণ্ডীদাসের নাম দিয়া পরবর্ত্তী সহজিয়া ভাবের লোকেরা কুভাবের গান ও কথা অর্থাৎ ভগবানের নামে অশ্লীল কথাবার্ত্তা যোগ করিয়া সমাজের ক্ষতি করিতেছেন, উহা শ্রবণে সাধারণ কামাচ্ছন্ন অজ্ঞ লোকের পক্ষে ভগবৎপ্রেমের পরিবর্ত্তে অশ্লীল ভাব বা কামভাবেরই উদ্রেক করা হয় * অথচ উহার নিগূঢ় তত্ত্ব ঐ কথার পরিবর্ত্তে যাহা আছে তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই। চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কালের সহজিয়া দলের কল্পিত

* কুঞ্জভঙ্গ পালায় শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রিবাস করায় ললাটে সীমন্তের সিন্দুর চিহ্ন, গণ্ডে তাম্বুলরাগ ও কজ্জল চিহ্ন

কথাগুলি পুঁথিগত থাকাই উচিত, কামাচ্ছন্ন মানবের রুচির জন্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা এখন কামে ও প্রেমে খেচরান্ন প্রস্তুত করা অনুচিত এবং ইহা কখন শাস্ত্রীয়ও হইতে পারে না *।

নিম্নলিখিত প্রমাণে বুঝা যায়, মহাভাবময়ী বা মহাপ্রেমময়ী ও চিণ্ময়ীর সহিত চিন্ময়ের গুণময় বা ভাবদেহের কার্য্য বৃন্দাবন ব্যতীত অন্যত্র ঘটে নাই বা ঘটান উচিতও নহে। ঐ ভাব লইয়া কর্ত্তাভজা দলের "মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা তবে হবে কর্ত্তা ভজা।" এ সকল

এবং পীতবসনের পরিবর্ত্তে পাছাপেড়ে নীলশাটী পরিধানের বিষয় এরূপ ভাবের স্পষ্ট কথায় বাঁকি থাকিল কি? এ গুলি পরতত্ত্বে প্রেততত্ত্ব দাঁড়াইয়াছে।

* যথা শরীরে দেহানি স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণং।
তথৈবান্যৎ দেহং জ্ঞেয়ং ভাবদেহং প্রকীর্ত্তিতং॥
কৃপালব্ধ-মিদং দেহং সহজং জন্ম জন্মনি।
অথবা সাধনালব্ধং কদাপি বা মহেশ্বরি॥
ন সগুণং নির্গুণন্বা দেহমিদং পরাত্মিকে।
কুত্রাপি ন হি দ্রষ্টব্যং লোকে বৃন্দাটবীং বিনা॥
মৈথুনং সহ কৃষ্ণেণ গোপিকাচরিতঞ্চ যৎ।
তন্ন কামাদ-কামাদ্বা ভাবদেহেন তৎকৃতং॥
রসোল্লাস তন্ত্রে পঞ্চমোল্লাসঃ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন,—
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

কথা বা ভৈরবীচক্রের বিকৃতার্থ পঞ্চমকারের কথা আমরা বিপদের পথই বুঝি। প্রেমভক্তির পথই ভদ্রসমাজে গ্রাহ্য আছে ও উহা থাকা উচিত। ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরে ও মানুষে বহু প্রভেদ বুঝিতে হয়। যিনি কামজনক বা কামের বাবা এবং মদনমোহন তিনি কখন কামের অধীন নহেন।

প্রাণায়াম অভ্যাস থাকিলে বায়ুরোধাদি জন্য নাভিমূল, বক্ষ এবং কণ্ঠ নালীর বল বাড়ে ও মন সুস্থির হয় সেজন্য যোগী না হইলে প্রকৃত গায়কও হওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠ গায়ক তান্‌সেনের বা হরিদাস স্বামীর গুরু বৃন্দাবনবাসী প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। সর্ব্ববিধ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করাকেই যোগ বলে "যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ।" পাতঞ্জলী। অতএব সর্ব্বপ্রকার কামাদি চিত্তবৃত্তি রোধে সংযত ব্রহ্মচারী না হইলে যোগী বা সুগায়কও হওয়া যায় না আবার সংগীত সাধনা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য সাধনার সুযোগও হয়। সঙ্গীতজ্ঞ লোক দিগের বাঙ্‌মন ও কর্ণে রাগ রাগিণীর সুর এবং বাদ্যের সুর লহরী এবং তাললয় সর্ব্বদা খেলিতে থাকে এবং তাঁহাদের মনও সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। মন একপথে বিশেষ আনন্দভোগ করিতে থাকিলে আর অবৈধ মৈথুন বা রমণীপ্রসঙ্গের আনন্দ উপভোগ জন্য তাহার সেরূপ ব্যাকুলতা বা কাম পিপাসা জাগিয়া উঠে না। সংগীতে মন থাকিলে চিত্তবৃত্তি আপনিই নিরুদ্ধ থাকে সুতরাং সৎসঙ্গীত সাধারণের পক্ষে সহজ ভাবেরই যোগ সাধনা।

কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে।
গীতঞ্চ স্ত্রীবিলাসেন স্ত্রীবিলাসং বুভুক্ষয়া॥

বেদান্তাদি দার্শনিক বা ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় রস বা অন্যান্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্ররস সকল কাব্য রসের উদয়েই বিনষ্ট হয় কিন্তু সংগীত রসের উদয় হইলে ঐ কাব্য রস বা কালিদাসের কবিতাদিও ভালো লাগে না, আবার যদি স্ত্রী বিলাসিতা বা কাম রসের অভ্যুদয় হয় তাহাহইলে ঐ সঙ্গীত রসও বিলয় হইয়া যায় কিন্তু এই সমস্ত রসই বিনষ্ট হইয়া যায় যদি বুভুক্ষা বা জঠরানল জ্বলিয়া উঠে সুতরাং কাম দমনের প্রধান উপায় উপবাস, বোধ হয় কামুক নর নারীর দমনের জন্য এদেশে ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষ দাঁড়াইয়াছে।

দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও এখনকার অনেক লোক পেটের ভাতের সংস্থান করিতে পারিতেছে না; ইহা কপালাঘাত তুল্য হইলেও একপক্ষে ভগবানের দয়াই মনে হয়। এখন পেটেরদায়েই ক্রমশঃ লোকের ভোগ বিলাস কমিতেছে ও কমিবে, এইজন্য অনেক যুবকের সময়ে বিবাহ করিবার সাহস নাই সুতরাং গন্ডিকে অনেকে ব্রহ্মচারী এবং পাত্রাভাবে কুমারীকুলও ব্রহ্মচারিণী হইতেছেন। এক্ষণে সুশিক্ষা পাইলে অনেকে প্রকৃত বা খাঁটি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারেন এবং তাঁহারাই দেশের ও দশের হিত সাধন আদর্শরূপেও করিতে পারেন। সেই সুযোগের আশায় আমরা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার এই সকল পুস্তক লিখিতেছি ও লিখিয়াছি।

কামভোগের কার্য্যটা একপ্রকার বাতিক বা মোহ ব্যতীত কিছুই নহে, সৃষ্টিপ্রবাহ বা জীবের বংশ রক্ষার জন্যই ঐ বাতিক বা মোহজনিত ভগবৎপ্রেরণা বা কৌশলমাত্র সুতরাং সন্তানের জন্মদান ব্যতীত বৃথা মৈথুন অগ্রাহ্য বা প্রায়ই অনিষ্ট

কর বলা যায় কারণ মানুষ ব্যতীত পশু পক্ষী কেহই প্রায় বৃথা মৈথুন করেনা, একথা স্থানান্তরে বলিয়াছি।

মাতাল যেমন মদের অশেষ দোষ জানিয়াও তাহা পান করে ইহাও সেইপ্রকার একটী বাতিক বা নেশা মাত্র অথচ জ্ঞানী বলিয়া মানবের অহঙ্কারটি ছোট নহে; কামাচ্ছন্নেরা নিজের মত্ততা বুঝিলে অন্যকে মাতাল বলিতনা। ব্রহ্মচারীগণ এই সকল কথা মনে মনে তর্ক বিচার করিলে কামস্পৃহা তাঁহাদের অনেক খর্ব্ব থাকিবে। যে কোনরূপে ভুলাইয়া মনের প্রবৃত্তি স্রোতকে অন্যদিকে ফিরাইবে।

বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং অথবা নিম্বভোজনং।
অথবা যুবতী নারী অথবা বহ্নিসেবনং॥

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, বসন্তকালে কামজয়ের জন্য সকলের পক্ষেই মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ পথ্য অথবা নিম্বভোজন কিম্বা যুবতী নারী সম্ভোগ অথবা অগ্নি সেবা করিবে।

বসন্তকালে কামের প্রভাব বৃদ্ধি হয় এজন্য বসন্তকালেরই কথা নচেৎ সর্ব্বকালেই ঐ চারিটি কার্য্য কামনাশক। যাঁহাদের পক্ষে অন্যব্যায়ামের সুবিধা হয় না তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যের জন্যও প্রত্যহ যথাসম্ভব ভ্রমণই করিবেন, স্বাস্থ্য বা সংসারের জন্য ব্যতীত "ন ব্রজেন্নিষ্ফলং কশ্চিৎ। বৌদ্ধনীতি।" বৃথা (এবাড়ী ওবাড়ী) ভ্রমণ করিয়া সময় নষ্ট করিবেন না এবং কোন প্রকার কার্য্য না করিয়া বসিয়াও থাকিবে না, বসিলেই সংপুস্তকাদি পাঠ বা সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবেন। নিশ্চিন্ত থাকিলে বা দুর্ব্বলের পক্ষে তাস দাবা পাসা খেলাও ভাল। যুবকদিগের প্রত্যহ ভ্রমণের ন্যায় সন্তরণ ও ব্যায়াম কর্ত্তব্য।

নিম্ব হরিতকী প্রভৃতি তিক্তরস মাত্রই কাম সঙ্কোচক। অগ্নির উত্তাপে রন্ধনাদি দ্বারা বহ্নিসেবনে নারীদিগের বিশেষ উপকার হয় এবং সকলেরই বহ্নিসেবায় সর্ব্বকালেই কামশান্তি হয় এজন্য সন্ন্যাসীরাও ধুনী জালাইয়া বহু সময় বহ্নিসেবন করেন। বহ্নিবৎ সূর্য্যকর সেবনে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মাক্ত হইলে কাম দমন ব্যতীত বহু রোগেরও উপশম হয়। পূর্ব্বে এদেশে সর্ষপ তৈলার্দ্রদেহ করাইয়া শিশুদিগকে প্রত্যহ কিছুকাল রৌদ্রে রাখা হইত স্ত্রীলোকেরাও কেশ শুষ্ক করিবার জন্য রৌদ্রে থাকিতেন। এখন এই সকল গ্রাহ্য না করায় রোগের বৃদ্ধি ঘটিতেছে কিন্তু পোলাণ্ড বাসীরা সৌর স্নান আরম্ভ করিয়াছেন। শীতাতপ ও বর্ষার জল ভোগেই চাষার দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ।

শরদ্রৌদ্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ গৃহ্ণীয়ান্মার্গ পৌষয়োঃ॥
নেক্ষিতোদ্যস্ত-মাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন।

শরৎকালের রৌদ্রসেবা অধিক করিবে না কিন্তু অগ্রহায়ণ পৌষ মাসের রৌদ্রভোগে কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মোদ্গম হইলেই ভাল হয়। সূর্য্যের উদয়াস্ত সন্নিহিত সময়ের রৌদ্র অগ্রাহ্য এবং উদয় ও অস্ত সময়ে সূর্য্য দর্শন করিতেও নাই বোধ হয় চক্ষু রোগাদি জন্মিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্যের মহাত্ম্য এবং অশেষ গুণাবলি শ্রবণেও যদি ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনুরাগ না আইসে তবে তত্ত্বজ্ঞানের এবং মৃত্যুর আলোচনা করিবে, তাহাতেও চৈতন্য না আসিলে জপে বা কুটীর শিল্পাদি কার্য্যে মনোভিনিবেশ করিবে এবং প্রত্যহ সংগীত রসের আলোচনা করিবে। গীত বাদ্যেও

মন সংলগ্ন না হইলে, কাম বিলাসে ঘৃণা উৎপাদক কথার আলোচনায় মনে বিরক্তি আনিবে, তাহাতেও বিরক্তি না আসিলে শারীরিক ব্যায়াম এবং গোসেবাদি ও ভ্রমণাদি দ্বারা অঙ্গ প্রতঙ্গ পরিচালনা করিবে এবং সূর্য্যতাপে ও অগ্নিতাপে দেহ ঘর্ম্মাক্ত করিবে এবং আহার শুদ্ধি দ্বারাও মনে সাত্ত্বিক ভাব আনয়ন করিবে, ইহাতেও মনে কামোদ্রেক হইতে থাকিলে কঠোর উপবাস দ্বারা দেহ এবং মনকে শুষ্ক প্রায় করিলেই কামের নেশা কমিবে।

ক্ষয়রোগী ব্যতীত কিম্বা রোগাদি জন্য অতি কৃশ দেহ ব্যতীত প্রত্যেক সুস্থদেহ যুবক যুবতীর বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে উপবাস মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন। উপবাস নিতান্ত অসাধ্য কার্য্য নহে এখনকার রাজনৈতিকেরাও তাহা বিশেষ দেখাইয়া থাকেন। উপবাস মহাতপস্যা এবং বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত, অখাদ্য ভোজনাদি দোষে উপবাসাদিই মহৌষধি এবং প্রায়শ্চিত্ত। উহাদ্বারা দেহের সঞ্চিত দুষ্টরস ক্ষয় হয় এবং রক্তবিশুদ্ধি ঘটে ও মনে সাত্ত্বিকভাব উদয়ে মনের শক্তি বাড়ে সেজন্য পাপ মল বিনষ্ট হয়। একাদশ্যাদিতে উপবাসে জঠরাগ্নি সতেজ হওয়ায় উহাতেই কলেরা প্লেগ ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের জীবাণু বিনষ্ট বা ভস্ম হয় এবং প্রত্যহ ভোজনজন্য অপরিণত দূষিত ও সঞ্চিত ধাতু মল বিনষ্ট হওয়ায় রক্ত বাহিকা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শিরাপথের কার্য্যকারিতা শক্তি অক্ষুন্ন থাকায় বাত কিম্বা জ্বর বা ব্লক প্রসার প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে না। দুর্জ্জয় কাম রিপু দমনের পক্ষে উপবাসই মহৌষধি। যেমন অগ্নির উত্তাপে দুগ্ধ গাঢ় ক্ষীরে পরিণত হয় সেইরূপ উপবাস

দ্বারা জঠরাগ্নিদ্বারা রস রক্তাদি ধাতু সকল ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয় এবং শুক্রের গাঢ়তায় ধারণাশক্তির বৃদ্ধি ঘটে তজ্জন্য শুক্র (ক্ষীরবৎ) সারস্বরূপ ওজ ধাতুতে পরিণত হওয়ায় কামবৃত্তির পরিবর্ত্তনে মানব ক্রমশঃ দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব লাভ করে। প্রবল ইন্দ্রিয় বেগ রোধ জন্য বিধবার ও ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিরম্বু উপবাসই কর্ত্তব্য। মহাত্মা বুদ্ধ ও মহম্মদ দীর্ঘ উপবাসেই মহাজ্ঞানী হয়েন।

চন্দ্রের গতিতে জল স্থল ও মানবদেহ সর্ব্বত্র রসবৃদ্ধির আরম্ভ হয় সেজন্য একাদশী তিথিই উপবাসে বিশেষ প্রশস্ত। দৈহিক দূষিত রসাদি ও মানসিক মল ও পঙ্ক দশদিন অন্তর বিনষ্ট করিতে পারিলে রোগ ভয় নিবারণ ও চিত্ত নির্ম্মল থাকে এজন্য একাদশীর পূর্ণ উপবাসে অশক্ত পক্ষে এবং অমাবস্যা পূর্ণিমায় অন্নেতর যথাশক্তি লঘুপাক দ্রব্য ভোজন দ্বারা আহারের পরিবর্ত্তন করিলেও আর জ্বরাদি রোগ যাতনা সহ উপবাস করিতে হয় না। উপবাসের আদ্যন্তে লঘু ভোজনাদি সর্ব্বব্যবস্থা হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা পঞ্চম ভাগে দ্রষ্টব্য।

মধ্যে মধ্যে উপবাস দ্বারা দেহ মনের যখন অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তখন কামের একেবারে প্রায় বিপরীত ভাব অর্থাৎ প্রেম ভক্তির চর্চ্চা বা তত্ত্বালোচনা করিলেই ক্রমশঃ প্রবৃত্তি স্রোত উজান (বা উচ্চ) পথে প্রধাবিত হইবে, তখন কামশত্রু শিব বা মদনমোহনের শরণাপন্ন হইলেই আর তোমার পতনের আশঙ্কা থাকিবে না।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

ভগবান গীতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, যাহারা [illegible] বা আশ্রয় লইবে তাহারা দুস্ত্যজ্য যে কামাদির মোহ [illegible] সাংসারিক মায়া মমতা তাহা হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রেম ভক্তির উদয় হইলে কাম ক্রোধাদি [illegible] স্থানই পায় না। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য গুলির মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের কার্য্যের সুবিধা বা প্রয়োজন বোধ হইবে তখনই সেই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। নির্জ্জনবাসে নিষ্কর্ম্মে এবং আলস্যে বা নিশ্চিন্ত ভাবে সময় নষ্ট করাই বিশেষ দোষের কারণ। পূর্ব্বে উচ্চ নীচ প্রবৃত্তির জন্ম স্থান মস্তিষ্কের কথা বলিয়াছি, উহার সাধারণ কথা যে, যাহার উদয়ে রক্তের গতি উচ্চাঙ্গে প্রধাবিত হয় তাহাকে উচ্চ প্রবৃত্তি এবং যাহার উদয়ে রক্তপ্রবাহ নিম্নাঙ্গে প্রবাহিত হয় তাহাকে নীচ প্রবৃত্তি বলে, নীচ (বা নীচু) প্রবৃত্তির লোককেই ছোট লোক বলে, ছোট লোকের সঙ্গ এজন্য নিষিদ্ধ। উপবাসে উর্দ্ধাঙ্গেই রক্ত প্রবাহিত হয়। ইহা বুঝিয়া ব্রহ্মচারীগণ প্রবৃত্তি গুলি যথা প্রয়োজন পরিচালনা করিবেন।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ গীতা

নিরাহারী দেহীর ইন্দ্রিয়ের বিষয় গুলি রস বা অনুরাগ বর্জ্জিত হইয়া সাময়িক কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ প্রবৃত্তি স্তিমিত বা সুসুপ্ত ভাবেই থাকে, তাহার বিষয়াশক্তি একেবারে নিবৃত্তি হয় না কিন্তু পরমাত্মা দর্শনেই বাসনা গুলি কর্ম্মসূত্রের বা কর্ম্ম বীজের সহিত নিবৃত্তি বা ধ্বংস হয়।

গান্ধিজীর ব্রহ্মচর্য্য পুস্তকে উক্ত শ্লোকের অর্থে তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, "উপবাস সত্ত্বেও ইন্দ্রিয় পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে কিন্তু পরমপদার্থ ভগবানকে দেখিলেই বিষয় (বা কামাদির) বাসনা চলিয়া যায় *। ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।" এই বাক্যে মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ভগবানের ঐ ভাবের কথাই গান্ধিজী স্পষ্ট স্বীকার করিলেও মূর্খতা বশতঃ তাঁহার বহু উদ্ধত সব্‌জান্তা গ্রাজুয়েট শিষ্যগণও গুরুবাক্য গ্রাহ্য না করিয়া সন্ধ্যাদি উপাসনা ত্যাগ করিয়া থাকেন অথচ গান্ধিজীকে তাঁহারা ঋষি বা মহামানব বলিয়াই মনে করেন। মহাত্মা গান্ধিজীর ঈশ্বরে বিশেষ ভাবে বিশ্বাস থাকাতেই তিনি প্রত্যহই উপাসনা করেন এবং দীর্ঘ উপবাসে পুনঃ পুনঃ সমর্থ

* যেমন প্রেরিত বৈদ্যুতিক শক্তিতে গৃহের আলো জলে পাখা চলে সেই প্রকার সূর্য্যমণ্ডলের ভর্গাখ্য তেজ বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে উপাসকের হৃদয় আলোকিত হইয়া বিবেক বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হইতে থাকিলে ক্রমশঃ কামাদি ইন্দ্রিয়ের মোহতিমির বিনষ্ট হইয়া থাকে। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ত্রিসন্ধ্যায় হৃদয় গৃহের বর্ত্তিকা (সুইজ টিপ) প্রজ্বলিত কর। মুসলমান ভ্রাতারা ঐজন্য পাঁচ ওক্ত নেমাজ করেন।

দড়ির উপর দাঁড়াইয়া কিম্বা তারের উপর সাইকেল চালাইয়া যাঁহারা খেলা করেন তাঁহাদের মন যেমন নিজ পদতলেই নিবদ্ধ থাকে সেইপ্রকার ভগবানের পদতলে মন রাখিয়া এই ভবের খেলা খেলিতে অভ্যাস কর, ভগবানে মন থাকিলেই তোমার সকল প্রবৃত্তিই সর্ব্বদা বশীভূত থাকিবে।

হয়েন। ঐ পুস্তকের একস্থানে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, "একটু সাবধানে সাধারণ ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শেষজীবনে আমি যে শক্তি লাভ করিয়াছি, জানিনা প্রথম বয়স হইতে বিশেষ ভাবে কৌমার্য্য রক্ষা করিতে পারিলে আমার কত শক্তি লাভ ঘটিত।" অতএব ব্রহ্মচর্য্যের পথে ও ঈশ্বরবিশ্বাসেই গান্ধিজী এবং জগতের কর্ম্মগুরু ও ধর্ম্ম-গুরুগণ যখন বিশেষ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন তখন ঐ দুই পথই শ্রেষ্ঠ পথ। ব্রহ্মচর্য্যে, ঈশ্বরবিশ্বাসে, নিরালম্বে ও খাদ্য-বিচারে এবং দেশপ্রেমে আজীবন দেশে বিদেশে বহুবার কারাবরণ স্বীকার করিয়াও যিনি নানা উপায়ে স্বদেশবাসীর দুঃখ নিবাবণ ও মুক্তির চেষ্টা করেন ভারতবন্ধু সেই মহাত্মার ধর্ম্ম মত যাহাই থাকুক গোঁড়ামী করিয়া তাঁহার নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি আত্মধর্ম্ম এবং সদাচার রক্ষা করিয়া চল ও গুণগ্রাহী হও; ভ্রান্তি বা দোষগুণ সকলেরই আছে। মহতের আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহান্ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্যে ত্রিগুণের কথা।

যেন যেন হি ভাবেন যদ্ যদ্দানং প্রযচ্ছতি।
তেন তেন হি ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতিপূজিতঃ॥ মনুঃ

যেন যেন হি ভাবেন সাত্ত্বিক রাজস তামসান্যতমেন, তেন তেন হি ভাবেন দেব মানুষ পশুভাবেন। উদ্বাহতত্ত্বঃ।

উক্ত মনুবচনের অর্থে কন্যাদান প্রকরণে পূজ্যপাদ রঘুনন্দনের ব্যাখ্যায় সাত্ত্বিকভাব দেবভাব, রাজসভাব মনুষ্যভাব এবং তামসভাব পশুভাব বুঝা যায়। আমরা উচ্ছৃঙ্খলবাদীদিগকে

সর্ব্বকার্য্যেই বলিতেছি যে, তোমরা দেবতা না হইতে পার তবে রজোগুণাশ্রয়ে তেজস্বী ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের মত নরশ্রেষ্ঠ মানুষ হও; পশু হইবে কেন; হিন্দু শাস্ত্রের যাহা কিছু বিধি বিধান তাহা প্রায় তমোগুণাশ্রিত ঐ পশুত্ব নিবারণের জন্য কিন্তু বর্ত্তমানকালে দেখিতেছি যে, মূর্খতায় এবং শাস্ত্র কথা না শুনিয়া ও অনাচারে আমরা পশুরও অধম হইতেছি। স্থানান্তরে বলিয়াছি, পশুরাই স্বাভাবিক ব্রহ্মচারী সেজন্য তাহাদের কুড়েমী বা নেদাড়ে অবসন্ন ভাব প্রায় নাই, তাহারা দীর্ঘোদরের জন্য আহারান্বেষণে যথেষ্ট পরিশ্রম ও ভ্রমণ করে এবং শূরত্ব বীরত্ব ও বিপদে একতা আমাদের অপেক্ষা এখন তাহাদেরই স্বাভাবিক অনেক অধিক দেখা যায়।

উক্ত মনুবচনের অর্থ হইতেছে, দাতা সাত্ত্বিকাদি ভাবের যেমন যেমন ভাবে দানাদি কার্য্য করিবেন, তাহার প্রতিদানে বা ফলে তিনি দেব মনুষ্য বা পশুভাব ইহ পরকালেও প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ মানব যে ভাবের কর্ম্ম করিবেন তিনি সেইরূপই গুণকর্ম্মের ফলভোগ করিবেন।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত-মধ্যানি ভারত।

গীতা বলেন, জগতের বা জীবজগতের আদ্যন্ত প্রায় সমস্তই অব্যক্ত ভাব কেবল মধ্যভাগই ব্যক্ত বা সুপ্রকাশিত ভাব, ইহাই রাজসিক বা মধ্যভাব। সত্ত্বগুণ কেবল আনন্দময় সুশান্ত কিম্বা সুচঞ্চল বাল্যভাবের ন্যায়, ইহা মুমুক্ষু মানবেরই প্রার্থনীয় কিন্তু সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত রাজসিক বা যৌবনভাবই

ভোগী সংসারীজীবের প্রার্থনীয় কারণ রজোগুণেই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যাহা কিছু লোভনীয় বস্তু বা বর্ত্তমান দৃশ্য।

রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, খাদ (ভেজাল) না থাকিলে গঠনই হয় না, অথাৎ খাঁটি সোনা বা রূপায় গঠন করা যায় না। সুতরাং ত্রিগুণাশ্রিত না হইলে আমাদের মানব জন্মই হইত না। "রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গসমুদ্ভবং।" অনুরাগাত্মক রজোগুণেই কামনা বাসনা উদ্যম উৎসাহ তেজ দম্ভ ও শূরত্ব বা বীরত্ব জন্মে। ১৪ শ অঃ গীতা দ্রষ্টব্য।

আমরা এখন সত্বগুণপ্রধান রজোগুণ বা মনুষ্যত্বকেই জাগাইতে বলিতেছি। গান্ধিজী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নেতাদের অহিংসা মূলক স্বরাজ্যের নামে যাহারা তমঃপ্রধান অতিনিষ্ঠুর হিংসার পথে গুপ্তহত্যা বা পরধন লুণ্ঠনাদি করে তাহারা পর্ব্বতে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় কেবল যে বৃথা রাজদ্রোহী তাহা নহে, তাহারা দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিনাশক বা দেশদ্রোহী দস্যু সুতরাং দেশের পরমশত্রু, দস্যুকে কখন কোনদেশে কেহ শূর বীর বলে না। তরুণগণ ঐ দস্যুদিগের সংস্রব ত্যাগ করিবে। যাঁহারা শিক্ষাদানে চক্ষু ফুটাইয়া স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়াছেন, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুসভ্য সেই ইংরাজ জাতির অধীনে থাকিয়া অগ্রে সুশিক্ষার ও কৃষী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কর; অনর্থক রাজরোষে ক্ষতিগ্রস্ত হও কেন? তোমরা বুদ্ধিমান হইয়াও ভাটিয়া মেড়ুয়া এবং উড়িয়ার সহিতও ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেছ, অগ্রে তাহার প্রতি বিধান কর।

জাপান সর্ব্বাগ্রে শিল্প বাণিজ্যের পথেই উন্নতি করিয়া পরে এখন ক্ষাত্রশক্তি দেখাইতেছেন। অতএব বিলাস

ছাড়িয়া অগ্রে শিল্প বাণিজ্যে ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে স্বদেশের ধন বল বৃদ্ধি কর ; তাহা হইলে ক্রমশঃ একস্বার্থে হিন্দু মুসলমানের গৃহবিবাদ ঘুচিবে, ইহাই এখন প্রকৃত স্বরাজ সাধনা। তোমরা কেবল সাত্বিক দোহাই দেওয়া কুড়েমীটি ছাড়িলেই সব পাইবে।

পরাধীন বলিয়া আমাদের উন্নতির পথ প্রায় অনেক বিষয়ে অবরুদ্ধ বটে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের পথ অবলম্বনে কোন বাধা নাই সেজন্য এই ব্রহ্মচর্য্যের পথেও বিনা বাধায় আমরা সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারি। নিদ্রালস্য অবসাদ ভ্রম প্রমাদ দীর্ঘসূত্রতা ও দ্বেষ হিংসা অনৈক্যতা এবং শঠতা প্রভৃতি যাহা কিছু জঘন্য বা হীনতা উহা পৈত্রিক বা আত্মকৃত ব্রহ্মচর্য্য হানির জন্য প্রায় তমোগুণেরই ফল। পূর্ণাহারেই শক্তি বৃদ্ধিতে এবং অপেক্ষাকৃত ব্রহ্মচর্য্যে পাশ্চাত্য জাতি এখন বড়, ঐ ভাবে আমাদেরও দেহ মন সতেজ বা বলিষ্ঠ হইলেই এই নিদ্রালস্যাদি তামসিক জড়ভাব বা দোষ ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

ব্রহ্মচারীর মৃত্যুভয়ও থাকে না। মৃত্যুকাল আসন্নবোধ হইলে তখন কাম বা কোন বিলাস ভাবই মনে উদয় হয় না, যাঁহারা যোদ্ধা বা সৈনিক সেনানিবাসের আইন অনুসারে তাঁহাদের বিশেষ ভাবেই ব্রহ্মচারী ও সাহসী হইয়া থাকিতে হয়। শান্তির বেলা কিছু অনিয়ম ঘটিলেও যুদ্ধের কালে দেহ ও মাথার বল (প্রাণের দায়েও) স্বেচ্ছায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয় সেজন্য একাগ্রচিত্ত তেজস্বী যোদ্ধারা সম্মুখসমরে কদলিবৃক্ষের ন্যায় মানুষ মরিয়া ভূপতিত হইতেছে দেখিয়া এবং নিজের আসন্নমৃত্যু বুঝিয়াও অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়া থাকেন, ইহা কেবল ব্রহ্মচর্য্যেরই প্রভাব। ক্ষীণবীর্য্য ভোগী মানুষ

যুদ্ধক্ষেত্র দেখিলেও ভয়ে মূর্চ্ছা যাইবেন। সৈন্যগণ সংযমের অবস্থায় চিরাভ্যস্ত মদ্য মাংসাদি পরিমিত খাওয়ায় তাঁহাদের অবিশুদ্ধ রাজসিক ও তামসিক শক্তির উৎকর্ষ ঘটিয়া যুদ্ধকালের প্রয়োজনীয় ক্রোধ হিংসা তেজ দম্ভ ও নিষ্ঠুরতা বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, যুদ্ধকালে সাত্ত্বিক বিবেক বা তামসিক অবসন্ন (নেদাড়ে) ভাব উপস্থিত হইলেই মরণ ঘটে।

ভগবদিচ্ছায় এখন দেশের যুবকেরা রাজনৈতিক অপরাধে অনেকে কারাগারে কম্বল শয্যায় ও যৎসামান্য ডাউলের যুস ও চৌদ্দশাকাদি ভোজনে এবং সর্ব্ববিধ ভোগ বিলাস ও নারী প্রসঙ্গ বা নারীমুখ দর্শনাদি বর্জ্জিত হওয়ায় তাঁহাদের পক্ষে সদ্য ব্রহ্মচারী হইবার কতকটা সুযোগ ঘটিয়াছে। ঐ সুযোগে নির্জন গৃহে উপাসনার পথে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিলে কারাক্লেশ শান্তি ও সৎবুদ্ধি জন্মিতে পারে।

যত ছিল উলুবুনে সব হল কীর্ত্তুনে।

হুজুকে পড়িয়া দেশের অনেক আলসে বকাটে ছেলেদেরও কার্য্যগতিকে আলস্য কাটিয়া কতকটা রজোগুণ জাগিয়াছে। তাঁহারা এখন অহিংসার পথে সদাচারে থাকিয়া দেশের স্বাস্থ্য-বিধানে এবং কৃষি বাণিজ্য ও কুটীর শিল্পে মনোযোগ করিলেই প্রকৃত পক্ষে দেশের কল্যাণ হইবে। শিক্ষাবিস্তারে এবং ধর্ম্মচর্চ্চা ও উপাসনার পথে চলিলে তাঁহাদের সত্ত্বগুণও জাগিতে পারে। "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ"—মানবের সত্ত্বগুণ শুদ্ধি হইলে অভয় বা সৎসাহস ও সৎবুদ্ধি প্রভৃতি গুণ জন্মে অর্থাৎ অসংগত তেজ বা গোয়ারতুমি ভাব বা দুষ্টবুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মচর্য্যে শুক্র স্থির হইলেই বায়ু স্থির হইয়া মন সুস্থির হওয়ায় স্বভাবতঃ সুবুদ্ধিরই উদয় হয়। প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ কর্ম্ম বিশেষ দ্বারাও মনঃস্থির করা যায় *। সামান্য শুক্রক্ষয়ে মনের অন্যমনস্কতা এবং অস্থিরতা বুঝা যায় সেজন্য অধিক শুক্রক্ষয়ে অনেককে ক্ষিপ্তপ্রায় কিম্বা খিট্‌খিটে বা স্পষ্ট উন্মাদ ও স্তম্ভিত ভাবও দেখা গিয়া থাকে। স্বজনাদোষে পক্ষাঘাত এবং কুষ্ঠাদি হইতেও দেখিয়াছি। দেশকাল পাত্র বিশেষেই শীঘ্র বা বিলম্বে মানবের ইষ্টানিষ্ট ঘটে।

ব্রহ্মচারীর নিত্যকর্ম্ম।

প্রত্যহ কিছু সময় শ্রীগীতাও চণ্ডী প্রভৃতি স্তব এবং প্রার্থনা সূচক সৎপুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। সুচরিত্র শিক্ষকেরা বালকের চরিত্র সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান রাখিবেন। শিক্ষিতা হইলেও বেশ্যাপ্রায় বা কুচরিত্রা মহিলাদ্বারা বালিকাদিগের শিক্ষা না দেওয়াই উচিত কারণ (তাড়িদ্বিনিময়ে) শিক্ষকের আদর্শ ও স্বভাব ছাত্রে শীঘ্র সংক্রমিত হয়। আট দশ বৎসরের পরেই পুত্র কন্যাকে পিতা মাতার গৃহ হইতে অন্যত্র পৃথক গৃহে শয়নের

---

* ছোট নাগপুর। পুপুন্‌কী অযাচক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দজী মহাশয় বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে যোগশিক্ষা দিয়া থাকেন। "বায়োরগ্নিঃ" অগ্নির আশ্রয় বায়ু সেজন্য বায়ুজ বলিয়া কামাদিকে বাতিক বলা যায় সুতরাং বায়ুকে বশ করিতে পারিলেই কাম ক্রোধ এবং জঠরাগ্নির বেগ বা উত্তাপও শমতা রাখা সহজ হয়। এসকল বিষয় সাধনা গম্য।

ব্যবস্থা করা উচিত এবং কু আদর্শ, কুসঙ্গ ও কুপুস্তক পাঠ হইতে ছাত্র এবং ছাত্রীকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বালক বালিকাকে অনিয়ম বা যথেচ্ছভাবে কিম্বা নানা প্রকারের খাদ্য বা সুস্বাদু মিষ্টান্নাদি অধিক বা বারম্বার খাওয়াইয়া পেটুক করিবে না। পোষাক পরিচ্ছদের বাহুল্য বা কোন প্রকার বিলাসিতারও প্রশ্রয় দিবে না, হ্যাট কোট বুটজুতা পরাইলে সাহেবী মেজাজ হয়। খদ্দর পরিলে স্বদেশ-প্রেম বাড়ে, গৈরিকে ঔদাসিন্য এবং নামাবলিতে হরিপ্রেম ও লুঙ্গীতে যাবনিক ভাব বৃদ্ধি হয়। ছোট বড় চুল কাটা দাস মনোভাবের পরিচায়ক কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা প্রয়োজন। ইংরাজি ভাষায় পাশ্চাত্যভাব, ফারসিতে যাবনিকভাব এবং বৈদিক ভাষায় আর্য্যভাব জাগে, ঐ ভাষা বা মন্ত্রশক্তিতে অসাধ্য সাধন করা যায়, সাপের মন্ত্রের অপভাষায়ও ফল দেখিয়াছি। খাদ্য বিশেষও প্রবৃত্তির দোষ গুণ ঘটে।

ক্রীড়াচ্ছলেও ব্যায়াম এবং দেহের বলবৃদ্ধির প্রতিই বালককে অনুরাগী করাইবে; সূর্য্যোদয়ের অন্যূন দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রত্যূষে উঠা এবং শৌচ ও দন্তধাবনাদি বালক কাল হইতেই অভ্যাস জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, আজীবন কেবল এই প্রত্যূষে উঠার গুণেই প্রায় সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায়।

শাস্ত্রে প্রাতঃস্নানের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি নিজে বৃদ্ধবয়সেও প্রাতঃস্নানের মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছি। শীতকালেই অধিক উপকার পাইতেছি।

তুলা মকর মেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতক নাশনং॥ স্মৃতিঃ

বার মাস না পারিলেও কার্ত্তিক মাঘ ও বৈশাখে প্রাতঃস্নান, হবিষ্য এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনে মহাপাতকাদি পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা বিশেষ স্বাস্থ্যকর। প্রাতঃস্নানে সংযমশক্তি বৃদ্ধি ও সাত্ত্বিক ভাব উদয় হয়, ইহাতে দেহের জড়তা ও আলস্য তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে এবং মাথা শীতল ও পরিষ্কার হয়। যে কোনরূপে শুক্রক্ষয়ে প্রাতঃস্নানই বিশোধন। গ্রীষ্মকালে বৈশাখ মাসই প্রাতঃস্নান অভ্যাসের প্রশস্তও প্রাথমিক সময়।

"নিত্যং ত্রিসবনং স্নায়াৎ।"

ব্রহ্মচারী যুবা বা সন্ন্যাসীগণ নিত্য ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবেন। মধ্যাহ্নে তৈল মাখিয়া স্নানই উপকারী হয়, সার্ষপ ও ফুলেল তৈল নিষিদ্ধ দিনেও ব্যবহার্য্য। প্রাতঃস্নানে তৈল মদ্য তুল্য বলিয়া নিষিদ্ধ, ঐ সময় তৈলম্রক্ষণে বাত ও উদরী রোগ হইতে দেখিয়াছি। অপরাহ্ণ স্নানে শিরোমজ্জন (ডুব দেওয়া) নিষেধ, এই আপরাহ্ণিক স্নান ভোগী গৃহস্থের পক্ষে প্রায়ই সহ্য হয় না সুতরাং উহা গ্রীষ্মকাল ব্যতীত না করাই উচিত।

প্রসিদ্ধ ম্যালেরিয়া স্থান যশোর জেলা, তন্মধ্যে ভোগীল হাটের ভৈরব নদের পাটপচা জলে প্রাতঃস্নান করিয়াও প্রায় ষষ্টিবর্ষীয় বয়স্ক মুখোপাধ্যায় বংশীয় একব্যক্তি আমাকে বলিলেন তাঁহার আটদশ বৎসর অন্তর কখন দুই একদিন জ্বর হয়। প্রাতঃস্নানকারী তাঁহাদের দুই ভ্রাতারই দেহ অতি কৃশ। উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, ঐদেশে যাঁহারা প্রাতঃস্নান করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক নরনারীর প্রায় কাহারই বড় ম্যালেরিয়া হয় না। ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পুত্র লইয়াই বাস করেন

সুতরাং ব্রহ্মচারীও নহেন। খুলনায় পুষ্করণীতে বারমাস প্রাতঃস্নান করিয়াও সুস্থ শরীরে থাকিতে আমার এক উকীল আত্মীয়কে দেখিয়াছি। বৃদ্ধবয়সে নিজের ব্যবহারে এবং শাস্ত্রের অনুরোধের ন্যায় নানা বচনাবলি দেখিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস যথাসময়ে প্রাতঃস্নান ম্যালেরিয়া নাশক এবং বহু রোগোৎপত্তি নিবারক। অনুদয়ে উত্থান ও প্রাতঃস্নান এবং ঐ কালের বিশুদ্ধ বিমল মুক্ত বায়ুতে প্রাণায়াম দ্বারা বহু রোগোৎ-পত্তি নিবারণ ও রোগ বিনাশ ঘটে এবং আলস্য ও জড়তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, পুনশ্চ সর্ব্বত্র আলস্য হীনেরই উদ্‌যোগ ও উৎসাহ ক্রমশঃ বাড়ে।

উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহ-মুপৈতি লক্ষ্মীং।

লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষকেই আশ্রয় করেন।

আলস্যং যদি ন ভবেজ্জগত্যনর্থং।
কো ন স্যাদ্বহু-ধনকো বহুশ্রুতো বা।
আলস্যাদিয়-মবনিঃ সাগরান্তাঃ।
সম্পূর্ণা নরপশুভিশ্চ নির্ধনৈশ্চ॥

পণ্ডিতেরা বলেন, মানবের সর্ব্ব অনর্থের মূলই হইতেছে কেবল আলস্য, ঐ আলস্য যদি না থাকিত তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি বহু বিত্তশালী বা অনেক বিদ্যালাভ এবং সুচরিত্রতা লাভ না করিতে পারিত। আসমুদ্র এইযে অবনি মণ্ডল বহু কুকর্ম্মী নরপশু এবং নির্ধনের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে ইহা কেবল আলস্য হইতেই প্রায় ঘটিয়াছে। আত্মকৃত বা পৈত্রিক শুক্র ধাতুর ক্ষীণতাতেই দেহে আলস্য বা জড়তা জন্মে।

নাতি শীতোষ্ণ জল বায়ু এবং অযত্ন সুলভ প্রচুর আহার্য্যে ও বহুভোগে এবং শুক্রক্ষয়ে এখন অলসতাই ভারতের পতনের কারণ, দেশের গুণও দোষে পরিণত হইয়াছে আমাদের কর্ম্ম দোষে বা কেবল আলস্যে। ব্রহ্মচারী কেবল উপস্থ সংযম করিয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না।

কুরু পুণ্যমহোরাত্রং ভজ সাধুসমাগমং।
ত্যজ দুর্জ্জন-সংসর্গং স্মর নিত্যং জনার্দ্দনং॥

অর্থাৎ অহোরাত্র সৎকর্ম্মে দানে ধ্যানে ও পরোপকারে যত্ন করা, সাধু ব্যক্তির সংসর্গ লাভ চেষ্টা এবং অসাধু দুর্জ্জন সংসর্গ পরিত্যাগ ও জনার্দ্দনকে ভজনা বা উপাসনা করিতে হইবে, এইরূপ কার্য্যে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। [উপাসনার আবশ্যকতা প্রবন্ধ দেখ] মানসক্ষেত্রে পতিত থাকিলেই তাহাতে আগাছাপ্রায় নানাপ্রকার কুবাসনা জন্মে।

পথ্যাশিনঃ সধর্ম্মা যে সচ্ছিলাঢ্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
গুরুদেব-দ্বিজে ভক্তা-স্তেষা-মেবায়ুরীরিতং॥

যে ব্যক্তি সুস্থ অসুস্থ সকল অবস্থাতেই সুপথ্য বস্তু ভোজন করেন; স্বধর্ম্মানুরাগী ও সৎস্বভাবে থাকিয়া সদাচার পরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় হয়েন, সর্ব্বদা পিতা মাতা গুরু ও দেবতা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মণাদি উচ্চ ব্যক্তিকে যিনি বিশেষ সম্মানও ভক্তি করেন, সেই ব্যক্তিই দীর্ঘায়ু লাভ করিবেন। ঔষধ এবং ঔষধালয় কেবল (বিদেশীর দোকান) না বাড়াইয়া যাহাতে রোগোৎপত্তি না হয় এবং রোগের প্রারম্ভেই যাহাতে রোগ-

বীজাণু বিনষ্ট করা যায়, এদেশের উপযোগী সেই সকল শাস্ত্র সম্মত সদাচার পালন বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস কর, স্বাস্থ্য, আয়ু এবং ঐশ্বর্য্য সমস্তই পাইবে।

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥
শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাম্ যোগেনান্তে তনুত্যজাং॥

উল্লিখিত প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, চতুর্দ্ধা বিভক্ত মানবজীবনের শৈশবকালে কেবল বিদ্যাচর্চ্চা বা নানা বিষয়িণী শিক্ষা লাভ করিতে হয়, যৌবনে ধনোপার্জ্জন ও বৈষয়িক কর্ম্ম অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনাদি বিষয় ভোগ কর্ত্তব্য এবং তৃতীয় প্রৌঢ়কালে দান ধ্যান অর্থাৎ পরোকারার্থ সঞ্চিত ধনের সদ্ব্যয় এবং ভগবচ্চিন্তা অধিক পরিমাণে করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবে। শেষকালে বা বার্দ্ধক্যে পুত্রাদির প্রতি সংসারের ভারার্পণ করিয়া যথাশক্তি ধর্ম্ম সঞ্চয়ই করিবে, ইহাই ভারতীয় সাধনা, ইহার কালব্যতিক্রমে জীবন প্রায় নিষ্ফল হয়।

অপরদিকে বাল্যকালে শূদ্রবৃত্তি অর্থাৎ মাতা পিতা ও শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের (ভলণ্টীয়ারী বা দাসবৎ বিনা আপত্তিতে) আজ্ঞা বা আদেশ পালন, যৌবনে বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয়। পরে, প্রৌঢ়ে ক্ষাত্র্যবৃত্তি দ্বারা আজ্ঞা প্রদান করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিবে। বার্দ্ধক্যে ত্যাগের পথে ব্রাহ্মণের আদর্শে চলিবে। ইহাই ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম্মনীতির সার মর্ম্ম

বুঝা যায়, ইহার ব্যতিক্রমে নিজের জীবন ও সমাজবিপন্ন হইয়া থাকে। তরুণগণ এই ভাবে জীবন যাপন করিবেন।

প্রাচীন মতে নিত্যকর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বা নিজ গৃহে থাকিয়া তরুণ যুবকগণ সূর্য্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে উঠিয়া শৌচ ও দন্তধাবন করিয়া উপনয়নের পরেই বা ঐ বয়সে যথা-সময়ে প্রাতঃস্নান * অভ্যাসের পূর্ব্বে অন্ততঃ নাভিজলে থাকিয়াও মাথা ধুইয়া গাত্র মার্জ্জনাদি যথাশক্তি অভ্যাস করিবেন। তৎপরে, প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপন করিয়া যথাসম্ভব ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ এবং গরুকে খাদ্যাদি দান দ্বারা সেবার ব্যবস্থা করিবেন। তৎপরে, ছাত্রগণ স্বকীয় পাঠ্য গ্রন্থাদি অন্যূন আড়াই ঘণ্টা বা এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবেন এবং ঐকাল হইতেই প্রাপ্তবয়স্ক গৃহস্থগণ কৃষি বাণিজ্য ও সেবা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা অর্থাগমের চেষ্টা করিবেন। পরে, মধ্যাহ্ন স্নান ও উপাসনাদি শেষ করিবেন। বেলা এগারটা হইতে একটার মধ্যে অতিথি অভ্যাগত বালক বৃদ্ধ এবং নিজের ভোজন সমাধা করিয়া অন্যূন এক ঘণ্টা ছোট ভাই ভগিনী বা পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া

---

* স্নানাঙ্গ গাত্রে জল মাটী মাথায় 'হাইড্রোপ্যাথিক বা জল চিকিৎসার কার্য্য হয় সুতরাং মৃত্তিকা জল রৌদ্র ও অগ্নিসেবন এবং প্রাণায়াম বা দ্রুত ভ্রমণাদি দ্বারা বায়ুসেবন ও অধিক সময় আকাশের নীচে অর্থাৎ ফাঁকা স্থানে থাকা এই পাঁচটি কার্য্য স্বাস্থ্যকর এবং বহুরোগ বিনাশক অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতের সহিত অধিক মেলা মেশায় পরিপুষ্ট ও সুস্থ থাকে, একথা আমরা অন্যত্র ও বলিয়াছি।

বা সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া বিশ্রাম করিবেন। পরে, গৃহস্থগণ যে কোন প্রকার জ্ঞানচর্চ্চা ও পুনশ্চ অর্থাদির চেষ্টা করিবেন এবং ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া আসিয়া অপরাহ্ণে ব্যায়াম বা ক্রীড়াদি করিবেন। তৎপরে, সায়ংকৃত্য উপাসনান্তে সঙ্গীত বা বাদ্যচর্চ্চা বা দেশের মঙ্গলার্থে বন্ধুবান্ধব সহ সদালোচনা করা প্রয়োজন এবং ছাত্রেরা স্বকীয় পাঠালোচনা করিবেন। রাত্রি এক প্রহর বা আটটার পর সাড়ে নয়টার মধ্যেই নৈশভোজন শেষ করিয়া অন্যূন অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দশটার সময় নিদ্রা যাইবেন। এই সকল নিয়ম পালনে এদেশবাসীর মঙ্গল হইতে পারে। দেশকাল পাত্রাভিজ্ঞ প্রাচীনদিগের এই ব্যবস্থায় এদেশে চলা উচিত, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে ভারতবর্ষ শীতপ্রধান দেশ নহে সেজন্য খাদ্যাখাদ্যে আচারে ব্যবহারে ও সাধারণ মনোবৃত্তিতে অন্য দেশের সহিত প্রায় সর্ব্ব-বিষয়ে মিল থাকিতে পারে না।

গো-সেবা।

নিত্যকর্ম্মে যেমন শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রত্যহ উপাসনা এবং ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার চেষ্টা করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য বলিয়াছি সেই প্রকার প্রত্যহ প্রচুর ঘৃত দুগ্ধ সেবনে বললাভের জন্য পল্লীগ্রামে থাকিয়াও সকলের পক্ষেই গো-সেবার চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে কারণ পুষ্টিকর খাদ্যে বলিষ্ঠ থাকাতেই বহু অনাচার এবং ব্যভিচারেও পাশ্চাত্য জাতি আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বা চিররুগ্ন নহেন। পাশ্চাত্য দেশের লোক প্রত্যহ যথেষ্ট মাখমমিশ্রিত রুটি খান এবং চায়ের সহিত এবং বাল্যকালেও

যথেষ্ট দুগ্ধ পান করেন সেজন্য তাঁহারা বহুযত্নে গোজাতিরও উন্নতি করিতেছেন। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশেই এক পয়সায় অর্দ্ধপোয়া ঘৃত খাইয়া গো মহীষের ন্যায় জঙ্গল ও জলা ভূমিতেও মানুষ বলিষ্ঠ ও নিরোগী ছিল। বহু পূর্ব্বকালে এদেশে তিনকাহন বা বার আনায় সবৎসা বিশেষ দুগ্ধবতী ধেনু এবং চারি আনায় গো মিলিত সেজন্য ষোড়শদানে ও প্রায়শ্চিত্তে গোমূল্য ঐ কড়িই এখনও ধার্য্য আছে। তখন ঘৃত দুগ্ধের মূল্য এদেশে যে কত সুলভ ছিল এবং লোকে উহা কত খাইতে পাইত তাহা এখন ধারণা করাও দুঃসাধ্য। গোর অঙ্গস্পর্শজনিত তাড়িৎশক্তির বলে স্বাস্থ্যবৃদ্ধি এবং রোগ আরোগ্য হয় সেজন্য মহারোগীর এবং মহাপাপীর জন্য গো সেবার বিশেষ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।

অনাহারী অমরেরাও হোমে অমৃততুল্য গব্য ঘৃতের লোভ টুকু ছাড়িতে পারেন নাই। একমাত্র দ্রব্য খাইয়া বাঁচিতে হইলে "দুগ্ধই" সেই শ্রেষ্ঠ ও সাত্বিক দ্রব্য, দুগ্ধপোষ্য মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবগণ উহারই আদর্শ ও দৃষ্টান্ত। ঐ সকল কারণে দুর্গম বনবাসে থাকিয়াও সর্ব্বভোগত্যাগী তপস্বী বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ আশ্রমে গোসেবা করিতেন। গোধনই ভারতের শ্রেষ্ঠ ধন সেজন্য সুদূর দিল্লীনগর হইতে কুরুরাজ বহু আয়াসে বঙ্গাধিপতি ধৃতরাষ্ট্রের কেবল গোধন গুলি হরণ করিতেই বঙ্গে আসিয়াছিলেন। ভারতে গোসেবা মহৎ কার্য্য বলিয়াই আদর্শ পুরুষ সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বহস্তেই গোসেবা ও রাখালী পর্য্যন্ত করিয়া আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। কোন প্রকারে গোজাতির অপালন জন্য মৃত্যু ঘটিলেই মহাপাপ

স্নানে মস্তক মুণ্ডন করিয়া হিন্দুরা প্রায়শ্চিত্ত করিত কিন্তু এখনকার হতভাগ্য হিন্দুরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট দিয়া ক্রমশঃ গোহত্যাই করেন, আবার তাঁহারাই অন্য জাতিকে গোখাদক বলিয়া নিন্দা করেন। অতএব ভারতের সকল নরনারী এবং ব্রহ্মচারীগণ পল্লীগ্রামে থাকিয়া গো-সেবা এবং পশু মনুষ্য সকলের জন্য কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাগ্রে মনঃ সংযোগ করিয়া বলিষ্ঠ হও; প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত যজ্ঞ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যহ বৈকালে পুষ্টিকর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন সন্দেশই অর্দ্ধশের জল খাইতেন সুতরাং খাওয়া চাই।

ব্রহ্মচর্য্যের জন্য শেষ উপদেশ।

যে ব্যক্তি আয়ের অবস্থায় যথাসম্ভব ধনসঞ্চয় করিতে পারেন তাঁহার অসময়ে এবং বংশ পরম্পরায়ও অর্থের জন্য কখন যেমন কষ্টভোগ প্রায় করিতে হয় না, সেইরূপ প্রথম যৌবনে যখন শরীর মন সবেগে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে সেইকালে যতদূর পার সংযম দ্বারা দেহে রস রক্তাদি ধাতু সঞ্চয় করিতে পারিলে এবং ব্যায়ামাদি কার্য্যে এবং পাঞ্চভৌতিক সংঘর্ষণে অধিকতর কষ্ট সহিষ্ণুতা দ্বারা শ্রমজীবি কৃষকের ন্যায় দেহকে দৃঢ়তর এবং সবল করিতে পারিলে. দীর্ঘকাল নিজে ও তোমার সন্তানেরাও জরা এবং রোগশূন্য হইয়া সুস্থদেহে জীবিত থাকিতে পারিবে (পূর্ব্বে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালনে ইহা ঘটিত)। আয়ের অবস্থায় অতিরিক্ত অপব্যয় ঘটিলেও তৎকালে বিশেষ ক্ষতিবোধ হয় না বটে কিন্তু চিরদিন সমান যায় না, যৌবন শেষে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বয়সের পরে যখন দেহের ক্ষয় আরম্ভ

হইবে তখন শুক্রের অপব্যয়ের জন্য অবশ্যই রোগভোগ ও দুর্ব্বলতা জন্য বিশেষ দুঃখ এবং অনুতাপ করিতে হইবে।

অর্থাদি সঞ্চয় করাই কঠিন ব্যয় করা সর্ব্বকালেই সহজ কিন্তু অতি কৃপণের ধনও অপব্যয় ঘটে। যিনি যত বড়ই বলিষ্ঠ বা স্বাস্থ্যবান্ হউন শুক্রের অপব্যয় সকলের পক্ষেই অনিষ্টদায়ক, মিতাচার ব্যতীত কাহারই ধন রক্ষা বা দেহ রক্ষা হয় না। যিনি যত বড় ধনী তাঁহার আয় এবং ব্যয় ও তত অধিক সেই প্রকার যাঁহার যত বড় দেহ তাঁহার দেহের শুক্রাদির ক্ষয় বা বৃদ্ধি সেই পরিমাণেই ঘটে সুতরাং অপব্যয়ে ক্ষতি ও সমান হইয়া থাকে। শুক্রাদি ধাতু সকলদেহে সমান থাকে না সেজন্য কৃশ ব্যক্তিরও রতিশক্তি বেশী থাকা আশ্চর্য্য নহে, এজন্য সিংহ অপেক্ষা পারাবতের রতিশক্তি অধিক দেখা যায় সুতরাং অন্যের দৃষ্টান্তে বা আদর্শে চলা উচিত নহে।

অতএব যদি বলবান্ বুদ্ধিমান্ মেধাবী নিরোগী ও দীর্ঘজীবী হইয়া পৃথিবীতে বালকবৎ আনন্দভোগ এবং প্রফুল্লচিত্তে দেবতার মত স্থির-যৌবনে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে চাও যদি পিতৃ মাতৃ হইতে প্রাপ্ত দুর্ব্বল দেহ ও মনের পূর্ণতা লাভ দ্বারা হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া পূর্ণ মানুষ হইতে চাও, যদি অসংযম অত্যাচার জনিত দুর্ব্বল দেহকে পুনশ্চ সবল করিতে চাও তবে মিতাচারী হও; ব্রহ্মচর্য্যে দেহ ও মস্তিষ্ক বিশুদ্ধরক্তে পূর্ণ থাকিলে মনে স্বাভাবিকই আনন্দ থাকিবে, ব্রহ্মচারীর হৃদয় বালকের ন্যায় সদা আনন্দে নৃত্য করে সেজন্য তাঁহাদের মাদক সেবনে স্ফূর্ত্তির প্রয়োজনই হয় না। সংযমে তুমি সুস্থ বলিষ্ঠ থাকিলে তোমার সন্তানও সুস্থ বলিষ্ঠ জন্মিবে। বাষ্পপূর্ণ ব্যোম-

যান যেমন উৰ্দ্ধ আকাশে উঠিতে চায় সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যে দেহ মন সুস্থ বলিষ্ঠ থাকিলে মানব স্বাভাবিক উন্নত চিত্ত হয়, তখন সে কখন জড়বৎ আলস্যে সময় নষ্ট করিতেই পারে না।

মাদক সেবনই কর কিম্বা ঘৃত দুগ্ধ ছানা মাখম খাও অথবা উত্তম ঔষধ বা পথ্য ব্যবহার কর, তুমি ইন্দ্রিয় সেবায় অযথা শুক্রক্ষয়ে আশক্ত হইলে কখনই সুস্থ থাকিতে পারিবে না। বৃক্ষের মূলছেদ করিয়া কেবল পত্রাগ্রে জল সেচনে কি ফল হইবে। মৌখিক বীরত্ব দেখাইয়া তোমার পাপে তুমি মরিলে অন্যে তোমাকে কিরূপে বাঁচাইবে। বর্ত্তমান রোগ শোক দারিদ্রতা ও অনৈক্যতা প্রভৃতি দোষ সকল প্রায় আমাদের বহু পুরুষপরম্পরা ব্রহ্মচর্য্য হানিরই ফল জানিবে, অবশ্য দেহ বিশেষে ও সময় বিশেষেই ক্ষতি বৃদ্ধির তারতম্য ঘটে।

অস্বাভাবিক মৈথুন।

উত্থানের পথে অগ্রসর হইতে হইলে সংযমেরই প্রয়োজন কিন্তু আজকাল অনেক যুবক বালককাল হইতেই যাবৎ বিবাহ না হয় তাবৎকাল প্রায় অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাত করিয়া পতনের পথে অধিকতর অগ্রসর হইয়া নিজের এবং ভবিষ্যৎ বংশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ইহাতে স্বল্পকাল মধ্যেই দেহ ও মনের বিশেষ অনিষ্ট সাধন যাহা হয় তাহা লিখিয়া ফুরায় না। ইহাকে ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট আত্মহত্যাই বলা যায়। বহু ডাক্তারী পুস্তকের সারসংগ্রহ স্বরূপ ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার "জীবন রক্ষক" নামক পুস্তকে এবং অন্যান্য বহু পুস্তকে লেখা

আছে যে, ঐ অবৈধ পাপে অবিচ্ছিন্ন পুরাতন জ্বর ও যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি না হইতে পারে এমন রোগ নাই। ইহাতে দৈহিক যন্ত্রে এবং স্নায়ু মণ্ডলীতে গুরুতর আঘাত লাগায় শুক্রস্থ কীট সকল নির্জীব ও ছিন্ন ভিন্ন প্রায় হওয়ায় এবং দেহ নিস্তেজ হইয়া যাওয়ায় দেহ মন অবসন্ন ও স্বভাব খিট খিটে, হাত পা জালা এবং কোষ্টবদ্ধ ও বায়ু রোগ প্রভৃতি জন্মিতে থাকে, অধিকদিনের অভ্যাসে প্রমেহ ও স্বপ্নদোষ প্রভৃতি জন্মিয়া চিররোগী হইতে হয়। উক্ত রোগীরা ক্রমশঃ এত আশক্ত হয় যে হস্তবন্ধন করিয়া রাখিলেও ছিন্ন * করিতে চেষ্টা করে। উক্ত কার্য্যে অর্দ্ধবিকৃত শুক্র রক্তের সহিত মিশিয়া দেহ মন ক্ষুব্ধ ও স্তব্ধভাবে থাকে এবং অণ্ড পার্শ্বে দক্র রোগাদিও জন্মে। উহাতে ক্রমশঃ যন্ত্র এত বিকৃত ও দুর্ব্বল হয় যে স্ত্রীলোক দর্শনেও রেতঃপাত হইয়া থাকে, ঐরূপ দুরবস্থা ঘটিলে অনেকে ভয়ে বিবাহই করেননা। যেমন অন্নের মধ্যে কীট জন্মিয়া অন্নকে কীটবিষ্ঠায় পরিণত এবং বিস্বাদ ও বিকৃত করিয়া ফেলে যেমন পোকা ধরিলে বৃক্ষ অসার ও কৃমি বিষ্ঠায় ক্ষয় (ধোড়)

* দেহ দুর্ব্বল হইতে লাগিলে যেমন নেশার মাত্রা বাড়াইয়া মানুষ নেশাখোর হয় সেইরূপ অতিরিক্ত বা অবৈধ কামভোগে দুর্ব্বলতায় এবং শুক্রের তরলতায় মানুষ কামাচ্ছন্ন বা কামের নেশায় অভিভূত হইয়া মরণ বাঁচনের কথা ভুলিয়াই যায় সুতরাং প্রথম হইতেই সতর্ক ও সাবধান থাকিতে হয়। দেহ বলিষ্ঠ হইলেই পুনশ্চ মনও বলিষ্ঠ হয় এবং ধারণাশক্তিও বাড়ে।

হয় সেইরূপ মানবদেহ উক্ত কুকার্য্যে বিকৃত ও অসার হয়। একটু বয়োবৃদ্ধি ঘটিলেই উক্ত রোগীর হৃদ্‌রোগ (বুক্ ধড়ধড় রোগ) জন্মে। উহারা ক্রমশঃ আপেক্ষিক অল্পভাষী কিম্বা মৃদুভাষী হইয়া থাকেন। উক্ত বালকেরা যেন অপরাধীর ন্যায় গুরুজনের মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেও সঙ্কুচিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত রোগলক্ষণাক্রান্ত বালকের চিত্ত সঙ্কুচিত, মৃদুভাবাপন্ন এবং গলার স্বর মোটা ও কঠোর (বয়সাধরা) এবং কর্কশ হয়। ঐ অবৈধ পাপে লিপ্ত বালকের অন্য মনস্কতাবৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়। উহাদের কপালের ও গাত্রের চর্ম্ম শিথিল এবং শুষ্ক ও লাবণ্যবিহীন হয়। উহাদের মুখে ও নিশ্বাসে এবং গাত্রেও বিশেষ দুর্গন্ধ প্রায় সর্ব্বদা পাওয়া যায়। অধুনা সামাজিকেরা বিবাহের বয়স বাড়াইতে গিয়া এবং সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না দেওয়ায় এই অবৈধমৈথুনের পথে দেশের অধিকতর যুবকের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে আছে, ষাইট ফোঁটা রক্তে এক ফোঁটা শুক্র জন্মায় সুতরাং তাহার অপব্যয়ে বিশেষ ক্ষতি সহজেই বুঝা যায়। ষোল বৎসরের নিম্নে কোন প্রকারেই শুক্র ক্ষয় হওয়া উচিত নহে, কারণ একটি বড় গাছের শাখাচ্ছেদ করা অপেক্ষা একটি চারা গাছের পত্র ছিন্ন করিলেও অধিক অনিষ্ট ঘটে। চিকিৎসকেরা বলেন, একরাত্রে দুই তিনবার স্ত্রীসহবাস অপেক্ষাও একবার অবৈধ উপায়ে রেতঃপাতে বোধ হয়

অধিক অনিষ্ট ঘটে কারণ ইহা দ্বারা অত্যন্ত অধিক শুক্রক্ষয় হয় অথচ নারীসঙ্গমের ন্যায় প্রতিদান কিছুই পাওয়া যায় না।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী ঋতুর ন্যায় মাসিক একবার স্বপ্নস্খলন প্রায় ঘটিয়া থাকে, ইহার আধিক্য ঘটিলেই পীড়া বিবেচনায় ঔষধাদি খাওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত অত্যাচার জন্য ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়িলেও যদি ভগবৎ কৃপায় ব্রহ্মচর্য্য পালনে পুনশ্চ সংযম বিশেষ ভাবে অভ্যাস করা যায় তাহা হইলেও ক্রমশঃ পুনঃ স্বাস্থ্য লাভ কতকটা হইতে পারে, স্বল্পদিনে চৈতন্য হইলে পূর্ণ স্বাস্থ্যও পাওয়া যায়।

বালককাল হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ দুষ্ট বালকের নিকট হইতেই উক্ত কুকার্য্য অভ্যাস হয়। চরিত্র হীন বয়স্ক বা বয়স্থ ব্যক্তির মুখে কাম উত্তেজক গল্প, কামচর্চ্চা, নাটক নভেল পাঠ, অশ্লীল সঙ্গীত শ্রবণ বা কীর্ত্তন এবং থিয়েটার বা বায়স্কোপ প্রভৃতিতে কামকথা শ্রবণ এবং নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন চিত্রাদি দর্শন, যুবক যুবতীর প্রেমালাপ বা সহবাসাদি দর্শন ইত্যাদি কারণেই বালকদিগের মনে হটাৎ কামবৃত্তির স্ফুরণ হয়। উক্ত বালক বা তরুণ যুবকদিগের তৎকালে নারীসহবাস দুষ্প্রাপ্য বা সহজ প্রাপ্য না হওয়ায় তাহারা উক্ত প্রকার অবৈধ মৈথুনে প্রায় রত হয়।

তের চৌদ্দবৎসর বয়স হইতেই বালক বালিকাদিগের কামেচ্ছার উদ্‌গম হয়, সেই সময় হইতেই অভিভাবকেরা পূর্ব্বোক্ত কুকার্য্য এবং কামোত্তেজক কারণ সমূহ হইতে বালকদিগকে সর্ব্বদা বিরত রাখিবার চেষ্টা করিবেন এবং সর্ব্বদা সদুপদেশ দিবেন এবং উহাদিগকে দেহ মনের নানাবিধ কার্য্য পরিচালনায় ব্যস্তরাখিবেন।

প্রায় পিতা মাতার অনবধানতা জন্যই বালকেরা কুপথে যাইয়া চরিত্র হীন হয়। অভিভাবক এবং শিক্ষকেরা প্রকারান্তরে বা এই সকল পুস্তকাদি দ্বারা ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, উক্ত কুকর্ম্মে কি প্রকার সর্ব্বনাশ ঘটে, ঐ কার্য্যে শুক্র মধ্যস্থ কীট সকল ছিন্ন ভিন্ন ও বিনষ্ট হওয়ায় যথাকালে উহাদের সন্তানই জন্মে না এবং জন্মিলেও রুগ্ন হইয়া পড়ে অথবা বাঁচে না।

পুম্‌মৈথুনাদিও ঐ প্রকার মহাপাপ এবং উহা উভয়ের পক্ষেই সবিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া পুরুষত্বহীনতা বা ক্রমশঃ ধ্বজ ভঙ্গাদি উৎকট রোগ শীঘ্রই জন্মে।

এই পুস্তকে আমরা যৌনতত্ত্ব অবিবাহিতের পক্ষেই সবিস্তার লিখিয়া ফলাফল দেখাইলাম, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেরও মতামত কিছু প্রকাশ করা হইল, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যাদি ও সুসন্তান লাভের কথা মূল পুস্তকে বিশেষ লিখিয়াছি।

এই সকল কথা নব্য যুবকদিগকে মুখে বলা যায় না সেজন্য তাঁহাদিগকে এই পুস্তক এবং বিবাহিতের জন্য লিখিত পুস্তক বিবাহিতকে পড়িতে দিলেই বিশেষ উপকার হইবে, লজ্জা ছাড়িয়া এইসকল পুস্তক প্রদানই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক। পুত্রাদির চরিত্রহীনতা জানিয়া যে উপায়েই হউক তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে, এস্থলে লজ্জার অনুরোধ রাখা আত্মীয়ের পক্ষে ঘোর মূর্খতা কারণ শত্রুকেও এরূপ সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করা বিশেষ উচিত। উক্ত অত্যাচারে বা পৈতৃক দোষে মাসিক দুই দিনের অধিক স্বপ্নদোষ বারম্বার হইতে থাকিলে সত্বর চিকিৎসা হওয়া বা শীঘ্র বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নচেৎ তরুণ যুবকের সর্ব্ববিষয়ে এবং দেহ মনের আজীবন অনিষ্ট ঘটিয়া

জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে। স্ত্রীঋতুবৎ মাসিক বা ততোধিক কাল ব্যবধানে স্বপ্নস্খলন যৌবনে অস্বাভাবিক নহে।

ব্রহ্মচর্য্য কি তাহার সুফল এবং ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপায় শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় পূর্ব্বের প্রবন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে, সেইগুলি মনোযোগে পাঠ করিলে এবং আহার সংযম ও ব্যায়াম অভ্যাস করিলে এবং সৎসঙ্গগুণেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা সম্ভবমত সহজেই করা যাইবে। অভিভাবকেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও যদি কু অভ্যাস ছাড়াইতে না পারেন তবে অগত্যা সত্বর বয়স্থা কন্যার সহিত ঐ যুবকের বিবাহ দিবেন, এক্ষেত্রে একটু স্বল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই বিশেষ প্রয়োজন, কারণ সামান্য রূপ শুক্রপীড়া কিছুদিন স্ত্রীসহবাসেই বিনষ্ট হয় উহাই মহৌষধ।

চিকিৎসকেরা বলেন,বেগ নিতান্ত অসহ্য হইলে কখন কদাচিৎ (অভ্যাসে না দাঁড়ায়) পূর্ণ বয়স্ক অবিবাহিত বা স্ত্রীবিয়োগী ব্যক্তিগণ বেশ্যা গমনাদি না করিয়া অনাশক্ত ভাবে এই অবৈধ ভাবেও যাইতে পারেন। যাঁহাদের বিবাহের সুবিধা নাই বা বিবাহের বয়স নাই অথচ ব্রহ্মচর্য্য পালনেও নিতান্ত অক্ষম তাঁহারা কখন কখন ঐ পথে যাইবেন তথাপি সাধারণ বেশ্যার নিকট যাইয়া রোগগ্রস্ত হইবেন না কিন্তু যাঁহাদের স্বপ্নস্খলন হয় তাঁহারা দুইপথে গেলে মরণ নিশ্চয়, যে কোনরূপে দেহ দুর্ব্বল হইলেই কামেচ্ছা বাড়িয়া থাকে। এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়াই শাস্ত্রকারগণ আটচল্লিশ বৎসরের মধ্যে সকল পুরুষকে গতিকে হয় বিবাহিত গৃহস্থ না হইলে বাণপ্রস্থ আশ্রমেও থাকিতে হইবে বলিয়াছেন, কেহই অনাশ্রমী থাকিবে না। এ সকল কথা পরে আশ্রম তত্ত্বেও

বলিয়াছি। অস্বাভাবিক শুক্রত্যাগের বিষময় ফলের ভয়েই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ পুরুষকে বিধবার ন্যায় থাকিতে না বলিয়া বিবাহ করিবার জন্য শাস্ত্রবিধানে অনুরোধই করিয়াছেন।

উক্ত অবৈধ পাপের হস্ত হইতে কতকটা নিস্তার পাইবার জন্য বোধ হয় মুসলমান ও য়িহুদী সমাজে শৈশব অবস্থায় "মুসলমানি" করা হয় উহাদ্বারা বায়ু উত্তাপ ও বস্ত্রের ঘর্ষণে শিশুর মেঢ্রের কোমল ত্বক ক্রমশঃ কঠিন হইয়া যায় সেজন্য যৌবনে তাহার কিছু ধারণাশক্তিও বাড়ে কিন্তু তাহার প্রবৃত্তি মরে না *।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সমাজে ব্যভিচারের কঠোরতাও স্বল্প সেজন্য তরুণের পক্ষে তরুণীর বিশেষ অভাব না থাকায় তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত অস্বাভাবিক উপায়ের প্রয়োজনই প্রায় হয় না। আমাদের মনে হয় ঐ সকল কারণে অর্থাৎ উক্ত অবৈধ পাপকার্য্য স্বল্প বা বিশেষ না থাকায় ঐ সকল সমাজে পশুদিগের ন্যায় তাহাদের দেহের এবং মনের তেজ স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা হয় সেজন্য ঐ সকল জাতি বর্ত্তমান হিন্দুজাতি অপেক্ষা তেজস্বী ও বলিষ্ঠ দেখা যায়, এই পাপ অপেক্ষা বাল্য বিবাহ শতগুণে ভাল। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে নানাকারণে নব্য যুবকের বিবাহরোধ হওয়ায় শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বোধ হয় এখন শতকরা

* গ্র্যাণ্ড অ্যালেন সাহেবের ইংরাজি পুস্তকে আছে, য়িহুদী সমাজ হইতেই মুসলমান সমাজে "মুসলমানী" (ত্বক্‌ছেদ) প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

আশিজনেরও অধিক অবিবাহিত লোক স্বল্প বিস্তর ঐ পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন সেজন্য প্রথম বয়সে বীজে আঘাত (পোকা) লাগায় ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও খর্ব্বাকৃতি এবং পৈত্রিক দোষে প্রায় ঐ কুস্বভাবই প্রাপ্ত হইতেছে, ইত্যাদি কারণে "বিবাহের বয়স নির্ণয়" প্রবন্ধে আঠার হইতে চব্বিশের মধ্যে পুরুষের বিবাহকাল আমরা ধার্য্য করিয়াছি।

হিন্দুজাতির রোগবৃদ্ধি এবং অত্যধিক মরণ ও পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবার পক্ষে বংশগত এই পাপই প্রধান কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। কন্যার অল্পতা ও দারিদ্রতা জন্য বিবাহ বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া নবশায়ক প্রভৃতি হিন্দুজাতির নিম্নস্তর প্রায় এই পাপেই নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে সেজন্য ঐ সকল সমাজে পুত্রপণের ন্যায় কন্যাপণ উঠাইয়া দেওয়ার জন্য উহাঁদের স্বজাতীয় সমাজ ক্রমশঃ বিস্তার হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এসকল কথা এবং বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য এবং সুসন্তান লাভোপায় ও দাম্পত্য ব্যবহার প্রভৃতি যৌনতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নানা-কথা "উত্থানের পথ" মূল পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

অবৈধমৈথুন জন্য পাপ যে কেবল পুরুষের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে তাহা নহে। স্ত্রীশিক্ষার বাহুল্য ও বয়োবৃদ্ধি ঘটায় বহু তরুণীর মধ্যে পরস্পরের যে প্রণয়াধিক্য দেখা যায় ইহাও প্রায় যৌন ব্যাপার ঘটিত। কন্যাদিগের বিবাহ দিতে যত বিলম্ব হইতেছে ততই এদেশে নারী জাতির ঐ সকল বিকট পাপের বৃদ্ধি ঘটিতেছে সেজন্য যোনিরোগ এবং জরায়ু সংক্রান্ত স্ত্রীরোগ বন্ধ্যাত্ব (টিউমার, ও ফিট্) প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মিতেছে। ডাক্তার কেদারনাথ দাস মহাশয়

প্রভৃতির চিকিৎসা পুস্তকে এসকল কথা দেখিবেন। সামাজিকগণ একটু দূরদর্শী হউন। বহুকথা মূল পুস্তকে পাইবেন।

এদেশে পাঁচ ছয়টির অধিক মেয়ে কলেজ নাই, উচ্চ শিক্ষিতা বহু মহিলারা কোথায় চাকুরী পাইবেন জানিনা। রূপ না থাকিলে ধনীরা পছন্দ করিবে না, অধিক বয়স্কা এবং গৃহকার্য্য না জানায় গৃহস্থ লইবে না, উহাঁদের দ্বিতীয় পক্ষে বা ব্রহ্মসমাজে গতি হইতে পারে। অথবা চখের জলে পোড়া বাসন মাজিতে হইবে। অধিক শিক্ষায় নিজের ও সন্তানের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া এখন এই বেকার বৃদ্ধির দেশে চাকরী মেলা দায়। অবশ্য ধনী কন্যার ও বিধবার পক্ষে উচ্চ শিক্ষায় কিছু সুবিধা ঘটিতে পারে, অশিক্ষিতা থাকাও মহাদোষ সুতরাং বাড়াবাড়ী করিও না।

পূর্ব্বে এদেশে ব্রাহ্মণাদি তিন জাতি যথাকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া সদগুরুর তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচর্য্য পালন শিক্ষা করিতেন এবং ঐ বয়সেই বিবাহিতা কন্যা শাশুড়ী বা শ্বশুরের নিকট শিক্ষা পাইতেন কিন্তু এখন আমরা না আর্য্য না অনার্য্য উভয় ভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্ববিষয়ের বিপ্লবে পড়িয়া ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছি, কন্যা ও পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত মনে আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি, তাহার চরিত্রের ভাবনা একবারও ভাবিনা বা দেখিনা। বাস্তভিটা বাঁধা দিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম রোধ করিয়া টাকা পাঠাইতেছি, ঐ টাকা পুত্রের বিদ্যার্থে ব্যয় হইতেছে কি বায়স্কোপ থিয়েটারে কিম্বা নেশা বেশ্যায় বা হোটেলে কুখাদ্য অখাদ্য ভোজনে ব্যয় হইয়া যাইতেছে তাহার সংবাদ অনেক পল্লীবাসী মাতা পিতা জানেন না বা

রাখেন না। এখন যে সকল যুবক যুবতী কৃপণ অথচ লজ্জাশীল (মিট্ মিটে ভালো মানুষ)। তাহারা অধিকাংশই ঐ পাপে বা গুপ্ত পাপে লিপ্ত, সেজন্য ইহারা নিজে এবং ইহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ উৎকট রোগী হইতেছে, এই সকল পাপে ক্ষয় রোগীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতেছে, বোধ হয় এইরূপ পাপ কম থাকায় নারী জাতির মধ্যে ক্ষয়রোগ কম সুতরাং পতন হইতে উত্থানের পথে বা মরণ হইতে বাঁচিবার পথে আসিবার জন্য উপায় কি? ব্রহ্মচর্য্য প্রবন্ধে লিখিত উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা অথবা শীঘ্র বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য নহে কি? সর্ব্বত্র স্বভাব চরিত্র বুঝিয়া কার্য্য করিতে হয়, সকল ছেলে মেয়ে সমান চরিত্র না হওয়ায় ব্যক্তি বিশেষে বিদ্যা শিক্ষারোধ করিয়াও কার্য্য শিক্ষা দেও; কুচরিত্রকে শীঘ্র বিবাহ দেও;

ক্লীবত্ব প্রাপ্তি।

ন মূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি।
মেঢ্রং চোন্মাদ-শুক্রাভ্যাং হীনং ক্লীবঃ স উচ্যতে॥

যাহার মূত্রে ফেনা হয় না, বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায়, মেঢ্র (লিঙ্গ) উন্মাদনা বা উত্তেজনা রহিত এবং শুক্র হীন হয় সেই মানবকে ক্লীব বলে।

পুরুষ ক্লীব দুই প্রকার ধরা যায়, এক ক্লীব জন্মাবধি থাকে অপর অধিক শুক্রক্ষয়ের অত্যাচার জনিত কার্য্যফলে উপরি লিখিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। জন্মাবধি ক্লীব ব্যক্তি পতিত, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই ও পৈত্রিক সম্পত্তিতেও অধিকার নাই কিন্তু তাহার দেহে শক্তি সামর্থ্য থাকায় বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য

হয়না কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচারে ক্লীব হইয়াছে, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিতে পারে না, চাহিলেও যাহার শুক্রক্ষরণ হয়, সে ব্যক্তি জীবন্মৃত এবং কর্ম্মে অধিকার থাকিলেও অক্ষম এবং অযোগ্য বিধায় অনধিকারী।

যাঁহারা কদভ্যাসে দীর্ঘকাল রত থাকেন তাহাদের বিবাহ দিতে উপেক্ষা করিয়া বিলম্ব করিলে তাঁহাদের ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিতে পারে, ঐ রোগ জন্মিলে পরে বিবাহ করিলে উহাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত হইবে। তখন যুবতী ভার্য্যার কোলে শুইয়া ঐ দম্পতীকে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইতে হইবে, যুবক সাবধান; উক্তরোগে ক্লীবত্ব ঘটিলে বিশেষ চিকিৎসায় রোগ না সারিলে কদাচ বিবাহ করিবে না, নিজের পাপে নিজে মর বা নিজেই উৎসন্ন যাও; নিরপরাধিনী পরের মেয়েকে হাড়ে জালাইও না, বুঝিয়া যাহা ভালো হয় করিবে। ঐপ্রকার ক্লীবের দুর্দ্দশা কবি বর্ণনা করিয়াছেন,—

নো বা দাতুম্ নোপ-ভোক্তুং শক্নোতি কৃপণো ধনং।
কেবলং স্পৃশতি হস্তেন দিব্য-স্ত্রীমা-ন্ যথা নিশি॥

(আন্ ক্লীবঃ)

অতি কৃপণেরা কতকগুলি ধন বা অর্থ লইয়া যেমন বড়ই বিপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহারা ধন কাহাকে কিছু দিতেও পারেনা এবং নিজেও কিছু ভোগ করিতে পারে না কেবল হস্ত দ্বারা বারম্বার স্পর্শ করে মাত্র, সেইরূপ ক্লীব ব্যক্তি রাত্রি কালে সুন্দরী যুবতী লইয়া ভোগও করিতে পারেনা, কাহাকে দিতেও পারেনা, কেবল হস্তদ্বারা (সর্ব্বাঙ্গ) স্পর্শ করিয়া

থাকে এবং উভয়পক্ষে চোর ও লম্পটের ভয়ে রাত্রি জাগরণই সার হয় কারণ দুই পক্ষেরই সর্ব্বদা দুর্ভাবনা বা আশঙ্কা যে, দুষ্ট লোকেরা তাহাদের অবস্থার সন্ধান যেন না পায়।

কদভ্যাসে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বজভঙ্গ রোগ হয়, তদ্ব্যতীত অত্যাশক্তি ঘটিলে পরস্ত্রীগামী বা বেশ্যাগামীদিগেরও এই রোগ হইয়া থাকে বিশেষতঃ মদ্য মাংস ভোজনে রুক্ষদেহা অধিক শক্তিশালিনী ম্লেচ্ছানী বা যবনানী বিজাতীয়া বিদেশিনী যেই হউক না কেন তাঁহাদের সংসর্গ অল্প দিন ঘটিলেও এদেশের দুর্ব্বল ও বিরুদ্ধ প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণের ভদ্র জাতীয় যুবকেরা বিজাতীয় আকর্ষণে অত্যধিক ক্ষয়ে শীঘ্র শীঘ্র ঐ ধ্বজভঙ্গাদি রোগ এবং অন্যান্য কুট রোগ গ্রস্তও হইবেন। বাড়াবাড়ী করিলে স্বীয় স্ত্রীসম্ভোগেও ঐ সকল রোগ এবং প্রমেহ রোগ জন্মিতে পারে সুতরাং সকল স্থলেই অনাচারী বা অমিতাচারী হইলেই বিপদ অবশ্যম্ভাবী, পুরুষের যেমন পাপ উহাও তেমনই গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে। ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকেরা শীঘ্র শীঘ্র সুচিকিৎসা দ্বারা ঔষধ পথ্য সেবন করিলে এবং বিশেষ সংযমী হইলে রক্ষা পাইতেও পারেন।

ধ্বজভঙ্গাদি রোগ জন্য পুরুষত্ব হীন লোককেই প্রায় (বয়স থাকিতেও) বৃদ্ধ বলা যায়। যাহার পুরুষত্ব বিনষ্ট হইয়াছে তাহার পৌরুষ বা পুরুষাকারও প্রায় ঠিক থাকেনা অর্থাৎ উদ্যোগ, উৎসাহ, বিজিগীষা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি সদ্‌গুণ গুলি প্রায় বিলীন হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে আলস্য দ্বেষ হিংসা প্রতারণা চৌর্য্য ও মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি তামসিক নীচভাবের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

মহাবিদুষী এণিবেশান্ত কোন পুস্তকে বলিয়াছেন, ভারতের লোক বিশেষ বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই পুরুষত্ব বিহীন হইয়া পড়েন, বহু ভোগ বিলাস ও অনাচার এবং অনাহারই ইহার প্রধান কারণ। পাশ্চাত্যে ষাইট সত্তর বর্ষ বয়সেও কেহ কেহ বিবাহ করিয়া সন্তানের জনক হইতে দেখা যায়। আমরাও দেখাইতেছি, সদাচারী নিষ্ঠাবান্ পঞ্চব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণ প্রায় অব্যবহিত বৃদ্ধ বয়সে আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়া এদেশে বিবাহ করিয়া বহুপুত্রের জনক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই দ্বিতীয় পক্ষের বংশেই এখন প্রায় বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

অদৃশ্য মৈথুন।

মনের মথন কারী বলিয়া মন্মথ এবং মনেই উৎপত্তি বলিয়া মনসিজ কামের নাম। দেহস্থ বায়ু আশ্রয় করিয়া ক্রোধাগ্নি-বৎ এই কামাগ্নিরও উদ্ভব হয় এবং এই অদৃশ্য অগ্নিকে দেহস্থ অদৃশ্য তাড়িৎ শক্তি (বা ইলেক্‌ট্রিক্ পাওয়ারই) বলা যায়; এসকল কথা স্থানান্তরে বলিয়াছি। আজকাল অবিবাহিত তরুণ তরুণীর অবাধ মেলা মেশার ফলে তাঁহাদের বিক্ষুব্ধ ভোগ লালসা দেহাভ্যন্তরে অদৃশ্য কামাগ্নিরূপে পরিণত হয় এবং তাহার ফলে দেহাভ্যন্তরেই অদৃশ্য মৈথুনবৎ ঘটিয়া নব্য যুবক যুবতীর অজ্ঞাত ভাবেও কামোষ্মা সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ দেহ মনের বিকৃতি ও ক্ষয় হইয়া থাকে, যেমন ভূগর্ভস্থ অদৃশ্য সঞ্চিত অগ্নির বিপুল তেজে সুস্থিরা ধরণীকে অস্থিরা হইতে হয় সেইরূপ অভুক্ত ও অদৃশ্য কামাগ্নির বেগে মানবের স্বল্প বিস্তর মানসিক বিকার ঘটে এবং

বেগাধিক্য ঘটিলে মানুষ পাগল ও হইতে পারে, ইহাকেই বোধ হয় কামোন্মাদ রোগ বলে এজন্য শিক্ষা ব্যপদেশেও নর এবং নারীর একত্র সমাবেশ নীতিবিগর্হিত কার্য্য। ইহা বুঝিয়াই মহাত্মা অর্জ্জুনের ন্যায় ব্যক্তিকে ও ক্লীবত্বের পরীক্ষা দিয়া বিরাট রাজার অন্তঃপুরে কুমারীকুলের নৃত্যগীত শিক্ষক হইতে হইয়াছিল।

আজকাল এদেশে শিক্ষা ব্যপদেশে তরুণ তরুণীর অবাধ মেলামিশায় অতি আত্মীয়ের মধ্যেও ব্যভিচার ঘটিতেছে সুতরাং সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সুচরিত্রা নারী বা স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষদ্বারা দশম বর্ষাধিকা মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রায় উচিত নহে। একটি দুর্ঘটনার কথা বলিতেছি। বরাহনগর নিয়োগী-পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বটুপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ঊনবিংশ বর্ষ বয়স্ক অবিবাহিত পুত্র বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় পল্লীস্থ মেয়ে থিয়েটারে ছয়মাস মাত্র কুমারী কুলের সহিত অবাধ মেলা মেশা করায় তাঁহার কামোন্মাদ রোগ জন্মিয়াছিল। স্বীয় অফিষেই মেয়েদের নাম করিয়া একদিন প্রলাপ বলায় তাঁহার পিতা সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বাটীতে আনিয়া বহু চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন কিন্তু তথাপি মাসাধিক কাল রোগীর নিদ্রা হইতনা কেবল মেয়েদের নাম করিয়া মধ্যে মধ্যে বিলাপ ও প্রলাপ বকিত। গত তেরশ চল্লিশ সালের ৪টা আষাঢ় রাত্রিশেষে ঐরূপ প্রলাপের অবস্থায় সবেগে নীচে নামিবার সময় সোপানের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া স্বল্প কাল মধ্যেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এসকল কথা বটুবাবু আমাকে লেখাইয়া দিয়াছেন। দেহ ও মনের

দুর্ব্বলতা সকলের সমান না হইলেও স্বল্প বিস্তর ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়, এসকল কথা বহুস্থানে বলিয়াছি।

ব্রহ্মচর্য্যের ফল।

পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকারের অবৈধ মৈথুন ব্যাপার পশু-সমাজে না থাকায় ও উহারা ঋতু ভিন্নকালে সহবাস না করায় এবং পাশবিক শক্তির বলেও মানুষের ন্যায় পশুরা নানাবিধ উৎকট রোগভোগ প্রায় করেনা এবং প্রায় অকালেও মরে না এবং অমোঘ বীর্য্যতায় একবারেই গর্ভোৎপাদন করে। পশুগণ বনে জঙ্গলে মহা অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়াও কেবল স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য বলেই প্রায় ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকায় এবং মানুষের সংস্রবেই গবাদি পশুজাতির মধ্যে এখন কোন কোন স্থানে স্বভাবের বিকৃতি ঘটে এবং ক্ষয় রোগাদিও দেখা যায় সুতরাং অত্যাচারী মানুষই সর্ব্বজীবের পরম শত্রু। অতএব যুবকগণ বুঝ, তোমরা কেবল অবৈধ মৈথুনাদি পাপেই পশুর অধম হইয়া কি সর্ব্বনাশের পথে যাইতেছ। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে মূল পুস্তকে এ সকল কথা বিস্তারিত বলিয়াছি।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি সমভাবে ভোগ করায় প্রকৃতি সহনেও পশুদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আদম হবার ন্যায় সৃষ্টির প্রথমে মানুষও বৃক্ষতলে পর্ণকুটীরে বা পর্ব্বত গুহায় বাস এবং বল্কল পরিয়া থাকিয়া যখন পশুবৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত তখন তাহারা এত রোগী ছিল না কিন্তু পাকা ঘরে বাস করিয়াও বহুবস্ত্র ব্যবহারে এবং নানাপ্রকার পুষ্টিকর খাদ্য

পেট ভরিয়া খাইয়াও আমরা রোগাচ্ছন্ন হইতেছি কেবল অযথা ইন্দ্রিয়ভোগ করিয়াই মনে হয়। অতএব যুবকগণ তোমরা ব্রহ্মচারী থাকিয়া পাঞ্চভৌতিক সংঘর্ষণে চাষার ন্যায় বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় দেহ এবং ভদ্রলোকের ন্যায় সূক্ষ্ম বুদ্ধিটী পাইবার চেষ্টা কর। সুপ্রাচীন গান্ধিজীও প্রায় অনাবৃত স্থানেই রাত্রি বাস করেন শুনিয়াছি। পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং পুনশ্চ বলিতেছি যে, প্রথম বয়সে একবার ধন সঞ্চয় যে করিতে পারে তাহার যেমন সুদের লাভে সচ্ছলতায় এবং সচ্ছন্দে সংসার চলে, সেইরূপ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যে দেহ দৃঢ় বলিষ্ঠ করিতে পারিলে সচ্ছন্দে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় কিঞ্চিৎ অপব্যয়েও আসলে হাত পড়ে না। কিন্তু ক্ষীণেরই ক্ষয় ঘটে, ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের ফল।

অপেক্ষাকৃত ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং পাঞ্চভৌতিক শীতাতপাদি সহ্য করিবার ফলে মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট ভেদাভেদ বুঝা যায়। পশ্চিমা ও গুর্খা প্রভৃতি বিদেশীরা কর্ম্মস্থান হইতে দুই চারি বৎসর অন্তর দেশে স্ত্রীপুত্রের নিকট গমন করেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই অকৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্যপালনে অপেক্ষাকৃত সক্ষম সেজন্য তাঁহারা প্রায় সৎসাহসী ও বিশ্বাসী এবং চরিত্রবান্ হওয়ায় প্রচুর বহু টাকা লইয়াও বেড়াইয়া থাকেন। তাঁহারা পাহাড়ে জঙ্গলে মহামারী ও ম্যালেরিয়া স্থানে ঘাটে মাঠে পথে বাস ও শয়ন করিয়াও সুস্থ থাকেন এবং স্বল্পাহারে বা কদাহারেও সুস্থদেহে জীবন যাপন করিয়া বিদেশে যথেষ্ট দেনা পাওনা করিতেও ভীত হয়েন না কিন্তু এদেশের বিলাসী বাবুরা প্রায়ই ইন্দ্রিয়াশক্ত বলিয়াই দুর্ব্বলচিত্ত এবং আলস্য পরায়ণ সেজন্য না খাটিয়া কেবল ফাঁকি দিয়া বিশ্বাস ঘাতকতায়

কথঞ্চিৎ উপার্জ্জনের জন্য লোভী হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও নিরন্ন হইয়া পড়িতেছেন, কেহই আর এজাতিকে বিশ্বাস করেনা কিন্তু বিশ্বাসী ও স্বদেশীর ভাবেই বিদেশীরা এখন যেন বিশেষ মিলিয়া মিশিয়া (অশিক্ষিত হইয়াও) ক্রমশঃ বাঙ্গলার সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্র দখল করিতেছেন। এখন বাঙ্গালীরা বিদেশীর অনুকরণে সর্ব্ব-বিষয়ে চলিতে না পারিলে বাঁচিবার পথ নাই, এখন কেবল কলেজের উপাধিতে বৃথা নাম ছাড়া কোন কামই হইবে না।

স্বল্পানা-মপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈ-র্গুণত্ব-মাপন্নে বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

অতি স্বল্প এবং সামান্য বস্তুরও যে মিলন তাহাও মহৎ কার্য্যের সহায়ক হয়, অতি তুচ্ছ যে তৃণ তাহার মুষ্টিমেয় মিলাইয়াই গুণ বা রজ্জু প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহা দ্বারা মত্ত হস্তিকেও অনায়াসে বাঁধিয়া রাখা যায়।

লঘূণামপি বস্তূনাং (সত্ত্বানাং) সমবায়ো রিপুঞ্জয়ঃ।
বর্ষাধারা ধরো মেঘ-স্তৃণৈরপি নিবার্য্যতে॥

বিষ্ণুশর্ম্মা

অতি তুচ্ছ বস্তুরও যদি সমষ্টি বা মিলন ঘটে বা থাকে তাহা হইলে তাহারা প্রবল শত্রুকেও নিবারণ করিতে পারে যেমন অতি লঘু তৃণগুচ্ছ মিলিত (আচ্ছাদন খড়োচাল) থাকিয়া মেঘের প্রচণ্ড জলধারাকেও অনায়াসে নিবারণ করিয়া থাকে।

অতএব যে সমাজের মানবগণ সুচরিত্রবলে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে পারেন তাঁহারাই জগতে অজেয় ও বড় হয়েন ।।

যুবকগণ! মহাত্মা গান্ধিজী হরিজনের দলে যাইয়া হীনভাবেও

যাহার অন্বেষণ করিতেছেন, তোমরা সংযমে পরোপকারে ও ঈশ্বর বিশ্বাসে উন্নত চরিত্র হইয়া সর্ব্বাগ্রে সেই একতার জন্যই অভ্যাস বা চেষ্টা কর; একতায় যৌথ কারবারে অগ্রে অন্তর্বাণিজ্য অভ্যাস করিয়া পরে বহির্ব্বাণিজ্যে মনোযোগী হও; স্বার্থপরতার জন্য তোমরা স্বদেশবাসী ভাইকে বিশ্বাস করিতে পার না বরং শত্রুতা সাধন কর এবং কেবল দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতায় সামান্য মিউনিসিপ্যালটিও সুচারুরূপে চালাইতে পারিতেছ না সুতরাং তোমাদের উপর পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের কর্ত্তৃত্ব ভগবান্ (বা রাজা) দিবেন কিরূপে বা কি বুঝিয়া অতএব মহামান্য সুসভ্য ভারত সম্রাটের অনুগত থাকিয়া অগ্রে দেশপ্রেমে একতা এবং যোগ্যতা অর্জ্জন কর, মানুষের মত বিশ্বাসী মানুষ হও; পরে অন্য আশা করিও; নিশ্চয় ফল পাইবে।

১৩৪০।১১।১০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় স্বদেশীর-ভিত্তি" প্রবন্ধে দেখা গেল। (মহাত্মা গান্ধিজীর শিষ্যাকে জনৈক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, আপনি বিদেশী পরিচ্ছদ (খদ্দর না পরিয়া) পরিধান করিয়াছেন কেন?

তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "আমি ইংরাজ রমণী, ইংলণ্ডে প্রস্তুত পরিচ্ছদ পরিয়াই আমি স্বদেশীর গর্ব্বানুভব করি। ভারতের প্রত্যেক নরনারী কায়মনোবাক্যে (আমার ন্যায়) স্বদেশী হয়, আমি ইহাই দেখিতে চাই।"

পাঠক বুঝুন; কি দেশাত্মবোধ, ইহা হইতেই একতা ও জাতীয়তা জন্মে, ইহাই প্রকৃত স্বদেশী। এই গুণেই ইংরেজ

অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর। স্বজাতি পোষক বলিয়াই মাড়বারি ধনী। আজ বাঙ্গালার শিল্পও কাপড় বাঙ্গালী লইলে বাঙ্গালায় শত শত কলে এবং খদ্দরে এবং দেশীয় শিল্পে সহজেই এদেশের নরনারীর বেকার সমস্যা মিটিয়া যায়।

সুসন্তান লাভ প্রসঙ্গ।

স্বজনা-দোষ।

বিবাহের আবশ্যকতা, চুক্তির বিবাহ, আর্য্যবিবাহের শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিবাহসম্বন্ধীয় অনেক কথাই লেখা হইয়াছে। এক্ষণে সুসন্তান লাভের নিমিত্ত প্রথমতঃ স্বজনা দোষের বিষয় লিখিতেছি। জন্মগত বিশুদ্ধিতেই, উন্নত মানুষ জন্মে, তৎপরে, পূর্ণাহার এবং সদাচার ও জ্ঞানের অনুশীলনে মানব জীবনের অধিক উৎকর্ষ লাভ ঘটে, মূলে স্পাৎ থাকিলেই ঘর্ষণে অস্ত্রে ধার বাড়ে, একথা অন্যস্থানেও বলিয়াছি। শাস্ত্রনিষিদ্ধ সগোত্রাদি বিবাহ জন্য দোষকেই স্বজনাদোষ বলে, রক্তগত সম্বন্ধের অধিক নৈকট্য ঘটিলে বৈজিক বিজ্ঞানমতে রক্তের বিকৃতি এবং তেজের বা চেতনার অত্যন্ত ক্ষয় হয়, সেজন্য খুড়ী জেঠাই মাসি পিসি মাতৃ সম্পর্কীয়া নারীগমনে মহাপাতক এবং সহোদরা ভগ্নি, মাতা, পুত্রবধু প্রভৃতি গমনে অতি পাতকাদি পাপ হইবার কথা শাস্ত্রে বলিয়াছেন। ঐ সকল পাপে ইহ জীবনে উন্মাদ, কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাতাদি রোগ হইতে পারে এবং চেতনার অত্যন্ত ক্ষয় হেতু জন্মান্তরে অচেতনবৎ গাছ পাথর হইয়া যাইবার কথাও শাস্ত্রে বলিয়াছেন। যেস্থলে দম্পতীর দৈহিক বিকৃতি ঘটে তথায় ভগবানের নিয়মে প্রায় সন্তান হয়না কিম্বা জন্মিলেও মরিয়া যায় বা রুগ্ন হয়।

আর্য্যজাতি যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন এজন্য তাঁহাদের এসকল বিষয়ে বিশেষ সূক্ষ্মজ্ঞান ও অনুভূতি ছিল, মনু বলিয়াছিলেন,—

শারীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈ-র্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষীমৃগতাং মানসৈ-রন্ত্যজাতিতাং॥

শারীরিক (পূর্ব্বোক্তআত্মীয়া নারী গমন এবং অন্যান্য) উৎকট পাপজ কর্ম্মদোষে (চেতনাক্ষয়ে) মানব স্থাবরযোনি গাছ পাথর প্রভৃতি হয়, বাচিক পাপ অর্থাৎ হৃদয় বিদারক কঠোর বাক্য যাহা শ্রবণে মানুষ আত্মহত্যা প্রভৃতি করে সেরূপ বাক্‌দোষে জন্মান্তরে নির্ব্বাক পশু বা পক্ষীযোনি লাভ করে, ঐশ্বরীক নিয়মে কথার দোষে কথারোধ হওয়া স্বাভাবিক ও সংগতদণ্ড হয় এবং লোকের বা নিজের অনিষ্টকর দ্বেষ হিংসাদি মানসিক কু বা কুটিল চিন্তাদির দোষেই চাণ্ডাল ম্লেচ্ছাদি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক হইয়া হীন বা নীচ যোনিতে জন্ম হয়। বিশেষ কথা শ্রাদ্ধ ও পরলোক তত্ত্ব ৩য় ভাগ সৎকর্ম্মমালায় দেখ।

আর্য্যজাতি এখন বিশেষ হীন হইয়া পড়িলেও তাঁহাদের অপেক্ষা অন্যান্য জাতিতে কাণা খোঁড়া কুঠে বিকলাঙ্গ পাগল এখনও অধিক দেখা যায়। কথঞ্চিৎ স্বজনাদোষেই নবশায়ক প্রভৃতি জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ক্রমশঃ অল্পায়ু এবং নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে। ৺গয়াধামের গয়ালি ঠাকুর বংশ লোপ প্রায়, এখন পোষ্যপুত্রের বংশই প্রায় চলিতেছে, ঐরূপ এবং অন্যান্য চরিত্র দোষেও বড় লোকেরা প্রায় নির্ব্বংশ হয়েন, পোষ্যপুত্রে কুল রক্ষা হয়।

সংবাদ পত্রে পড়িলাম. পারশুদেশে কোন ধনাঢ্য যুবতীর খুল্লতাত-ভ্রাতার সহিত বাল্যসৌহৃদ্য ছিল, পরে তাঁহাদের পরস্পরের বিবাহ সম্বন্ধের প্রস্তাব বা কথা হইলে ঐ যুবতী বলিয়াছিলেন, আমরা ছাগ বা কুকুরের মত বিবাহ করিতে পারিবনা। অতএব সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত মানব সমাজে আর্য্য সভ্যতার ভাব ক্রমে জাগিতেছে। গুরুজন বা কনিষ্ঠা ভগিনী ভ্রাতাদি জ্ঞাতি আত্মীয় বা আত্মীয়া যাঁহারা ভক্তি বা স্নেহের পাত্র যাঁহাদের সম্মুখে কামভাব অতি লজ্জাজনক বোধে গোপন করিতে হয় তাঁহাদের সহিত পতি পত্নী সম্বন্ধটা ভয়ানক অশ্লীল নহে কি; মানুষত একেবারে পশু নহে, তাহার মধ্যে যে শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া প্রভৃতি অনেক উচ্চ ভাব আছে, চিনিতে লবণ মিশাইলে বিকট হয় না কি; দেশ কাল পাত্র ভেদ এবং সম্বন্ধ বিচার থাকা স্বাভাবিক এবং ইহা সুসংস্কার, ইহা কদাচ কুসংস্কার নহে। "যা দেবী সর্ব্বভুতেষু লজ্জা রূপেণ সংস্থিতা"। পাত্রাপাত্র জ্ঞান না থাকিলে মায়ের মূর্ত্তিবিশেষ লজ্জা এবং কাম. প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থানভেদ রক্ষা হয় কিরূপে? যাহারা কোলে পীঠে করিয়া মানুষ করিল সেই কাকা দাদাকে দেখিয়া ঘোমটা দেওয়া চলে কি?

কোন ভদ্র মুসলমান জমিদারের সহিত আমার পিতামহের মহাজনী ব্যবসায় সূত্রে বন্ধুত্ব ছিল আমিও সেইসূত্রে দেশে যাইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম এবং চাচা বলিয়া ডাকিতাম, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন সাংসারিক কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেন যে, আমার পৌত্র পৌত্রী এবং দৌহিত্র দৌহিত্রীর মধ্যেই বিবাহ দিয়াছি, সেজন্য

একটু সম্পত্তিও আর বাহিরে যাইতে পারিবেনা কিন্তু ইহাদের সন্তনেরা প্রায় পীড়িত হইতেছে কিজন্য বুঝিতে পারিতেছিনা। তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম চাচা বিষয়ত রক্ষা হইল কিন্তু এখন ৺ইচ্ছায় ইহাঁরা সচ্ছন্দে ভোগ করিলে হয়, কার্য্য ভাল হয় নাই। তখন আমাদের শাস্ত্রের কথা কিছু বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম এবং পার্শ্ববর্ত্তি বালক বালিকা দিগকে দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে আপনার অশিতি বৎসরের দেহের কাঠাম দেখিয়া ইহারা কি আপনার বংশধর বলিয়া বুঝা যায়। তখন মুখের উপর অধিক কিছু বলিতে না পারিলেও অনিষ্টের আশঙ্কায় মনে কষ্ট বোধ হইয়াছিল। পরে দেখিতেছি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিতেছে ঐ পরিবারের পঁচিশ ত্রিশটী লোকের মধ্যে অনেক গুলি মারা গিয়াছে তন্মধ্যে যক্ষ্মাই প্রধান, ভগবানের কৃপায় অতবড় দাতা সদ্ব্যয়ীর ব'শ যেন রক্ষা হয়।

আমরা সকলকেই অনুরোধ করি; হিন্দুশাস্ত্রে যখন স্বজনা দোষে গুরুতর মহাপাতক অতিপাতক প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন, তখন ইহা দ্বারা দেহ মনের যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে এবং অল্পে অল্প দোষও ঘটে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহা বৈজ্ঞানিক ও প্রত্যক্ষ সত্যকথা এবং এই যৌন ব্যবহারের ফলাফলও সকলের পক্ষেই সমান ইহা যে স্বাভাবিক সুতরাং ইহাতে জাতি ধর্ম্মের বিচার বিভেদ নাই, সেজন্য চিকিৎসকের কথার ন্যায় সকলকেই ইহা মানিতে হয়। অতএব আমাদের পুস্তকের কথাগুলি সকলে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। আজ পাশ্চাত্য দেশ

হইতে আমাদের ঋষিবাক্যের ন্যায় আংশিক একটা কথা বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেই হৈ চৈ পড়িয়া যায় এবং সকলে সে কথা মান্যও করেন কিন্তু আমাদের ভাগ্যে পুরাতন বিজ্ঞানের এখন মূল্য নাই। লক্ষযোনি পিতৃলোকের তর্পণে "তরবো জঙ্গমা খগাঃ" এবং শ্রাদ্ধে জল পিণ্ড চিরকাল দেওয়া হইতেছে কিন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় বৃক্ষের জীবন প্রত্যক্ষ ভাবে স্বীকার করায় জগতে হৈ হৈ পড়িয়াছে।

কোন পুস্তকে পড়িয়াছিলাম একজন সাহেব শূকর দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, শূকরের ভ্রাতা ভগিনীর সঙ্গমে যে সন্তান হইল তাহাদেরও ঐরূপে জাত সন্তানের সন্তান গুলির ঐরূপ যোগে মৃতবৎসা দোষ জন্মিয়াছিল, তাহার সন্তান দিগের মধ্যে দুই তিনটি যাহা ছিল তাহাদের পুনশ্চ ঐরূপ সঙ্গমে আর সন্তানোৎপত্তি হয় নাই এবং ঐ শূকর শূকরী যুবা বয়সে রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে মরিয়াছিল। সাধারণতঃ ছাগ শূকর এবং কুক্কুট দিগের মৃতবৎসা দোষ বা বন্ধ্যা দোষ প্রায় দেখা যায় না তথাপি স্বজনা দোষের প্রভাব সাহেবের পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ ভাবে বুঝা গিয়াছিল।

সর্ব্বদা সকল সৎকার্য্যে এবং উপাসনা দ্বারাও দেহে চেতনার বৃদ্ধি ঘটান এবং জড়ত্বের হ্রাস করিবার চেষ্টাই আর্য্যজাতির প্রধান উদ্দেশ্য দেখা যায় ও বুঝা যায়, ইহাকেই তাঁহারা আধ্যাত্মিক বা আত্মোন্নতি বলেন। সাধারণতঃ চৈতন্যের বৃদ্ধিতেই চক্ষু কর্ণাদি সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও শক্তি বাড়ে। স্বজনাদোষে চেতনার ক্ষয় এবং জড়ত্বের বৃদ্ধির আধিক্য ঘটিয়া মনুষ্য তমোগুণে গাছ পাথরও হইতে পারে,

এ কথা পূর্ব্বোক্ত বচনে মহাত্মা মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন এবং ইহা বিজ্ঞানসম্মত। এই সকল বৈজিকবিজ্ঞান বা তত্ত্ব কথা অন্য জাতিরা বিশেষ না বুঝিয়াই স্বজনা বিবাহাদিকে দোষ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দুরাও ঐসকল শাস্ত্র কথা অমান্য করিতে ইচ্ছা করিতেছেন সেজন্যই আমরা এই সকল কথার আলোচনা করিতেছি। বিজ্ঞানজগতে কখনও দলাদলি খাটেনা, যাহা স্বাভাবিক, তাহা সকলেরই মান্য করা উচিত; শ্বেতবর্ণ চূণ হরিদ্রা মিশাইলে লাল রং কেন হয়? ইহার উত্তর স্বভাব, দেহের ইষ্টানিষ্ট সকল জাতির পক্ষেই সমান। যেস্থলে সহবাসে দম্পতীর অনিষ্ট ঘটে সেস্থলে তদুৎপন্ন সন্তানের অনিষ্টও স্বাভাবিকই ঘটে সুতরাং "চাচা আপন চাচী পর চাচীর মেয়ে বে কর।" এরূপ প্রবাদ বা কার্য্য কথা অবৈজ্ঞানিক। সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্ভূত হিন্দু বিবাহপ্রথাই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ এবং প্রশংসনীয় একথা সকলেরই স্বীকার করা উচিত, এসম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। "মাতৃবদেনাং বিভৃয়াৎ" উদ্বাহ তত্ত্ব। দৈবাৎ ভ্রমক্রমেণ যদি স্বজনা কন্যাকে বিবাহ করা ঘটে তবে তাহাকে মাতার ন্যায় ভাবিয়া চিরকাল ভরণ পোষণ করিবে, কদাচিৎ স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার সঙ্গমাদি ঘটিলে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইহাই আর্য্য জাতির শাস্ত্রাদেশ।

বিবাহে সংস্কবিচার বা স্বজনাবিচার সরল ভাষায় হিন্দুসংকর্ম্মমালা পঞ্চম ভাগে লেখা হইয়াছে, ঐসকল কথা এস্থলে দ্রষ্টব্য।

অসপিণ্ডা চ যা মাতু-রসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥
আ সাপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃ মাতৃতঃ।

সম্বন্ধ বিচারে ঐসকল উদাহরণ লিখিত বচনের ফলিতার্থ যাহা তাহারই অনুবাদাদি পঞ্চমভাগে লেখা হইয়াছে। বচনে দ্বিজাতি বলায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও বুঝাইতেছে কিন্তু গোত্রবাচক কেবল ব্রাহ্মণ দেখা যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণ দিগেরই আদি পুরুষ হইতেছেন শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ সেজন্য কেবল ব্রাহ্মণেরই সগোত্রে বিবাহ হইবেনা কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদিগের আদি পুরোহিত ঋষিদিগের নামেই গোত্র সেজন্য উঁহাদের রক্তগত সম্বন্ধ না থাকায় স্বগোত্রা বিবাহে স্বজনা দোষ নাই, তথাপি কায়স্থাদির সগোত্রে বিবাহ না করিবার ব্যবহার ভালো, সম্বন্ধটা দূরবর্ত্তী হয়। স্বজনা কন্যার সহবাসে যেমন দোষ সেই প্রকার সম্বন্ধ দূরবর্ত্তী হইলেই প্রায় সর্ব্বত্র বিবাহে অভিনব মনোবৃত্তি বা নব নব গুণ বিশিষ্ট ও বলশালী সংকর সন্তান জন্মিয়া বংশের উন্নতিও হইতে দেখা যায়, যেমন একই উর্ব্বরা ক্ষেত্রে নূতন নূতন ফসল করিলে শস্যের উন্নতি হয় এবং এক ক্ষেত্রে একই বীজ বারম্বার বপন হইলে পুষ্টিজনক সার রূপ আহার্য্য বস্তুর অভাবে শস্য এবং গাছ ভাল জন্মিতে পারেনা, মনুষ্যাদি জীবসমাজেও প্রায় কতকটা সেইরূপ নিয়ম স্বাভাবিক।

আমরা ঐসকল কারণে অন্যস্থানেও বলিয়াছি এবং এখানেও লিখিতেছি যে এই একাকারের দিনে যে

বর্ণের কন্যা সে বর্ণের বরকে দিয়া জাতিটা ঠিক রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতির উপজাতির ভেদাভেদ এবং কৌলিন্য প্রথা যাহা যাহা শাস্ত্রীয় নহে, সময় বিশেষে গুণের আদর জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল এবং দেশের ভেদেই সময় বিশেষে কতকগুলি মনগড়া উপজাতিরই সৃষ্টি হইয়াছিল, এখন ঐগুলি এক হইলে পাত্রের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে সেজন্য কন্যাপণও কমিবে এবং পূর্ব্বোক্ত নূতন রক্ত সংস্রবাদি কারণে বংশের উন্নতিও হইবে।

ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থ বণিক তন্তুবায় প্রভৃতি সকলেই স্বজাতির সমাজ বাড়াইয়া পাত্রের বৃদ্ধি ও একতা বৃদ্ধি এবং সমাজের উন্নতি সাধন করুন; পৈতা প্রভৃতির বাজে হুজুক ছাড়িয়া প্রকৃত কার্য্য করুন; বৈবাহিক সমাজ বিস্তারে স্বজাতির এবং হিন্দুসমাজের বিশেষ উপকার হইবে। বর্ত্তমান দেশ হিতৈষী যুবকগণ এই কার্য্যটি সর্ব্বাগ্রে করিয়া সমাজের সুপ্রশস্ত ও সরল "উত্থানের পথ" প্রদর্শন করুন; আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি ইহাতে কাহার কখনও কোন দোষ বা পাপ হইবেনা বা হয় নাই বরং কন্যাপণাদি ধ্বংস হইলে কন্যাদের আত্মহত্যাদি উৎকট অনেক পাপ এবং কন্যাদায়ের জন্য কষ্ট এবং দারিদ্র্য হইতে আমরা রক্ষা পাইব।

রক্ষণশীল হিন্দুর দল যাঁহারা কিছু ওলট পালট দেখিলে ভয় করেন তাঁহাদের বলিতেছি, এই যে বহু ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা হীন ও চরিত্র হীন এবং কুকার্য্যেই লীন হইয়াছে, আপনারা এই কুলীনকে কুলিন বলেন কোন্ হিসাবে, অথচ বাটীর পার্শ্বে সন্ধ্যাপূত সুব্রাহ্মণ চরিত্রবান অবস্থাপন্ন স্ববর্ণ বা

স্বজাতীয় সুপাত্র ব্যক্তিকে কন্যা প্রদান করিতে পারেন না এ গুলি কোন শাস্ত্র বা যুক্তি এবং তর্কের মধ্যের কথা কি? কুলাঙ্গার ও সুদরিদ্রকে কন্যা দিয়া কন্যারও নিজের সর্ব্বনাশ করা কি ঘোর ধর্ম্মান্ধতা বা মূর্খতার কার্য্য হইতেছে না। যদি কন্যার প্রতি কিছু মায়া থাকে এবং অর্থসঙ্কট হইতে নিজের বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে তবে স্বজাতীর মধ্যে সুপাত্র পাইলেই কন্যাদান করিবেন। তোমার না থাকিলে কেহ যখন দেয়না বা দেখেনা কন্যা দুঃখ পাইলে অন্যের ক্ষতি নাই তবে কিসের খাতির। ধনী লোকেরা এই পথটিতে প্রথম অগ্রসর হইলে অন্যকে ডাকিতে হইবেনা। জাতির একতায় বরের সংখ্যা বাড়িবে নিশ্চয়, কন্যা দায় সমস্যা নিবারণের জন্য পূর্ব্বলিখিত দ্বির্ব্বিবাহও গর্ভ নিরোধ প্রবন্ধটিও পাঠ করুন; অগ্রে ব্রহ্মণ্য পরেত কৌলন্য দেখিবে। এখন গুণ তোমার কি আছে বা না আছে বুঝিয়া দেখ?

কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
শশিন-তুল্য বংশোঽপি নির্গুণঃ পরিহীয়তে॥

মনুষ্যের ব্রহ্মণ্য সদাচারাদি গুণ না থাকিলে কেবল কুলে বড় হইলে কি ফল হইবে, অন্ততঃ কিছু গুণ থাকাও প্রয়োজন কারণ চন্দ্রবংশের তুল্য বংশ হইলেও নির্গুণ (নির্ধন ও বটে) পুরুষ হীনের ন্যায়ই গণ্য হইয়া থাকে।

বল্লভী মেলের ৺গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান হইয়া আমি কুলিনের নিন্দা করিতেছি না, কুলিন বংশের সুব্রাহ্মণকে আমি প্রণাম করি, এখনও কুলিনের ঘরেই বড় বড় লোক জন্মিতেছেন, মাননীয় ৺রামমোহন রায়, উমেশ চন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায়, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লোকেরা অনেকে প্রায় স্বভাব কুলিন ব্রাহ্মণ। ঘৃত বা আতর পচিলে যেমন বিষ্ঠা অপেক্ষা দুর্গন্ধ হয় এখন সেইরূপ উচ্চবংশে কুলাঙ্গার জন্মিয়া দেশের অবনতি ঘটিতেছে, তাঁহাদিগকে কুলিন বলিয়া সম্মান করাই মূর্খতা, নচেৎ উচ্চ বংশীয় গুণবান্ সৎপাত্রের সমাদর করা সর্ব্বকালেই কর্ত্তব্য। কুলিনের ঘরে কুলাঙ্গার জন্মিবার প্রধান কারণ শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করা। শ্রোত্রিয়েরা পূর্ব্বে প্রায় ভরার কন্যা বা অজাতি বৈষ্ণব কন্যা বিবাহ করিতেন সুতরাং মাতামহ বংশ দুষ্য। এখন যখন "ধনেন কুলং অন্নেন বসতি" তখন অধিকাংশ অব্রাহ্মণের সমাজে আর কুলিনে কন্যা দিয়া মূর্খতা কেন? এখন সর্ব্বাগ্রে সকলেই ভালো বংশের গুণসম্পন্ন কন্যা বা পাত্র পাইলেই সমাদরে লইবেন।

বিভিন্ন সমাজের স্বজাতিদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা একসমাজ ভুক্ত করিবার কথাটা যে আমি অভিনব বলিতেছি তাহা নহে, পূর্ব্বোক্ত হিন্দুস্থানী পঞ্চব্রাহ্মণেরা সুদূর কান্যকুব্জ বা কনৌজ (লক্ষ্ণৌ) হইতে আসিয়া বঙ্গদেশের হীনকর্ম্মা সাতশতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবাহের আদান প্রদান করিয়া একসমাজ ভুক্ত হওয়ায়ত তখনকার দিনে দোষ ঘটে নাই, তবে বাঙ্গালীরা স্ব স্ব জাতির স্বদেশবাসী উপজাতি বাঙ্গালীদিগকে একসমাজ ভুক্ত করিলে কি জন্য এখন দোষের কারণ হইবে, বরং অভিনব রক্ত সংমিশ্রণে পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহ দ্বারা নূতন নূতন মনোবৃত্তি বিশিষ্ট ও সমধিক বলবীর্য্যশালী সন্তানে দেশের উন্নতি হইবে।

পূর্ব্বে পঞ্চব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই পক্ষীয় সন্তানেরা

পরস্পরে বিবাহ করিতেন এবং সাতশতীর কন্যাও তাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রায় সাড়ে তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে বৈষ্ণব কবি নিত্যানন্দ দাস তাঁহার "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যা দান।
রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিয়ে হয়েছে অনেক।
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক॥"

বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় আছে, রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃ সম্বন্ধ। রাঢ়দেশে বাস নিবন্ধন রাঢ়ী এবং বরেন্দ্র ভূমি পদ্মা তীরে বাস জন্য বারেন্দ্র নাম হইয়াছিল, বিশেষ বিবরণ "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" পুস্তকে দেখিবেন। বৈদিকের সহিতও সাতশতী মিশিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে বঙ্গে সাতশত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ থাকায় সাতশতী নাম। অনেকে বলেন, সরস্বতী নদী তীর হইতে সমাগত সারস্বত ব্রাহ্মণের অপভাষা সাতশতী নাম হইয়াছিল। যাহা হউক পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা এদেশে বাস করিয়া ক্রমশঃ সাতশতী দিগের সুন্দরী কন্যা সকল বিবাহ করায় ঐ ব্রাহ্মণের অনেকে রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয়ের মধ্যেই মিশিয়া গিয়াছেন। বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকায় আছে, তৎকালের কোন এদেশীয় রাজা সাতশতী ব্রাহ্মণদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, পঞ্চ ব্রাহ্মণ সন্তানকে কন্যা দান কর, আমি তাঁহাদিগকে গ্রাম দান করিব, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাঁহারা এদেশে বাস করিবেন এবং আমারও কীর্ত্তি অক্ষয়

থাকিবে। রাজাজ্ঞায় প্রদত্ত সেই সকল কন্যাগর্ভে জাত সুপুত্র সকল পিতৃ সদৃশ মহাতেজস্বী ও গুণবান্ হইয়াছিলেন *। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ও পৌরাণিক প্রমাণে আছে, ভারতের বাহিরে পারস্যের উত্তরাংশ হইতে নরওয়ে দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তর পশ্চিম প্রদেশকে শাকদ্বীপ বলিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কুষ্ঠ-গ্রস্ত শাম্ব স্বস্ত্যয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে ঐ দেশ হইতে শাকদ্বীপী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় চাতুর্ব্বর্ণ্যাদিগকে আনয়ন করেন, কালে তাঁহারা এদেশে প্রবল পরাক্রান্ত রাজাও হইয়াছিলেন এবং ভারতীয়দিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রায় ভারতীয় বৈদিক সভ্য আর্য্যজাতির বাস ছিল এবং কালক্রমে তাঁহারা অন্য ধর্ম্ম ও বিকৃত আচার গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং অনাদি সনাতন আর্য্যধর্ম্মই মূল ধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষই সর্ব্ব মানবের আদি বাসস্থান। দ্বিতীয়ভাগে ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

ঐ শক জাতীয় ক্ষত্রিয় রাজার প্রবর্ত্তিত বর্ষকে এখনও শকাব্দা বলিয়া গণনা করা হয়। প্রসিদ্ধ বরাহ মিহির ঐ জাতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ব্রাহ্মণ। বঙ্গে ইঁহারা আচার্য্য বা গণক ব্রাহ্মণ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় মূলে জাতি ঠিক্ রাখিয়া দ্বিজাতি ত্রিবর্ণেরই অনেক প্রকারে অনেক সময় মিশ্রণ হইয়াছিল সুতরাং এক্ষণে

* এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্তু বিপ্রমুখ্যেভ্য এব তে।
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেন্মে কীর্ত্তিরক্ষয়া।
নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ।
তেজস্বিনো গুণবতো দীপো দীপান্তরাৎ যথা॥

পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্বজাতীয় নব নব রক্ত সংমিশ্রণে দোষ না হইয়া গুণ ঘটিয়া বিশেষ উপকারই হইবে। পশ্চিম দেশীয় বা পারস্য তুরস্কের উচ্চ মুসলমান দিগের সহিত বঙ্গীয় মুসলমান মিশিলে মুসলমান সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াও ভারতের মহা উন্নতি হইবে মনে করা যায়।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সেই আদিশূরের সময় সুদূর বাঙ্গালায় আসিয়া অপেক্ষাকৃত হীন ব্রাহ্মণাদি জাতীয়া বাঙ্গালীর মেয়ে বিবাহ করিয়াও কেবল রক্ত সম্বন্ধের দূরত্ব হেতু এবং নূতন উর্ব্বরা দেশের অপর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য প্রচুর খাইয়া ও দেশের জলবায়ুর গুণেও বোধ হয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং বৈদ্য জাতির মধ্যে অনেকে সুস্থকায় দীর্ঘায়ু ও বহু সন্তানের পিতা মাতা হইয়াও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী হইয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহারা অসাধারণ বুদ্ধিমান্ বলিয়াই ভারতে বিখ্যাত আছেন কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে এবং অনাচারে এইবার ক্রমশঃ আমাদিগের হীন হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে, এখনও সদাচার এবং পূর্ণাহার দ্বারা পৈত্রিক পথের অনুসরণ না করিলে এবং নূতন রক্তের সংমিশ্রণ না ঘটিলে পতন অনিবার্য্য। পঞ্চব্রাহ্মণের আদি নিবাসস্থানের অধিবাসী সেই আমাদের কনোজিয়া ভ্রাতারা এক্ষণে কার্য্যগত ও যৌন অনাচারেই বোধ হয় অনেকে অশিক্ষিত স্বল্পবুদ্ধি দ্বারবান্ কিম্বা জমাদার মাত্র হইয়া গিয়াছেন।

নাবিক প্রবর কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর ঐদেশে ইংরাজ জর্ম্মাণ ডাচ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক এবং আদিম অধিবাসীদিগের পরস্পরের যৌন সংশ্রব ঘটায় স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে এখন শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন,

ধনে জনে কর্ম্মশক্তিতে তাঁহাদের এখন রজোগুণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মনে হয় অভিনব রক্ত সংমিশ্রণে এবং নূতন উর্ব্বরা দেশের গুণেই উহাঁদের এই নব জাগরণ কিন্তু ঐ সকল দেশ এখন যেরূপ ঘোর বিলাসী হইয়াছে তাহাতে ঐ দেশও শীঘ্র শীঘ্র তমোগুণে ভারতের ন্যায় অসংযমে জড়ভাবাপন্ন হইবার আশঙ্কা হইতেছে। ঐ সকল জাতি যতই উন্নত হউন আধ্যাত্মিক জগতে কিন্তু তাঁহারা এখনও শিশু।

স্বভাবে মাতৃপক্ষেরই প্রাধান্য।

মাতামহস্য দোষেণ রাবণোঽভূন্নিশাচরঃ।

মাতামহ দোষেই ব্রহ্মর্ষিপুত্র হইয়াও রাক্ষসী গর্ভজাত বলিয়া রাবণ মহাশক্তিশালী ও তেজস্বী রাক্ষসই হইয়াছিলেন, এই প্রবাদ এবং 'নরানাং মাতুলঃ ক্রমঃ।' মনুষ্যগণ প্রায় মাতুলের স্বভাবই প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি প্রবাদের মূল বিজ্ঞান হইতেছে যে, মাতার সহিতই মানবের দেহ ও মনঃপ্রবৃত্তির সম্বন্ধ অনেক অধিক, কারণ মাতৃগর্ভে দশমাস দশদিন থাকিতে হয় এবং স্তন পানাদি জন্যও বহুদিন মাতৃক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে হয়, এবং জ্ঞান সঞ্চারের প্রথম হইতে মাতাই প্রধান শিক্ষয়িত্রী এই সকল কারণে মানবের স্বভাবটি মাতৃপক্ষে অর্থাৎ মাতা এবং মাতামহ ও মাতুলাদির স্বভাবের ন্যায় ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রেও দেখা যাইতেছে, "ত্রীণ্ পিতৃতঃ পঞ্চমাতৃতঃ।" অর্থাৎ রস রক্ত মাংস বসা অস্থি মজ্জা শুক্র এই সাতটি ধাতুর মধ্যে অস্থি মজ্জা শুক্র এই শেষোক্ত তিনটি পিতৃ হইতে এবং অবশিষ্ট পাঁচটি কোমল ধাতু মাতৃ হইতেই উৎপন্ন হয় সুতরাং অধিকাংশ

ধাতু মাতৃ হইতেই জন্মায় দেখা যাইতেছে। অতএব যদি কেহ স্বীয় বংশকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন তবে সুস্থ বলিষ্ঠ ও বিদ্বান্ এবং চরিত্রবান্ লোকের হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গা ও দূরসম্পর্কীয়া কন্যা গ্রহণ করুন; তাহাহইলে নিজের বংশ বা সন্তানেরা বল বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। কন্যার মাতারও কতকটা চরিত্র এবং স্বাস্থ্যের সংবাদ এবং বংশে কোন রোগ আছে কিনা জানিতে পারিলে আরও ভালো হয়, সংক্রামণতাই ইহার কারণ, মাতা ব্যভিচারিণী থাকিলে পুত্র কন্যার লাম্পট্য দোষ ঘটাও প্রায় স্বাভাবিক। তাহার উপর সর্ব্বত্র সুরূপা সুলক্ষণা কন্যা দেখাও উচিত, কেবল সুন্দরী দেখিয়া ভুলিলে চলেনা। নর বা নারী বুদ্ধিমান্ এবং গুণবান্ হইলে কালোতেও তাঁহাদের একটা সৌন্দর্য্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠে। ইতিহাসে বহু বড় লোকের জীবনী দেখিবেন তাঁহারা প্রায় বড় বড় মায়েরই বেটা।

অতিশয় টক বা অম্লরস বিশিষ্ট আম্রেরও সতেজ আটির চারার সহিত উত্তম সুমিষ্ট আম্রের কলম করিলে যখন আম্র সুমিষ্টই জন্মায় প্রায় বীজের গুণ সংক্রামিত হয়না সেইরূপ মানুষ মাতৃকুলের গুণই প্রায় অধিক পাইয়া থাকে। মাতৃ-কুলের দোষেই মহাগুণবান পিতৃবংশের সন্তানও অতি জঘন্য কুলাঙ্গার জন্মিতে দেখা যায়, সেই কারণেই মহাতেজস্বী ঋষির বীজে জন্ম হওয়ায় রাবণ অসাধারণ বল বীর্য্যশালী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু রাক্ষসী মাতার দোষেই তাঁহার স্বভাব প্রচণ্ড দুষ্ট বুদ্ধিতেই পরিণত হইয়াছিল। এজন্য আমরা সুজননীর জন্যই বহুপ্রকার প্রবন্ধাদি লিখিয়াছি, পিতৃদোষ অপেক্ষা মাতৃদোষই

অধিক ক্ষতিকর। ভূমি উর্ব্বরা হইলে বীজবৃক্ষটি রসাকর্ষণে সতেজ হইয়াও কলমের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় অধিকতর রস সঞ্চার করাইয়া সমগ্র গাছটীকেই সুদৃশ্য ও সতেজ করিয়া তুলে এবং সুপ্রসস্ত ফল ফুলও প্রসব করে। অতএব স্বাস্থ্যবতী ও গুণবতী কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া সুশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান্ বরের বিবাহ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, উভয় পক্ষ উত্তম হইলে নির্গুণ সন্তান প্রায় জন্মে না। কেবল পাওনা গণ্ডা এবং সুন্দরী কন্যা দেখিতে গিয়া আসলে ঠকিওনা।

অপর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সম্বন্ধ দূরবর্ত্তি হইলেও বৈবাহিক সমাজ উন্নত হয় এবং স্বভাবটা মাতৃধারায় অধিক যায় তথাপি সর্ব্বত্র বীজের বিশুদ্ধি এবং প্রাধান্যও থাকা প্রয়োজন, বিশেষতঃ কন্যা অপেক্ষা বরের শারীরিক ও মানসিক বলাধিক্য না থাকিলেও সুসন্তান জন্মে না। নিতান্ত দুরবর্ত্তিনী এবং বলাধিক্যা বিধায় পশ্চিমা গাভী দেশীয় ষণ্ডে প্রায় গর্ভিণীই হয় না কিন্তু পশ্চিমা ষণ্ডদ্বারা গর্ভিণী হওয়ায় আমার একটী দুই সের দুগ্ধদাত্রী গাভীর বৎস ছয় সের দুগ্ধ দান করিয়াছিল, এজন্য গোবংশের উন্নতি নিমিত্ত বৃষোৎসর্গেও স্বাধীন ভাবের এবং উন্নত ও সুচিহ্নিত বৃষ বা ষণ্ড পুষিবারই ব্যবস্থা শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত কারণে বিশেষরূপে বিজ্ঞানসম্মত। ষণ্ড ভাল হইলে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য ও দুগ্ধ বাড়ে।

মদ্য মাংস ভোজনে বলিষ্ঠা ও বিরুদ্ধ প্রকৃতির জন্য বোধ হয় মেম বিবাহে অনেক বাঙ্গালীর সন্তান হয় না, কাহার কাহার মাথা খারাপও হয় কিন্তু এদেশীয় মেয়ের গর্ভে সাহেব হইতে বহু ফিরিঙ্গী জন্মায় সুতরাং বীজের প্রাধান্যের প্রতিও

দৃষ্টি রাখিতে হয়, পক্ষীর জঠরাগ্নিতে পক্ক বীজ হইতেও শুষ্ক বৃক্ষ প্রস্তর এবং প্রাসাদের শিরোভাগেও মহাতেজে বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মে।

সর্ব্বত্র দেশকাল পাত্রও দেখিতে হইবে, সমশীতোষ্ণ প্রকৃতি বলিয়া বাঙ্গালাদেশে প্রায় সকল প্রকার গাছ ও শস্য জন্মে, অবশ্য ফলের তারতম্য ঘটে কিন্তু পাটনার মাটী মহা উর্ব্বরা হইলেও তথায় নারিকেল বৃক্ষত জন্মেনা। পশ্চিমা ব্রাহ্মণ কনোজিয়া এবং মৈথিলী যাঁহারা বহুকাল বাঙ্গালায় থাকিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পুত্র কন্যার বৈবাহিক আদান প্রদানে বংশের উন্নতি হইতে পারে। ভাষা ও আচার ব্যবহারের অধিক পার্থক্য থাকাও বড়ই অসুবিধা, সুতরাং বিবাহে কতকটা (সমআবেষ্টনী বিশিষ্ট বলিয়া) একদেশবাসী হওয়াও এখন উচিত।

বিবাহে বর ও কন্যার বংশের ভাব ভাষাদি এবং আচার ব্যবহার ক্ষুদ্র আবেষ্টনী মধ্যে দীর্ঘকাল থাকিলেও জড়তাজন্মে সেজন্য স্বজাতির মধ্যে পৃথক সম্প্রদায়ের সহিত রক্ত পরিবর্ত্তনের জন্য সময় বিশেষে বৈবাহিক মিলন বিশেষ প্রয়োজন অনুভব হয়, একথা পরেও বলিয়াছি।

আমাদের এই সকল কথা লিখিবার অপর উদ্দেশ্য, যখন অসবর্ণা বিবাহের জন্য দেশের অনেক যুবক প্রলুব্ধভাবে প্রধাবিত হইতেছেন, তখন একটা নূতন পথ পাইলে তাঁহাদের মনের বেগধারা সবর্ণা কন্যার দিকেই যাইয়া ঐ অবৈধ ভাবের মনোবেগ কিছু খর্ব্ব হইতে পারে, ইহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্ষতি নাই বরং অদম্য পণপ্রথা কমিয়া কুমারীকুলের আত্মহত্যা

কমিয়া যাইয়া যথেষ্ট লাভ হওয়ায় হিন্দুর উত্থানেরপথে বৈজ্ঞিক উন্নতিতেও ইহা মন্দের ভালোই হইয়া দাঁড়াইবে এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে অধিকলোকের বৈবাহিক আত্মীয়তায় স্বাস্থ্য ও মনোভাবের একতা হইয়া দলপুষ্টি ও সমাজশক্তি বৃদ্ধি হইয়া যাইবে, তাহার ফলে গৃহযুদ্ধ বা দলাদলি কমিলে সকলেই গণশক্তি দ্বারা দেশের কার্য্য কায় মনো বাক্যে করিতে পারিবেন, মনের মিলে তখন অর্থ সামর্থ্যের অভাব হইবে না। প্রত্যেক জাতির সমাজের দলপতিরা স্বদল লইয়া সেনাপতির ন্যায় তখন সকল সৎকার্য্যই করিতে পারিবেন। বৈবাহিক সমাজ বিস্তারের বিশেষ কথা ক্রমশঃ পরেও বলিব।

বর কন্যার সাধারণ নির্ব্বাচন।

পূর্ব্বোক্ত স্বজনা দোষাদি বর্জিত স্বজাতীয় বর কন্যার রূপ গুণাদি ঘটকাদির নিকট হইতে যথাসম্ভব অগ্রে জানিয়া শুনিয়া বিবাহ প্রস্তাব সমর্থন যোগ্য বুঝিলে, সর্ব্বাগ্রে কোষ্ঠী থাকিলে রাশি, গণ ও বর্ণাদি মিলন হইল কিনা দেখিবে। মিলন দেখার পরে, বর কন্যার রূপ গুণ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চাক্ষুষভাবে দেখা শুনা না হওয়া পর্য্যন্ত পাকা কথা বলা বা কাহাকে বিশেষ আশ্বাস দেওয়া উচিত নহে, কারণ পাঁচটা দেখিয়া শুনিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল সম্বন্ধটাই গ্রাহ্য করিতে হইবে। নিম্নলিখিত শাস্ত্র বিধানমতে বর কন্যা নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

লক্ষ্মীচরিত্রে ও নীতিশাস্ত্রে সাধারণ মনুষ্যের কতকগুলি গুণ ও দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, এই গুণ গুলির আদর করা এবং যথাসম্ভব দোষীকে ত্যাগ করা প্রথমতঃ সকলেরই কর্ত্তব্য

এবং বর কন্যা নির্ব্বাচনের সময় এই সকল গুণ কিছু কিছু বা অধিক পাওয়া যায় কিনা দেখা কর্ত্তব্য, প্রমাণ বচনগুলি সকল এখানে দেওয়া হইল না ভাবার্থ দেওয়া গেল।

সত্যবাক্য কথন, শৌচ বা সদাচার এবং ত্যাগ এই তিনটিই মানবের মহাগুণ ইহা এবং ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বজীবে দয়া থাকিলে তাঁহার লক্ষ্মী ও ভাগ্য সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে।

স্নান করিতে দশ বার মিনিট সময় অতিবাহিত এবং ভোজনে যাঁহার অতি বিলম্ব না হয়। যিনি নগ্ন পরপুরুষ বা পরস্ত্রীকে দেখেন না। যাঁহারা সর্ব্বদা পরোপকারী, অহঙ্কার শূন্য এবং সকল পাড়া প্রতিবাসীদিগকে ভালো বাসেন এবং প্রতিবাসীরাও যাহাদিগকে ভালোবাসেন, এবং যাঁহারা বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে সেবা ও সন্মান করেন, প্রিয়দর্শী, মিষ্টভাষী ও দীর্ঘ-সূত্রতা বর্জ্জিত এবং সংযতচিত্ত ও মিতাচারী সেই পুরুষ বা নারী শীঘ্রই সুখ সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

যাহারা উদ্দেশ্য শূন্য হইয়া কার্য্য করে এবং নিজের মতিস্থির রাখিতে পারেনা, ব্যভিচার রত, অনাচারী, কুটিল, পরনিন্দুক, অহঙ্কারীও যাঁহারা কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করে, দন্ত বা দৈহিক মল পরিষ্কার করেনা, বহু আহার করে (পেটুক) নিষ্ঠুর বাক্য-ভাষী বা দুর্ম্মুখ, সূর্য্যের উদয় বা অস্তকালে যাহারা নিদ্রা যায় এই সকল নরনারীকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন এবং তাঁহারা দুর্ভাগ্যভাগীও হইয়া থাকেন, বিবাহের কোনরূপ প্রস্তাবও এই সকল লোকের সহিত হওয়া উচিত নহে।

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদ-স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ॥

পশুপক্ষী সংহার জন্য হিংসায় আশক্ত বা অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি কিম্বা দিবানিদ্রায় প্রশক্ত, পরিবাদ (কলঙ্কে) ভয় করেনা, প্রায় সর্ব্বদা নারীতে অত্যাশক্ত বা মাদকসেবনে আশক্ত অথবা গীত বাদ্যে সর্ব্বদা প্রশক্ত এবং বৃথা ভ্রমণে রত, এ গুলির নাম ব্যসন দোষ, কোন নরনারী এই সকল ব্যসনের কোন একটিতেও বিশেষ আশক্ত কিনা জানিয়া বর বা কন্যা নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন।

রতিশাস্ত্রে শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্বজাতীয় চারি প্রকার পুরুষের পদ্মিনী, চিত্রাণি, সঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চারিজাতীয়া নারীর যথাক্রমে মিলনের কথা বলিয়াছেন, পদ্মিনীর গাত্রে পদ্মগন্ধ, অন্যাস্ত্রীতে সুগন্ধ কিন্তু হস্তিনীগাত্রে ক্ষার গন্ধ থাকে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ বটতলার 'রতিশাস্ত্র' নামক পুস্তকে আছে. তাহার সারাংশ এখানে লিখিলাম, আমাদের পুস্তকে যে উত্তমা ও অধমা কন্যার কথা লেখা হইয়াছে, উহারও আংশিক দোষগুণ দেখিয়া গুণাধিক্যা মধ্যমা কন্যাও নির্ব্বাচন করিতে হয়, পরে, যাহার যেমন ভাগ্য সেইরূপই মিলিয়া থাকে, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক বহু ব্যাপার দৈবায়ত্ত হইলেও সকল কার্য্যেই পুরুষকার দ্বারা ভাল মন্দ বিচারের চেষ্টা করা প্রয়োজন কারণ স্ত্রী জীবনসঙ্গিনী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী যাহার ভালো মন্দ চিরজীবনই ভোগ করিতে হইবে। রতিশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য দম্পতীর কুল শীলবর্ণও দেহাদি তুল্য ভাবের না হইলে তুল্যকামা না হওয়াতে রতিকার্য্যে সুখী হওয়া যায় না এবং সুসন্তানেরও জন্ম লাভ ঘটে না, এজন্য সকল কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধান থাকা আবশ্যক, ইহাই রতিশাস্ত্রে দেখান হইয়াছে।

"যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।"

যে যাহার যোগ্য বা যোগ্যা তাহার সহিতই তাহার যোজনা করিতে হয় অর্থাৎ দীর্ঘদেহ পুরুষের সহিত হ্রস্বকায়া নারীর কিম্বা স্থূলাঙ্গিনী নারীর সহিত কৃশদেহ পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত নহে, সুন্দর পুরুষের কৃষ্ণবর্ণা কদাকারা স্ত্রী বিবাহ করা কিম্বা সুন্দরী নারীর কৃষ্ণবর্ণ বর হওয়াও বিধেয় নহে। ঐ সকল দোষ অধিক ঘটিলে দম্পতীর তুল্য কাম বা অনুরাগ হয় না। দেহের ন্যায় বয়সের নিতান্ত পার্থক্য হইলেও তুল্য বল তুল্যকাম না হওয়ায় দম্পতীর রতিও পরিতৃপ্তি জনক হয় না এবং সন্তানও ভাল হয় না, সেস্থলে প্রায় কুসন্তানই জন্মিয়া থাকে। বালাস্ত্রীর বৃদ্ধপতি সঙ্গমের ন্যায় রতিকার্য্য অতি বিরক্তিজনক হওয়ায় প্রায়শঃ স্থান বিশেষে নারীগণের ভ্রষ্টা হইবারও আশঙ্কা ঘটে, রতিশাস্ত্রের ইহাই প্রকৃত ও প্রধান অভিপ্রায়।

এই বর কিম্বা কন্যা নির্ব্বাচন তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন দ্বারা হওয়াই প্রয়োজন, কারণ ক্ষুধার্ত্ত বালকের আহার্য্য প্রাপ্তি ঘটিলে যেমন তাহার পক্ষে আহার্য্য বস্তুর দোষগুণ বিচার করার অবসর প্রায় ঘটে না, সেইরূপ অভুক্তকাম নব্য যুবক যুবতীর সকাম দর্শনে রূপজমোহে উভয়েই হটাৎ মুগ্ধ হইয়া যাওয়ায় কেহ কাহারও দোষানুসন্ধান করিতে পারেনা. যেহেতু "যৌবনে কুক্কুরী রম্যা" যৌবনকালে কুককুরীরাও রমণীয় দৃশ্যা হইয়া থাকে। আত্মীয় অভিভাবক দ্বারা একপ্রকারে কন্যা নির্ব্বাচন শেষ প্রায় হইয়া গেলে তৎপরে, বয়স্থ বর যদি কন্যাকে একাকী দেখিতে যান তথায় ফল মন্দ না হইতে পারে, সাধারণতঃ এই সকল কথার বিচার দেশ কালপাত্র বুঝিয়া করা প্রয়োজন।

বিবাহে বর-নির্ণয়।

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বৃত্তং পিতা ধনং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্ন-মিতরে জনাঃ॥

পণ্ডিতেরা বলেন, বিবাহে কন্যা তাহার বরের সুন্দর রূপ, কন্যার মাতা জামাতার চরিত্র অর্থাৎ মাতাল দাঁতাল না হয়, মেয়েকে কষ্ট না দেয় এবং পিতা ধনসম্পদ, জ্ঞাতিবর্গ সৎকুল বা উচ্চবংশের বরকেই আত্ম গৌরবের জন্য ইচ্ছুক হয়েন এবং অন্য সাধারণ লোক প্রায় মিষ্টান্ন লুচী সন্দেশ ভোজনাদি ইচ্ছাই করিয়া থাকেন।

কুলঞ্চ বিত্তঞ্চ সনাথতা চ,
বিদ্যা চরিত্রঞ্চ বপুর্বয়শ্চ।
এতানি সপ্তৈব গুণানি বীক্ষ্য,
দেয়া ততো ভাগ্য বশাত্তু কন্যা॥

কুল বা জাতি গৌরব, ধন, গোষ্ঠী অর্থাৎ পরিজনবর্গ, বিদ্যা, চরিত্র, সুস্থদেহ এবং বয়স, বরের পক্ষে এই সাতটি গুণের যতদূর পাওয়া যায় দেখিবে। তথাপি কন্যার ভাগ্যের উপর ভাল মন্দ নির্ভর রাখিয়া কন্যা দান করিবে। কারণ "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষঃ।" যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষঃ কিং কুলে ধনেন বা। বিদ্যা বা পৌরুষে কিছু হয় না ভাগ্যই প্রধান এবং বরের যদি বিশেষ দোষ থাকে তবে কেবল তাহার ধনে বা কুলে কি ফল হইবে।

উৎসাহ সম্পন্ন-মদীর্ঘসূত্রং।
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বশক্তং।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদঞ্চ।
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি বিলাস হেতুঃ॥

যে পুরুষ সকল কার্য্যে উৎসাহ সম্পন্ন কোন কার্য্যে দীর্ঘসূত্রতা যাহার নাই, যিনি বহু প্রকার কার্য্য জানেন পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার ব্যসনেই আসক্ত নহেন. কর্ম্মে দৌর্ব্বল্য নাই এবং কৃতজ্ঞ ও যাঁহার সহিত বহু লোকের সৌহৃদ্য দৃঢ়তর থাকে সেই পুরুষের নিকট লক্ষ্মী বিলাস বাসনায় উপযাচক হইয়াও প্রাপ্ত হয়েন। বরের এই সকল গুণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

স্থিরোপায়ো হি পুরুষঃ স্থির-শ্রীরেব জায়তে।
রক্ষিতুং নৈব শক্নোতি চপল-শ্চপলাং শ্রিয়ং॥ স্মৃতিঃ

যে পুরুষের উপায় বা কর্ম্মচেষ্টা স্থির থাকে তাঁহার নিকট লক্ষ্মীও স্থিরা হইয়া থাকেন চঞ্চল পুরুষ অর্থাৎ যিনি অস্থির প্রকৃতি বা আজ একটা কাল একটা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তিনি কখন প্রায় চপলা স্বভাবা লক্ষ্মীকে স্থিরা রাখিতে পারেন না। যিনি জীবনের যে কোন সময়ে যে কার্য্য শিখিবেন তাহাকে আয়ত্ত করিয়া এবং সে কার্য্যকে চিরদিন বজায় রাখিয়া (পণ্ডশ্রম বা বৃথা না করিয়া) অপর কার্য্যও করিতে পারেন। তাঁহাকে স্থিরোপায় বা স্থিরবুদ্ধি সুনিপুণ মানুষ বলে, তাঁহাকে লক্ষ্মী কখন প্রায় ত্যাগ করেন না। কিন্তু চঞ্চলের সহিত চঞ্চলার মিলন স্বাভাবিক ভাবে প্রায় স্থির থাকিতেই পারে না। বরের পক্ষে

এই দোষ গুণ বিশেষ দেখা উচিত। কোন ব্যবসাদার বলিয়াছিল "ব্যবসা মৎস্য ধরার ন্যায়" অর্থাৎ যে ব্যক্তি চার করিয়া ঐকান্তিক ভাবে বসিয়া থাকে সে একদিন বড় মৎস্য ধরিবেই কিন্তু অধৈর্য্য ব্যক্তি একটা মাছও ধরিতে পারেনা সুতরাং চঞ্চলতা মানুষের বিশেষ দোষ। এবং এক নিষ্ঠতাই মহাগুণ শাস্ত্র বলেন "নিপুণেষু বিত্তং" সুনিপুণ ও একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিরই নিশ্চয় লক্ষ্মীলাভ ঘটিয়া থাকে।

কন্যা নির্ব্বাচন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দারাঃ সংপ্রাপ্তি হেতবঃ।
পরীক্ষাস্তে প্রযত্নেন পূর্ব্বমেব করগ্রহাৎ॥

সংসারে যখন একমাত্র ভার্য্যাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রধান উপায় স্বরূপ অর্থাৎ ভাগ্যক্রমে যাঁহার সুলক্ষণা ও প্রেমময়ী পত্নী মিলিয়াছে তাঁহার চতুর্ব্বর্গ লাভই ঘটিতে পারে, সেই কারণ বিবাহের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে বিবাহযোগ্যা কন্যার যথাসাধ্য সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

পদ্মিনীর লক্ষণ।

কুবলয় দলকান্তিঃ কাপি চাম্পেয় গৌরী।
ধবলকুসুমবাসো বল্লভা পদ্মিনী স্যাৎ॥

পদ্মপত্রের ন্যায় মসৃণ ও কৃষ্ণাভাবিশিষ্ট বর্ণ বা কান্তি কিম্বা চম্পক পুষ্পের ন্যায় গৌর বর্ণের আভা যাঁহার এবং যিনি শ্বেত পুষ্পের ন্যায় উজ্জল শুক্লবস্ত্র পরীধীনা এবং সর্ব্বজনপ্রিয়া প্রিয়দর্শনা এই উভয় বর্ণের নারীকেই পদ্মিনী বলে।

শীতে সুখোষ্ণা চার্ব্বঙ্গী গ্রীষ্মে যা চ সুশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা (ন্যাগ্রোধ পরিমণ্ডলা) সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।

যে যুবতী শীতকালে সুখোষ্ণদেহা এবং যিনি গ্রীষ্মে সুশীতলা, যাঁহার মনোহর সুগঠন অবয়ব এবং যিনি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জল বর্ণের প্রভাবিশিষ্টা কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণাভবর্ণ বিশিষ্টা এবং যাঁহার নিতম্ব (পাছা) বটবৃক্ষের কাণ্ডমূলের ন্যায় সুবিস্তৃতা তাঁহাকেই শ্যামাস্ত্রী বলে।

কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামাস্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং॥

চাণক্যঃ।

কূপ (পাতকুয়া বা ইদারা) জল, বটবৃক্ষের ছায়া ও শ্যামাস্ত্রী এবং ইষ্টকালয় ইহাদের গুণ হইতেছে এই যে, শীতকালে ঐসকল বস্তু সুখোষ্ণভাব এবং ঐসকল বস্তুই গ্রীষ্মকালে সুশীতলরূপে অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং শ্যামা স্ত্রীই সর্ব্বত্র বিশেষ আদরণীয়া। উঁহাদের মধ্যে কতকটা পদ্মিনী বা চিত্রাণি লক্ষণাক্রান্তা হইলে ভাল হয়, অভাবে শঙ্খিনী নারীও গ্রাহ্য।

দ্রৌপদী পদ্মপত্রের ন্যায় উজ্জল কৃষ্ণাভ বর্ণা কিম্বা নব দূর্ব্বাদলশ্যাম প্রভা বিশিষ্টা নয়নাভিরামা থাকিয়া পদ্মিনী লক্ষণাক্রান্তা ছিলেন। সুন্দরী নারীর আদর্শ স্থানীয়া বলিয়া তাঁহারই রূপ বর্ণনা এখানে দেখান যাইতেছে। উঁহার দুই

চারিটি প্রকার লক্ষণাক্রান্তা নারীই এক্ষণে বিশেষ সুন্দরী মধ্যে গণ্যা হইয়া থাকেন।

সুন্দরী নারীর বা দ্রৌপদীর লক্ষণ।

নোচ্চগুল্‌ফা সংহতোরু-স্ত্রিগম্ভীরা ষড়ুন্নতা।
রক্তা পঞ্চসু রক্তেসু হংস গদগদ ভাষিণী॥
সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণী পয়োধরা।
তেন তৈনৈব সম্পন্না কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী॥
অরাল পক্ষ্মনয়না বিম্বৌষ্ঠী তনুমধ্যমা।
কম্বুগ্রীবা গূঢ়াশিরাঃ পূর্ণচন্দ্র নিভাননা॥

বিরাট পর্ব্বঃ।

যাঁহার পদগ্রন্থী (গাঁইট) অনুচ্চ বা মিলিত, উরুদ্বয় মসৃণ এবং সংলগ্ন প্রায়, যাঁহার নাভিদেশ, কণ্ঠস্বর এবং স্বভাব এই তিনটিই গম্ভীর, যাঁহার অক্ষী কুক্ষী মুখমণ্ডল (চোয়াল) নাসিকা পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষ (বা নিতম্ব) ছয়টি স্থান উন্নত., যাঁহার নখ জিহ্বা ওষ্ঠদ্বয় করতল ও পদতল এই পঞ্চ স্থান রক্তাভ অর্থাৎ গোলাপী লাল, যিনি কোকিল কণ্ঠা কিম্বা হংসবৎ গদগদ ভাষিণী যাঁহার কেশ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, যাঁহার স্তনযুগল স্থুল ও উন্নত (পদ্মকোরকের ন্যায়) এবং মিলিত প্রায়, যাঁহার দেহ নাতি হ্রস্ব নাতি দীর্ঘ নাতি স্থুল নাতি কৃশ অর্থাৎ কাশ্মীর (বা বর্ম্মা) দেশীয়

তুরঙ্গমীর (টাট্টু-ঘোড়ার) ন্যায় পরিপুষ্টা (গোলগাল) মধ্যমাকার। যাঁহার দেহের কোন শিরাই দেখা যায়না এবং গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় তিনটি রেখা সমন্বিত, (যাঁহার নাভির উর্দ্ধ ও নিম্নে ত্রিবলী বা তিনটি থর থাকে) যাঁহার নেত্রদ্বয় পদ্মপাপড়ীর ন্যায় বিশাল এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল মুখ শোভা., যিনি বিম্বৌষ্ঠী যাঁহার বর্ণ পদ্মপত্র বা নবদূর্ব্বাদল শ্যামা এবং দেহ হইতে যাঁহার পদ্মগন্ধ নির্গত হয়। এই নারীকে পদ্মিনী বলে। বিরাটপর্ব্বে দ্রৌপদীর এইপ্রকার অনুপম রূপ বর্ণনা আছে। ইহার কিয়দংশ রূপ গুণ কোন নারীতে থাকিলেও তিনি সুলক্ষণা ও সুন্দরী এবং আদরণীয়া হয়েন।

পদ্মিনীর অভাবে চিত্রাণি ও শঙ্খিনী নারীও সুন্দরী বলিয়া গণ্যা হয়েন কিন্তু যে যাহার যোগ্যা তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হয়; পূর্ব্বোক্ত প্রকার জাতির কতকটা মিলন হইলে প্রেম জন্মিয়া কুৎসিৎকেও সুন্দর দেখায় এবং দোষও গুণে পরিণত হয়. সেজন্য প্রবাদ বা কথায় বলে, " যার সঙ্গে মজে মন কিবা হাড়ী কিবা ডোম।" খর্ব্বকেশা স্থূলাদেহা বৃহৎস্তন-নিতম্বা রক্তনয়না স্থূলৌষ্ঠী ভীষণদর্শনা হস্তিনী নারীর পক্ষে বৃহৎপুংস্ত সুদীর্ঘকায় অশ্বজাতীয় পুরুষ ব্যতীত ঐ দম্পতীর দেহ মনের মিলন না হওয়ায় ঐ স্ত্রী প্রায় বশীভূতা থাকেনা। কথায় বলে যেমন হাঁড়ী তাহার তেমনী সরা চাই। পুনশ্চ রাজার রাণীও যে আদরের কানার কানীও সেই প্রকার প্রাণপ্রিয়া হইয়া থাকেন। বিশ্বনিয়ন্তা এই প্রকারে জগতের সর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আসিতেছেন। আশ্চর্যের বিষয় চিরদিন সকলেই সুন্দর খুজে

কিন্তু কেবল কাল কুৎসিত বলিয়াই যে কোন নর নারী প্রায় অবিবাহিত থাকে না বা তাঁহাদের মন মালিন্যও ত বিশেষ দেখা যায়না।

শ্যামা সুকেশী তনুলোমরাজী,
সুভ্রুঃ সুশীলা সুগতিঃ সুদন্তাঃ।
বেদীবিমধ্যা যদিপঙ্কজাক্ষী,
কুলেঽপি হীনা বিবাহনীয়া॥ জোতিষতত্ত্ব।

শ্যামা তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা অথবা পদ্মপত্রাভ শ্যাম বর্ণা, সুকেশী অর্থাৎ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ এবং ঘণ ঘোর কৃষ্ণ ও বক্র কেশগুচ্ছ, যাঁহার সুসূক্ষ্মলোমশ্রেণী সমাযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ধনুকাকার বক্র এবং মিলিতপ্রায় ভ্রূযুগল, সৎ ও শান্ত স্বভাবা, হংস বা হস্তিনীর ন্যায় সুন্দরগতি, সুন্দর ও সমান দাড়ীম বীজবৎ ঘণ দন্তপংক্তি, বেদী বোলতা পোকা বা সিংহের ন্যায় ক্ষীণ কটিদেশ যাঁহার এবং পদ্ম পাপড়ীর ন্যায় দীর্ঘায়ত লোচনা। এরূপ কন্যা হীন কুলজাতা হইলেও সাদরে বিবাহ যোগ্যা

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং, হংসবারণ গামিনীং।
তনুলোম কেশদন্তাং, মৃদঙ্গী-মুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥

যাঁহার অঙ্গ বিকল নহে, নামটি শান্ত সৌম্য ভাব, যাঁহার হংস বা হস্তিনীর ন্যায় মৃদু মন্দ গমন দেহের লোম মস্তকের কেশ এবং দন্ত সূক্ষ্ম, যাঁহার অবয়ব অতিকোমল (বা মোলায়েম) এইরূপ স্ত্রীকে সাদরে বিবাহ করিবে।

ধন্যা পিতৃমুখী কন্যা ধন্যো মাতৃমুখঃ পুমান্।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে, যে কন্যার মুখশ্রী তাহার পিতার মুখের সাদৃশ্য হয় সেই কন্যা ধন্যা অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী হয় এবং যে পুত্রের মুখশ্রী তাহার মাতার মুখাবয়বের সমান হয় সেই পুত্র বা পুরুষও ধন্য অর্থাৎ সৌভাগ্যবান্ হইবে।

শ্যামা মৃগাক্ষী কৃশমধ্যভাগা,
সুভ্রূঃ সুকেশী সুগতিঃ সুশীলা।
গম্ভীর নাভিঃ সমদন্তপংক্তিঃ,
তস্যাং স্ত্রিয়াং নিত্যমহং বসামি॥ লক্ষ্মীঃ

শ্যামা, হরিণলোচনা, কৃশোদরী, সুন্দর ভ্রুযুগল ও কেশ যাঁহার এবং গতি ও স্বভাব যাঁহার সুন্দর, নাভি গম্ভীর এবং সমান দন্তপংক্তি যাঁহার সেই স্ত্রীতে আমি লক্ষ্মী নিয়ত বাস করিয়া থাকি।

শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র চোজ্জ্বলা।
বাসো নিষ্কলহো যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং॥ লক্ষ্মীঃ

যে গৃহে শুক্লবর্ণ পারাবত বাস করে, যে গৃহে গৃহিণী উজ্জ্বলা অর্থাৎ গৌরাঙ্গী বা কৃষ্ণবর্ণা যাহাই হউন অতি কমনীয়া ও কান্তিমতী. যাহাকে লক্ষ্মীশ্রীবলে এবং কলহশূন্য যে ভবন তথায় আমি (লক্ষ্মী) বাস করি। অতএব বাটীতে যাহাতে কোনরূপ কলহ 'বা কলহের কারণ না হয় সেই চেষ্টা করাই গৃহস্থের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

যথোপদিষ্টা গুরুভক্তি শীলা।
ভর্ত্তুর্বচো নাক্রমতে চ নিত্যং।
নিত্যঞ্চ ভুংক্তে পতিভুক্তশেষং।
তস্যাং স্ত্রিয়াং নিত্যমহং বসামি॥ লক্ষ্মীঃ

যে স্ত্রী পতির বা গুরুজনের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করেন, এবং গুরুভক্তিশীলা, যে স্ত্রী পতির বাক্য প্রায় লঙ্ঘন করে না এবং পতির ভুক্তাবশিষ্ট (প্রসাদ স্বরূপে) অতি যত্নে ভোজন করেন, লক্ষ্মী তথায় বাস করেন। কন্যা কালেই ইহা শিক্ষণীয়।

দুর্লক্ষণা কন্যা।

ক্ষীণ বা দীর্ঘ হস্তপদ যাহার এবং কাকের ন্যায় জঙ্ঘা যাহার এবং দীর্ঘদন্তা কিম্বা বিরলদন্তা, বাচালা কিম্বা অট্টহাস্যযুক্তা, কর্কশাঙ্গী, মহোদরী এবং নির্লজ্জা বা ক্রুদ্ধস্বভাবা, বিকৃতমনা, খর্ব্বকেশা ও আচারহীনা নারীকে কুলক্ষণা বলে।

নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা,
স্যাদ্দুঃশীলা শ্যাব-লোলেক্ষণা চ।
কূপৌ যস্যাঃ গণ্ডয়োঃ সস্মিত-যোনিঃ,
সন্দিগ্ধা বন্ধকীং তাং বদন্তি॥ জ্যোতিষতত্ত্ব

যাহার চক্ষু টেরা বা পিঙ্গলা অর্থাৎ ঈষৎ রক্তাভ-হরিদ্রা অথবা কপিল অর্থাৎ ধূমলবর্ণা কিম্বা অতি চঞ্চলা, যাহার গণ্ডদ্বয়ে কূপ বা গর্ত্তের ন্যায় দেখায়, যাহার যোনিদেশ অপ্রশস্ত ও মিলিত

প্রায়, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ বা অবিশ্বাসী তাহাকে পণ্ডিতেরা বন্ধ্যা বা বোঁজো বলিয়া বিবেচনা করেন। যাহার অঙ্গুলি সমন্বিত সমগ্র পদ বা পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূমি সংলগ্ন না হয় তাহাকে খড়মপেয়ে বা দুর্লক্ষণা বলে।

ধৃষ্টা কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী লোম্না
সমাকীর্ণ সমান (পাদাঙ্গ) যষ্টিঃ।
মধ্যে চ পুষ্টা যদি রাজকন্যা
কুলেঽপি যোগ্যা ন বিবাহনীয়া॥

ধৃষ্টা দুর্দ্ধর্ষা বা লজ্জাহীনা, কুদন্তা বা কুৎসিত দন্তা, পিঙ্গল-নয়না, যাহার দেহযষ্টি সমান বা লোমসমাকীর্ণা অথবা পদযষ্টিতে বহুলোম থাকে, যাহার কটি মধ্যস্থল স্থূলা এরূপ কুরূপা নারী যোগ্য ঘরের হইলে কিম্বা রাজকন্যা হইলেও বিবাহযোগ্যা নহে।

জ্যোতিষতত্ত্ব ধৃত উক্ত বচনাদিতে যাঁহারা কুলক্ষণা সেই কন্যা গুলির দোষ গুণ বিশেষভাবে যথাসম্ভব নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য, দুর্লক্ষণা ও বিশেষ কুদৃশ্যা নারী বিবাহে সর্ব্বথা পরিত্যজ্যা।

যশো বিমুক্তা পিশুন-স্বভাবা
নির্লজ্জরাগা বহুভাষিণী চ।
নিদ্রাভিভূতা কলহপ্রিয়া চ
তা-মঙ্গনাং প্রেতমুখীং ত্যজামি॥ লক্ষ্মীঃ।

যে নারী সুযশ শূন্যা, খলস্বভাবা, যাহার অনুরাগ নির্লজ্জাভাব

(বেহায়া) যে অত্যন্ত বাচালা, অত্যন্ত নিদ্রাশক্তা এবং বিবাদপ্রিয়া, প্রেতমুখী সেই নারীকে আমি (লক্ষ্মী) ত্যাগ করি।

প্রকীর্ণভাণ্ডা-মনবেক্ষ কারিণীং,
সদা চ ভর্ত্তুঃ প্রতিকুল বাদিনীং।
পরস্য বেশ্মাভিরতা-মলজ্জা-
মেবং বিধাং স্ত্রীং পরিবর্জয়ামি॥

গৃহের ব্যবহার্য্য ঘটী বাটী প্রভৃতি পাত্র সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকিলেও যে তাহা দেখে না বা উঠায় না এবং সর্ব্বদা পতির বিপক্ষেই নিন্দা করিয়া বেড়ায় যে পরের বাটীতে থাকিতে (পাড়াবেড়ানী) ভালবাসে এবং নির্লজ্জা স্বভাবা (বেহায়া) সেই স্ত্রীকে আমি (লক্ষ্মী) ত্যাগ করি।

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচালাং ন পিঙ্গলাং॥

মনুঃ

কপিলবর্ণা, পিঙ্গলবর্ণা, অলোমা বা অতিলোমা, অতি বাচালা কিম্বা অঙ্গুলি প্রভৃতি যে কোন অধিক অঙ্গবিশিষ্টা অথবা রোগিণী কন্যা ইহাদিগকে বিবাহ করিবে না।

বর ও কন্যার পিতা মাতার যক্ষ্মা শূল বাত প্রভৃতি কঠিন রোগ সন্তান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে কিনা এবং কন্যার মাতার বা মাতামহী পিতামহীর ব্যভিচার দোষ ছিল কিনা ইত্যাদি সন্ধান লওয়াও বিশেষ উচিত।

সুসন্তান লাভোপায়।

বিবাহের আবশ্যকতা এবং সংসারে পতিপত্নীর কর্ত্তব্য বা যে প্রকার সদাচরণ শিক্ষা করিতে হয় এবং সদ্ব্যবহারে থাকিতে হয়; তাহা ও সতীধর্ম্ম প্রভৃতি প্রবন্ধ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপ আচরণে থাকিয়া সৎপুত্রোৎপাদন করা যায় এবং বিবাহিত দম্পতীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালনই বা কিরূপে সম্ভবপর করা যাইতে পারে. তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং।

পুত্রের নিমিত্তই ভার্য্যা ইহাই আর্য্যজাতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সম্ভোগাদি গৌণকার্য্য কিন্তু এখন পাশ্চাত্য সমাজে যেন সন্তান না হইলেই ভাল হয় কিম্বা সন্তান ভাল মন্দ হওয়ার বিষয়ে তাঁহাদের কোন প্রয়োজন বোধই নাই। আর্য্যেরা বলেন, শ্রাদ্ধ পিণ্ডের জন্য এবং পরকালের ও পরবর্ত্তী কালের জন্যই সুপুত্র জননের বিশেষ আবশ্যকতা কারণ মানুষ যতকাল বাঁচিয়া থাকে তাবৎকাল নিজের কৃত কর্ম্মদ্বারা ইহ পরকালের ব্যবস্থা নিজেই সে অনেকটা স্বেচ্ছামত করিতে পারে, মৃত্যুর পর অসীম অনন্ত পরকালের মঙ্গলের জন্য এবং অসমাপ্ত বা অবশিষ্ট ঐহিক কর্ম্মের কর্ত্তব্য ভার পরবর্ত্তী বংশের উপরেই নির্ভর করিতে হয়।

সুসন্তানেরা বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা ও কীর্ত্তি কলাপ রক্ষা

এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের পরকালেরও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা পিতৃপিতামহের কষ্টার্জ্জিত ধনের সদ্ব্যবহার করিলেই পিতৃলোকের এবং এই জীবজগতেরও বহু উপকার সাধন হইতে পারে। (শ্রাদ্ধ ও পরলোকতত্ত্ব, প্রবন্ধ তৃতীয় ভাগ সৎকর্ম্মমালায় দ্রষ্টব্য)। সুসন্তান হইতে পৌত্র দৌহিত্রাদি সৎবংশের সৃষ্টি হইয়াও নিজবংশের এবং জগতের সকলেরই উপকার হয়। আত্মার বা আপনার সহিত নিকট সম্বন্ধ থাকিলে তাঁহাকেই আত্মীয় বলে তন্মধ্যে পুত্রই প্রধান। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ তেন জায়া বিদুর্ব্বুধাঃ।" পতির আত্মাই পত্নীগর্ভে শুক্রকীট স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া মাতার রসরক্তে পরিপুষ্ট হয়, তৎপরে পুত্ররূপে জন্মায় সেজন্য পত্নীকে (জননস্থান বা) জায়া বলে।

সুসন্তান ভগীরথ দ্বারা সগরবংশ উদ্ধার হইয়াও পতিতপাবনী গঙ্গার জন্য অদ্যাপি কতজীব উদ্ধার হইতেছে, সেজন্য সুসন্তান জন্মাইবার নিমিত্তই মুনি ঋষিরা নিষ্কাম এবং মুমুক্ষু হইয়াও বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতেন এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য আদর্শরূপে উহা পালন করিয়া দেখাইতেন এবং তাঁহারা শাস্ত্রমুখে বুঝাইয়াছেন, আর্য্যজাতির দাম্পত্য ধর্ম্ম কেবল কাম চরিতার্থ মূলক পশুধর্ম্ম নহে, ছাগল গরুর ন্যায় পালে পালে জীব জন্মাইতে পারিলেই হইবে না, যাহাতে মানুষের মত মানুষ বা দেবতুল্য সাত্ত্বিক মানুষ জন্মায় সেজন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং।" পুত্র, যশ এবং স্বকৃত জলাশয়ের জল উত্তম হওয়া বিশেষ পুণ্যেরই লক্ষণ।

রঘুবংশে আছে, সস্ত্রীক দিলীপ রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বংশরক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন শত্রুবিহীন রাজা ও রাণীর নির্ব্বিঘ্ন ভোগ বিলাসের আতিশয্যে বন্ধ্যাত্বদোষে উৎপাদিকা শক্তিটি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেজন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা উভয়ে হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমার নন্দিনী নাম্নী গরুটির সেবা কর। আদেশমত রাজা রীতিমত গোচারণ করাইতে লাগিলেন এবং রাণী সুদক্ষিণাও গরুর ঘাস খড় জল আহরণ এবং গোশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সংযতাহার হইয়া ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গোষ্ঠে পলাল শয্যায় নিশাকালে শয়ন করিতেন।

মহাভোগী প্রবল প্রতাপ সম্রাট এবং তাঁহার পত্নী সম্রাজ্ঞীর পক্ষে এইরূপ কঠোর নিয়ম পালন এবং আহার সংযম ও গুরুতর পরিশ্রমের ফলে কিছু কালের মধ্যেই তাঁহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন হওয়ায় বন্ধ্যাত্বদোষ বিনষ্ট হইয়াছিল, তখন ধেনুরূপিণী প্রকৃতি বা ধেনু প্রসন্ন হইয়াছিলেন ও তাঁহাদিগকে পুত্রলাভের বর দিয়াছিলেন এবং গুরুদেব ও তাঁহাদিগকে বাটীতে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে উক্ত দম্পতীর কষ্টসাধ্য সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানাদি কার্য্য ফলে ত্রিভুবনের অধীশ্বর ইন্দ্রের বজ্রবিজয়ী মহাত্মা রঘু রাজার জন্ম হইয়াছিল।

এই উপাখ্যান দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বল বীর্য্যশালী সুপুত্র জন্মাইতে হইলে মিতাচারী সুসংযমী পিতা মাতা হওয়া প্রয়োজন। সাবিত্রীর উপাখ্যানেও দেখা যায় যে, তাঁহার পিতা মাতা কঠোর সংযমে দীর্ঘকাল বিশেষ নিয়মাদি পালন করিয়াছিলেন, সেজন্য

সাবিত্রীর তেজঃ প্রদীপ্ত প্রতিভায় কঠোর প্রকৃতির যমও মুগ্ধ এবং হতবুদ্ধি প্রায় হইয়াছিলেন, সাবিত্রী দেবী সত্যবানের জীবন লাভ এবং আপনার শতপুত্র লাভ প্রভৃতি বর কঠিন হৃদয় যমের নিকট হইতেও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়ম-মাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

মহাভারত।

সুসন্তান উৎপাদনের জন্ম সাবিত্রীর পিতা কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি যথাকালে নিয়মিত আহার করিতেন এবং ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন. অর্থাৎ সংযতভাবে বিশেষ চেষ্টা করায় সাবিত্রীর স্থায় সুরূপা ও তেজস্বিনী এবং বহু গুণবতী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতের যখন সুসময় ছিল তখন বীর পুত্রের স্থায় বীরকন্যাও এদেশে জন্মিতেন। পতিপার্শ্বে সুখশয্যায় শয়ান থাকিয়াও সুভদ্রা দেবী যুদ্ধক্ষেত্রেরই ব্যূহরচনা ও ব্যূহভেদেরই গল্প শুনিয়া পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। উক্ত দেবী রথচালনার কৌশলে বিপুল যাদব সৈন্য মধ্য হইতে নিঃসহায় পতি অর্জ্জুনকে অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে পারিয়াছিলেন।

সেই বীর দম্পতীর সন্তান বলিয়াই বালক অভিমন্যু বীর দ্রোণাদির ন্যায় দুর্জয় সপ্তরথীকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং "নরানাং মাতুলক্রমঃ" এই কথার সার্থকতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপযুক্ত ভাগিনেয় বলিয়া এবং যদুবংশের উপযুক্ত দৌহিত্র বলিয়া চিরপরিচিত হইয়া রহিয়া-

ছেন। পিতৃকুল ও মাতৃকুল বড় থাকিলে কিরূপ শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্মায় মহাত্মা বালক অভিমন্যু তাহার সুদৃষ্টান্ত স্থল। দেব বা মনুষ্যভাবাপন্ন ব্যক্তির সন্তান দেব বা মনুষ্যই জন্মায় এবং ছাগবৃত্তি মানুষের সন্তান ছাগল বা ছাগস্বভাবই জন্মায়। অতএব সুসন্তানের জন্য মিতাচার প্রয়োজন।

মানব মিতাচারী হইলেই বশীভূত কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি তাহার সুখ সমৃদ্ধির কারণ হয় অর্থাৎ বশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা দীর্ঘ জীবন কামভোগ এবং উত্তম স্বাস্থ্যলাভও মনুষ্যত্বের উন্নতি এবং সুসন্তানাদি লাভ সহজে করা যায়।

মিতাচারিতার গুণে শাস্ত্রমতে সন্তানোৎপাদন করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা পূর্ব্বক যোগ ও ভোগ একত্র করা যায় এজন্য আকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালন অপেক্ষা এই প্রকার বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য পালন অনেক সহজ ও সুখসাধ্য হয় এবং ইহাতে সমাজেরও বহু মঙ্গল সাধন হইয়া থাকে। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব প্রভৃতি বহু মুনিগণ এইরূপে বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যপালনের আদর্শ স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন। মহামুনি বশিষ্ঠদেব যিনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বক্তা ও মহাজ্ঞানী এবং মহাশক্তিশালী পুরুষ তিনি অরুন্ধতী নাম্নী এক পত্নীতেই শতপুত্র উৎপাদন করিয়াও তাঁহার কাম-ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বর্গ বশীভূত থাকায় তাঁহার নাম বশিষ্ঠ (বশ ইষ্ঠ) হইয়াছিল। পুরাণে বর্ণিত শতপুত্র হন্তা বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা করায় এবং আত্মমুণ্ড আহুতী দিতে কাতর না হওয়াতে অক্রোধ বলিয়াও তাঁহার বশিষ্ঠ নাম সার্থক হইয়াছিল। ব্যাস-দেবও পরস্ত্রীতে অনাসক্তভাবে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্মদাতা হইয়াও জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও মহর্ষিত্ব ঠিক রাখিয়াছিলেন।

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী এই পঞ্চ কন্যা সুস্পষ্ট দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্গিনী হইয়াও সতী শিরোমণি এবং স্মরণে মহাপাতক নাশিনী বলিয়া জগতে কথিতা হইয়াছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যো হি বৈ কামেঁন কামান্
কাময়তে স কামী ভবতি,
যো হি বৈ ত্বকামেন কামান্
কাময়তে স অকামী ভবতি। উপনিষদ।

যে ব্যক্তি কামনার বশে আসক্ত ভাবে (পুনঃ পুনঃ ভোগেচ্ছার নামই আশক্তি) অর্থাৎ বারম্বার ভোগেচ্ছায় কামসেবা করেন তাঁহাকেই কামী বলে কিন্তু যে ব্যক্তি অকাম অনাশক্ত ভাবে কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই দুই একবার মাত্র কামসেবা করেন তাঁহাকে অকামীই বলা যায়। উপনিষদের এই প্রমাণে বুঝা যায় যে, উপরি লিখিত নর নারীরা অকাম বা অনাশক্তভাবে কামসেবা করাতেই সতী শ্রেষ্ঠ নাম রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন ও উৎকৃষ্টতম সুসন্তানেরও জন্মদাতা হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে জিতেন্দ্রিয় নামও রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দৈহিক ভোগ কামনা শূন্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রেরণায় কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন সেজন্য পাপ পুণ্যে লিপ্ত হয়েন নাই। এই প্রকার কথা এবং নিষ্কামভাব শ্রী ভগবান গীতায় বহুপ্রকারে বুঝাইয়াছেন এবং সেই উপদেশ মতে মহাত্মা অর্জ্জুন ভারত যুদ্ধে অসংখ্য জীবহত্যা এবং নরহত্যা করিয়াও পাপী না হইয়া বরং মহাযশস্বী হওয়ায় পরকালে স্বর্গলাভই করিয়াছিলেন।

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

গীতা

আশক্তি ও ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাদৃশ (অর্থাৎ আশক্তি ও ফল কামনা) ত্যাগকেই সাত্ত্বিক ও নিষ্কাম ত্যাগ বলে।

"মনঃ কৃতং কৃতং কর্ম্ম শারীরকৃত-মকৃতং।"

শ্রীশ্রীভাগবতেও বলিয়াছেন, মন দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম তাহাকেই কর্ম্ম বলে, কেবল শরীর দ্বারা কৃত কর্ম্মকে অকৃত কর্ম্মই বলা যায় অর্থাৎ অনাশক্ত ভাবে কৃত কর্ম্ম দ্বারা পাপ বা পুণ্য জন্মে না।

তারা মন্দোদরী মানবেতর জাতীয় (বানর ও রাক্ষস) ধর্ম্মে ও অনাশক্ত কামে। যুগোচিত কালধর্ম্মের জন্য পঞ্চ স্বামীতেও অনাশক্তভাবে সুনিয়মিত কামভোগে এবং বনবাসকালীন দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য পালনে দ্রৌপদী দেবী এবং পতির আজ্ঞায় ও যুগকাল ধর্ম্মে সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য মধ্যে অনাশক্তভাবে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করিয়াও কুন্তি দেবী শ্রেষ্ঠ সতী মধ্যে গণ্যা হইয়াছিলেন। অহল্যা দেবী ছলনায় পতিভ্রমে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হওয়ায় নিরপরাধিনী এবং কঠোর দণ্ড ভোগকারিণী বলিয়া শ্রেষ্ঠ সতী গণ্যা হইয়াছিলেন। ইহাঁদের প্রধান গুণ হইতেছে ইহাঁরা ঈশ্বর জানিতা অনাশক্তা ও অসাধারণ ভক্তিমতী এবং মহাতেজস্বিনী সুতরাং "তেজিয়সাং ন দোষায়" একথাতেও, উক্ত দেবীদিগের মধ্যে সামান্য দোষ অগ্রাহ্য বলা যায়।

ঐ প্রকার কেবল সত্য রক্ষার জন্যই স্বেচ্ছাক্রমে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং রাজত্ব ত্যাগ করিতে সক্ষম হওয়ায় মহারাজ নল ও যুধিষ্ঠির এবং জনার্দ্দন নামক কোন ব্রাহ্মণ বা রামচন্দ্র মহাত্যাগী বলিয়াই পুণ্যশ্লোক নামে গণ্য হইয়াছিলেন এবং প্রায় আজীবন পতিভোগ-বঞ্চিতা ও বহুদুঃখ কষ্ট ভোগকারিণী হইয়াও অসাধারণ পতিভক্তি পরায়ণা বলিয়া পতিব্রতা বৈদেহী বা সীতা পুণ্যশ্লোকা নামে জগতে চির পরিচিতা হইয়া রহিয়াছেন। অতএব কাম বা কামনায় অনাশক্তি এবং মহাত্যাগী হইতে পারিলেই মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

এখানে একটি কথা আমরা বলিতে পারি, যে সকল নারী দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া বলাৎকার দ্বারা উপভুক্তা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা প্রায় অনেকেই অকাম অনিচ্ছায় যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সতীত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। এস্থলে তাঁহারা সমাজচক্ষে নিন্দিতা হইলেও সাধারণ পতিতা নারীদিগের ন্যায় কখন অনাদরণীয়া হইতে পারেন না। পূর্ব্বকথিতা নারীরা অকামা অনাশক্তা বলিয়াই যদি সতীসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়া থাকেন তাহা হইলে বর্ত্তমান সমাজের অপহৃতা বা ধর্ষিতা অকামা নারীরা ঘৃণার্হা বা পরিত্যজ্যা হইবেন কেন; শাস্ত্রীয় যথাবিধি ব্রত দানাদি অনুষ্ঠান করাইয়া এবং বৈধ গঙ্গাস্নান করাইয়া গ্রহণ প্রয়োজন। ইহাঁদিগকে সমাজে গ্রহণ করিলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে, তবে মাসাধিক কাল সংসর্গ ঘটিলে তথায় গ্রহণ না করিয়া ভরণ পোষণের ব্যবস্থা থাকিলেই হইবে। উক্ত পতিতারা ত্যাগের পথে থাকিয়া সন্ন্যাসিনীর ন্যায় আত্মোন্নতি এবং পরোপকারে জীবন যাপন করিবেন। মূল পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠায় বিশেষ

প্রায়শ্চিত্তাদির কথা লেখা হইয়াছে। "রজসা শুদ্ধ্যতে নারী নদী বেগেন শুদ্ধতি" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় কথায় মাস মধ্যে গ্রহণে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে।

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ গীতা

নিয়মিত অর্থাৎ প্রত্যহ যথাসময় এবং এক নিয়মে অনাশক্ত ভাবে সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার, ঐরূপ অনাশক্তভাবে শাস্ত্রবিধি অনুসারে কেবল ঋতুকালে পরিমিত বিহার অর্থাৎ স্ত্রী সম্ভোগ করা, কর্ম্মক্ষেত্রে ধীর ও স্থির ভাবে আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করা, যথাসময়ে (ঘণ্টা ধরিয়া) নিয়মিত নিদ্রা যাওয়া এবং নিয়মিত সময় জাগ্রত থাকা, এইরূপ সুনিয়ম পালন বা মিতাচার স্বভাব-বিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান্ বলিষ্ঠ ব্যক্তির যোগ বা সংসার ভোগ (পরম সুখের বা) দুঃখ নিবারকই হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীভগবান্ গীতায় অনাশক্ত পরিমিত ভোগের কথা যাহা উপদেশ করিয়াছেন সেই মিতাচারের পথই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া প্রায় সর্ব্ব কার্য্যেই সকলেরই মিতাচারী হইয়া চলা উচিত, ইহাই সার উপদেশ। এই উপদেশে বুঝা যাইতেছে যে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে পরিমিত স্ত্রী সহবাস করিয়াও যোগীদিগের যোগের ব্যাঘাত ঘটে নাই এবং ব্রহ্মচারী নাম রক্ষাও হইয়াছে সেজন্য বিবাহিত বহু মুনি ঋষিরা এবং রাজর্ষিরা এই পথে চলিতেন

মোক্ষে ধীর্জ্ঞান-মন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্প-শাস্ত্রয়োঃ।
অমরঃ।

মোক্ষবিষয়ক যে বুদ্ধি তাহাকেই জ্ঞান বলে তদ্ব্যতীত শিল্প

জ্ঞান এবং অন্যান্য নানাবিধ শাস্ত্র জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভষ্মসাৎ কুরুতে তথা।" ঐ মোক্ষ বিষয়ক বিমল সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হইলেই বা ঐ জ্ঞান যাহাঁর হৃদয়ে প্রচুর তিনিই যোগী হইয়া থাকেন. যিনি যোগী তাঁহার ক্ষমতাও অলৌকিক হয়, তাঁহাদের জ্ঞানাগ্নিদ্বারা পাপ পুণ্যের ফলাফলও নষ্ট হয় অর্থাৎ উহা ভোগ করিতে হয় না, সেইজন্য ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মুনি ঋষিদের কার্য্য অলৌকিক বলিয়া উহা দ্বারা তাঁহাদের পাপ পুণ্য ভোগ ঘটে নাই। ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করায় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা ও কার্য্য অলৌকিক হইয়াছিল. এজন্য শ্রীশ্রীগীতা বলিয়াছেন,—

"তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন" হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও; বর্ত্তমান কালে আমরা পাশ্চাত্যের ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বিজ্ঞানকেই চরম জ্ঞান মনে করিতেছি এবং পাশবিক বলকেই শ্রেষ্ঠ বল ভাবিতেছি কিন্তু আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনকে পশু ধর্ম্ম বলে। পূর্ব্বোক্ত মোক্ষ ধর্ম্মে বা জ্ঞানেই মানবের বিশেষত্ব এ জ্ঞান অন্য জীবে নাই। এসকল কথা জাতিতত্ত্বে বিস্তারিত বলিব। যাঁহারা সুমেরু কুমেরু দেখিতে এবং হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে উঠিতে গিয়া দলে দলে মরিতে পারেন সেই রজোগুণ প্রধান সাহেবদিগের কিছু দোষ থাকিলেও দেশ কাল পাত্র ভেদে উহা বিশেষ দোষ গণ্য করা যায় না, আমাদের পক্ষে দোষের বিষয় তাঁহাদের খাদ্য বা নেশা ব্যভিচারের নকল করিতে গেলেই দেশ কাল পাত্র হিসাবে ভীরু দুর্ব্বল প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণেও সর্ব্বনাশ ঘটে।

দেশ কাল পাত্র বিশেষে অসম্ভবও সম্ভব হয়। যে মরণের ভয়ে জীবকুল সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, তপঃ প্রভাবে ভারতে অশ্বত্থামা বলি

ব্যাস প্রভৃতি অনেকে সেই মরণকেও অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু ভীষ্মদেবের ন্যায় কেহই মরণকে ইচ্ছাধীন করিতে পারেন নাই। ভীষ্মদেব প্রায় তিন মাস শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া উত্তরায়ণ শুক্লপক্ষ দেখিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাযোগ সাধনার ন্যায় আকুমার ব্রহ্মচর্য্যের ফলেই ভীষ্মের এই ইচ্ছামৃত্যুর দাবী পূরণ হইয়াছিল। দেহে সামান্য একটি কণ্টক বিদ্ধ থাকিলে মানুষের নিদ্রা হয় না কিন্তু ভীষ্মের নিদ্রা স্থান হইয়াছিল শরশয্যা। স্থানান্তরে বলিয়াছি যে, মাদ্রাজী যোগী তীব্রবিষ ও কাঁচ টুকরা খাইয়াছিলেন, কাঁচে তাঁহার গলা কাটে নাই সুতরাং "ভীষ্মের শরশয্যা" গল্প কথা নহে। অতএব দেশ কাল পাত্র ভেদে দোষ গুণ, খাদ্যাখাদ্য ও পাপ পুণ্যাদির বিচার করা ও বুঝা উচিত।

ওষধিভ্যোঽন্নং অন্নাদ্রেতঃরেতসঃ পুরুষঃ,
পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। উপনিষদ।

উদ্ভিজ্জ বা ওষধি হইতে চাউল ডাউল প্রভৃতি অন্নের উৎপত্তি হয়, সেই অন্ন ভক্ষণেরই পরিণতিতে শুক্র জন্মায় সেই শুক্র বা শুক্রকীট হইতে পুরুষ বা মানব জন্মায় সুতরাং মনুষ্য অন্নেরই প্রতিমূর্ত্তি। অতএব বিশুদ্ধ শুক্র শোণিতের উৎপত্তি পবিত্র অন্নাদি ভোজন দ্বারা আহার শুদ্ধিতেই হয়, তাহারই সুসংযোগে সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেজন্য আহারীয় বস্তুকে মহাপবিত্র এবং লোভনীয় ভাবিয়া ও তন্মনস্ক হইয়া ভোজন করিবে। শাস্ত্রে আছে, দম্পতী দুগ্ধপক (চরু) অন্ন খাইয়া সন্তানোৎপাদন করিলে চতুর্ব্বেদজ্ঞ সন্তান জন্মিবে। তিলোদন খাইলে ত্রিবেদজ্ঞ,

মাংসোদনে (পলান্ন ভোজনে) সুবলিষ্ঠ সন্তান জন্মিবে, ইত্যাদি কথায় বিশুদ্ধ আহারই দম্পতীর পক্ষে সুসন্তান লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বুঝা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলিয়াছেন,—

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে।
তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি,
যো মধ্যম-স্তন্মাসং যোঽণিষ্ঠ-স্তন্মনঃ॥

ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নিতে পরিপাক হইয়া যেটি স্থূল অংশ তাহা বিষ্ঠারূপে এবং যাহা মধ্যম অংশ তাহা মাংসাদি অর্থাৎ সপ্তধাতুরূপে এবং যাহা অবশিষ্ট সূক্ষ্ম সারাংশ তাহা মনের পোষণ বা মনেরই গঠন করে।

শাস্ত্রান্তরে আছে, সাত্ত্বিক সারাংশে মন এবং রাজসিক সারাংশে ইন্দ্রিয়বর্গ ও তামসিক সারাংশে অহঙ্কারের (আমিত্ব জ্ঞানের) উদ্ভব হইয়া থাকে। কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় বর্গ আবার মন হইতেই উদ্ভব সেজন্য কামের একটি নাম মনসিজ।

আহার্য্য বস্তুর মধ্যে হবিষ্যান্ন দ্রব্য এবং যাহাতে শ্বেতসার অধিক আছে অর্থাৎ দুগ্ধ ঘৃত শ্বেত আতপ তণ্ডুল ফল মূলাদি সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজনে দেহে যে রস রক্তাদি জন্মে তদুৎপন্ন শুক্রে সুন্দর বর্ণ কান্তি বিশিষ্ট সৎবুদ্ধি সম্পন্ন সাত্ত্বিকভাবের মানুষ জন্মায়। রজোগুণ বর্দ্ধক শাস্ত্রবিহিত মাংস ও তীক্ষ্ণ কটু অম্লাদি বস্তু ভোজনে মধ্যম বর্ণকান্তি উগ্র স্বভাব এবং অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও রাজসিক ভাবাপন্ন মানুষ জন্মিতে পারে। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ" ইত্যাদি কথা অন্যস্থানেও বলিয়াছি।

তামসিক মদ্যাদি পানে এবং নিষিদ্ধ মাংস ও বাসী পচা বা উচ্ছিষ্ট বস্তু ও অপবিত্র অন্ন বা অখাদ্য বস্তু ভোজনে ক্রুর স্বভাব কুদৃশ্য ও পাপীষ্ঠ সন্তানই জন্মিয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সাত্ত্বিকভাবকে দেবভাব, রাজসিকভাবকে মনুষ্যভাব এবং তামসিকভাবকে পশুভাব বলে।

অতএব দেবতা মনুষ্য এবং পশু ভাবের মানুষ জন্মান দম্পতীর তাৎকালিক প্রবৃত্তি এবং খাদ্যাখাদ্য দ্বারা এবং পূর্ব্ব পশ্চাৎ লিখিত তিথি নক্ষত্র বা সাময়িক কারণ সমূহ দ্বারা পিতা মাতারই ইচ্ছাকৃত যত্ন চেষ্টায় হইতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাল্যকাল হইতে উত্তেজক পুষ্টিকর আহারে শীঘ্র যৌবন বিকাশ হয় সেজন্য ধনী সন্তানেরা অকালে যৌবন ও বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যুকে লাভ করে "যত শীঘ্র বিকাশ তত শীঘ্র বিনাশ।" ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম দেখা যায়।

পূর্ব্বোক্ত পদ্মিনী বা চিত্রাণি নারীর গর্ভে শশক বা মৃগজাতীয় ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ পুরুষ দ্বারা দেশ কাল পাত্রাদি যাহা পূর্ব্বাপর বর্ণনা করিয়াছি সেই সকল শুভ বা সুপ্রশস্ত হইলেই উত্তম সন্তান জন্মে। যেমন উত্তম ঘৃত তণ্ডুল এবং মসলা সমাযোগে পাকশাস্ত্র বিধান মতে সুশিক্ষিত পাচক দ্বারা পাক করাইলে উত্তম সুস্বাদু পলান্ন বা সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি জন্মায়। যেরূপ শীত ঋতুর প্রথমে পরিষ্কার আকাশ ও সুশীতল বায়ুর দিনে সতেজ মধ্যবয়স্ক খর্জ্জুর গাছের রস সুপরিষ্কৃত ভাণ্ডে সংগ্রহ করিয়া কাষ্ঠ তৃণাদির জালে গুড় প্রস্তুত হইলেই উত্তম সুগন্ধ ও দানাদার নলিয়ান গুড় হয়, সেইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে সুসংযোগ হইলেই সুপুত্র লাভ নিশ্চয় করা যায়।

"কালাতীতা বৃথা ভবেৎ।"

কাল অতীত হইয়া গেলে সন্ধ্যা প্রভৃতি কার্য্য বিফল প্রায় হয়। দৈবাৎ কালে সন্ধ্যার বাদ হইলে "গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।" প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশবার সন্ধ্যা প্রকরণে কথিত গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা আচরণ করিবে।

শাস্ত্রীয় এই সকল বিধান বা শাসনে বুঝা যায় যে, আর্য্য জাতি যখন মানুষ ছিলেন তখন উপাসনাদি সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ভাবে তাঁহারা সময়ের সদ্ ব্যবহার করিতেন বা সময়ের মূল্য কতদূর বুঝিতেন। মিতাচারী অনাশক্ত ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ব্যতীত অন্য সকলে এরূপভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেই পারে না এবং এইরূপ সময়ের সদ্ব্যবহার যাহারা না করে বা না জানে তাহারা পৃথিবীতে উন্নতিও করিতে পারেনা। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে অনেকে ঘড়ী ধরিয়া কথা কহেন সেজন্য তাঁহারা উন্নত এবং ঐ বিষয়েই আমাদের গুরুস্থানীয়। আমরা এখন কুড়েমীর জন্যই উপাসনা ছাড়িয়াছি, যাঁহারা এখনও উপাসনা করেন তাঁহারাও প্রায় বিনা প্রায়শ্চিত্তে একদিনও উহা পারেন না, সহজে কি আমাদের লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে।

কুতর্ক। বশিষ্ঠ দেব শাপে বেশ্যা পুত্র হইয়াছিলেন, ব্যাস-দেব কৈবর্ত্তের পালিতা কন্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের ঔরসে স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশীর গর্ভে শকুন্তলার জন্ম তাঁহার গর্ভেই রাজা ভরতের জন্ম যাঁহার নামে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে, যিনি চন্দ্রবংশের রাজাদের পূর্ব্ব পুরুষ। পূর্ব্বে বহু ধার্ম্মিক লোকেরও রক্ষিতা ছিল ইত্যাদি অনেক প্রকার কথার বাজে উত্তরে পুঁথি বাড়াইয়া কি হইবে, তবে কিছু বলিতেছি,—কিছুদিন পূর্ব্বে

সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, ডাক্তার রমণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সম্মুখে একজন দাক্ষিণাত্য হটযোগী তীব্র বিষ এবং কাঁচ টুকরা অনেক খাইয়াও পরিপাক বা নিঃসরণ করিতে পারিয়াছিলেন সুতরাং অসাধারণ ও অস্বাভাবিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কথা সাধারণের পক্ষে প্রয়োগ হয় না সেজন্ত শাস্ত্র বলেন "তেজীয়সাং ন দোষায়।" মহর্ষি বেদব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতির জন্ম সংকল্প প্রভবান্বিত অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে উহা জগতের হিতার্থে প্রয়োজন হইয়াছিল। "দেবতার বেলা লীলা খেলা পাপ লিখেছেন মানসের বেলা।" একথাটি বড়ই সত্য কারণ দেবতুল্য শক্তিশালী ব্যক্তিগণ যাঁহাদের ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে ক্ষণকাল মধ্যে ভরতমাতা শকুন্তলার ন্যায় কন্যা এবং নদীর পুলিনেই দ্বৈপায়নের ন্যায় লোক জন্মিতে পারে, তাঁহাদের সহিত কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ সাধারণ মানবের তুলনাই হয় না সুতরাং সাধারণ জীব আমাদের ন্যায় মানুষের হিতের জন্যই যত প্রকার বিধি বিধান গঠনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আইন প্রজার জন্যই রাজার জন্য প্রায় উহা ব্যবহার হয় না।

যেমন বিশুদ্ধ রসে নলিয়ান গুড় হয় সেইরূপ ওলা বা ঘোলা রসে ঝোলা গুড় হয়, অর্থাৎ উহাতে দানা বাঁধে না। ঐ ওলা রস পচিলে তাহা দ্বারা যে গুড় হয় তাহা অম্ল বা টক রস আস্বাদ ও হয়, সেই প্রকার বিশুদ্ধকুলে সুসংযত সৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির ঔরসে সংযতা সতীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান প্রায় সচ্চরিত্র এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হয় এবং যে নারীর দেহের রস বা রক্তাদি ধাতু ব্যভিচারে ওলা বা পাঁচমিশালি জন্য বিকৃত বা ঘোলা হইয়া

গিয়াছে সেই নারীর গর্ভজাত সন্তান প্রায় অসচ্চরিত্র ও হীন হয় এবং ঐ সন্তান আধ্যাত্মিক জ্ঞানী বা সুবুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ উত্তম দানাদার মানুষ হয় না, বেশ্যাপুত্রদিগের মাথা প্রায় ঘোলাই হইয়া থাকে সেজন্য উহারা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ জগতের অনিষ্টকারী ও দুষ্ট স্বভাবও হইয়া থাকে এবং চিটাগুড়ের ন্যায় কুকার্য্যে নাছোড় বান্দা হইয়া থাকে। বেশ্যা পুত্রেরা সেজন্য কোন দেশে প্রায় ভালো হয়না।

ইতি পূর্ব্বে বিবাহের বয়স নির্ণয় এবং সুলক্ষণ সুলক্ষণা বর কন্যার এবং মাতামহ কুলের কথা ও দূর সম্পর্কীয় সদ্বংশের সহিত বিবাহের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির কথা যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সেই সকল সদাচরণ দ্বারা দম্পতীর দেহ ও মনের উন্নতি এবং পবিত্রতা বজায় থাকিবে ও সুস্থদেহে তাঁহাদের দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা এবং সম্ভোগসুখে দীর্ঘকাল সুস্থদেহে পরিতৃপ্তি থাকাও সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা করা হইবে এবং সৎপুত্রের-উৎপত্তি হইবে। এই প্রকারে সুপুত্রের জন্মদান দ্বারা ধারাবাহিক রূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া সদ্বংশের সৃষ্টি হইতে থাকিলে অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যেই ভারতে সুবুদ্ধিজীবী এবং সর্ব্বগুণ সম্পন্ন আর্য্যবংশের পুনরভ্যুদয় হইবার আশা করা যায়। কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রায় বৃদ্ধ বয়সে বাঙ্গালায় বিবাহ করিয়া বিখ্যাত বহু সন্তানের জনক হইয়াছিলেন এবং সম্ভোগ সুখেরও পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া-ছিলেন কেবল সদাচার ও মিতাচারিতার গুণে। পঞ্চ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিরা অনাচারেই প্রায় এখন দ্বারবান্। মানবের জন্মগত উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি বলা যায়, তাহার উপর অনুশীলনে বা শিক্ষা দীক্ষাতেই গুণের কেবল উৎকর্ষই হইয়া থাকে, যেমন মূলে

ইস্পাৎ না থাকিলে কেবল পুনঃ পুনঃ শানে ঘর্ষণ করিলে ঐ অস্ত্রে ধার হয় না। সুতরাং যথাসম্ভব সদ্‌ভাবে থাকিয়া শাস্ত্রীয় বিধানে সুপুত্র জন্মদানের চেষ্টা করুন; পরে শিক্ষা দীক্ষা ঐ সন্তানের সহজে সফল হইবে; জন্ম ভাল হইলেই কর্ম্ম ভালো হওয়া প্রায় স্বাভাবিক ঘটে।

দুই চারি পুরুষ ক্রমে পিতৃকুল ও মাতামহ কুল সদাচারী ও পণ্ডিত থাকিলে ঐবংশীয় মানুষ সুশিক্ষা ও সদাচারে অধিকতর পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপে এদেশে শিল্পীকুলেরও ক্রমশঃ বিশেষ উন্নতির চেষ্টা হইয়াছিল। শুনিয়াছি এক বণিকের চারি পুত্র ব্যবসায় ভেদে কাঁসারি, শাঁখারী, স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক এই চারিটি পৃথক জাতি হওয়ায় পরস্পর বিবাহাদি হয় না, তাহাতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষায় ব্যবসায়ে প্রত্যেকেরই উন্নতি হইয়াছিল।

অতএব এখনও চেষ্টা করিলে বোধ হয় তিন চারি পুরুষে পূর্ব্ববৎ উত্তম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জন্মান যায়। গুণের উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছাতেই এদেশে কৌলিন্য প্রথায় বৈবাহিক বিধানেরও বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল।

অসবর্ণা বিবাহের কুফল দেখিয়াই কলিতে উহা নিষেধ হইয়াছিল, কারণ কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় লোকেরা ক্রমশঃ শক্তিহীন ও তেজহীন হওয়াতে নীচ সংসর্গ দোষ তাঁহাদের অসহ্য হওয়ায় গুণের ব্যতিক্রমে ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছিল এজন্য উহা শাস্ত্রীয় নিষেধ হইয়াছে।

শুনিয়াছি,—ঘোড়দৌড় বা রেসের ঘোড়া প্রস্তুত করিবার ইংরাজি পুস্তকে লিখিত আছে, তিন চারি পুরুষ পূর্ব্বে যে ঘোটক

এবং ঘোটকী ঘণ্টায় চারি মাইল যাইত তাহাদের সংযোগে উৎপন্ন শিক্ষিত ঘোটক ঘণ্টায় ছয় মাইল যাইতে শিখিল এবং যত্ন ও শিক্ষায় শিক্ষিত ঐ তৃতীয় বংশীয় ঘোটক ঘোটকী জাত ঘোটক ঘণ্টায় দশ মাইল অনায়াসে যাইতে পারিয়াছিল।

এই জন্মগত এবং কর্ম্মগত গুণের উৎকর্ষ সাধনের জন্যই আর্য্যজাতির সম আবেষ্টনী বিশিষ্ট জাতিভেদ ও সবর্ণাদি বিবাহ প্রথা। বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে সমগুণাক্রান্ত বিশুদ্ধ শোণিত ধারাকে কিরূপ বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিতে হয় তাহা আর্য্যজাতিরাই বিশেষ জানিতেন, সেজন্য এক একটা জাতির মধ্যে এক একটি গুণের চরমোৎকর্ষ লাভ ঘটিত. মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত প্রভৃতি তাহার নিদর্শন গুণের উৎকর্ষ বিধানের জন্যই হিন্দুর এত বিধি নিষেধের ব্যবস্থা ঘটিয়াছে।

ভোগে সংযম শিক্ষা।

কেবল যে ব্রহ্মচর্য্য পালনের নাম সংযম শিক্ষা তাহা নহে, আহার বিহার ব্যবহার ও চরিত্র সকল বিষয়ে নিয়ম পালন অভ্যাসের নামই সংযম শিক্ষা। পুরুষানুক্রমের চেষ্টায় ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতেই সর্ব্ব বিষয়ে সংযম রক্ষা করা যায়। কাম ক্রোধাদি সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিতে পারিলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ আবশ্যকমত প্রবৃত্তিগুলিকে পরিচালিত করাইয়া বিষয়গুলি ভোগ করিয়া থাকেন।

সাত্ত্বিক কিম্বা রাজসিক বা তামসিক প্রবৃত্তি বর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে সেই সেই গুণেরই উৎকর্ষ অর্থাৎ পরিপুষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধি হয়, এজন্য প্রয়োজন বিধায় যোদ্ধা-

দিগকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়া পরিমিত মত্ত মাংসাদি ভোজন করান হয় সেজন্য যুদ্ধকালিন বিশেষ প্রয়োজনীয় উহাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়েরই শক্তি বাড়ে এবং শূরতা, জিঘাংসা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি রাজসিক তামসিক প্রবৃত্তিগুলির শক্তিও বর্দ্ধিত হয় এবং একাগ্রতা জন্মে এরূপ না হইলে সে যুদ্ধে প্রায় জয়ী হইতে পারেনা সুতরাং যুদ্ধকালে যোদ্ধার সাত্ত্বিকভাব উদয় হইলে অধিক বিবেচনা করিতে গেলে তাহার পক্ষে হঠাৎ নিজের ধ্বংস ঘটিয়া যায় এবং যুদ্ধেরও ক্ষতি হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভুক্ত দ্রব্যের যাহা সাত্ত্বিক সূক্ষ্মাংশ তাহা মনেরই পরিপোষক, হবিষ্যান্ন দ্রব্যে সাত্ত্বিকাংশ অধিক, যে কোন ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া তাহা রস রক্তাদি ধাতুতে পরিণত হইতে এবং উহার সূক্ষ্মাংশ যাহা তাহা মনের বলও পুষ্টিকার্য্যের সহায়তা বা সাহায্য করিতে অন্যূন চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে, এই কারণে যে কোন দৈব বা পিতৃকার্য্য করিবার অন্যূন চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নে হবিষ্যাশী হইতে হয়, এজন্য পরদিন যজ্ঞ বা পূজাদি কার্য্যের সময় মনের তেজ এবং সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইতে থাকিলে, আলস্য নিদ্রা তন্দ্রা ভয় মোহ বা অন্যমনস্কতা প্রভৃতি তমোগুণের কার্য্য তিরোহিত হইয়া যাওয়ায় পূজাদি কার্য্যে নির্ব্বিঘ্নে মনঃসংযোগ হইতে থাকে, তাহার উপর প্রাণায়াম ও ন্যাসাদি দ্বারা এবং ধূপ ধূনা এবং পুষ্পাদির সৌরভে মন প্রফুল্ল ও সুস্থ থাকিলে কর্ম্মে নিষ্ঠা জন্য সাধনা সহজে ও সুবিধায় করা যায়। রাজসিক ও তামসিক দ্রব্য পূর্ব্বদিন ভোজন করিলে চব্বিশ ঘণ্টা পরে ইন্দ্রিয়েরই শক্তি বা বেগ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভব হয়, তাহাতে

মনের চাঞ্চল্য জন্মিয়া যায় কিম্বা তমোগুণে অন্য মনা হইতে হয় বা নিদ্রালস্য ভাব বৃদ্ধি ঘটে।

ক্রমান্বয়ে সাত্ত্বিক বস্তু আহার করিলে মনের পুষ্টিতে মনের বলই বাড়ে, তাহার উপর সাত্ত্বিক চিন্তা, সাত্ত্বিক আলাপ, গ্রন্থের সাত্ত্বিকাংশ অধ্যয়ন, সাত্ত্বিক গুরু বা সৎসঙ্গ, এবং সত্ত্বগুণ সম্ভূত গো ব্রাহ্মণ এবং দেবতার সংস্পর্শও সেবা এবং ব্রহ্ম চিন্তা ও ধ্যান ধারণা স্নান পূজা প্রভৃতি সদাচার ও ব্রত নিয়ম পালন করিলে মন সাত্ত্বিকভাবেই পূর্ণ থাকিবে, এই নিয়মেই আর্য্যজাতি সদা সাত্ত্বিকভাবে থাকিতেন। মন যে ভাবে থাকিবে সেই সময়, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে সেইভাব পরিপুষ্ট ও পবিবর্দ্ধিত হইবে, অর্থাৎ মন সাত্ত্বিকভাবে বা রাজসিক কিম্বা তামসিক থাকিলে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঐ ভাবেরই বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঐভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কিন্তু জন্মগত বা জাতিগত ভগবৎ সৃষ্ট সংস্কারের উচ্ছেদ করা যায়না সেজন্য ঘাস পাতা খাইয়াও ছাগলের কাম প্রবৃত্তি কমে না, অথচ হস্তির মস্তক খাইয়াও সিংহ সংযমী অর্থাৎ সিংহ বৎসরে একদিন মাত্র সঙ্গম করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যেমন বায়ু পিত্ত কফের মধ্যে একটি প্রবল হইলে অপর দুইটি ক্ষীণ বা দুর্ব্বল থাকে সেইরূপ সত্ত্বগুণে প্রবুদ্ধ মন বলশালী হইয়া উঠিলে রজোগুণজাত কামাদি ইন্দ্রিয় বর্গ তখন ক্ষীণভাব হওয়ায় মনের অধীন এবং বশীভূত হইয়া পড়ে, এই অবস্থাকেই জিতেন্দ্রিয়ত্ব বলা যায়। এসকল কথা স্থানান্তরেও বলিয়াছি। এই অবস্থাতেই সুসন্তান জন্মে।

মানবের দেহকেই রাজ্য বলা যায়, এই রাজ্যের রাজা হইতেছেন কাম ক্রোধাদি ছয়টি ইন্দ্রিয় এবং মন এই সাত রাজার

মধ্যেও বিবেক সম্পন্ন মনই সম্রাট তুল্য প্রধান হইয়া থাকেন, সেজন্য সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজনে মনের বল বাড়াইতে হইবে কিন্তু ইন্দ্রিয় বর্গ সর্ব্বদাই মনের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহে একটু দুর্ব্বলতা পাইলেই মনকে অস্থির করিয়া থাকে সেজন্য সাত্ত্বিক আহার উপবাস এবং শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি উর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তিগুলির পুনঃ পুনঃ আলোচনা এবং উত্তেজনা করিলে যখন ইন্দ্রিয় বর্গ বশীভূত হইয়া যাইবে তখন জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হইবে, পূর্ব্বোক্ত বশিষ্ঠাদি ঋষিকুল এবং ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ললনাগণ এই প্রকারে ব্রত নিয়ম তপশ্চর্য্যার পথে দীর্ঘকাল সংসার ভোগ করিয়াও জিতেন্দ্রিয় থাকিতেন এবং তাঁহারা আদর্শ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। আমরা একজীবনে না পারি চেষ্টা করিলে দুই তিন পুরুষে কতকটা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিব, আমরা মানুষ হইয়া উপস্থিত পশুর ন্যায় জিতেন্দ্রিয় স্বভাব হইতে পারিলেও ক্রমশঃ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন এবং মানবত্ব বা দেবত্ব আয়ত্ত করিতে পারিব। অতএব নেতাগণ স্বেচ্ছাচারে আসুরিক পথে আমাদিগকে উপনীত করিবেন না, কাহারও শ্রেষ্ঠ পথ রোধ করা উচিত নহে, যাহার শক্তি হয় সে চেষ্টা করুক বাধা দিবেন না, এবং স্মরণ রাখিবেন উন্নত দম্পতী হইতেই জগতে শক্তিশালী মানুষ জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বে দম্পতীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখানে পুনশ্চ বলিতেছি সুসন্তান লাভ এবং পত্নী সাহায্যে সংযম রক্ষাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। যতই তোমরা সংযম রক্ষা করিতে পারিবে ততই সুবলিষ্ঠ, মেধাবী ও উন্নতমনা সন্তানের জন্ম দিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে। মহর্ষি

কর্দ্দম দেবহুতিকে লইয়া বহুকাল সহবাস না করিয়াও সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন, একদিন মাত্র স্ত্রীর প্রার্থনায় সহবাস করায় মহর্ষি কপিলের ন্যায় মহাজ্ঞানী সন্তান লাভ ঘটিয়াছিল। .অন্যদিকে দেখ ; এখন যে অন্ধ খঞ্জ রুগ্ন চোর লম্পট ও দস্যু প্রভৃতি মানুষে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে, যাহার জন্য বহু বিচারালয় ও চিকিৎসালয় বৃদ্ধি ঘটিতেছে, ইহার মূল ৮৮।৯ হইতেছে পিতা মাতার অসংযম বা অবৈধ বিহার এবং অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় সুতরাং সংসারের সকল অশান্তির ও সর্ব্ববিধ পতনের পথই হইতেছে আত্মকৃত অপরাধ, ইহা বুঝিয়া "উত্থানের পথ" দেখ, অন্ততঃ মানুষ তোমরা পশুর স্বভাবের ন্যায় সংযম শিক্ষা কর ?

মহর্ষি কর্দ্দম প্রজাপতির ন্যায় সৃষ্টির প্রথমে অনেকেই অনাশক্ত ভাবে কেবল সন্তান লাভেচ্ছায় স্ত্রীসঙ্গম করিতেন, পরে, মানুষ অভ্যাসের দাস হইয়া "স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ" বা কাম নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং পুনশ্চ ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যাস ও চেষ্টা করিলে এখনও আদিম কালের মানুষের সুস্বভাব ক্রমশঃ প্রাপ্ত হওয়া বা বাতিক ক্ষান্ত করা যাইতে পারে॥

বহুজন্মের অভ্যাস জন্য যোনিস্পৃহা আমাদের মজ্জাগত সংস্কারে দাঁড়াইয়াছে, কায়মনবাক্যে উহা ত্যাগের চেষ্টা করিলে সংস্কার পরিবর্ত্তন ঘটান না যাইবে কেন ; এখনও বহু সাধু সন্ন্যাসীকে এবং অনেক বিধবাকেও মহা সংযমী দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং তাহাদের জন্মান্তরের সাধনা সংস্কার নিশ্চয় ভাল ছিল বুঝা যায়।

ঋতুকালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

মানবের পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্মফলের নাম অদৃষ্ট, এবং ঐহিক কর্ম্মফল বা কর্ম্ম প্রচেষ্টার নাম পুরুষাকার। বার তিথি ও নক্ষত্র যোগে আদ্য ঋতুর ফলাফল যাহা পঞ্জিকাতে দেখা যায় তাহা অদৃষ্টমূলক তথাপি তাহার দোষ নষ্ট করিবার যাহা বিধি ব্যবস্থা শাস্ত্রে ও পঞ্জিকায় আছে তাহার অনুষ্ঠান করা (রোগের চিকিৎসার ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য। (সৎকর্ম্মমালা ২য় ভাগে স্বস্ত্যয়ন প্রকরণ দেখ)।

আদ্য ঋতু বা প্রথম রজোদর্শনের প্রথম তিনদিন বিশেষরূপ হবিষ্যান্নাদি ভোজন এবং পরেও গর্ভাধান সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত নিরামিষ ভোজন প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম ঋতুমতীর পালন করিতে হয়, এগুলি প্রাচীনা নারীরা এখনও বিদিতা আছেন। গর্ভাধান সংস্কারের পূর্ব্বদিন হবিষ্যাশী হইয়া পরদিন (সামবেদী ভিন্ন) পতি বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করেন এবং উপবাসী থাকিয়া সায়াহ্নে দম্পতীর যে সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয় বলা বাহুল্য ইহার উদ্দেশ্য সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বর স্মরণ ও সৎ পুত্রোৎপাদন এবং স্বাস্থ্য-রক্ষা। কেবল স্ত্রীগমনের জন্যই এই সংযম নহে, ইহা সুসন্তানের জন্মদান জন্যই বিশেষ প্রয়োজন। জগতে আর্য্যজাতি ব্যতীত অন্যলোকে এত সূক্ষ্ম তত্ত্ব না বুঝিয়াই এসকল কার্য্যকে অশ্লীল মনে করেন কিন্তু জীব সৃষ্টির জন্য যে কার্য্য তাহা ক্রীড়ার ন্যায় মনে হইলেও তাহার দায়িত্ব অতীব গুরুতর, সেজন্য ঐকার্য্যে

শাস্ত্রীয় বিধি সঙ্গত বৈজ্ঞিক বিজ্ঞান মানিয়া চলা উচিত। জগতের আত্মা বা চেতনাই সূর্য্য সুতরাং তাঁহাদ্বারাই দেহের বিকাশে কামিনীরা পুষ্পবতী হইয়া থাকেন সেজন্য এবং চেতনা বৃদ্ধির জন্য ভগবান সূর্য্যের স্মরণার্থ অর্ঘ্যদান ও পূজা করিতে হয়। ঋতুকালে দেহ অধিক রসস্থ হয় সেজন্য গর্ভাধানের দিন দিবাভাগে উপবাসে রসরক্তাদি ধাতু বিশুদ্ধি ঘটে এবং সায়াহ্নে সূর্য্যার্ঘ্যের ব্যবস্থাও আছে। সুস্থ সবল দেহ মন বিশিষ্ট সুপুত্র লাভঃঐ সকল কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

শাস্ত্র বলিতেছেন, "তদা তদ্ভাব ভাবিতঃ।"

যখন যেকার্য্য করিতে হয় তখন সেইভাবে ভাবিত হইতে হয়, সেজন্য গর্ভাধানের দিনে নব যুবতীর কামক্ষুধা উদ্দীপনের জন্য এবং লজ্জার ভাব হ্রাস করিবার জন্য অপরাহ্নে ক্রীড়া (কাদা মাটী) কাম সঙ্গীত প্রভৃতি কার্য্য ব্যবহার আছে, এখন কাম ক্ষুধায় পিত্তি জলা মেয়ে ছেলের পক্ষে ঐ সকল অশ্লীলভাবের কার্য্য আর প্রয়োজন নাই। কেবল সংস্কারটি চাই।

যেমন ক্ষুধিতের উত্তম অন্নপ্রাপ্তি সুখ প্রীতিকর হয় সেইরূপ নব দম্পতীর কাম ক্ষুধায় রতি সম্ভোগ করাই প্রয়োজন, নচেৎ লজ্জা সঙ্কোচে কিম্বা উপরোধ অনুরোধে বা বেগারে ক্ষতি হয়। স্ত্রীজাতির শুক্র ধাতু নাই; গর্ভাশয়ে সঞ্চিত আর্ত্তব-শোণিতে পুরুষের শুক্র মিলিত হইলেই গর্ভোৎপত্তি সম্ভব হয়। স্ত্রীশোণিতে ঋতুকালে অণ্ডাণু নামক জৈব পদার্থে পুরুষের শুক্রকীট সংযোগ ব্যতীত গর্ভ হয় না।

আদ্য ঋতুতে প্রথম শুক্রশোণিত সংযোগের বিশেষত্ব না থাকিলে এত নিয়ম বা সংযমের কথা থাকিত না। ঋতুকাল

ব্যতীত প্রথম গর্ভাধান করিতে নাই, সেজন্য আদ্য ঋতুতে কোন বাধা হইলে দ্বিতীয় ঋতুকালেই ঐ সংস্কার করিতে হইবে, ঋতু ভিন্ন মধ্যকালে উহা হইবে না।

"সকৃচ্চ সংস্কৃতা নারী সর্ব্বগর্ভেষু সংস্কৃতা।"

গর্ভাধান বা পুংসবনাদি সংস্কার একবার হইলে ভবিষ্যৎ সর্ব্ব গর্ভেরই সংস্কার হয় সেজন্য উহা পুনর্ব্বার আর করিতে হয় না, উহাতেই গর্ভাধার স্ত্রী ও গর্ভস্থ শিশু উভয়েরই সংস্কার সিদ্ধি হয়। অন্য ঋতুতে বিশেষ না থাকিলেও সাধারণ নিয়ম পালন ও অশৌচাদি ভোগ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও প্রয়োজন এবং প্রতি ঋতুতে সন্তানোৎপত্তিরও সম্ভব থাকে। দম্পতী যদি একমনে গর্ভের প্রারম্ভ হইতে কেবল পুম্ সন্তান স্মরণ বা পুত্র কামনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নিশ্চয় পুত্রই জন্মিবে, পুংসবন সংস্কারে পুত্রেরই প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করা হয় এবং বটশুঙ্গাদি ঔষধির ন্যায় গ্রহণ করা হয়। আমার মনে হয় যে, দম্পতীর শরীরে ওজ ধাতুর আধিক্য থাকায় শুক্র শোণিতে সারাংশ অধিক থাকিলে তাহাদের প্রায় পুত্রই জন্মে সুতরাং বহু কন্যা সন্তানের জন্য দুঃখিত ও পুত্রার্থী দম্পতীর পক্ষে কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য পালনদ্বারা উভয়েরই বলাধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইলে তাঁহাদের শুক্র এবং শোণিতে সারাংশ বা ওজধাতুর বৃদ্ধি ঘটায়া পুত্র জন্মিতে পারে। পুত্র সন্তান জন্মাইবার জন্য দম্পতী অন্ততঃ পাঁচ সাত মাস সহবাস রোধ করিয়া সংযত থাকিয়া দুই একবার পরীক্ষা করুন। বারম্বার গর্ভ না হইবার পক্ষেও দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যে

দেহে মাংস বসা বাড়িয়া এই নিয়ম পালনেই সুফল হইয়া থাকে (গর্ভনিরোধ প্রবন্ধ দেখ)। অনেক কন্যার মধ্যে দুই একটী পুত্র হইলে সেটিও প্রায় মেয়েলি ধরণের বা ঐ ভাবের দেখা যায় তাই মেয়ের নাড়ীর ছেলে মৃদু হওয়ার প্রবাদ আছে।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং॥ গীতা।

ভগবানই জীবের গতি উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যের কারণ এবং অব্যয় বা অক্ষয় বীজস্বরূপ মনুষ্যের বীজ বা বীর্য্য মধ্যে বাহ্যাভ্যন্তরে শুক্রকীটরূপে তাঁহারই সত্ত্বা বা প্রাকৃতিক শক্তির প্রচ্ছন্ন বিকাশ দেখা যায়, তথাপি মানবের বিবেকানুযায়ী চেষ্টার কথা আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে যথেষ্টরূপে দেখাইয়াছেন।

গর্ভং ধেহি সিনী বালি গর্ত্তং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা-বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥

পদ্মমালী অশ্বিনী দেবদ্বয় এবং সিনীবালি প্রভৃতি দেবতারা এই বধূর বন্ধ্যাত্ব দোষ নষ্ট করিয়া গর্ভধারণ পোষণাদি করুন; এই গর্ভাধান মন্ত্রটিতে বুঝা যায় যে, জীবোৎপত্তির সর্ব্বকারণই হইতেছেন ঐশীশক্তি বা ভগবান ও ভগবতী তাঁহারাই জগতে মিথুনভাবের স্রষ্টা। তাঁহাদের প্রেরিত ঐশীশক্তির মূলে রহিয়াছে জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম, যাহা দৈব নামে অভিহিত। জীবের প্রাক্তন বা পূর্ব্বদৈহিক কর্ম্মানুসারে ভাল মন্দ পিতা মাতা বা বীজ ক্ষেত্র প্রভৃতি সু বা কুর সংযোগ ঘটে, তথাপি প্রত্যেক

দম্পতীর সুসন্তান জন্মাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহাদের ব্যক্তিগত কর্ম্মফল কখন প্রায় বৃথা হয় না এবং তাঁহারা কখন কোন কর্ম্মফলেই বঞ্চিতও হইবেন না। এই প্রাক্তন কর্ম্মফল না মানিলে চলে না যেহেতু নিরপরাধ শিশু অন্ধ খঞ্জরূপেই বা জন্মিবে কেন, সেজন্য বহু স্থানে বলিয়াছি, কর্ম্মফল মানিতে হয় এবং উহা মানিলেই নিয়ন্তা ও প্রতিভূ (বা জামিন) স্বরূপ ঈশ্বরকেও মানিতে হয়। এই কারণে পশু বা পশুতুল্য বর্ব্বর বা নাস্তিক মানুষ ব্যতীত সকল সভ্যজাতিই ঈশ্বর ও কর্ম্মফলকে মানেন। পিতা মাতা বা সন্তান সকলেই এই কর্ম্মফলে চালিত।

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষং ॥

মহৎ বা নীচ কুলে জন্ম হওয়া দৈবায়ত্ত বা প্রাক্তন কর্ম্মফল কিন্তু পৌরুষ বা পুরুষকার মদায়ত্ত অর্থাৎ উহা পুরুষের বা সর্ব্ব নর নারীরই ঐকান্তিক চেষ্টা বা সাধনা সাপেক্ষ।

কুরুক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে মহাবীর কর্ণ প্রতিযোদ্ধা অর্জ্জুনকে উক্ত বাক্যে জন্মের হীনতা অপেক্ষা কর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখাইয়া তাঁহার নিজ শৌর্য্য বীর্য্যের যাহা পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাই উত্তম বাক্য বলিয়া সকলেরই মান্য করা উচিত। নীচকুলে জন্ম বলিয়া দুঃখিত হওয়া কিম্বা উচ্চকুলে জন্মিয়া আত্মশ্লাঘা করা কাহার পক্ষেই উচিত নহে। স্থানান্তরে বলিয়াছি পূর্ব্বজন্ম কৃত যে কর্ম্ম তাহা বর্ত্তমানে দেখা যায়না সেজন্য সেই অদৃশ্য কর্ম্মকেই অদৃষ্ট বা দৈব বলে সুতরাং প্রাক্তনই হউক বা বর্ত্তমানই হউক সমস্তই "কর্ম্মফল" অতএব নিষ্কর্ম্মা বা কুড়েমীতে কিম্বা দুষ্কর্ম্মেই মানুষ হীন বা বিনষ্ট হয় এবং পৌরুষেই অদৃষ্ট শুভ হয়, সেজন্য

উত্তম সন্তান জন্মাইবার চেষ্টা করিলেই জন্মান যায়। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। এই গীতা বাক্যেও বলিয়াছেন,—যোগাদি বিশেষ কর্ম্ম সাধনা দ্বারাই বিশুদ্ধ কুলে কিম্বা শ্রীমৎ অর্থাৎ ধনীর গৃহে জন্ম লাভ করা যায়। সৎপথে থাকিয়া শ্রীভগবানের সাধনায় দুর্ভাগ্য ক্ষয়েও সুসন্তান লাভ প্রভৃতি করা যায়।

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
তাসা-মাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ।
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু॥

মনুঃ।

ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত নারীদিগের ঋতুকাল স্বাভাবিক, তাহার মধ্যে প্রথম চারিদিন, একাদশ দিন এবং ত্রয়োদশ দিন নিন্দিত সুতরাং শেষ দশরাত্রি প্রশস্ত, যুগ্ম (যোড়া) দিনে পুত্র, বিযোড়া দিনে কন্যা জন্মে ইহা মহাত্মা মনুর মত। স্থানান্তরে শুক্রাধিক্যে পুরুষ এবং রজোর আধিক্যে কন্যা জন্মায় একথাও শাস্ত্রে আছে। আমাদের বিবেচনায় দম্পতীর মধ্যে ওজ ধাতুর ক্ষয় ঘটিলে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের অধিক সম্ভোগে বা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কিম্বা অন্যান্য কারণে দেহের সারাংশ কমিয়া গেলেও কন্যা সন্তান অধিক জন্মায়, দীর্ঘকাল দম্পতীর ব্রহ্মচর্য্যে এদোষ নষ্ট হয়, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ঋতুর প্রথম তিন দিন স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলি কার্য্য নিষেধ আছে, যথা—অভ্যঙ্গ তৈল বা অধিক তৈলমর্দ্দন, অবগাহন-

স্নান, ভূমিশয়ন, দিবানিদ্রা, দড়ি (রশি) পাকান, মাংসভোজন, অগ্নিসেবা বা অগ্নিস্পর্শ, দাঁতনকরা, সূর্য্যাদিগ্রহদর্শন, অধিকহাস্য, দক্ষিণ করস্পর্শহীন কেবল বামহস্তে এবং তাম্রপাত্রস্থ (জীবাণু নাশক বলিয়া) জলপান অথবা পানীয় দ্রব্য বামকরে পান (যানারোহণাদি) গুরুতর অঙ্গচালনা, শিশু সন্তান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে বা রজস্বলা নারীকে স্পর্শ কিম্বা স্বামীসংস্পর্শ করিবে না। ক্রোধাদি নীচপ্রবৃত্তিরও বশ হইবেনা বা নীচ লোকের সহিত কথা কহিবে না। গ্রহণ কালেও ঐ নারীগণ বা পূর্ণগর্ভা নারীরা প্রায় কোন প্রকার কার্য্যই করেন না।

কঞ্চুক (খোলস) নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় তিন চারিদিন ঋতুমতী নারীদিগের দেহ অনাবৃত বা অবসন্ন ও কোমল কর্দ্দমবৎ ভাব থাকে সেজন্য পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাবলি এবং শারীরিক মানসিক গুরুশ্রম বারণ হইয়াছে। ঐকালে কোমল দেহ মনে তীব্র ছাপ পড়ে এবং গুরুশ্রমে রুগ্ন ও কঠোর প্রকৃতি সন্তানের জন্ম হয়।

পতির অনুরূপ পুত্র কামনায় ঋতুর চতুর্থদিনে স্নানান্তে অগ্রে পতিমুখ দর্শনই করিতে হয়। ঐ দিন দেবতা বা সুন্দর ও গুণী ব্যক্তির মূর্ত্তি সকল পুনঃ পুনঃ দর্শন ও স্মরণ করিলেও সন্তান রূপবান্ ও গুণবান্ হয় কারণ "যং যং বাপি স্মরন্‌ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাব ভাবিতঃ॥" ৬।৮ম ইত্যাদি গীতা বাক্যে বুঝাযায় যে, মৃত্যুকালের ন্যায় জীবের জনন সময়ের পূর্ব্বেও ভাব এবং ভাবনা ধারা জনক জননীর বিশুদ্ধ থাকা প্রয়োজন তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট মানব জন্মে।

নারীদিগের ঐ সময়ে চিত্ত প্রতিবিম্ব অবলম্বনে ফটোগ্রাফের ন্যায় কতকটা কার্য্য কারণ ঘটনার ভাবও বুঝা যায়, বোধ হয়

সেজন্যই নীচ ব্যক্তিকে দর্শন স্পর্শন ও সম্ভাষণ ঐ সময় নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং ঐ সকল নিয়ম পালন না করিলে সুশ্রী দম্পতী হইতেও কুৎসিত কদাকারও কুসন্তান জন্মিতে পারে বা জন্মে।

কোন পুস্তকে পড়িয়াছি, পাশ্চাত্য দেশের কোন স্থানে সুদৃশ্য উত্তম ঘোটক জন্মাইবার জন্য একটা মৃণ্ময় সুচিত্রিত ঘোটকের পার্শ্বে অন্তরালে একটি বলিষ্ঠ ঘোটক স্থাপন করা হয়, তাহার কিছুদূরে চোক বাঁধা একটী ঋতুমতী ঘোটকী রাখা হয়, দুই চারি ঘণ্টা পরস্পরের ডাক শুনিয়া উভয়ে বিশেষতঃ ঘোটকী কামোন্মত্তা হইলে ঘোটকীটির দৃষ্টি মৃণ্ময় ঘোটকের উপর যেরূপে পড়ে সেই প্রকারে এক একবার তাহাকেই দেখিতে দেওয়ায় প্রকৃত ঘোটক বোধে তৎপ্রতি যখন বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া উঠে তখন ঘোটকীর চক্ষুরোধ করিয়া ঘোটককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহাতে ঐ চিত্রিত ঘোটকের ন্যায় সুদৃশ্য ঘোটক জন্মিয়া থকে।

কোন ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন, বিধবার গর্ভে দুই তিনটি পর্য্যন্ত প্রায় পূর্ব্বপতির অনুরূপ সন্তান জন্মে, পূর্ব্বপতির রূপানুরাগ জন্য সংস্কার হৃদয়ে নিহিত থাকাই উহার বিশেষ কারণ বুঝা যায়। ঘ্রাণে, দর্শনে ও সাকাঙ্ক্ষ্য শব্দে পশুরা ঋতুও কামভাব দূর হইতেও বুঝে।

ঐ সকল তত্ত্ব বুঝিয়াই বহু পূর্ব্বকালে কর্ম্মমানসরূপ সংকল্প শুদ্ধির জন্য শাস্ত্রকারগণ পতিমুখ দর্শনাদির ব্যবস্থা ঋতুর চতুর্থ দিনে করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিন হইতেই দ্বাদশদিন পতি পত্নীর রক্ত সতেজও সুপরিষ্কৃত থাকে এবং স্বাভাবিক ভাবে সঙ্গম লালসাও অধিক প্রবল হয়, সেজন্য ঐ চতুর্থ দিনে গর্ভসঞ্চার সম্ভব ভাবিয়া তৎপূর্ব্ব তিন দিন হইতে আহারাদির নিয়ম পালন

ব্যবহার আছে কিন্তু ঐ সকল নিয়ম প্রথম রজোদর্শনেই পালন করা ঘটে, অন্যসকল ঋতুতেও যথাসম্ভব সুনিয়ম পালনে সুসন্তানই জন্মিয়া থাকে একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেহের রক্ত বিশুদ্ধি এবং রজো নিবৃত্তির জন্য ঋতুর তৃতীয় রাত্রিতে ভোজন স্ত্রীজাতির ব্যবহার নাই ঐদিন তাঁহাদের দিবা শেষের অন্যূন দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে দ্বিভোজন শেষ করান হয়।

সঙ্গমে নিষিদ্ধ দিন।

অষ্টমী চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্বদিনে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ। অষ্টমীতে যেমন নদ্যাদির জলের গতি ক্ষীণ হয়, সেইরূপ চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা পূর্ণিমায় জলের গতি বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ নদ্যাদির জলের উৎকর্ষ সাধন হয়। চন্দ্রের গতিতে পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বদিনে সেই প্রকার সর্ব্ব বস্তুরই এবং মনুষ্য দেহেরও রসাদি ধাতু সকলের উৎকর্ষ অপকর্ষ সাধন হয়, সেজন্য অষ্টমীতে ক্ষীণ ধাতুকালে শুক্রক্ষয় করিলে দেহে আঘাত অধিক লাগে এবং চতুর্দ্দশ্যাদি তিথিতে ও সূর্য্যসংক্রমণে (সংক্রান্তিতে) ধাতুর উৎকর্ষকালেও অধিক শুক্র ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় মস্তিষ্ক এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় বর্গের শক্তি দুর্ব্বল হইয়া দেহ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেজন্য ঐদিন সঙ্গমে দুর্ব্বল ও রোগী সন্তান জন্মিতে পারে। পর্ব্বদিনে মৈথুন ঘটিলে কিম্বা পীড়িতা নারীগমনে একরাত্রি কিম্বা ত্রিরাত্র সংযমের জন্যই উপবাস রূপ প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান শাস্ত্রে আছে। শ্রেষ্ঠাঙ্গনা সেবা ও অল্প ভোজন এবং অপর্ব্ব মৈথুনকারী পুরুষের লক্ষ্মীও সুস্থিরা থাকেন। পূর্ব্বসংস্রবে স্ত্রীর ঋতুকালে ও পুরুষের রক্ত এবং কাম উত্তেজিত থাকে।

উপবাস বা কাম্য কিম্বা নৈমিত্তিক ব্রত পূজাদির পূর্ব্বদিন স্ত্রীসম্ভোগাদি না করিয়া সংযত থাকিতে হয়, নচেৎ মনের চঞ্চলতায়ও ফলহানি এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটে। শ্রাদ্ধ করিবার দিন এবং তৎপূর্ব্বদিনেও স্ত্রীসঙ্গম নিষিদ্ধ, বাৎসরিক জন্ম তিথিতেও মৈথুন অপ্রশস্ত। যাত্রা করিয়াও মৈথুন প্রশস্ত নহে, কারণ তখন দেহ মন সবল রাখাই প্রয়োজন।

জ্যেষ্ঠা মূলা মঘা অশ্লেষা কৃত্তিকা অশ্বিনী এবং উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র এবং প্রতিপৎ পঞ্চমী দশমী ও (একাদশী) দ্বাদশী তিথিতে এবং রবিও বুধবারে স্ত্রীসঙ্গম বৈধ নহে অপ্রশস্ত কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বাদিবৎ উহা এককালিন নিষিদ্ধ নহে।

রজোদর্শন রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি ঋতুকাল তাহার প্রথম তিনরাত্রি মধ্যে সঙ্গম অত্যন্ত নিষিদ্ধ ঐ নিষিদ্ধদিনে স্ত্রীপুরুষের সহবাসে উভয়েরই আয়ু, বল, চক্ষু ও মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং উৎকট রোগও হইতে পারে, উহাতে নারীদিগের জরায়ু স্থানভ্রষ্ট এবং বাধক বেদনা ও মূর্চ্ছা এবং প্রদরাদি রোগ জন্মিতে পারে এবং চেতনার অধিক ক্ষয় হেতু পরকালেও নরকাদি ভোগ হইবার কথা থাকায় ঐ কাল ও পঞ্চ পর্ব্বকাল সর্ব্বদা বর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন, ঐ কালে সন্তানোৎপত্তি হইলেও শীঘ্র মরিয়া যায় কিম্বা অতি কুলাঙ্গার হইয়া থাকে।

ঋতুর প্রথম সপ্তাহ মধ্যে গর্ভ হইলে সন্তান বুদ্ধিমান ও মেধাবী হয় এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে গর্ভস্থ হইলে প্রায় বলবান্ হইতেই দেখা যায়। প্রথম পুত্র অপেক্ষা মধ্যম পুত্র বলবান্ এবং তৃতীয় পুত্রটী বুদ্ধিমান্ প্রায় দেখা যায়। পূর্ব্বকালে পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যেও এইভাব হইয়াছিল।

দম্পতী একনিষ্ঠ হইলে তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্মদেহের মিলন ঘটায় ঋতুকালে বা অসুস্থ অবস্থায় পরস্পরের দেহের অবস্থার এবং মনোভাবের একটা ঐক্য বুঝা যায় সেজন্য সম্ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি বা নিবৃত্তি ঘটে, উহাই প্রেমের অবস্থা প্রেমতত্ত্বে দেখ।

দিবা মৈথুনাদি।

দিবা স্বপ্নং ন কুর্ব্বীত স্ত্রিয়ঞ্চৈব পরিত্যজেৎ।
আয়ুঃক্ষয়ো দিবানিদ্রা দিবা স্ত্রী পুণ্যনাশিনী॥

দিবসে নিদ্রা যাইবেনা এবং স্ত্রীকেও গ্রহণ করিবেনা। দিবসে নিদ্রায় আয়ুঃ ক্ষয় ঘটে, কেহ কেহ বলেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও আছে কেবল গ্রীষ্ম ঋতুতে স্বল্প দিবানিদ্রায় দোষ হয় না কিন্তু স্ত্রীসম্ভোগ পুণ্যনাশক এবং আয়ুক্ষয় কারক হইয়া থাকে, এজন্য দিবামৈথুন অত্যন্ত নিষিদ্ধ, ইহাতে আয়ুক্ষয় ও বলক্ষয় এবং চেতনা ক্ষয়ে ক্রমশঃ অকাল মৃত্যু ঘটে, "দিবা শয়া ন মে পুত্রা" পশ্চাৎ কথিত এই বচনও প্রমাণ। প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায় মৈথুন সদ্য প্রাণনাশক। ক্রুদ্ধ, ভীত, দুঃখিত, পরিশ্রান্ত, ক্ষুধিত, গুরুতর আহারে ক্লান্ত, অজীর্ণভাবগ্রস্ত বা মাদকসেবনে উত্তেজিত কিম্বা পীড়িত অবস্থায় মৈথুন করিলে উভয়েরই দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং ঐ অবস্থায় কিম্বা দিবসে গর্ভোৎপত্তি হইলে সেই শিশু ও বিশেষ রোগগ্রস্ত হইয়া জন্মে বা অকালে মরিয়া থাকে।

রাত্রিকালে সুরতের অনুকুল মলয়ানিল চন্দ্রকিরণ প্রভৃতির সাহায্যে সুনিদ্রায় রতিশ্রম লাঘব হয় কিন্তু দিবামৈথুনে সমস্তই বিপরীত ভাব হওয়ায় এবং অধিক শুক্র নির্গমে বলক্ষয় হয়। বিপরীত মৈথুনে গর্ভ হয় না বা বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মে এবং উহা বিশেষ অস্বাস্থ্যকর ও হইয়া থাকে।

স্ত্রী-সম্ভোগ বিধান

স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং সৃষ্টৌ মোহায় কামিনাং মনঃ।
অন্যথা ন ভবেৎ সৃষ্টিঃ স্রষ্ট্রা তেনেশ্বরাজ্ঞয়া ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ৪।৬১।৩৪

বিধাতা সৃষ্টিকালে কামিগণের চিত্ত মোহিত করিবার নিমিত্তই সংসারে নারীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীব প্রবাহ রক্ষার জন্যই এই ঐশী লীলা সুতরাং কেবল কাম চরিতার্থ জন্যই বিবাহ নহে, একনিষ্ঠ সুবিবাহ ব্যতীত গাঢ় দাম্পত্য প্রেম জন্মেনা এবং সুপ্রেমিক দম্পতীর সন্তান না হইলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন বিশেষ গুণবান্ সন্তান প্রায় জন্মিতে পারেনা, এসকল কথা পূর্ব্বাপর প্রবন্ধে এবং প্রেমতত্ত্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে, এখানে সেই কথা স্মরণ করাইবার জন্য বলিতেছি যে, পত্নীকে শিক্ষা দীক্ষায় মনোজ্ঞা করিয়া লইয়া যথাশাস্ত্র বিধানে স্বল্প সম্ভোগ দ্বারা একদা কাম এবং প্রেমের সুখাস্বাদনগ্রহণপূর্ব্বক সুসন্তানোৎপাদন করিয়া সংসারের ও সমাজের চিরমঙ্গল সাধন করুন; এবং সুস্থদেহে থাকিয়া দীর্ঘকাল আত্মতৃপ্তি লাভ করুন;

নানা রসবতী চিত্রা ভোগভূমি-রিয়ং মুনে।
স্ত্রিয়-মাশ্রিত্য সংযাতা পরামিহ হি সংস্থিতিঃ ॥

হে মুনে নানাবিধ রসের আকরও বহু ভাব ভঙ্গীতে বিচিত্রা

অর্থাৎ মনোরমা স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় করিয়াই মহা সুখস্থানও ভোগভূমিরূপে এই পৃথিবী চিরকাল অবস্থিতা রহিয়াছেন।

মন্দুরাঞ্চ তুরঙ্গাণা-মালানমিব দন্তিনাং।
পুংসাং মন্ত্র ইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনা॥

যোগবাশিষ্ঠঃ।

বামলোচনা নারী তুরঙ্গের মন্দুরা (আড়গড়া) মাতঙ্গের আলান (বন্ধনস্তম্ভ) এবং ভুজঙ্গের মন্ত্রৌষধির ন্যায় উদ্দাম পুরুষদিগের সংসার বন্ধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। নারী দ্বারাই পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন থাকে এবং নারী ব্যতীত সংসার ধর্ম্ম বা জীব প্রবাহও রক্ষা হইত না। অতএব সন্ন্যাসীর দল নারীকে নরকের দ্বার প্রভৃতি যাহাই বলুন কিন্তু তাঁহাদেরই বা উৎপত্তি হইত কোথা হইতে সুতরাং কন্যাকাল হইতে সুশিক্ষা দ্বারা নারীকে সুগৃহিণী প্রস্তুত করিতে হইবে। নারীর পতনে দেশের ও সমাজের সর্ব্ববিষয়ে মহা পতন বুঝিয়া কদাচ উঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে, সাদরে ভরণ পোষণ ও উহাদের চরিত্র রক্ষা করিতে হইবে। নারী যেমন মুমুক্ষুর চক্ষে নরকের দ্বার সেইরূপ সংসারীর পক্ষে নারী স্বর্গ এবং সুখের দ্বার বা সোপান বলা যায় এবং চেষ্টা করিলে তাহা কার্য্যতঃ করা যায় কেবল মিতাচারিতার গুণে ও শাস্ত্রপথে চরিত্র রক্ষায়।

শরীরে জায়তে নিত্যং দেহিনাং সুরতস্পৃহা।
অব্যবয়াস্মেহমেদা-বৃদ্ধিঃ শিথিলতা তনোঃ॥

ভাব প্রকাশঃ।

মানবের সহবাসেচ্ছা যৌবন কালে প্রত্যহ জন্মিয়া থাকে

সুতরাং ইহা একেবারে পরিত্যাগ করিলে মেহরোগ এবং মাংস বৃদ্ধি হইয়া দেহের শৈথিল্য ভাব জন্মায়, অতএব দেহরক্ষার জন্যও নিয়মিত সহবাসই প্রয়োজন। ইহার নিয়মাদি পূর্ব্বে লিখিয়াছি এবং ক্রমশঃ লেখা হইতেছে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্ত্রীসহবাস যুবা বয়সে না ঘটিলে উপবাসে কিছু কিছু উপকার হয় একথা অন্যস্থানেও বলিয়াছি। সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে পশুপক্ষী মানব সকলেরই যৌবনকালে সঙ্গম লালসা প্রবল হয় সুতরাং ইহা এককালে রোধ করিলে রোগোৎপত্তির সম্ভব এজন্য অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যাদিগের কামলারোগ এবং প্রদরাদি রোগ এবং পুরুষের প্রমেহাদি রোগ হইবার কথা বিবাহের বয়স নির্ণয় প্রবন্ধে লিখিয়াছি।

ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ। সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ। ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ যাবৎ পুত্রো ন জায়তে॥ স্মৃতিঃ।

ব্রাহ্মণাদি সকলেই প্রতি ঋতুতে একবার করিয়া ভার্য্যা গমন করিলেও তিনি ব্রহ্মচারীই থাকিবেন। যে পর্য্যন্ত সন্তান গর্ভস্থ না হয় কিম্বা পুত্র না জন্মায় কেবল সেইকাল পর্য্যন্ত ভার্য্যার নিকটে থাকিয়া সুস্থদেহী ব্যক্তি প্রতি ঋতুতে ভার্য্যা গমন একদিনও না করিলে নানা কারণে পাপও জন্মে।

ঋতুকালাভিগমনং পুংসা কার্য্যং প্রযত্নতঃ।
সদৈব বা পর্ব্ববর্জ্জং স্ত্রীণা-মভিমতঞ্চ যৎ॥

বৃহস্পতিঃ।

পুরুষেরা সুস্থদেহে অনিষিদ্ধ দিনে যত্নপূর্ব্বক ঋতুকালে

ভার্য্যাগমন করিবেন, ইহা প্রতি ঋতুতে কর্ত্তব্য ঋতু ভিন্ন কালে সকামা স্ত্রীগমন করা যায় কিন্তু ঐকালে অকামা অর্থাৎ অনিচ্ছা-বতী স্ত্রীগমনে পাপ এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটে। পশু পক্ষী কোন জীবই ঋতু ভিন্ন কালে কিম্বা স্ত্রীর অনিচ্ছায় যখন প্রায় সহবাস করেনা তখন উহা বিশেষ অনিষ্ট জনকই বুঝা যায়। যেমন ক্ষুধারকালে পরিমিত আহারেই দেহ সুস্থ ও সবল থাকে, ঋতুকালে কামক্ষুধায় পরিমিত স্ত্রীসঙ্গমও সেইরূপ তুষ্টি পুষ্টির জন্য প্রয়োজন। অপরিমিত আহার বা অপরিমিত বিহার সর্ব্বরোগের নিদান ইহা বহুস্থানে বহুভাবে বলিয়াছি।

ঋতাবৃতৌ স্বদারেষু সঙ্গতি-র্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাং॥

যথাবিধানে কেবল ঋতুকালে একদিন মাত্র নিজভার্য্যাতে যে অভিগমন তাহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়।

এইরূপ সম্ভোগে দেহ মন বলিষ্ঠ ও সুস্থ থাকে এবং ধ্যান ধারণা সমাধির বিঘ্ন ঘটে না। কাম ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তিগুলি দমন থাকে এবং দয়া ধর্ম্ম ও পরোপকার স্পৃহা ও শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী প্রবৃত্তিগুলি প্রবল ও কার্য্যকরী হওয়ায় মানব জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া ক্রমশঃ দেবত্ব লাভেরও অধিকারী হয়।

ভ্রুণহত্যা-মবাপ্নোতি ঋতৌ ভার্য্যা পরাঙ্মুখঃ।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষু-রায়ুশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে॥

ইচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থদেহে অনিষিদ্ধ দিনে অনাতুর ব্যক্তি ঋতুকালে ভার্য্যাগমন না করিলে ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হইবেন.

ইহা ভার্য্যার তুষ্টিজনক এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও বংশরক্ষার পোষক অনুরোধ বাক্য, উহার সুফল বলিয়াছেন, ঋতুকালে ভার্য্যাগমনে প্রজ্ঞা, তেজ, বল, চক্ষুজ্যোতি এবং আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীর ঋতু বন্ধ হইলে সহবাস উভয়েরই অস্বাস্থ্যকর ও আয়ুনাশক এজন্য ইহা ক্রমশঃ ছাড়িতে হয় অথবা চল্লিস বর্ষ মধ্যে আর একটি বিবাহ প্রয়োজন। গোভিল গৃহ্যে বলিয়াছেন,—

যদর্ত্তুমতী ভবত্যুপরতশোণিতা তদা সম্ভব-কালঃ।

ঋতুমতী ভার্য্যার প্রকাশ্য রজো নিবৃত্তি হইলে তৎপরে সন্তান জননের কাল উপস্থিত হয়, সুতরাং রজো নিবৃত্তি না হইলে সহবাস অপ্রশস্ত এবং অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে।

অনেক পশু বৎসরে কিম্বা তদধিক কালেও একবার ঋতুমতী হয়, সেই সময়মাত্র পুম্ পশুরা সহবাস করে কিন্তু অসময়ে উভয়ের কেহই রতি প্রার্থী হয়না বা আক্রমণ করে না এবং সেইজন্য একদিনেই উহারা গর্ভবতী হয়। চিরদিন সকলে মানুষকে পশু অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ এবং কর্ত্তব্য পরায়ণ বলে, তাঁহারা এখন কেবল ঐ পশুর নিয়ম পালন করিলেও বংশরক্ষা করিয়া নিরোগ ও সুস্থদেহে দীর্ঘজীবী হইতে পারেন। "সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ" এই ঋষিবাক্য পালন নিতান্ত অসম্ভবও নহে, অভ্যাস করিলে ইহা বোধ হয় বিশেষ আর অসাধ্য বোধ হইবে না। চিরকাল না হউক সৎপুত্রের জন্য কিছুকাল বা প্রথম যৌবনে চেষ্টা দেখিলেও ভালো হয়। মানুষ পশু অপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয় পরায়ণ বলিয়া ঈশ্বর মানবের মাসিক ঋতুরই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতেও অতৃপ্তি হওয়া নিতান্ত অন্যায় নহে কি? বিবাহ না

করিয়া বহুদিন থাকিতে পারিলে সেই মানুষ তুমি চেষ্টা করিলে এখন একমাস না পারিবে কেন ?

পশু পক্ষীদিগের বলাৎকারের অভিযোগে কোন দণ্ড হয়না এবং উহাদের প্রায় মাসিক ঋতুও দেখা যায় না এবং বিড়াল কুকুর যণ্ড ইহারা উলঙ্গই থাকে তথাপি ঋতুভিন্ন কালে সঙ্গম করেনা কিন্তু ঋতুকালে কাহাকে দেখিয়া চক্ষুলজ্জা না করিয়া যে কোন সময়ে এবং যে কোনস্থানে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয় সুতরাং "ঋতুকালাভি গামী স্যাৎ" এই ঋষি বাক্যটি সর্ব্বতোভাবে উহারাই যেন পালন করে। অতএব এই ঘোর কলি কালেও তাহারা যখন দুষ্প্রবৃত্তির বশে কোন অনিয়মে চলেনা তখন বিড়াল কুকুর গরু ইহাদিগকেই এখন জিতেন্দ্রিয় বা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারীও বলা যায় এবং মানুষকে এখন সর্ব্বজীবের অধমই বলা যাইতে পারে।

এই ব্রহ্মচর্য্যের ফলে তাহাদের যথাকালে একবার সঙ্গমেই গর্ভ হয় এবং দুই তিনটিরও অধিক সন্তান হইয়া থাকে এবং প্রায় মৃতবৎসা দোষ নাই অকাল মৃত্যুও প্রায় নাই এবং জঘন্য স্থানে বাস করিয়াও ম্যালেরিয়া প্লেগ ও ক্ষয় রোগ প্রভৃতি কোন সংক্রামক রোগও উহাদের প্রায় হয়না। ইচ্ছামত ও আবশ্যক মত ঔষধ এবং পথ্যের গাছ পাতা ও পেট ভরিয়া খাদ্যদ্রব্য খাইতে না দেওয়ায় এবং রুদ্ধ রাখায় কেবল মানুষই তাহাদের রোগাদি জন্য কষ্টের কারণ।

এখন মানুষ স্বভাবের আদেশ না মানায় হীন রীর্য্য হওয়ায় কেহ কেহ সাত বৎসরে একটা ছেলের জন্ম দিতে পারেনা, অধিকাংশ শিশু গর্ভপাতে বা অকালেই মরে, মৃতবৎসা বা বন্ধ্যা দোষ পশুদের প্রায় নাই।

শাস্ত্রকারেরা রজঃস্বলা-শৌচ ত্রিরাত্রি এবং প্রসূতির সূতিকা-শৌচ একমাস করিয়াছেন কিজন্য; কামুক পতির আক্রমণ রক্ষা এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশুর মঙ্গলের জন্য নহে কি? শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্তন দুগ্ধের বিকৃতি বা ক্ষয় না হয় এজন্য বাটীর বাহিরে যাওয়া এবং অধিক পরিশ্রম ও অঙ্গচালনা নব প্রসূতির নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। প্রসূতির রন্ধনাদি কার্য্য এবং দৈনিক উপাসনা পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিয়া (অশৌচ কল্পনা দ্বারা) শিশু পালনের জন্য জ্ঞাতিবর্গকে ও বাধ্য করা হইয়াছে কিন্তু কোন বারণ না শুনাতেই সহস্র সহস্র শিশু এখন অকালে মরে ইহার জন্য দায়ী কে?

মানুষ যখন ঠিক্ মত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বৃথা মৈথুন করিত না, তখন তাঁহারা অমোঘ বীর্য্য থাকায় অযোনীতে এবং পশু মৃগাদিতে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ও সন্তান জন্মাইতে পারিতেন, মহাত্মা শুকদেব, ব্যাস, দ্রোণাচার্য্য এবং শকুন্তলা প্রভৃতির জন্মই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। সেই মানুষ এখন পশুর শক্তিও হারাইয়াছে। অতএব চেষ্টা কর; ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও প্রকৃতির সেবায় সেই শক্তি পুনশ্চ ক্রমশঃ লাভ করা অসম্ভব নহে। জন্মবধি মিথ্যা কথা না বলায় ঋষিপুত্রের (বালক ব্রাহ্মণের) অমোঘবাক্য বা শাপে পৃথিবীর সম্রাট পরীক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছিল, সেইরূপ জীবনে শুক্রের অপব্যয় না করিলে অমোঘ বীর্য্যতা লাভ করা অসম্ভব হয় না। জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্য এই অমোঘ বীর্য্যতা সমস্ত জীবেরই ঈশ্বর প্রদত্ত প্রাকৃতিক দান, ইহা যেমন পশু পক্ষীর মধ্যে এখনও দেখা যায় তদপেক্ষা মানবের বৈজিকশক্তি অধিক ছিল সেজন্য অযোনিতে দ্রোণাচার্য্য এবং কুম্ভযোনি ভরদ্বাজ মুনি প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব গল্প কথা নহে। আমরা

এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, পক্ষীর জঠরাগ্নিতে পরিপক্কাবশিষ্ট বিষ্ঠা সংযুক্ত বট অশ্বত্থ ও ডুম্বুরাদি বীজ বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন হইয়াও মহামহীরুহে পরিণত হইতেছে। পর্ব্বত গহ্বর হইতে সংপ্রাপ্ত সহস্রাধিক বৎসরের বীজে চাষ হইয়াছে পড়িয়াছি। সহস্র সহস্রবার সংস্কার বা (ডাউলেসনে) হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বীর্য্য দ্বারা প্রাচীন রোগ বীজ নষ্ট হইতেছে, ইহার কার্য্য কারণ এবং শক্তি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই জ্ঞাত আছেন।

বীজের শ্রেষ্ঠতা ও শক্তির কথা দাসরাজ পালিতা মৎস্য-গন্ধার জন্মবৃত্তান্তেও বিশেষ বুঝা যায় এবং সেই ক্ষত্রিয় বীজোৎপন্না সত্যবতীর গর্ভে মহাতপস্বী ও মহাজ্ঞানী সুব্রাহ্মণ বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্তও অলৌকিক ভাবে ঘটিয়াছিল।

বীজের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা জন্য এদেশে অনুলোম ও প্রতিলোম জাতির উৎপত্তি ঘটিয়াছে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং শূদ্রাণীর গর্ভে উগ্র ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল তথায় শূদ্র জন্মে নাই কিন্তু শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চাণ্ডাল জাতির উৎপত্তি ঘটে। পূর্ব্বকালে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ গতিকে এইরূপে অনুলোম বিলোম বহুজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও কলিতে অসবর্ণা বিবাহ এক্ষণে শাস্ত্রীয় নিষেধ ঘটিয়াছে, সেকথা যাঁহারা নাও মানেন তাঁহাদিগকে বৈজিক বিজ্ঞানের কথায়ও বারণ করিতেছি যে, কখন নীচকুলের পাত্রকে উচ্চকুলের কন্যাদান করিবেন না তাহাতে প্রায়শঃ নীচ বংশই জন্মিয়া সমাজের অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে। "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" নীচকুল হইতেও পদ্মিনী প্রভৃতি সুলক্ষণা কন্যা লওয়া যায়, ইত্যাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণে বুঝা যায় যে, নীচকুল হইতে সুকন্যা লইতে

পারে কিন্তু নীচকুলে কখন উচ্চের কন্যা দিতে পারে না। এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা শক্তিহীন হওয়াতে অর্থাৎ তাদৃশ বিদ্যা ব্রহ্মণ্য তপস্যা না থাকাতে নীচ সংসর্গে নীচ হইবার আশঙ্কায় অসবর্ণা বিবাহ নিষেধ ঘটিয়াছে। এখন মাতৃশক্তির প্রাবল্যে "মাতৃবৎ বর্ণশঙ্করাঃ।" বর্ণশঙ্করেরা মাতারজাতির ন্যায় জাতি প্রাপ্ত হইবে, হইতেছেও তাহাই। বাপের খোঁজ খবর অনেক মাও হয়ত জানেনা বা ভুলিয়া যান বা ঠিক্ রাখেন না।

অনিয়মিত বা বৃথা মৈথুন না করায় পশু পক্ষীরা কেবল যে অমোঘ বীর্য্যতা লাভ এবং রোগও অকাল মৃত্যু প্রভৃতি হইতে রক্ষা পায় তাহা নহে, তাহাদের রজোগুণ সুস্থির থাকায় আত্ম-রক্ষার ক্ষমতা এবং স্বজাতির মধ্যে একতাও যথেষ্ট দেখা যায়। অন্য কোন হিংসক পশু বা মনুষ্য হইতে বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা বিপদ সূচক ধ্বনি করিতে থাকে তখন দলে দলে স্বজাতীয় পশু বা পক্ষীরা প্রাণপণে যুদ্ধারম্ভ করিয়া থাকে। কাকাদি পক্ষী, মহিষও শূকর এবং বানরদিগের একতা অনেকে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আমরা অবৈধ বীর্য্য ক্ষয়ে জড়বৎ অবসন্ন এবং ঘোর তমোগুণে অভিভূত থাকায় ভীত ও সঙ্কুচিত হৃদয়ে পলায়নকেই শ্রেষ্ঠপথ ভাবিয়া দস্যুগ্রস্ত স্ত্রী প্রভৃতি বিশেষ আত্মীয় স্বজনের বিপদেও সাহায্য করিনা। পূর্ব্ববঙ্গের নারীহরণ ব্যাপারে কোন পতিকে বা কোন প্রতিবাসীকেই জীবন দিতে প্রায় শুনি নাই, নারী রক্ষার্থ জীবন দিয়া দুই চারিটা দস্যুও মধ্যে মধ্যে হত্যা করিলে তাহারা ভয়ে আর আসিত না। অতএব মানুষ বা মনুষ্যত্ব লাভ

হইবার পূর্ব্বে এখন সর্ব্বাগ্রে পশু ধর্ম্মই যে আমাদের শিক্ষণীয় ও বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন সকল যুবতীর ঠিক্ নিয়মিত ঋতু হয় না, কাহার বা আভ্যন্তরীক ঋতুযোগ হওয়াতে অজ্ঞাতেও গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে, (যাহাকে মূঢ়া গর্ভ বলে) সুতরাং সর্ব্বকালেই সন্তানোৎপাদন সম্ভব থাকায় মৈথুন কার্য্যে সর্ব্বদা সাবধানতা প্রয়োজন।

শুক্র সঞ্চয় কাল হইতে সঙ্গমকাল পর্য্যন্ত দম্পতীর মানসিক সদসৎভাব এবং পূর্ব্বোক্ত তিথি নক্ষত্র ও স্বাস্থ্য অনুসারেই বিভিন্ন প্রকৃতির এবং হৃষ্ট পুষ্ট ও কৃশ এবং সুবুদ্ধি বা নির্ব্বুদ্ধি সন্তান জন্মে। গ্রীষ্মকালের উৎপন্ন গর্ভের সন্তান অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ এবং শীতকালে (ও শীত প্রধান দেশে) সুন্দর ও সাধারণ সময়ে মধ্যম বর্ণের সন্তান জন্মিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ পিতা মাতার আকৃতি ও বর্ণই হয়। গর্ভধারণের পূর্ব্বাপর সময় গর্ভিণী সদাচারে ও ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য বা চিত্রাবলি দর্শন ও সৎ সংগীতাদি শ্রবণ এবং সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করিলে সৎপ্রকৃতি এবং গুণী সন্তান জন্মায়, বহুক্ষণ সংগীতের পরে সহবাসে সংগীতজ্ঞ ছেলে জন্মে, একথা অন্য স্থানেও বলিয়াছি। কৃষ্ণবর্ণে সূর্য্যতাপ কম প্রবেশ করে এজন্য অত্যুগ্রকিরণ আফ্রিকা দেশের কাফ্রীজাতি কৃষ্ণবর্ণ এবং সৌরকর স্নিগ্ধ শীতল দেশে শুক্লবর্ণ মানুষ জন্মে।

ভার্য্যাং রূপগুণোপেতাং তুল্যশীলাং কুলোদ্ভবাং।
অভিকামোঽভিকামান্তু হৃষ্টপুষ্টা-মলঙ্কৃতাং।
সেবেত প্রমদাং যুক্ত্যা বাজিকরণ বৃংহিতঃ॥

চরকঃ।

রূপ গুণযুক্তা তুল্যশীলা সৎকুলোদ্ভবা হৃষ্টপুষ্টা সুস্থদেহাও তুল্যকামাশক্তা কামিনীতে রমণ করিবে। অকাম নর বা নারী দিগের সঙ্গমে উভয়েরই স্বাস্থ্যহানি এবং রুগ্ন ও হীনবুদ্ধি সন্তান জন্মে। বর্ণশ্রেষ্ঠা, বয়োজ্যেষ্ঠা, হীনাঙ্গী, বেষ্যা, যোনিরোগযুক্তা এবং সগোত্রাদি নিষিদ্ধা কন্যাও চরককারি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যা বলিয়াছেন। চরকমতে ও আছে এবং পূর্ব্বে নবাবেরা ধারক ঔষধাদিও ব্যবহার করিতেন কিন্তু তাহা স্বাস্থ্য হানি কর।

নারীগণ সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্না এবং বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পতির নয়ন মন রঞ্জনের জন্য সদা মনোঽভিরামা ও সুবেশা থাকিবেন, পতির সমক্ষে কুবেশ কুপরিচ্ছদ কিম্বা অসময়ে অনাবৃত অবস্থায় দেখা দিবেন না। দম্পতীর বেশ ভূষা মনোঽভিরাম এবং সাকাঙ্ক্ষভাব থাকা প্রয়োজন। পত্নীর ভোজনকালে তৈল মর্দ্দনকালে এব্‌ প্রসব সময়ে ও রজস্বলাশৌচ কালে সহসা দর্শন দেওয়া ও বা দর্শন করা পত্নী কিম্বা পতির কর্ত্তব্য নহে, উহাতে উভয়ের স্বাস্থ্যহানি এবং আয়ুক্ষয়ও হয়।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, কিছু দীর্ঘকাল সংযতভাবে থাকিলে কিম্বা স্বাভাবিক সংযত দম্পতীর সন্তানেরা বল বুদ্ধিশালী এবং উত্তম সুসন্তান হইয়াই জন্মলাভ করেন কিন্তু শাস্ত্র বলেন, "তদা তদ্ভাব ভাবিতঃ" যখন যে কার্য্য করিবে তখন সেই ভাবেরই

বর্দ্ধন করিবে, অর্থাৎ সন্তান জন্মদান সময়ের কিছু পূর্ব্বকালে (অপরাহ্ণ হইতে) বিলাস বর্দ্ধক বেশ ভূষা এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি পরিধান, কামোত্তেজক কথাবার্ত্তা হাস্য পরিহাসাদি এবং আনন্দ বর্দ্ধক সঙ্গীতাদির আলোচনা এবং সুগন্ধি দ্রব্যের সেবা এবং তাম্বূলাদি ভক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা দম্পতীর প্রফুল্লতা থাকা এবং কামক্ষুধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, সেজন্য কালিকা পুরাণে দুর্গোৎসব উপলক্ষে নবরাত্রি সংযমের পর দশমী কৃত্যে বলিয়াছেন —

ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গ প্রগীতকৈঃ।

অর্থাৎ ভগলিঙ্গের নাম করিয়া এবং ঐ কাম ভাবের বর্দ্ধক গীত নৃত্যাদি ভাব দ্বারা পূর্ব্বকার সংযম ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে রতিক্রীড়াদি করিতে প্রবৃত্ত হইবে। সম্ভোগের পরদিনে প্রাতঃ স্নান এবং পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন দ্বারা দেহের ক্ষয় পূরণ করিবে।

কবিতা বনিতা চৈব রসদা স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমানা চেৎ সরসা বিরসায়তে॥ উদ্ভট।

কবিতা যদি স্মরণ মাত্রেই অর্থাৎ কথাপ্রসঙ্গে আপনা হইতে মুখে ব্যক্ত হয় তাহা হইলে সেই কবিতা রসদায়িকা হইয়া থাকে, সেইরূপ বনিতা যুবতী স্ত্রী যদি ডাকিবা মাত্র স্বেচ্ছাক্রমে হৃষ্টচিত্তে রমণার্থ নিকটে উপস্থিত হয়েন তবেই রতিকার্য্য পরিতৃপ্তি জনক বা সরস হইয়া থাকে কিন্তু যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া কবিতা বলিতে হয় এবং বনিতাকে টানাটানি করিয়া আনিয়া রমণ করিতে হয় অর্থাৎ বল প্রয়োগে উপস্থিত করিতে হয় তাহা হইলে উহাঁরা স্বাভাবিক সরসা হইয়াও বিরসার ভাব হইয়া

থাকেন। অর্থাৎ অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক রমণে সুখ বা স্বাস্থ্যদায়ক হয়না এবং সুসন্তানও জন্মেনা, ঐভাব হইলে তৎকালে সেদিন রমণ পরিত্যাগ করাই উচিত।

সহবাসের যোগ্য দিবসে রমণী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ ভূষা ধারণ করিয়া পতির রূপ গুণ চিন্তা নিমগ্না হইয়া কোপ বা কলহ-ভাব ত্যাগ পূর্ব্বক প্রফুল্লভাবে দিন যাপন করিবেন। মৈথুনকালে দম্পতীর সর্ব্বাঙ্গ অগুপ্ত বা অসঙ্কুচিত এবং সরলও সাবধান থাকিবে এবং কামিনী উত্তানশায়িনী (চিতভাবে অবস্থিতা) হইবেন, (ঐকালে দক্ষিণ হস্ত সঙ্কুচিত থাকায় অনেকে [বেঙ] বামহস্তে বল পাইয়া থাকেন।) তৎকালে উভয়ে উদ্বেগশূন্য হৃষ্টচিত্ত এবং বাক্যরহিত ও তন্মনস্ক থাকিয়া যাহাতে একসময়ে উভয়ের তেজঃক্ষরণ ও মিশ্রণ হয় সেই বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান থাকিবেন। দেহ বা মন সঙ্কুচিত থাকিলে বিকলাঙ্গ এবং জড় বুদ্ধি সন্তান জন্মে। গর্ভাধান সময়ে তাঁহার মাতা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকায় ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হয়েন এবং অন্য সময়ে ভয়ে বিবর্ণা থাকায় পাণ্ডুরাজ পাণ্ডুর বর্ণ হইয়া জন্মিয়া ছিলেন।

সহবাসের সময়।

ভোজনের অন্যূন দেড় ঘণ্টা মধ্যে সহবাসে অজীর্ণ রোগ হয় এবং সন্তানও অজীর্ণ রোগী হইয়া জন্মে। অতএব আহারের অন্যূন তিন চারি দণ্ড পরে রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইলে সঙ্গমের স্বাভাবিক সময়। রতিশাস্ত্রকারের মতে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেষ এবং চতুর্থ প্রহরের প্রথমে অর্থাৎ রাত্রি দুইটার পর আড়াইটার মধ্যে রাত্রিমানের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনায় সঙ্গমের

প্রশস্ত সময়, এইকালে সঙ্গমে উত্তম সন্তান জন্মিতে পারে, নিদ্রায় বিশ্রাম লাভের পর দেহ মন সুস্থ থাকায় এইকাল প্রাশস্ত্য হওয়া বোধ হয় কারণ। তৎপরবর্ত্তী সময়ে কিম্বা কেহ নিদ্রাতুর থাকিলে সঙ্গম নিষিদ্ধ।

মৈথুনের পর শ্বাসবায়ু সুস্থির না হওয়া পর্য্যন্ত স্থিরভাবে থাকা কর্ত্তব্য। তৎপরে জলদ্বারা শুচী হইয়া প্রস্রাব ত্যাগাদি করিবে ও পুনশ্চ জলশৌচ করিবে, নচেৎ দদ্রু রোগাদি জন্মিতে পারে, দৈবযোগে শুক্র চক্ষুতে লাগিলে চক্ষু নষ্ট হওয়া সম্ভব। সম্ভোগের পরে শীঘ্র নিদ্রা যাইলে সপ্তধাতু দেহমধ্যে যথাস্থানে সুস্থির হইয়া ক্রমশঃ দেহ মন সুস্থ হয়। তৈলম্রক্ষণের পর (মস্তকে জল না দিয়া) বমি করিয়া, ক্ষৌরী হইয়া এবং মৈথুনের পরে জলদ্বারা শৌচ না করিয়া বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিলে অহোরাত্রি উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে।

স্ত্রীগমনে ঋতুর চতুর্থ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশরাত্রি সুপ্রশস্ত পর্ব্বাদি নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত উক্তদিনে সুপুত্র জন্মে। অযুগ্মদিনের মধ্যে নবম ও ত্রয়োদশ রাত্রিতে ভার্য্যাগমনে সুকন্যা অর্থাৎ গুণবতী কন্যা লাভ হয়।

আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্ব্বর্ণ বলান্বিতাঃ॥
স্থিরোপচিত মাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযুতাং॥

সুশ্রুতঃ।

যোগ্যা স্ত্রী নিয়মিত সহবাসে পরমায়ু বাড়ে এবং দেহের বল বর্ণ ও কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং রসরক্ত ও মাংসাদি ধাতু সকল সাম্য ও সুস্থির থাকায় শীঘ্র বৃদ্ধত্ব না হওয়ায় মানুষ দীর্ঘজীবী ও

হৃষ্ট পুষ্ট থাকে। যেমন যে আহার দেহের পোষক সেই আহারের মাত্রাধিক্য ঘটিলে তাহাই শরীর নাশক হইয়া থাকে নচেৎ নিয়মিত ভোগে দেহের বল বৃদ্ধি এবং মনের সুখ স্বস্তি ও প্রফুল্লতা বাড়ে এবং দেহ স্নিগ্ধই থাকে। অল্পাহারে বা স্বল্প সম্ভোগেও ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট ঘটেনা সুতরাং সর্ব্বকার্য্যে মিতাচারী থাকাই প্রয়োজন।

দম্পতীর একত্র শয়ন।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের এক শয্যায় শয়নে শীঘ্র দেহের মিলন হয় বটে কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনদ্বারা আত্মোন্নতি করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এবং যাঁহাদের বিংশতি বৎসর পূর্ণ হয় নাই কিম্বা দম্পতীর মধ্যে একের দেহ দুর্ব্বল বা অসুস্থ থাকিলে তাঁহারা অথবা অদৃষ্ট রজস্কা বা অপ্রাপ্তবয়স্কা বধূর পক্ষে এক শয্যায় শয়ন অনুচিত, যদিও সন্তান না হইবার পূর্ব্বে এনিয়ম রক্ষা করা কঠিন তথাপি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সন্তান হইলে তাহার ব্যবধানে শয়নও ভাল কিন্তু পরস্পরের নিশ্বাস (অঙ্গারক) বায়ু দ্বারাও স্বাস্থ্য বিকৃতি ঘটে। অদৃষ্ট রজস্কা স্ত্রী সহবাস প্রায় উভয়ের স্বাস্থ্য নাশক ও পাপজনক, এখন এই সকল পাপেই ভারতবর্ষ হটাৎ এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এসকল কথা বিবাহের বয়স নির্ণয় প্রবন্ধে লিখিয়াছি।

কুসুমকলিকাকে মর্দ্দিত করিলে তাহা যেরূপ হতশ্রী হতগন্ধ হইয়া যায় সেইরূপ অদৃষ্টরজস্কা কন্যাগমনে তাহার স্বাস্থ্যহানি এবং বন্ধ্যাত্ব পর্য্যন্ত হইতে পারে, উহার গর্ভের উৎপন্ন ফলস্বরূপ সন্তানও রুগ্ন বা অল্পায়ু হয় একথা স্থানান্তরে বলিয়াছি।

নব যুবক যুবতীর কামেচ্ছা সর্ব্বদা মনকে আক্রমণ করে, পরস্পরের দেহ স্পর্শ বা চুম্বন কিম্বা দেহ আলিঙ্গনাদি ভাব অধিক সময়ে ঘটিলে দেহ উত্তেজিত হওয়ায় কামসন্তপ্ত রক্ত হইতে শুক্র পৃথক্ হইতে থাকে, দুগ্ধ হইতে ঘৃত বা নবনী পৃথক্ হইয়া গেলে যেমন তাহা আর দুগ্ধে মিশেনা শুক্রেরও সেইভাব হয়, ঐ ভাবের শুক্র দেহে থাকিলেও স্বাস্থ্য বিকৃতি এবং দদ্রু প্রভৃতি রোগও প্রমেহ রোগের ভাব দাঁড়ায় সেজন্য কামবেগ রোধ করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ, সুতরাং তরল ধাতুর লোকের পক্ষে সহবাস দিন ব্যতীত একশয্যায় শয়নে অনিষ্টই হয়। আমাদের মতে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালেই পৃথক্ শয্যায় শয়নই উপকারী কারণ "স্বভাবো বলবত্তরঃ" স্বভাবই বলবান্ যেরূপ অভ্যাস করিবে তাহাই তোমার স্বভাবে দাঁড়াইবে, একত্র শয়ন অভ্যাস হইলে তখন পৃথক্ থাকা অস্বস্তিকর এবং অনিদ্রার কারণ হইবে। অতএব দেহ ও মনের উন্নতি জন্য এবং ব্রহ্মচর্য্যপালন উদ্দেশ্যে একটু কষ্ট করিয়াও পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিবার ব্যবস্থা এবং চেষ্টা বা অভ্যাস করিবে, তাহাতে যুবক যুবতী, গর্ভিণী ও শিশু সন্তান প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে। সম্ভোগ রাত্রি ব্যতীত দেহস্থ শুক্র একশয্যায় শয়নে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে বায়ু ক্ষোভ জন্মায় তাহাতে তরঙ্গায়িত জলাশয়ের ন্যায় দেহস্থ রক্ত কণিকা এবং মন চঞ্চলভাব থাকায় প্রাণে অস্বস্তি বোধ হয়, সেজন্য ক্রমশঃ স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

ন বেগান্ ধারয়েদ্ধীমানা-গতান্ মূত্রবিষ্ঠয়োঃ।
ন রেতসো ন বাতস্য ন বম্যাঃ ক্ষুবতো র্ন চ

নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেণ চ॥ চরকঃ

বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই সকলের বেগ ধারণ করিবেন না। মূত্র কিম্বা বিষ্ঠার বেগ এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্থাৎ দৃঢ় সঙ্কল্প জন্য ক্ষোভিত বা পতনোন্মুখ শুক্রবেগ, বাতকর্ম্ম, বমি, হাঁচি, উদ্গার জৃম্ভন (হাঁইতোলা) ক্ষুধা, পিপাসা, বাষ্প, নিদ্রা এবং শ্রমজন্য নিশ্বাসবেগ এসকলের বেগ ধারণ নিষিদ্ধ, যেহেতু ইহা স্বাস্থ্য হানিকর ও রোগজনক।

দেহপ্রবৃত্তি-র্যা কাচিৎ বর্ত্ততে পরপীড়য়া।
স্ত্রীসম্ভোগ-স্তেয় হিংসাদ্যা-স্তেষাং বেগান্ বিধারয়েৎ॥
মনুঃ।

পরের অনিষ্ট সাধন নিমিত্তক যে কোন প্রকার হিংসা বা ক্রুরতা প্রভৃতি কার্য্য হউক তাহার বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য এবং যৌবনকালে প্রত্যহ যে সুরতস্পৃহা জন্য অঙ্গ বিশেষের লিঙ্গাদির চঞ্চলতা তাহার অবৈধ বেগ যত্নপূর্ব্বক ধারণ করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণার বেগের ন্যায় প্রত্যহ কামবেগ হয় বলিয়াই তাহা পূরণ করা উচিত নহে, উহা রোধ করাই বীরত্ব এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। চুরি কিম্বা হিংসা করিবার ইচ্ছার বেগ ও ধারণ করিতে হয়, ইহা ব্যতীত ক্রোধ লোভ প্রভৃতি জন্য ইন্দ্রিয় বেগ, মিথ্যাকথন, বৃথা বাক্য বা অসাময়িক বাক্য কথনের বেগ ও সম্বরণ করা উচিত। "বহুৎ ভালনা চলনা বলনা" চলনা বা হাঁটাহাটী এবং বলনা বা বকাবকী করা অধিক ভাল নহে।

গর্ভিণী গমন।

ইন্দ্রদত্ত বর আছে বলিয়া গর্ভিণীগমনে গর্ভনাশ হয় না, আহ্নিকতত্ত্বে এরূপ প্রমাণ থাকিলেও উহা আয়ুনাশক, কারণ গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

দিবাশয়া ন মে পুত্রা ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ।
গুর্ব্বিণীং নানুসেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজঃস্বলাং॥ মহাভারত

দুর্ব্বৃত্ত হইলেও আমার পুত্রেরা যখন দিবানিদ্রা যায় নাই, রাত্রিকালে দধিভোজন করে নাই, গর্ভিণীসঙ্গম করে নাই এবং রজস্বলা নারীকে কখন স্পর্শও করে নাই, তবে কিজন্য তাহারা অকালে মরিল সুতরাং ঐ কার্য্যগুলি অকালমৃত্যুর কারণ বুঝা যাইতেছে।

যে মৈথুনে গর্ভোৎপত্তি হয় তাহাতে দম্পতী অধিক পরিতৃপ্তি বোধ করে। গর্ভোৎপত্তি হইলে রমণীদিগের পিপাসা, বমনেচ্ছা, উরুদ্বয়ের গুরুত্ববোধ, আলস্য ও অবসাদভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গর্ভ ধারণের পরেও প্রসূতি যেভাবে যে বিষয়ের আলোচনা করিবেন, সন্তান ও সেইভাব এবং সেই মনোবৃত্তি সম্পন্ন হইবেন, একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। গর্ভের সপ্তম মাস হইতে গর্ভস্থ শিশুর জ্ঞান সঞ্চার হয় সেজন্য গর্ভে অবস্থিতি সময়ে মহাবীর অভিমন্যু পিতার কথিত ব্যূহভেদ শুনিয়া শিখিয়াছিলেন কিন্তু মাতার নিদ্রা হেতু নির্গম শিখেন নাই। অদ্যাপি প্রায় ধনীর বাটীতে পূর্ণ গর্ভিণীকে রাম গীতা ও স্তবাদি শুনান হয় সুতরাং ঐ সময় দম্পতীগণ একেবারে কামভাব ছাড়িয়া সদালাপ এবং তুষ্টি পুষ্টির চেষ্টা করিবেন।

গর্ভধারণের পরে পঞ্চরাত্রে ভ্রূণ বুদ্‌বুদাকার, দশরাত্রে অলাবু সদৃশ হয়, পূর্ণমাসে ক্রমশঃ উহার পেশী অণ্ড এবং মস্তক হয়, দুইমাসে বাহু ও অঙ্গাবয়ব হয়, তৃতীয় মাসে মুখ নাসিকা কর্ণ এবং স্ত্রীপুরুষের লিঙ্গছিদ্র প্রকাশ হয়, চতুর্থমাসে সপ্তপ্রকার ধাতুর উৎপত্তি এবং পঞ্চম মাসে ভ্রূণের ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব হয়, (এজন্য এইমাসে নব ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পঞ্চরস সমন্বিত পঞ্চামৃত খাইতে হয়) ষষ্ঠমাসে জরায়ুবেষ্টিত সন্তান দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে, সপ্তম মাস হইতে গর্ভস্থ শিশুর জ্ঞান সঞ্চার হয় এবং গর্ভ স্পন্দিত অনুভব হয়। পুষ্টির জন্য ঐ সময় নানা প্রকার খাদ্য অন্ন দ্বারা সাধ ভক্ষণ কর্ত্তব্য ক্রমে সর্ব্বাবয়ব পুষ্ট হইয়া নবম বা দশম মাসে প্রবল সুতিমারুতের গতিতে ধনুনিঃসৃত বাণের ন্যায় প্রকৃতির নিয়মে যোনি পথে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অতএব গর্ভস্থ জীবের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীপুরুষের ঐ সময় সর্ব্বদা অধিক সাবধান থাকা প্রয়োজন। অধিক সঙ্গম বা পীড়াদি দ্বারা গর্ভিণী যে মাসে যেরূপভাবে বা যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অধিক দুর্ব্বল হইবে গর্ভস্থ শিশুর পোষণের পক্ষে সেই সময় সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সেইরূপ ক্ষতি হওয়াই সম্ভব।

পঞ্চম মাস অবধি স্বল্পভাবে গর্ভিণী গমন করা যায় ইহা অনেকে বলেন, আমরাও ঐ পর্য্যন্ত বা উহাই অনুমোদন করি, নচেৎ তৎপরে গর্ভস্থ শিশু এবং দম্পতী সকলেরই স্বাস্থ্যহানি ঘটে, দুর্ব্বলা নারীদিগের গর্ভপাতও হইতে পারে। ঐ গর্ভাবস্থায় সহবাসে সন্তানের উদরে যকৃৎ বা লীবার বিকৃতি ঘটে ও প্লীহাদি রোগেরও উৎপত্তি হইতে পারে। প্রয়োজন বিধায় প্রাকৃতিক নিয়মেও এসময় সম্ভোগ অতৃপ্তিকর হইয়া থাকে সুতরাং ঐ সময়

পঞ্চম মাস অবধি স্বল্পভাবে গর্ভিণী গমন করা যায় ইহা অনেকে বলেন, আমরাও ঐ পর্য্যন্ত বা উহাই অনুমোদন করি, নচেৎ তৎপরে গর্ভস্থ শিশু এবং দম্পতী সকলেরই স্বাস্থ্যহানি ঘটে, দুর্ব্বলা নারীদিগের গর্ভপাতও হইতে পারে। ঐ গর্ভাবস্থায় সহবাসে সন্তানের উদরে যকৃৎ বা লিবার বিকৃতি ঘটে ও প্লীহাদি রোগেরও উৎপত্তি হইতে পারে। প্রয়োজন বিধায় প্রাকৃতিক নিয়মেও এসময় সম্ভোগ অতৃপ্তিকর হইয়া থাকে সুতরাং ঐ সময় স্ত্রী পুরুষের পৃথক স্থানে থাকিয়া সম্ভোগ-ব্যায়িত স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণতার জন্য সংযমের চেষ্টা করাই প্রয়োজন। এই সকল কারণে আমাদের মতে বিলাসী ও অবস্থাপন্ন লোকদিগের পক্ষে দুইটী বিবাহ করাই উচিত, তাহা হইলে গর্ভিণী বা অকামুকী সহবাস না ঘটিলে দম্পতীর এবং গর্ভস্থ শিশুর বিশেষ উপকার হইবে এবং সন্তানও বলিষ্ঠ হইবে। এই সকল অনাচারে দেশে দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্তান অধিক জন্মিতেছে। দ্বিবিবাহ প্রবন্ধ দেখুন) কুলীন কন্যাদিগের সপত্নী থাকায় গতিকে অনেকাংশে ব্রহ্মচর্য্য পালন ঘটিত সেজন্য তাঁহাদের বলিষ্ঠ ও মেধাবী সন্তানের জননী হইবার সুযোগ হওয়ায় কুলিনের সন্তানেরাই বঙ্গে বিখ্যাত। ৺রাম মোহন রায় ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলেরাই শক্তিশালী এবং মেধাবী ও কর্ম্মি হইয়া জন্মিয়াছিলেন। চল্লিসের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষে স্ত্রীকে বিবাহ করিলে বালাস্ত্রী সেবনেও আয়ুর্বৃদ্ধি বটে "বালাস্ত্রী ক্ষীর ভোজনং।" স্বাস্থ্যবৃদ্ধি কারিণীও বটে এজন্য স্বাস্থ্যবান্ ভোগী ধনী যুবকদিগেকে আমরা দুইটী বিবাহ করিতে বলি কারণ ঐরূপ অকর্ম্মালোকদিগের প্রায় গর্ভিণী গমনে বা অন্য

স্ত্রীতে আসক্তি ঘটিয়া স্বাস্থ্য ও চরিত্র নষ্ট হয় সুতরাং স্ত্রীর এবং গর্ভস্থ সন্তান ও নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করা অপেক্ষা দুইটি বিবাহ তাঁহাদের পক্ষে অনেক ভাল, (দ্বিবিবাহ প্রবন্ধ দেখুন)। কিন্তু "বৃদ্ধস্য গৃহিণী রোগো ন গৃহীত্বা নিবর্ত্ততে।" গৃহিণী শব্দে পত্নী এবং গৃহিণী রোগকে বুঝায়, বৃদ্ধকালে উহা ঘটিলে ঐ দুইটিই গতিকে জীবন শেষ না করিয়া ছাড়ে না। "প্রাণীনাং দয়িতা দারাঃ" সর্ব্বপ্রাণীরই দারা বা ভার্য্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়াত আছেই, সেই স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে নব্যা পাইলে অধিক প্রিয়া হয়েন, তাই পণ্ডিতেরা বলেন,—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।" অর্থাৎ বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় ব্যক্তির পক্ষে নব্যা যুবতী ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষা অধিক আদরণীয়া কিন্তু ঔষধ দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া নব্যা স্ত্রীর মনরঞ্জন করিতে গেলে পক্ষাঘাতাদি উৎকট রোগ এবং অকাল মৃত্যু বা শীঘ্র মৃত্যু প্রায় ঘটে।

গর্ভিণী গমন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধির "আত্মকাহিনী" পুস্তকে লেখা আছে, তিনি মাত্র একদিন গর্ভিণী গমন ঘটাতেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, একথা ভালরূপে বাঙ্গালী বুঝ। মাদক সেবন, রাত্রি জাগরণ, যানাদিতে অরোহণ, তীব্র ঔষধ বা উত্তেজক খাদ্য ব্যবহার অথবা গুরুতর পরিশ্রম, অতিমৈথুন কিম্বা অত্যন্ত ভয় বা পতন কিম্বা শোকাদি দ্বারা শরীর অতিশয় উত্তেজিত কিম্বা ব্যথিত বা অবসন্ন হইলে চঞ্চলা কিম্বা স্নায়ু দুর্ব্বলা নারী-দিগের গর্ভস্রাব হওয়ার সম্ভব হয়। সাধারণতঃ তৃতীয় চতুর্থ মাসে অধিকতর ভ্রূণ পাত হইতে দেখা যায়। যে সকল নারী পরিশ্রম বিমুখ ও শীতোষ্ণাদি পাঞ্চভৌতিক কষ্টসহনে অনভ্যস্তা তাঁহাদের স্নায়বিক শক্তি এত দুর্ব্বল হয় যে তাঁহারা বীর্য্যধারণে

অক্ষমবশতঃ বন্ধ্যা হ'য়েন কিম্বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত গর্ভরক্ষা করিতেও পারেন না অথবা অতি কায়ক্লেশে বা চিকিৎকের সাহয্যে সন্তান প্রসব করেন। বিলাসিতার আতিশয্যে অর্থাৎ অপরিমিত কামভোগ বা পান ভোজন এবং অধিক বস্ত্র ব্যবহার দোষে অথবা বারম্বার শোকাচ্ছন্ন হইলে গর্ভিণীর স্নায়ু ও বক্ষের দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে। উক্ত দোষ শ্রমজীবীদিগের প্রায় অধিক ঘটেনা এজন্ত তাহারা ঐ সকল বিষয়ে প্রায় ক্লেশও পায়না। পুরুষের শুক্রবিকৃতি দোষেও অসময়ে সন্তান নষ্ট হয়, নিষিদ্ধদিনে বা অসময়ে গর্ভ হইলেও ঐ দোষ ঘটে অর্থাৎ গর্ভ নষ্ট বা রুগ্ন সন্তান হইবার সম্ভব হয়।

বন্ধ্যাদোষ কিম্বা মৃতবৎসাদোষ অথবা যাহাদের সন্তান শৈশবকালে মরে বা রুগ্ন হয়, এরূপ দোষ যে সকল পিতামাতার ঘটে তাহাদের পক্ষে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য পালনই মহৌষধ। নারীদিগের গর্ভস্রাব দোষ থাকিলে কাঁচা পোয়াতি তাহাদের শীঘ্র শীঘ্রই পুনশ্চ গর্ভসঞ্চার হয়, সেজন্য একটু দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালনে ঐ প্রকার নারীর দুর্ব্বলতা এবং যান্ত্রিক দোষ সকল প্রাকৃতিক নিয়মে আরোগ্য হইলে আভ্যন্তরীক যন্ত্রগুলিও সবল হয়, তৎপরে গর্ভধারণ হইলে আর সহজে গর্ভ বা নবপ্রসূত বালক বিনষ্ট হয় না।

৺রাম কবচ ও সূর্য্যকবচ ধারণ করিলেও গর্ভ ও বালকের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। গর্ভিণীর পক্ষে ধুনা গুগ্‌গুল এবং কর্পূরের ধূম উভয় সন্ধ্যায় সেবনে বড়ই উপকার হয়, উহাদের অবসাদ ভাব উহা দ্বারা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। বাধকাদি দোষ থাকিলে ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং চিকিৎসা হওয়া উভয়ই

প্রয়োজন। এই সকল কারণে দুইটী স্ত্রী থাকিলে সকলেরই স্বাস্থ্য ভালো থাকে। গর্ভাবস্থায় পিত্রালয়ে থাকাই বধূর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

সহবাসের দিন নিরূপণ।

সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি ঋতুতে সুস্থ শরীরে একবার স্ত্রীগমন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় এবং পশু পক্ষীরাও স্বাভাবিক এই নিয়মই পালন করে, প্রাণান্তেও ঋতুভিন্ন কালে তাহারা প্রায় সঙ্গম করেনা কারণ গরুদিগকে তিন দিন পরে সহবাস না করা দেখা গিয়াছে, লোকে বলে গরম নাই কিন্তু মানুষ নরম গরম বুঝে না সেজন্য দুর্দ্দশা। এইজন্যই বোধ হয় শাস্ত্র বলেন ঐ নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য ধ্বংস হয় না সুতরাং উহাতে যোগ যাগ তপস্যারও বিঘ্ন হয়না, ঐ নিয়ম রক্ষাই দম্পতীর পক্ষে ঘোর তপস্যা অথচ অবিবাহিতের ন্যায় ইহা নিতান্ত কঠোর এবং ক্ষোভদারক ব্রহ্মচর্য্যও নহে, সেজন্য পতনের আশঙ্কাও নাই, ইহাই মুখ্য কল্প বলা যায়। (মাসে এক বছরে বার তাছাড়া যত কমাতে পার)।

গৃহস্থ ব্যক্তি ঋতুকাল মধ্যে আরও একদিন স্ত্রীগমন স্বেচ্ছায় করিলে তাহাকে মধ্যম কল্প বলা যায় বটে কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্মচারী বলা যায় না। ঋতুভিন্ন কালে স্ত্রীর অনুরোধ বা ইচ্ছা ব্যতীত স্বেচ্ছায় গমন করিলে পাপ হয়, স্ত্রীর অনুরোধ বা ইচ্ছায় দোষ হয় না কিন্তু ইহাই তৃতীয় কল্প। তৎপরে সাপ্তাহিক হইলে অনেকটা স্বেচ্ছাচার হয়।

প্রকৃতপক্ষে কতদিন ব্যবধানে স্ত্রী সহবাস করা উচিত একথার উত্তরে বলিতে হয় যে, মানুষ প্রত্যহ কি পরিমাণ আহার করিবে তাহা যেমন স্থির নির্ণয় করা যায়না উহাও সেইরূপ কতকটা বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ নিজের বয়স বল বীর্য্য সামর্থ্য ও তৎসাময়িক কামক্ষুধা ইত্যাদি সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যত কম সম্ভোগ করা যায় অর্থাৎ যতদূর টানিয়া রাখা চলে ততই মঙ্গল, এ সকল কথা ব্রহ্মচর্য্যতত্ত্বে বহুভাবে বুঝান হইয়াছে, বয়োবৃদ্ধির সহিত পতিপত্নী সংযম না বাড়াইলে নানাপ্রকার রোগও অকাল মৃত্যু ঘটে।

শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষিদ্ধদিন গুলি হিসাব করিলে ভোগী দম্পতীর পক্ষেও সপ্তাহে একদিনের অধিক সম্ভোগ না হওয়াই শাস্ত্রকারদিগেব অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়, কারণ প্রথম যৌবনেও একদিনের সম্ভোগে ব্যয়িত শুক্রের পূরণ হইতেও ত্রিরাত্রি এবং সঞ্চয় হইতেও ত্রিরাত্রি সময় লাগিয়া থাকে, সুতরাং ইহার অধিক সম্ভোগে আশক্ত হইলে মূলধনে বা আসলে ক্ষয় হইলে পাঁচ সাত বৎসর মধ্যেই বৃদ্ধত্ব বা জরার ভাব দেখা যাইবে। প্রথম বয়সে তাদৃশ ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝা না গেলেও পরে নিশ্চয় অনুতাপ হইবে। প্রমেহাদি রোগীরা দেহের অবস্থার বশে যাইবেন তথাপি অন্যের দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিবেন না।

অফিং ও সুরাদি নেশার ন্যায় শুক্র ত্যাগ করাও একটী নেশার মতই দাঁড়ায় সুতরাং দৃঢ় সংকল্প রাখিয়া অফিং বা মদ্যাদির নেশা যেমন অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ খর্ব্ব বা পরিত্যাগ করা যায়, সঙ্গম লালসাও সেইরূপ অভ্যাস বলেই ক্রমশঃ (অধিক দিন ব্যবধানে) খর্ব্ব বা ত্যাগ করাও যায়।

সিংহো বলী দ্বিরদ শূকর মাংসভোজী।
সম্বৎসরেণ কুরুতে রতিমেক বারং।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্র ভোজী।
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥

পশুরাজ সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং সে হস্তী ও শূকরাদি বলবান্ পশুর মাংসই ভোজন করে কিন্তু তাহা হইলেও সিংহ বৎসরান্তে একবার মাত্র রমণ করিয়া থাকে, অপর পক্ষে ঝিল কুরুই বা তণ্ডুলকণা প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সামান্য বস্তু ভোজন করিয়াও পারাবত এবং চড়ুই পাখীকে প্রতিদিন বারম্বার কামী হইতে দেখা যায়, ইহার কার্য্যকারণ এই বুঝা যায় যে, সকল জীবের কাম ক্রোধ হিংসাদি প্রবৃত্তি স্বাভাবিক সমান থাকে না এবং রতিশক্তিও সকল দেহে সমান থাকেনা বা সহ্য হয় না, পূর্ব্বে বলিয়াছি শুক্রাদি সপ্ত ধাতুও সকল দেহে সমান থাকেনা। অতএব অপরের কার্য্যের বা শক্তির দৃষ্টান্তে কাহারই চলা উচিত নহে, নিজের খবরটি নিজে নিজে বুঝিয়া চলিতে হয়, তথাপি সর্ব্বথা সংযমের পথই ভালো।

ন যাতু কামঃ কামানা-মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

বহুদিন ধরিয়া বহুবার বহুপ্রকারে এই কামের উপভোগ বা কামসেবা করিলেও যখন কামের উপশম বা পরিতৃপ্তি হয় না বা হইবে না, তখন ঐ কার্য্যে বাড়াবাড়ী না করিয়া সংযত থাকাই যথাসম্ভব কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন

তাঁহারা ডুবিয়াই মরেন কিন্তু তথাপি আকাঙ্ক্ষারত শেষ হয়না, ঘৃতসেক দ্বারা অগ্নি বারম্বার জলিয়াই উঠে নির্ব্বাণত হয় না। সহস্র বৎসর যৌবন উপভোগ করিয়াও রাজা যযাতির কামক্ষুধা এবং কামভোগ স্পৃহা নিবৃত্তি হয় নাই, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল এবং দন্তহীন বৃদ্ধও বলিবেনা যে, আমি কামোপভোগে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ফলকথা নিয়মিত সম্ভোগ দ্বারা ক্রমশঃ সংযত বা কাম দমনের চেষ্টা করাই সহজ, সুতরাং বিশুদ্ধ বিবাহদ্বারাই সহজে স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন হয় এবং ভোগের বস্তু সম্মুখে থাকায় এবং অযত্ন সুলভতাবশতঃ অভাব বোধ না থাকায় ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য নিবৃত্তি হইয়া ক্রমশঃ ইচ্ছা করিলে বিবাহিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় দমনই থাকিবে। একটি স্ত্রী লইয়া থাকিলে শরীরের ক্ষীণতায় বা বয়োবৃদ্ধির জন্য সম্ভোগেচ্ছা উভয়ের মধ্যে তুল্যভাবে ক্রমশঃ স্বাভাবিক কমিয়াও যায়। তৃতীয় ফল, সৎ পুত্রোৎপাদন এবং দাম্পত্য প্রেমাস্বাদনের আনন্দে সাংসারিক দুঃখ কষ্টের লাঘব বোধ অর্থাৎ উহার শেষ পরিণামে যদি স্ত্রীপুরুষের প্রকৃত ভালবাসা বা প্রেম জন্মিয়া যায় তাহা হইলে সংসারের সকল দিকেই সুখশান্তি ফটিয়া উঠে, মনে আনন্দ থাকিলে জগতের সকলকেই ভালো বাসিতে এবং ভালো বলিতে স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়, মনে আনন্দ থাকিলে দৈহিক সুখ লালসাও কমে, তখন মানব বিশ্বপ্রেমিক হইয়া বিশ্বনাথের কৃপাও লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে সুপুত্র ও সুকন্যা লাভ করিলে পিতৃঋণ পরিশোধ ও বিশ্বহিতে ইচ্ছা হওয়ায় বিশ্বনাথের তৃপ্তি এবং ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়। বহু সন্তানের মাতার পক্ষে সংযম বড়ই প্রয়োজন।

যাঁহারা ইন্দ্রিয় দমনের উদ্দেশ্য লইয়া বিবাহ করিবেন;

তাঁহাদের পরস্পরের সহায়তায় ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্যই সাধন ভজন নিয়ম নিষ্ঠা সদাচার ও উপবাস প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ যত্ন পরায়ণ হইয়া সংসারে সাবধান থাকিতে হইবে এবং দাম্পত্য প্রেম অবলম্বনে ভগবৎ প্রেমকে আয়ত্ত ও শিক্ষা করিতে হইবে এবিষয় পূর্ব্বেও বলিয়াছি। একথাও তেমোদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মচর্য্যের জন্য তোমরা যতই নিয়ম নিষ্ঠা সদাচারে থাক ভগবান্‌কে আশ্রয় না করিতে পারিলে সমস্তই ভাসিয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি নানা কারণে সকল মানবের পক্ষেই প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ভগবদুপাসনার বিশেষ প্রয়োজন। বড় পাইলে ছোটর লালসা আপনি কমে, ভগবদ্‌প্রেমাস্বাদ পাইলে অন্য সর্ব্ব কামনাকেই তুচ্ছ বোধ স্বাভাবিক ভাবেই জন্মে।

ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক যোগসাধনার ফলে মহাত্মা যোগী সন্ন্যাসীরা সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিতেন, সুতরাং জীবন মরণ এবং স্বাস্থ্য নিজেরই হাতে। ৺ত্রৈলঙ্গ স্বামী সাড়ে তিনশত বৎসর বয়সকাল জীবিত ছিলেন।

বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্নল্পভোগেন তৃপ্যতি ॥
অন্যথানন্ত ভোগেঽপি নৈব তৃপ্যতি কর্হিচিৎ ॥
পঞ্চদশী।

বিবেকী ব্যক্তি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়াও অল্পভোগেই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, কারণ অবিবেকী ব্যক্তিগণ অনন্ত কাল ভোগ করিয়াও যখন কোন কালে পরিতৃপ্ত হয়েন না তখন বহুভোগে দেহের ক্ষয়ে কিছুই লাভ হইবে না বরং দেহ এবং মনের অধিক ক্ষয়ে বিশেষ ক্ষতিই হইবে। অতএব সংযমের পথে যতই থাকা যায় ততই মঙ্গল হইবে।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান রহে যুগ পরিমাণ।
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ॥
পরমায়ু স্বধুই বায়ু বায়ুতে হয় বিলীন।

অসার কদলীস্তম্ববৎ ও কাষ্ঠ তৃণ অপেক্ষা ক্ষণভঙ্গুর এই দেহ এবং পরমায়ুও বায়ুমাত্র ইত্যাদি চিন্তা করিয়া কামভোগাদি কোন প্রকার ভোগে বাড়াবাড়ী করা উচিত নহে, উহাতে আগ্রহ না থাকাই বিশেষ গুণ।

অপর কথা। দেশের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে জন্মনিরোধের প্রয়োজন একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু সর্ব্ববিধ কৃত্রিম উপায় প্রায় স্বাস্থ্য-হানিকর ইহাও বহু চিকিৎসকের মত "জন্মশাসন" পুস্তকে গর্ভনিরোধ উপায় সকল দেখুন। দরিদ্র বা স্বাস্থ্যহীন পিতা মাতার পক্ষে আধুনিক কৃত্রিম উপায়ে এবং কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ ডাক্তারদিগের নিকট হইতে বিশেষ জানিয়া ব্যবহার করা বিশেষ পাপজনক নহে কারণ গর্ভপাত বা অবৈধ রেতঃপাত অপেক্ষা ইহা মন্দের ভাল। গর্ভনিরোধ প্রবন্ধে আমরা কিন্তু নানা কারণ দেখাইয়া বিপক্ষেই মত দিয়াছি।

দম্পতী দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যপালনে বলিষ্ঠ সন্তান জন্মাইয়া পরে জননী দীর্ঘকাল সেই সন্তানকে স্তনপান করাইলেও শীঘ্র গর্ভ হয়না কারণ স্তন্যপায়ী শিশুর বা গোবৎসের মৃত্যুতেই দুগ্ধ গাভ্রে বসিয়াও সত্বর গর্ভধারণ হওয়া বুঝা যায় সেজন্য এমতটি প্রায় নিরর্থক নহে, সৌন্দর্য্য বা বিলাসিতার জন্য শিশুকে স্তন পান বন্ধ করিও না। মহাত্মা মনু বলিয়াছেন, ঋতুর তৃতীয় সপ্তাহ

অর্থাৎ উনবিংশতি হইতে চতুর্ব্বিংশতি দিন মধ্যে দুই একদিন সঙ্গমে গর্ভ হয়না কিন্তু উহা অক্ষুধায় আহারের ন্যায় অতৃপ্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর।

নিন্দ্যাস্বষ্টাষু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্।
ব্রহ্মচর্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ ৩য় অঃ।

ঋতুর প্রথম চারিদিন, একাদশ ও ত্রয়োদশ দিন এই ছয়দিন (ও পর্ব্বদিন) এবং প্রশস্ত অবশিষ্ট আটদিন এই যোড়শ দিন কোন মতে অষ্টাদশ দিন ছাড়িলে পরে স্ত্রীগমনে সন্তান না হওয়ায় ব্রহ্মচারীর ন্যায় থাকা যায় কিন্তু কোন কোন মতে মাসের শেষ চারি দিনও (গর্ভ সম্ভব বলিয়া) ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উনবিংশতি হইতে চতুর্ব্বিংশতি রাত্রি কালই গর্ভ না হইবার কাল বুঝা যায়।

যাহা হউক যাঁহারা গর্ভনিরোধের জন্য বড়ই ব্যস্ত তাঁহাদের বলিতেছি যে, সন্তান হইবার ভয়ে এখনকার অনেক ছেলে যাঁহারা বিবাহ না করিয়া বহুকষ্টে দীর্ঘকাল কাটাইতেছেন, তাঁহারা না হয় বিবাহ করিয়াও দুই একটি সন্তান জন্মিলে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ সময় একটু কষ্টে ব্রহ্মচর্য্য পালনই করুন, নিতান্ত অধৈর্য্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত ছয়দিন মধ্যেও ত এক বা দুইদিন স্ত্রীগমনত অভাব হইবে না। বিবাহ না করিয়া তুমি এতদিন থাকিতে পারিলে বিবাহ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন (গর্ভরোধের জন্য) না করিতে পারিবে কেন? দারিদ্র্যতা ও সন্তান পালনের জন্য কষ্ট স্ত্রীলোকেরই অধিক সুতরাং তোমার মতে তোমার স্ত্রীর (বোধ হয়) বিশেষ অমত হইবে না। গর্ভরোধের জন্য

কৃত্রিম ব্যবহারে অস্বস্তি ও জ্বালাতন এবং স্বাস্থ্যহানি নারী-জাতিরই ত অধিক ঘটিবে, তদপেক্ষা সাময়িক বৈধব্য দশাবৎ বিরহিণীর ন্যায় বিচ্ছেদ ভোগ হিন্দুনারীর নিতান্ত কষ্টকর হইবে না। দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যের ফলে যদি একটা সুপুত্রও জন্মিয়া যায় তবে সর্ব্বদুঃখ দূর হইয়া তোমাদের মহোপকার হইবে। বিবাহিত দরিদ্র পুরুষ তোমার পক্ষে পূর্ব্বের অবিবাহিত অবস্থার চির উপবাস অপেক্ষা মধ্যে মধ্যে উপবাস রূপ স্ত্রীবর্জন মন্দের ভাল। অতএব গর্ভনিরোধ জন্য কৃত্রিম পথ বা ব্যভিচার কিম্বা অবৈধ পথ কখন ভাল নহে, ব্রহ্মচর্য্যের পথই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কিনা বুঝুন; যাঁহাদের পেটে অন্ন নাই, শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার ক্ষমতা নাই, দেহে শক্তি নাই তাঁহাদের পক্ষে একটু চুপ চাপ থাকাই উচিত। আমাদের বিশ্বাস ব্রহ্মচর্য্যে বলিষ্ঠ লোকের সন্তানও কম হয় কারণ আমাশয় রোগীর বেগের ন্যায় এখনকার দুর্ব্বল নরনারীর কামবেগও অধিক এবং তাঁহাদেরই হংস কুক্কুটাদির ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র গর্ভও হয় কিন্তু পূর্ব্বকার বলিষ্ঠা নারীর এরূপ ঘন ঘন গর্ভ প্রায় হইত না।

সম্প্রতি জানিতে পারিলাম চীনদেশে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক সেজন্য জন্মসংখ্যাও অন্যদেশের তুলনায় সেদেশে অনেক অধিক। দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনাদিতে অত্যধিক মরণে ক্ষয় না হইলে পীতজাতিতে এতদিন অর্দ্ধ পৃথিবী ভরিয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ের প্রায় পঞ্চাশ কোটী চীন এই শতাব্দীর শেষে প্রায় দ্বিগুণ হইতে পারে সুতরাং অধিকাংশ দেশ চীনাদের দখলে যাইবে এই পীতাতঙ্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভীত হইয়াছেন।

অতএব আমরা এখন গর্ভনিরোধের জন্য কৃত্রিম পথে

লোকবল শূন্য হইয়া গেলে আসন্ন পীতাতঙ্কে সর্ব্বাগ্রে নিকটবর্ত্তী আমাদেরই অস্তিত্ব লোপ ঘটিবে সুতরাং চীনাদের ন্যায় পরিশ্রমী ও সুনিপুণ শিল্পী হইলে অন্নাভাব ঘটিবে না, জন্মনিরোধ ও করিতে হইবে না, এখনও ভারতে পতিত জমি যথেষ্ট আছে। চীনাদের ন্যায় লোকবলই অর্থ সামর্থ্যহীন দরিদ্র আমাদের পক্ষে প্রধান বল বুঝা গেল। পূর্ব্বোক্ত গর্ভনিরোধ প্রবন্ধ দেখুন। বঙ্গে এবং আসামে বহুতর অনাবাদী পতিত জমি রহিয়াছে তাহার জন্য শিক্ষিত চাষীর প্রয়োজন সুতরাং এদেশে গর্ভ-নিরোধের প্রয়োজনই হয় নাই। ইংলণ্ডের লোক আসামে চার চাষ করিতেছেন, গরজ হইলে বাঙ্গালীও আসামে যাইয়া যে কোন চাষ করিতে পারে না কি? আমাদের এটি দৃঢ় বিশ্বাস যে, কৃত্রিম গর্ভনিরোধের পরে যে সন্তান জন্মিবে সেই সন্তানের এবং মাতা পিতার মাথা খারাপও স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া রোগীর ন্যায় জীবনে বিশেষ আনন্দ থাকিবে না।

অতি সম্ভোগের ফল।

অনেকের ধারণা নিজের স্ত্রীকে যথেচ্ছা সহবাসে দোষ নাই, এই ধারণার বশে কেহ কেহ বা প্রথম যৌবনে প্রত্যহই সহবাস করেন। নব বিবাহিত তরুণ তরুণী একরাত্রে দুই তিনবারও সহবাস করেন। অনেক দিনের কথা আমাদের প্রতিবাসী সমবয়স্ক কোন যুবক কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন "বাসীবীর্য্য রক্ষা করা ভালো নহে তাহাতে শরীর খারাপ করে।" আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম তুমি এ বুদ্ধি কোথায় পাইলে, প্রত্যহ যাহা আয় হইবে তাহাই ব্যয় করিলে অসময়ে কোথায় পাইবে। অন্য বহু

গুণ থাকিলেও ঐ লোকের প্রায় সমস্ত সন্তান নষ্ট হইয়াছিল এবং তিনিও পাঁচ সাত বৎসর পরেই মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিলেন।

সন্তানের মৃত্যু হইলে আত্মকৃত অপরাধের ফল বুঝিয়া কাহারই ক্রন্দন করা উচিত নহে। তুমি দাতা গুণী ধার্ম্মিক যাহা হও ; প্রকৃতির বিধান না মানায় বৈজিক অপব্যয় অপরাধে নির্ব্বংশ হওয়া স্বাভাবিক। যে বিষয়ে পাপ সেই বিষয়েই দণ্ড ভোগ ঘটে, অগ্নিতে হাত দিলে হাত পোড়ে ছেলে মরেনা।

আর একটি দম্পতীর কথা শুনিয়াছিলাম, উহাও ঐরূপ ভাবের কথা, তাঁহারা একরাত্রির জন্যও পৃথক্ থাকিবেন না, তাঁহাদের এরূপ প্রতিজ্ঞাই ছিল, তাঁহারা উভয়ে বিশেষ স্বাস্থ্যবান্ ও ছিলেন কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল তাঁহাদের তিন চারিটি পুত্রের মধ্যে একটিও সবল নহে এবং ঘোর আলস্য পরায়ণ ও জড়বৎ এবং লেখা পড়া নাম মাত্র শিক্ষা হইয়াছিল, কোন একটা দোকানে বা আড্ডায় বসিয়াই আলস্যে দিন কাটাইত, দোকান বাজার ঠাকুর পূজা বাপকেই প্রায় করিতে হইত এবং পরে অফিষেও যাইতে হইত কিন্তু ছেলেদের কিছু বলিলে অসুখের কথাই শুনাইত, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বাপ অদৃষ্টের দোষ দিতেন, আমার মনে হইত এই অদৃষ্টটি যে তোমরা নিজের ইচ্ছায় প্রস্তুত করিয়া লইয়াছ। ঐ লোকও অকালে মরিয়াছে।

একটি সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরের বধূ তাঁহার কেমন একটা (কণ্ডুয়ন) রোগ ছিল, সেজন্য স্বামীকে দেখিলেই তাঁহার সহবাসের ইচ্ছা হইত, এজন্য স্বামী ঘরে আসিলেই ধরিতেন, এমন কি অফিষে যাইবার সময় ও সহবাস না করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। কিছুকাল পরে ঐ যুবা যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইল, যক্ষ্মারোগীরা ও

অত্যন্ত কামুক হয়। ডাক্তারের কথায় ঐ যুবকের পিতা মাতা পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা করায় রোগী দম্পতী নির্লজ্জ ও বেহায়ার ন্যায় বড়ই গণ্ডগোল করায় প্রতিবেশীরা জানিতে পারিল আমরাও শুনিলাম। কিছুদিন .পরেই যুবক মরিয়া গেল। যুবকটী সর্ব্ব বিষয়ে চরিত্রবান্ ছিল এবং তাহার দেহও সুস্থ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ ছিল, সুতরাং স্ত্রীই তাঁহার যম।

সন্তানের জনন সময়ের পূর্ব্বে দম্পতীর সাবধান না থাকিলে নানা দোষ ঘটে। যে দম্পতী অত্যন্ত পরিশ্রম করেন তাঁহারা রাত্রিকালে ক্লান্ত এবং অবসন্নভাব হইয়া পড়েন, সেই অবসন্ন সময়ে জাত সন্তানেরা আলস্য স্বভাব হইয়া পড়ে কিন্তু যাহাদের পিতা মাতা কিছু আলস্যপরায়ণ কিন্তু সংযমী তাহাদের সন্তানেরাই অধিক পরিশ্রমী হইতে প্রায় দেখা যায়। জন্ম সময়ের অবস্থা ভেদেই রোগীর সন্তান রোগী প্রভৃতি হয়। এই বরাহনগরে সম্প্রতি একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশুকে বড় বড় গানের সহিত তাল লয়ে বাজাইতে দেখিয়াছি তাঁহাদের বাটীর সকলেই গান বাজনা করে বটে কিন্তু বালকের পিতা ও প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে গান বাজনা করিতেন তথাপি ঐ বালকটির যে জন্মান্তরের সংস্কার তাহা অস্বাভাবিক কার্য্য দেখিয়া সুস্পষ্ট সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সন্তান জন্মদানের পূর্ব্বে অনবসন্ন ও প্রসন্ন ভাব থাকা প্রয়োজন। জন্ম সময়ে মাতা পিতার মুখের ভাব এবং মনের যেরূপ ভাব থাকে সেই মত মুখভঙ্গী এবং স্বভাব প্রফুল্ল বা খিট্‌খিটে কর্কশ ভাব সন্তানের হয়। অতিশ্রমে ক্লান্ত বা কামুক স্বভাব দোষে অতিসম্ভোগে অবসন্ন স্ত্রী বা পুরুষ যেই হউক বিশেষ ইচ্ছা ব্যতীত সহবাসে শরীরের উপর (সেচনের

ন্যায়) বল প্রয়োগ করায় দেহের অনিষ্টত হইবেই আবার সেই অবস্থায় মুমূর্ষু শুক্রকীটে সন্তান হইলে সেই সন্তানও নিস্তেজ, ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং আলস্য পরায়ণ ও দীর্ঘসূত্রী হওয়া তাহাদের স্বাভাবিক ঘটে কারণ জড়ের সন্তানেরাই জড়বৎ হইয়া থাকে। অতএব শুক্রকে মল, মূত্রের ন্যায় ভাবিয়া অযথা বা অগ্রাহ্যভাবে ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে শুক্রকে রক্ষার চেষ্টা সর্ব্বদা ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রত্যহই মনে করিবে যেদিন কাটিয়া যায় সেইদিনই মঙ্গল, নিজের জীবন তুল্য বা জীবনই শুক্রকে রক্ষার জন্য নানা কৌশলে মনকে ভুলাইয়া রাখিবে, সঞ্চয়ে তোমার পরম লাভ ভাবিবে। দীর্ঘকালের সঞ্চিত শুক্রেই সুসন্তান হয় এবং যে কোন দিনের সঙ্গমেও সন্তান জন্মিতে পারে।

অনেকে দীর্ঘকাল পরে বাটী যাইয়া স্ত্রীতে অত্যাশক্ত হওয়ায় দুর্ব্বল ও ম্যালেরিয়া লইয়া কর্ম্মস্থলে আসেন, পর্ব্বদিন ঋতুকাল কিছুই না মানায় স্ত্রীকেও রোগিণী করেন কিন্তু তাঁহারা একটু সাবধান হইলে নিজেরা সুস্থ থাকেন এবং গুণবান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং বলিষ্ঠ সুসন্তানের জন্ম দিতে পারেন।

অতি কামুকতায় শূদ্রত্ব প্রাপ্তি

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলিয়াছেন, যে মানব সকল ব্রহ্ম বা ভগবানের বহুক্ষণ ভাবনা করেন ভগবৎ কথায় বা তত্ত্বালোচনায় সময় অতিবাহিত করেন তাঁহাকে না ভুলিয়াই সাংসারিক বা বৈষয়িক কার্য্য করেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যেমন ব্রহ্মচর্য্যে ব্রাহ্মণত্ব সেইরূপ অতি কামুকতায় শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

যাঁহাদের দুর্জ্জয় সাহস এবং দম্ভভাব ও যশ মান ঐশ্বর্য্য

লাভেচ্ছা বলবতী উহাই যাঁহাদের পরমার্থ ভগবচ্চিন্তা গৌণ তাঁহারাই ক্ষত্রিয়।

যে সকল মানবের ধনচিন্তা প্রবল, ধন সঞ্চয় বা ধনবৃদ্ধিতেই আশক্তি এবং উহাই যাঁহাদের পরমার্থ জ্ঞান, তাঁহারাই বৈশ্য। অপর যে সকল কামুক লোকেরা রতিক্রীড়া বা গ্রাম্য সুখকেই পরমার্থ বলিয়া মনে করে, সর্ব্বদা নারীর মুখ দেখিতে ও তাহার মনোরঞ্জনের জন্য যণ্ড বা কুকুরের মত পিছু পিছু থাকে বা নিকটে থাকিতে ব্যস্ত এবং সন্তান বাৎসল্যেই যাঁহারা অভিভূত তাঁহারাই শূদ্র। সকল জাতির মধ্যেই এইরূপ চারিভাবের লোক আছে সুতরাং যাহার যে ভাব প্রবল এবং যাহার যাহা পরমার্থ তিনি আপনাকে সে জাতীয় লোক বলিয়াই নিজে বুঝিবেন। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক শূদ্র হওয়া কিম্বা বংশকে নীচ প্রবৃত্তি পরায়ণ করা কাহারই উচিত নহে, একথা উপক্রমণিকায়ও বলিয়াছি।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে আপত্তি।

অনেকে মনে করেন বিবাহিত পুরুষেরা অধিক সংযম বা স্ত্রীসঙ্গমে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের যুবতী পত্নীরা অবৈধ ভাবে বিপথগামিনী হইতে পারেন একথা এদেশের পক্ষে প্রায় অমূলক, কারণ ঐশ্বরিক নিয়মে সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে ভারতীয় নারীজাতিকে পতির ইচ্ছানুগামিনী হইতেই দেখা যায়, পতি কিম্বা পতির আত্মীয়কে সতী নারীরা পরমাত্মীয়ই জ্ঞান করেন, স্বামীর শিক্ষা দীক্ষা মনোবৃত্তি তন্ময়ভাবে তাঁহারা সহজে আয়ত্ত করিয়াও লইয়া থাকেন সুতরাং পতিকে সংযমী দেখিলে পত্নীও সংযম শিক্ষা সহজেই করিতে পারেন, আর্য্যনারী তাঁহার হৃদয়ের

প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে দীর্ঘকাল দমন করিতে সক্ষম, ব্যাভিচারিণীর বংশ ব্যতীত প্রায় কোন আর্য্যসতী নারীই পতির নিকট সহজে কাম ভিক্ষা করেন না।

পতি সংযমী এবং ধার্ম্মিক হইলে প্রায় সাধারণতঃ সতী পত্নীরা স্বামীকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ভালোই বাসিয়া থাকে, কামাকাঙ্ক্ষা অপূরণে তাঁহারা কখন ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হইবেন না। সূর্য্যমুখী (ফুল) সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাখিয়া সুখাইয়া যাইবে তথা চ অন্যদিকে মুখ ফিরাইবে না ইহাই তাহার স্বভাব। চাতক যেমন মেঘ দেখিয়াই আনন্দ লাভ করে, সেইরূপ সতী রমণীরা পতির ব্রহ্মচর্য্য পূত কমনীয় ও স্নিগ্ধ মূর্ত্তির লাবণ্য দেখিয়াই মুগ্ধ থাকিবে; চাতকের জলপ্রাপ্তির ন্যায় কদাচিৎ ভোগ ঘটিলে তাঁহারা পরমানন্দে বহুদিনের জন্যই পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবেন। আবার ব্রহ্মচর্য্য বলে বলীয়ান্ দম্পতীর সন্তান লাভ হইলে তাঁহাদের কামক্ষুধা অনেক সংযত হইয়া যাইবে। সংযমী পতি তাঁহার পত্নীকে সুমিষ্ট বাক্যে এবং সুশিক্ষা দ্বারা ধার্ম্মিকা ও শিক্ষিতা করিলে উভয়েই আনন্দে থাকিবেন, পত্নীও শিষ্যার ন্যায় অনুগতা এবং পতির মনোবৃত্ত্যনুসারিণী থাকিবেন। সংযমী ধার্ম্মিক পুরুষকে দেখিলে জগতের প্রায় সকল নর নারীই যখন তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে তখন তাঁহার পত্নী মনোবৃত্ত্যনুসারিণী ও সহধর্ম্মিণী হইয়া ভক্তি না করিবেন কেন। এখনকার পতিরা বেশ্যার মত চাল চলন ভালবাসেন ও সেইরূপ শিক্ষা দেন সেজন্য পত্নীরা সেইরূপ করিতেই অনুরোধে অগত্যা বাধ্য হইয়া থাকেন মাত্র। অধুনা নারীজাতিকে কুশিক্ষায় তুল্যাধিকার দেওয়ায় তাঁহারা আর পুরুষের অধীনস্ত থাকেই না বরং পুরুষকে

অধীন রাখিতে চাহিতেছে, এদোষত পুরুষেরই নারীজাতি নীচু না থাকিলে নিশ্চয় মাথায় উঠিবে।

যাহা হউক; বালক কাল হইতে যদি ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করা যায় এবং যৌবন কালেও যদি উপযুক্ত ভাবে সৎসঙ্গে থাকিয়া বল বৃদ্ধির ইচ্ছায় যথাসম্ভব ব্যায়ামাদি দ্বারা দেহের প্রতি বিশেষ রূপ মমতা জন্মায়, অর্থাৎ দেহকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ এবং সুন্দর রাখিবার জন্য দৃঢ় যত্ন ও আত্যন্তিক অনুরাগ যদি থাকে এবং প্রথম বয়স হইতেই পরোপকারে প্রবৃত্তি ও আত্মচিন্তা এবং দেশপ্রেমে আপনাকে উদ্বদ্ধ করা যায় অথবা ধর্ম্ম বা অর্থো-পার্জনের চিন্তা বলবৎ থাকে, তাহা হইলে বিবাহের পরেও নরনারীর পক্ষে সংযম রক্ষা করিয়া মিতাচারী হওয়া বা থাকা বিশেষ কঠিন হয়না। অভ্যাস দ্বারাই মানবের সর্ব্বপ্রকার সংস্কার বা স্বভাব জন্মায়, প্রথম বয়সে একবার সংযমশীল বা সুস্বভাব হইয়া গেলে পরে পতনের আশঙ্কা অনেক কমিয়া যায়, এই সকল কারণে দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া পরে গৃহস্থ হওয়া এদেশে সামাজিক প্রথা ও শাস্ত্রবিধি ছিল।

সংযম দ্বারা যে দম্পতী মিতাচারী হইতে পারেন তাঁহারাই চরিত্রবান্ হয়েন এবং তাঁহাদের সন্তানগণ কুসংসর্গে না পড়িলে প্রায় কখন অমিতাচারী বা অসংযমী চরিত্রহীন কিম্বা নির্ধন হইবেন না। যেমন পিতা মাতার রোগ বীজ লইয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করেন সেইরূপ পিতা মাতার সর্ব্ববিধ দেহ মন ও চরিত্রের দোষগুণের আদর্শ বীজ লইয়াও পুত্র কন্যাগণের স্বভাব প্রস্তুত হয় ও জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে।

অতএব পুরুষানুক্রমে চেষ্টা করিতে থাকিলে দুই তিন

পুরুষের মধ্যেই বংশে নিশ্চয় সুস্বভাব মহাসংযমী ও মিতাচারী এবং কর্ম্মঠ বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান এবং চরিত্রবান্ সন্তান জন্মিবে, তাহা হইলে অর্দ্ধশতাব্দি বা একশতাব্দি মধ্যে এই দেশ দেবতুল্য মানুষের মত মানুষে পূর্ণ হইয়া যাইবে। দৈহিক যত্ন ও উন্নতির ইচ্ছা থাকায় ইংরাজ দম্পতী প্রৌঢ়কালেও ব্যায়ামানুরাগী থাকেন দৌড়াদৌড়ী. করেন, আমাদের পক্ষে ভ্রমণ করাও ত কর্ত্তব্য। কর্ম্মবীর ইংরাজের আদর্শে তোমরা কর্ম্মঠ হও, তাহাহইলে তোমাদের ক্রমশঃ সংযমেই মন থাকিবে। অসংযমী মানুষের সন্তান বা অসংযমী মানুষই ক্রমশঃ আলসে কুড়ে এবং দীর্ঘসূত্রী হইয়া থাকে ইহা স্বাভাবিক।

সংযমী হইবার অপর প্রধান উপায় হইয়তছে যুবকযুবতী-দিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা, অর্থাৎ যে দম্পতী নিত্য উপাসনা করেন এবং ঈশ্বর পরায়ণ ও ধার্ম্মিক হয়েন, ব্রত নিয়ম উপবাস ও সদাচারে যাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকে, তাঁহাদের ন্যায় নিষ্ঠা সত্য ও সংযম রক্ষা সহজে আয়ত্ত হয়, সেজন্য এক্ষণে প্রত্যেক শিক্ষালয়ে নীতি ও ধর্ম্ম এবং উপাসনা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, সন্ধ্যার পর নাম কীর্ত্তন মহাত্ম্য দ্বারা সকল প্রকারের নেশার ঝোঁকই কাটিয়া যায়। অতএব এইরূপে চরিত্র গঠন করিতে পারিলে সেই সুচরিত্র যুবকযুবতী বিবাহিত হইলেও তাঁহারা অসংযমী বা বিলাসী না হইয়া যথাসম্ভব ব্রহ্মচর্য্যপালনে সক্ষম এবং সুচরিত্র ও স্বাস্থ্যের অনুরাগী সহজেই হইবেন এবং তাঁহাদের সন্তানেরাও সংযত স্বভাব জন্মাবধি হইবেন।

বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—মনোবিকারের কারণটি বিদ্যমান থাকিয়া যাঁহাদের চিত্তের বিকৃতি বা বিক্ষোভ না জন্মে তাঁহারাই যথার্থ ধৈর্য্যশালী বা জিতেন্দ্রিয় ও ধীর ব্যক্তি। যে বালক কখন সন্দেশ খায় নাই বা সন্দেশের আস্বাদন জানেনা কিম্বা জানিলেও অভাব বশতঃ দেখিতে পায়না তাহাকে সন্দেশ ত্যাগী বলা যায় না, যে জানিয়া পাইয়াও লুব্ধ হয় না সেই যথার্থ ত্যাগী। যুবতী স্ত্রীকে বা যুবক পতিকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইয়া সম্ভাষণ করিয়া এবং পরস্পরের আদর যত্ন এবং সেবা গ্রহণ করিয়াও যদি তোমরা প্রয়োজন মত সংযত থাকিতে পার, তাহা হইলেই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা তোমাদের সিদ্ধি ও সার্থক হইবে।

সংযমে সতীর কর্ত্তব্য।

স্বভাবতঃ নারীজাতির ধৈর্য্য স্থৈর্য্য অনেক অধিক কুলবধূরা সর্ব্বাগ্রে পতি পুত্রের মঙ্গল কামনাই করেন সেজন্য সতী নারীদিগের কর্ত্তব্য উচ্ছৃঙ্খল কামুক পতিকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া এবং আপনাদের স্বাস্থ্য ও সাংসারিক দুঃখ কষ্টের কথা বা অন্য কথা প্রসঙ্গে পতিকে ভুলাইয়া রাত্রি কাটাইবার চেষ্টা করিবেন বিশেষতঃ নিষিদ্ধ দিনে বা কাহারও দেহ অসুস্থ থাকিলে কিছুতেই কথা শুনিবে না, প্রাণপণে বাধা দিবেন কারণ পতির অকল্যাণ হইতে রক্ষা না করাই মহাপাপ, ইহা রোগীর ঔষধ সেবনবৎ বলপ্রয়োগেও কর্ত্তব্য, ইহা কদাচ অবাধ্যতা নহে!

পতির দেহ যাহাতে সুস্থ সবল থাকে সেপক্ষে পতিব্রতা নারীদিগেরই বিশেষ চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন কারণ পতিই

সতীর গতি পতির স্বাস্থ্যও দীর্ঘজীবনই সতীর সকল সুখ সমৃদ্ধির মূল। পতিকে সংযতভাবে যতই রাখা যাইবে নিজের এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানের স্বাস্থ্যও ততই ভাল থাকিবে। বহু সন্তানের জননী হইলে নারীদেহ দুর্ব্বল হয় পুরুষের সেরূপ কারণ না থাকায় উত্তেজনা দীর্ঘকাল থাকে সুতরাং আত্মরক্ষার জন্যও পতিকে নিবারণ চেষ্টা করা যথাসম্ভব প্রয়োজন। যোনিস্পৃহা জীবের জন্ম জন্মান্তরের একটা দৃঢ় সংস্কার সেজন্য অজ্ঞান পশুপক্ষীদিগেরও যৌবনাবধি মরণ কাল পর্য্যন্ত ঐ সংস্কার প্রভাব দেখা যায়।

একদা কোন পাতসা শুনিয়াছিলেন তাঁহার বৃদ্ধ উজীরের মাতার বয়স শতাধিক বৎসর হইবে, ঐকথা শুনিয়া তাঁহার খেয়াল হইল যে এই বৃদ্ধার বোধ হয় কামপ্রসঙ্গ বা কামভাব কিছুই আর মনে হয় না তিনি উহা ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া পাতসা উজীরকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার মাতার কামভাবের উদয় এখনও হয় কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া তিন দিনের মধ্যে উত্তর দিবে অন্যথায় দণ্ড পাইবে। আদেশ শুনিয়া উজীর মহাসঙ্কট ভাবিয়া বাটীতে যাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন তাঁহার স্ত্রী বিপদের কথা লিখিয়া শাশুড়ীকে জানাইলে ঐ বৃদ্ধা একটি কৌটা পুত্রকে দিয়া উহা পাতসাকে দিতে বলিলেন; পাতসা কৌটা খুলিয়া একখানি আঙ্গার বা কয়লা দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলেন, মানবদেহ ভস্ম বা অঙ্গার না হইলে প্রবৃত্তির একেবারে নিবৃত্তি হয় না।

এখন কথা হইতেছে পারিলে হইবে এসকল কথাত স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু মন যে বড়ই চঞ্চল তাহাতে "মন্মথো দুর্নিবারঃ" এই চঞ্চল

মনকে স্থির করিবার উপায় কি? এসম্বন্ধে এই পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপায় প্রভৃতি প্রবন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, শেষ কথা ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন "অভ্যাস যোগ" অর্থাৎ ঐকান্তিক ইচ্ছায় অভ্যাস দ্বারাই মনকে স্থির করা যায় সেজন্য ঠিক সৎগুরুর নিকট হইতে যোগানুষ্ঠানের পথ শিক্ষা করা ভালো কিন্তু এখন বড়ই কপট গুরুর প্রাদুর্ভাব, সেজন্য বাল্যকাল হইতে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের পথই সুবিধাজনক। হবিষ্য, ব্রত, নিয়ম, উপবাস, প্রাতঃস্নান, স্বল্পাহার দিবানিদ্রা রোধ, ইত্যাদি যাহা কিছু সদনুষ্ঠান প্রায় সমস্তই ইন্দ্রিয়দমন, মনস্থির ও চিত্ত শুদ্ধির জন্য। পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসের ফল কিরূপ হয় তাহারই একটি গল্প এস্থানে বলিতে হইল।

অভ্যাস যোগ।

কোন পর্ব্বত বহুল স্থানে এক সাধু যোগ সাধনা করিতেন, তিনি অনেক চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করিতে না পারায় এক সময়ে তিনি হতাশ্বাস হইয়া ইতস্ততঃ প্রাতর্ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে একটি স্ত্রীলোক একটি গাভীকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়া পর্ব্বতের উপর এক সমতল ক্ষেত্রে তৃণ ভক্ষণের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিল, তদ্দর্শনে তিনি আশ্চর্য্য বোধে ঐ স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আপনি এতবড় গরুকে উঠাইলেন কষ্ট হইলনা, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, বাছুর বেলা হইতে উঠাইতেছি বাবা সেজন্য বড় বলিয়া কিছু বুঝিতে পারিনা, আপনি বলিলেন; এখন দেখিতেছি বড়ইত হইয়াছে আর বোধ হয় উঠাইতে পারিব না। ইহা শুনিয়া এবং দেখিয়া সাধুর সাহস বাড়িয়া গেল, তিনি উৎসাহের সহিত সাধনা করিতে

লাগিলেন এবং ফল পাইয়া বুঝিলেন, অভ্যাসেই অসাধ্য সাধন করা যায়।

অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

শাস্ত্র বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস এবং (কামিনীর রূপ গুণাদি) বিষয়ের প্রতি তাচ্ছিল্য বা অনাশক্তির নাম বৈরাগ্য এই অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা কামকে নিরোধ করা যায়।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।

চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে বিশেষ যত্ন তাহাকে অভ্যাস বলা যায়।

স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-সৎকার-সেবিতো দৃঢ-ভূমিঃ।

সেই অভ্যাস নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠান করিলে উহা সুদৃঢ় ভূমি বা অবিচলিত হয় এবং সংস্কারে দাঁড়ায়।

যেমন দিবানিদ্রা অভ্যাসকারী বেকার ব্যক্তির হঠাৎ চাকুরী উপস্থিত হইলে মধ্যাহ্নে ঘুমের নেশা আপনি কাটে কিম্বা কাটাইতে চেষ্টা করিতে হয় সেইরূপ দৃঢ় চেষ্টায় বা বিদেশে যাইয়া পড়িলে অভাববশতঃ (যথাসময়ে মনে বিড় বি[illegible] করিলেও কামের নেশা কাটান যায় সুতরাং যত্ন চেষ্টায় অসাধ্য সাধন করা যায়! স্ত্রীকে পিত্রালয়ে বা নিজে বিদেশে যাইয়া সংযম অভ্যাস করিবার চেষ্টা করাই প্রথমে সহজে এবং সুবিধা হয় এবং ইহাই কর্ত্তব্য।

কামদমনের আর একটিপ্রধান উপায় ভগবানের স্থূল, সূক্ষ্ম বা তেজোময় যে কোন একটি মূর্ত্তির ধ্যান ধারণা করা।

ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয় বা বিশ্বাসের সহিত অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিশেষ একাগ্রতা জন্মে তাহারই নাম ধ্যান, ভগবান বলিয়াছেন, আমাকে দৃঢ়ভাবে যে আশ্রয় করিবে সেই আমার কাম ক্রোধাদি মায়া মোহ হইতে সহজেই মুক্তি পাইবে।

কামদমনের আর এক উপায় স্নেহ, সন্তান স্নেহকে বিশেষ প্রবল করিয়া তাহাকে কোলে পীঠে করিয়া লালন পালন করিলে এবং কোলে লইয়া বুকে চাপিয়া শয়ন করিলেও শোকোচ্ছ্বাস কিম্বা কাম দমন সহজে হইবে।

কামে ঘৃণা জনন।

অমেধ্য পূর্ণে কৃমিজাল সংকুলে,
স্বভাবদুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্র পুরীষ ভাবিতে,
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥ শান্তিশতক

পণ্ডিতেরা এই অপবিত্রতার আধার, কৃমিজাল সংকুল স্বভাব দুর্গন্ধ স্থানে এবং মল মূত্র পূর্ণ দেহে ভোগের ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা মোহমুগ্ধ তাঁহারাই এই ঘৃণিত পদার্থে সুখান্বেষণ করেন, এইরূপে দেহের জঘন্যত্ব মনে করিতে থাকিলে উপভোগের ইচ্ছায় ক্রমশঃ বিতৃষ্ণা জন্মিবে, ইহাতে কামদমনের সাহায্য হইবে।

সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈ-র্ঘণ পিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া,
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চসকং সাশবমিব।
অমেধ্যে ক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো,
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি॥

উচ্চ কঠিন মাংসপিণ্ডদ্বয়কে স্তনবুদ্ধিতে বারম্বার মর্দ্দন ও আলিঙ্গন করিয়া, লালাসমাকীর্ণ মুখকে মধুপাত্র ভ্রমে পুনঃ পুন চুম্বন করিয়া এবং অতি অপবিত্র ক্লেদার্দ্র স্থানে রমণ করিয়া স্পর্শরসিক যুবকেরা নিশাজাগরণ করেন, ইহাতে যে কি অপূর্ব্ব সারবস্তু আছে জ্ঞানীগণ তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা বলেন মহামোহান্ধ লোকেরা কোন্ বস্তুকেই বা রমণীয় না বলেন অর্থাৎ তাঁহারা মাতালের ন্যায় মোহের চক্ষে সকলকেই ভাল দেখেন। এইরূপে কামের অসারত্ব আলোচনা করিয়া কাম লালসাকে ক্রমশঃ দমন করিবেন।

ইন্দ্রস্যাশুচি-শূকরস্য চ সুখে দুঃখে চ নাস্ত্যন্তরং।
স্বেচ্ছা কল্পনয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনং।
রম্ভা চাশুচি শূকরী চ পরমপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ।
সংত্রাসোঽপি সমঃ স্বকর্ম্মমতিভিশ্চান্যোন্য
ভাবঃ সমঃ॥ শান্তি শতক।

ইন্দ্র এবং অশুচি শূকরের পক্ষে সুখ বা দুঃখের কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না, কারণ স্বেচ্ছা এবং কল্পনা দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষে অমৃত যেরূপ প্রিয় আহার, শূকরের পক্ষে বিষ্ঠাও সেইরূপ সুস্বাদু এবং প্রিয় খাদ্য। ইন্দ্র রম্ভা সুন্দরীকে লইয়া নন্দনকাননে সুরত ব্যাপারে যে সুখ ভোগ করেন এবং রম্ভা তাঁহার যেমন পরম প্রেমাস্পদ, শূকরের চক্ষে পঙ্কনিমজ্জিত শূকরীও সেইরূপ পরমাসুন্দরী এবং প্রেমানন্দদায়িনী। মৃত্যুভয়

হইতে সন্ত্রাস উভয়েরই সমান এবং স্ব স্ব কর্ম্মের ইচ্ছা ও অন্যান্য সাধারণ ভাবও প্রায় উভয়েরই সমান।

অতএব ব্রহ্মচর্য্য পালনকারী ভ্রাতা ভগিনীগণ অন্যের এই অসার ভোগ সুখ দেখিয়া আপনারা আর মনে কোনরূপ ক্ষোভ বা দুঃখ করিবেন না, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিচার করিয়াই তুচ্ছ ভোগের অসারত্ব এবং ত্যাগের মহত্ত্ব বিশেষ বুঝিয়াই মনকে ক্ষান্ত রাখিবেন এবং মনকে বুঝাইবেন,—

জন্মেদং বন্ধতাং নীতং ভব-ভোগোপ-লীপ্সয়া।
কাচ মূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণি-র্ম্ময়া॥

সংসারের অসার ভোগ বাসনাতেই আমার এই দুর্লভ মানব জন্ম বিফল হইয়া গেল, হায়, অতীব খেদের বিষয় মহামূল্য চিন্তামণি (ভগবান্ আমার পক্ষে) কাচ মূল্যেই বিক্রীত হইয়া গেলেন, অর্থাৎ ভগবানের ভজনা এবারও করিলাম না সেজন্য পুনরায় মানব হইব কিনা তাহাও বিশেষরূপ সন্দেহই থাকিয়া গেল।

ক্ষুধার্ত্ত বালক নিমন্ত্রণে যাইয়া অগ্রে যেমন তরকারী খাইয়াই উদর পূর্ণ করে, শেষে ক্ষীর সন্দেশ স্পর্শ করিতে পারেনা, আমরাও সেইরূপ যৌবন ক্ষুধায় কামিনী কাঞ্চনেই মুগ্ধ হইয়া পরমার্থ বস্তু ভগবান্ হারাইলাম একবার স্পর্শও ঘটিল না।

ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি রোগের ঔষধি।

ধাতু বা শুক্রকে রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টাই অনিচ্ছায় শুক্রপাত বা স্বপ্নদোষের মহৌষধি তোমার যদি তিনদিন অন্তর অনিচ্ছায়

শুক্র নির্গম হয় তাহা হইলে 'ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা' প্রবন্ধে কথিত প্রণালীতে কায়মন বাক্যে চেষ্টা করিলে ঐ তিনদিনের স্থলে সপ্তাহকাল শুক্ররক্ষা ঘটিবে, ক্রমশঃ মাসিক ষাণ্মাসিকও হইতে পারে, ইহাই স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ উপায়।

২। যাহাতে শুক্রবৃদ্ধি হয় অথচ অনুত্তেজক ও লঘুপাক সেই দ্রব্য পরিমিত ভোজন, ব্রতাদি নিয়মপালন এবং যথাশক্তি উপবাস, ও প্রাতঃস্নানাদি করিলে শুক্র স্বভাবতঃ গাঢ় হইয়া ক্রমশঃ প্রমেহ ও স্বপ্নভঙ্গের দোষ বিনষ্ট হইবে। বিবাহিত ব্যক্তির যথাশক্তি স্বল্প স্ত্রীসম্ভোগেই ঐ রোগ ক্রমশঃ আরোগ্য হয়। বিল্বাদি ফল মূল খাইয়া দুইবার মলত্যাগ করা অভ্যাস থাকিলে প্রায় কোন রোগ হয় না। ভোজনান্তে হরিতকী ভক্ষণও মহৌষধি। কাবাবচিনি কর্পূর শয়নের পূর্ব্বে মুখে রাখিলে ধারক হয়। ইষবগুল মিশ্রীর জলে খাওয়া ভাল। স্বপ্নদোষের বাড়াবাড়ী ঘটিলে তখন একাহারী হইবে, রাত্রে ফল ও দুগ্ধ খাইবে মিষ্ট খাইবে না এবং ঔষধি খাইবে।

৩। প্রত্যুষে নাসিকারন্ধ্র দিয়া শীতল জল পান করিলে মস্তিষ্ক শীতল থাকিবে। ইহা দ্বারা মাথাধরা, মাথাঘোরা বা সর্দ্দি লাগিবে না, জলমধ্যে নাসিকা ডুবাইয়া জল নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইতে হয়।

৪। হাঁপানীর শ্বাস যখন প্রবল থাকে তখন স্থিরচিত্তে বুঝিতে হইবে কোন নাসিকায় বায়ু চলিতেছে। যে নাসিকায় শ্বাস চলিতেছে সেই নাসিকাটি চাপিয়া রাখিয়া অন্য নাসিকায় শ্বাস আকর্ষণ করিবে, তৎপরে, সেই নাসিকা রুদ্ধ করিয়া বিপরীত নাসিকা দ্বারা ঐ শ্বাস ত্যাগ করিবে। দশ পনের

মিনিট ঐরূপ করিলে হাঁপানি কমিবে এবং দশ বার দিন বা কিছু অধিকদিন ঐরূপ করিলে ঐ রোগ আরোগ্য হইবে।

৫। দিবাভাগে বাম নাসিকায় এবং রাত্রিকালে কিছুকাল দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু টানিয়া লইয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা অনামিকা দ্বারা চাপিয়া বা তুলা দ্বারা শ্বাস বায়ু রোধ বা বন্ধ রাখিতে হয়, বারম্বার এইরূপ করিলে সর্ব্বপ্রকার পীড়া ও আলস্য জড়তা বিনষ্ট হয় এবং প্রায় রোগোৎপত্তি হয় না।

৬। পাদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি গুহ্যদেশে স্থাপন যেরূপ হয় সেইরূপ উৎকটাসনে বা বীরাসনে নাভিজলে বসিয়া কিছুদিন প্রাণায়াম করিলে লিঙ্গাভ্যন্তরের ক্ষতাদি রোগ বা গুহ্যদেশের রোগ আরোগ্য হয়।

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়ো-রুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে॥

৭। কোন ব্যক্তির ক্ষয়রোগ হইলে, মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তির মুখে আহুতি দিতেছি চিন্তা করিতে করিতে কাকচঞ্চুবৎ ওষ্ঠাধর করিয়া ঐপ্রকার মুখদ্বারা বিশুদ্ধ বিমল বায়ু প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় কিছুকাল পান করিবেন, তাহা হইলে ক্ষয়রোগ আরোগ্য হইবে। নাসারোধে ঐরূপভাবে বায়ু পান দিবারাত্র করিলে বহু-প্রকার ব্যাধি নিবারণ এবং দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি হয়।

এই সকল কার্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা প্রবন্ধে লিখিত কার্য্য সকল করিয়াও যদি শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হয় তবে ঐসকল কার্য্যের সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সেবন প্রয়োজন। অফিং

সিদ্ধি প্রভৃতি ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে সাময়িক উপকার হইলেও উহাদ্বারা পরে রোগ বাড়িতে পারে।

পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতা পিত্রোশ্চ পূজনং।
শ্রদ্ধা বলি-র্গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণং॥

৮। প্রত্যহ সুপাত্রে দান, কৃষ্ণে ভক্তি, মাতা পিতার পূজা অর্থাৎ আহার্য্য বস্তুদানে ও বাধ্যতায় এবং সেবাদি দ্বারা তুষ্টি সাধন করিবে। শাস্ত্রে ও শাস্ত্রীয় কার্য্যে শ্রদ্ধা, বলি অর্থাৎ দেবতার পূজাদি ও মানবাদি সর্ব্বজীবের সেবা ও ভক্ষ্যদ্রব্য দান এবং গোগ্রাসাদি দ্বারা গো সেবা করিবে। নিত্য কর্ত্তব্য এই কর্ম্মগুলি করিলে চিত্তের উন্নতি ও কামদমন এবং রোগোৎপত্তি হইবেনা ও বহু রোগ নিবারণ হয়।

৯। ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার পূর্ব্বে এবং স্নান ও আহারের পর এবং বিষ্ঠামূত্র ত্যাগের পর হস্তপদ মুখ চক্ষু প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য, ইহাতে শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্নিগ্ধ থাকায় স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি ঘটে। প্রস্রাবের পর জল দ্বারা লিঙ্গস্থান ও অণ্ডাদি প্রক্ষালনে দেহ ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ এবং উত্তেজনার ভাব দমন থাকে। জল স্পর্শেই শুক্রকীট মরিয়া যাওয়ায় জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা নষ্ট হয় ও বস্ত্র পবিত্র থাকে সেজন্য প্রস্রাব করিয়া জলশৌচ কর্ত্তব্য।

কৌপীন ধারণ।

বিবাহিত বা অবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে ধারণাশক্তি বৃদ্ধির জন্য কৌপীন ধারণে বিশেষ উপকার হয়। একবিঘত বা অর্দ্ধ হস্ত প্রস্থ কৌপীন বস্ত্র স্থূল বা কৃষ ব্যক্তি বিশেষের

উপযোগী। আড়াই হাত দীর্ঘ বস্ত্র খণ্ডে কৌপীন প্রস্তুত করিবে। কোমল সূত্র গুচ্ছ দ্বারা নাতি স্থূল নাতি সূক্ষ্ম একটি রজ্জু বা ডোর প্রস্তুত করিতে হইবে।

ডোর গাছটি কোমরে নাভির নিম্নে লিঙ্গের কিছু উপরে ফাঁসি গেরদ্বারা দৃঢ়ভাবে বাঁধিবে। পরে, পশ্চাতের দিকে ঐ ডোরের সহিত কৌপীনের অগ্রভাগ বাঁধিয়া পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখে টানিয়া আনিবার সময় অণ্ডদ্বয়কে নিম্নাভিমুখে এবং লিঙ্গকে উর্দ্ধভাবে স্থাপিত করিয়া ডোরের মধ্য দিয়া কৌপীন ঘুরাইয়া পুনশ্চ গুহ্যদেশের নিম্ন দিয়া লইয়া পশ্চাৎ দিকে ডোরের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। কৌপীন ধারণে নাভির নিম্নের শিরা ও লিঙ্গাদির উত্তেজনা কমিয়া যায় এবং ধারণাশক্তি বৃদ্ধি ঘটে। কৌপীন ধারণে অসুবিধা বুঝিলে ল্যাঙ্গোট ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাও ঐ প্রণালীতে পরিবে। কৌপীন প্রত্যহ ধৌত করা প্রয়োজন। যাঁহারা উহা সর্ব্বদা না রাখিতে পারেন কিম্বা দুইবার স্নান করেন তাহারা উহা কেবল রাত্রিকালেই ব্যবহার করিবেন।

নারী প্রসঙ্গে কাব্যকথা।

এ পর্য্যন্ত' কামিনী প্রসঙ্গ আলোচনায় অনেক যুবকের মনে আঘাত (বা আঁতে ঘা) লাগিয়াছে, তাঁহারা এবং অনেক ব্যভিচারিণীরাও আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়িবেন। যদিও আমার উপদেশ নিরস কঠোর নহে তথাপি ইহাতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিবৃত্তিমার্গের সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যেরই কথা আছে এজন্য অধিকাংশ যুবক যুবতীদিগের সুখ পাঠ্য রতিশাস্ত্র বা নাটক নভেলের মত ইহা ভালো নাও লাগিতে পারে, ইহা ভাবিয়া পুস্তকের শেষে রসিক বা কাব্যামোদীদিগের জন্য এই স্থানে কতকগুলি আদিরসের শ্লোক আবেশ করিয়া পাঁচ ফুলের সাজির মত পুস্তকখানি সাজান হইল। আশা করি অতি-প্রয়োজনীয় নৈতিক ও বৈজ্ঞিক বিজ্ঞানের কথা এবং আমোদ প্রমোদ জনক সুরসাল কথা সর্ব্ববিধ কথা আছে মনে করিয়াও এই পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক যুবতীর নিত্য পাঠ্যরূপে সমাদৃত হওয়া উচিত, বলা বাহুল্য যুবক যুবতী[illegible] ভারতের একমাত্র আশা ভরসা স্থল তাঁহাদের জন্যইত বৃদ্ধের এই চেষ্টা।

নারীজাতির জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সকল অবস্থার কথাই এই পুস্তকে আলোচনা হইয়াছে সুতরাং আদিরসের কবিতা-বাদ যাইবে কেন? এইজন্যও এই কবিত[illegible] দেওয়া হইল। কামিনী কাঞ্চন লইয়াই সংসার, বিবাহা[illegible] কথার অধিকাংশই নারীতত্ত্ব লইয়া নাটক নভেল বা কাব্যেও সেই নারীপ্রসঙ্গ সুতরাং ইহা অপ্রাসঙ্গিক নহে ভাবিয়া আমাদের এই পুস্তকে

কামিনী সংক্রান্ত কতিপয় এই উদ্ভট শ্লোকাবলিও দেওয়া হইল।

দেশোন্নতির জন্য আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এখন অনেক কিন্তু আমরা সুদরিদ্র এবং অবলা প্রায় দুর্ব্বল সেজন্য হৃদয়ের আশা হয়ত অনেক সময় আমাদের হৃদয়েই লয় পাইবে; সেজন্য কবি বলিতেছেন,—

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব॥

দরিদ্রদিগের যে মনোরথ বা মনের নবীন বাসনা বা ভাব তাহা হৃদয়ে আপনা আপনি উঠিয়া (অপরের সাহায্যরূপ হস্তাবলম্বন না পাইয়া) আপনা আপনিই লয় পাইয়া যায়, যেমন কুলস্ত্রীগণ বালকবয়সে বিধবা হইলে পতির করস্পর্শ রূপ সহায়তার অভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে নবীন কুচ যুগল উঠিয়াই (দুঃখের বিষয়) হৃদয়ে আপনিই লয় পাইয়া থাকে, আমাদের বর্ত্তমান স্বরাজ বাসনাটি যেন সেরূপ না হয়, ভগবানের হস্তাবলম্বন যেন আমাদের ভাগ্যে ঘটে।

অপূর্ব্বো দৃশ্যতে বহ্নিঃ কামিন্যা-স্তনমণ্ডলে।
দূরতো দহতে গাত্রং হৃদিলগ্নং সুশীতলং॥

বহ্নির দাহিকা শক্তি চিরপ্রসিদ্ধ কিন্তু কামিনীদিগের স্তনমণ্ডলে এক অপূর্ব নূতন (বৈদ্যুতিক) অগ্নি দেখা যায়, ঐ অগ্নি দূর হইতে দর্শন মাত্রেই গাত্র দাহ হয় কিন্তু উহা যখন হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া পড়ে বড়ই আশ্চর্য্য ঐ অগ্নির স্পর্শেই দেহ সুশীতল হইয়া যায়, অর্থাৎ কামানলে দগ্ধ যুবকের

কামভোগ ঘটিলে আর তখন কোন জ্বালাই থাকে না সব ঠাণ্ডা, রতিশাস্ত্রে কুচাগ্রকে সম্মোহন বাণ বলে।

কবিতা বনিতা চৈব রসদা স্বয়-মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমানা চেদ্ সরসা বিরসায়তে॥

কবিতা এবং কোমলাঙ্গিনী বনিতা (স্ত্রী) ইঁহারা উভয়েই সমান, শ্রোতাদিগের মধ্যে স্মরণমাত্রেই যদি কবিতা আপনি উচ্চারিত হয় তবেই উহা বড়ই রসদায়িকা হইয়া কবির ও অপর সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে কিন্তু ঐ কবিতা যদি ভাবিতে হয় অর্থাৎ যথাসময়ে উচ্চারিত না হয় তাহাহইলে উহা সরসা হইয়া ও বিরসা হইয়া পড়ে, সেইরূপ রতিপ্রার্থনা করিবামাত্র যদি বনিতা সাহ্লাদে পতিপার্শ্বে [illegible] লিঙ্গন ও রতিদান করেন তবে তিনি বড়ই রসদায়ি[illegible] ও সুখদা হইয়া থাকেন কিন্তু বনিতাকে যদি বলপ্রয়োগ [illegible] অর্থাৎ টানাটানি করিয়া আনিয়া রমণ করিতে হয় তাহাহইলে তিনি সরসা হইয়াও বিরসা হইয়া পড়েন, (সে অবস্থায় রমণ না করাই উচিত)।

বিধুন্তুদ্-ভয়াৎ চন্দ্রো যুবতী মুখতাং গ[illegible]।
যুবা দংশতি তন্নিত্য-মহো দৈব বিড়[illegible]॥

কবি বলিতেছেন, রাহুগ্রাসের দং[illegible] ভয়ে ভীত চন্দ্রমা অনন্যোপায় হইয়া যুবতীদিগের মুখে আশ্র[illegible]য়াছিলেন সেজন্য লোকে যুবতী মুখকে চন্দ্রানন বলে, কিন্তু [illegible]ও যুবকেরা মুখামৃতের লোভে নিত্যই রজনীকালে দারুণ দ[illegible]ন করিতে থাকে, ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে দৈববিড়ম্বিত লোকদিগের পক্ষে কোন

রূপে কোন্ স্থানেই নিস্তার নাই বা কোন স্থানই সুবিধাজনক প্রায় হয় না।

বক্ষসি বহসি গিরীন্দ্রৌ ত্রিভুবন জয়িনী কটাক্ষেণ।
অবলে ত্বং যদি সরলে কং বলবন্তং ন জানীম॥

হে সরলে তুমি নিজবক্ষে উচ্চ স্তনরূপী দুইটী পর্ব্বত চূড়া ধারণ করিতেছ এবং কামকটাক্ষে তুমি ত্রিভুবনকে মুগ্ধ বা পরাজয় করিয়া থাক, অতএব তুমি যদি অবলা দুর্ব্বলা বা বলহীনা হও তাহা হইলে পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা কে যে বলবান্ তাহা আমরা জানি না অর্থাৎ তোমরাইত সকলকেই বল হরণ করিয়া দুর্ব্বল করিতেছ এবং সকলকে বশ করিয়া রাখিয়াছ, অথচ মুখে বল আমরা অব[illegible]ইয়া)[illegible] আমাদের কোন বিষয়ে ক্ষমতা বা বল নাই, কিন্তু আমরা [illegible]লি সার্কাসে নারীদিগের অশ্বারোহণ প্রভৃতির কৌশল এবং [illegible]প্রদর্শন দেখিলে কেহই তোমাদিগকে কোন বিষয়ে আর কখন অ-বলা বলিবে না।

যা পাংশুপাণ্ডুর-বপুর্বিরসা পুরাসীৎ।
সৈবালিকাঙ্কুরলতা-মধুনা বিভর্ত্তি।
ব[illegible]ঃ প্রসর্পতি তনো-র্ব্যাতনোতি লক্ষ্মীং।
প্রায়[illegible]যাধর-সমুন্নতি-রত্র হেতুঃ

যে নদী পূর্ব্বসম[illegible] অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে (জলাভাবে) বিরস এবং পাংশুপাণ্ডু [illegible] ধূলিময় গাত্রছিল, এখন বর্ষার প্রারম্ভে জলপূর্ণ হওয়ায় [illegible] নদীর বক্রতা (বাঁক ফিরিয়া) ও বিস্তার হইয়া বিপুল শোভা সম্পন্ন হইয়াছে এবং সৈবালিকার (শেওলার)

অঙ্কুর লতা সকল ধারণ করিতেছে, পয়োধর বা নব মেঘের উন্নতিই ইহার কারণ, অপর পক্ষে, যে বালিকা যৌবনের পূর্ব্বে ধুলি কর্দ্দম মাখিয়া পাণ্ডুরবর্ণ দেহা এবং রসহীনা ছিল, সেই বালিকা এখন যৌবনকালে বঙ্কিম দেহ অর্থাৎ কটিদেশ ক্ষীণ বক্ষ নিতম্ব স্থূল উন্নত প্রভৃতি বক্রভঙ্গী দ্বারা রূপান্তর ধরিয়া এবং প্রেমাঙ্কুর (লতার ন্যায়) ধারণ করিয়া সৌন্দর্য্য বা শোভাযুক্ত হইয়াছে, পয়োধর স্তনের নবীন উন্নতিই ইহার বিশেষ কারণ।

তন্বী বালা মৃদুতনুরিয়ং ত্যজ্যতা-মত্র শঙ্কা।
কাচিদ্দৃষ্টা ভ্রমর ভরতো মঞ্জ... ...না।
তস্মাদেষা রহসি সময়ে নির্দ্দয়ং পীড়নীয়া।
মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং নেক্ষুযষ্টিঃ সমগ্রং॥

নব কিশোরী বধূ সম্ভোগ সময়ে পতিকে উৎসাহ দিতেছেন, অর্থাৎ হে প্রাণেশ্বর আমি বালিকা ক্ষীণাঙ্গী ...মল দেহা এখন এই সকল আশঙ্কা আপনি ত্যাগ করুন ...রণ কোথায় কেহ দেখিয়াছে কি যে মধুপানসময়ে ভ্রমরের ভারে পুষ্পমঞ্জরী ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং এই রতিসময়ে ... নির্দ্দয়ভাবেই পীড়ন করুন, যেহেতু আপনি জানিবেন ...ক্ষু খণ্ড কোমল ভাবে চর্ব্বণ করিলে কইনই সমগ্র রস পাওয়া যায় না, সুতরাং এসময় আমার প্রতি দয়া দেখাইতে গেলে আপনি ঠকিবেন।

বাহু দ্বৌ চ মৃণাল-মাস্য কমলং লাবণ্য লীলা জলং।
শ্রোণীতীর্থ-শিলা চ নেত্র সফরী ঠর্ম্মিল্য শৈবালকং।
কান্তায়াঃ স্তন-চক্রবাক্ যুগলং কন্দর্পবাণানলৈ—
দর্গ্ধানা-মবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্ম্মিতং॥

কবি বলিতেছেন, পূর্ব্বে বিধাতা কর্ত্তৃক, নারী দেহরূপ একটি সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সরোবরে মৃণাল থাকে নারীদেহ রূপ এই সরোবরে মৃণাল কোথায়, দুই বাহুই অর্থাৎ দুই ভুজ মৃণাল তুল্য, মৃণালের উপরে পদ্মভাসে মুখপদ্মই ইহার পদ্ম সদৃশ, সরোবরের জলে মানব ক্রীড়া করে সেই জল কোথায় যুবতীর কমনীয় রূপ লাবণ্যই জলকেলি করিবার সুশীতল জল-স্বরূপ, এই সরো[illegible]ইয়া) [illegible]বার বাঁধা ঘাট কোথায়; কবি বলিতেছেন, কোটির নিম্ন[illegible] দুই নিতম্বই তীর্থশিলা উহা ধরিয়াই ঐ সরোবরে নামিতে হয় [illegible]াবরে ছোট ছোট মৎস্য বিচরণ করে সে মৎস্য কোথায়; কামিনীর দুইটি সচঞ্চল প্রশস্ত নয়নই হইতেছে সফরী বা পুটি মৎস্যের তুল্য, সরোবরে শৈবাল থাকে ইহার শৈবাল হইতেছে তরুণীর ঘন দীর্ঘ আকুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশ গুচ্ছ, যাহ[illegible] ব্যাপিয়া পরিশোভিত, জলকেলির সময় চক্র-বাক চক্রবাক[illegible] সরোবরের মধ্যস্থলে থাকে সেজন্য এই সরোবরের মধ্য[illegible] ক্রবাক্ চক্রবাকী স্বরূপে পাশাপাশি সুন্দর স্তন যুগলও [illegible]ভাবে শোভা পাইতেছে।

বিধাতা [illegible]দের এই সরোবরটিত নির্ম্মাণ করিলেন, ইহা কাহাদের [illegible]ার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে. ইহার উত্তরে কবি বলিতেছেন, যাঁহারা কামাগ্নি দ্বারা সন্তপ্তদেহ হইয়া দগ্ধপ্রায়

হইতেছেন সেই সকল কামসন্তপ্ত যুবকদিগের পক্ষে অবগাহনের জন্যই এই রমণীয় সুশীতল নারী সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব যুবকগণ কামাগ্নিসন্তাপ এবং সংসার সন্তাপ শান্তির জন্য এই সরোবরে মধ্যে মধ্যে অবগাহন করিয়া উপস্থিত শীতল হইতে থাকুন, পরে স্থির মস্তিষ্ক হইয়া বসিয়া জঠরাগ্নির সন্তাপনাশের চেষ্টা দেখিবেন, ইহাতে কিন্তু মজিবেন না; এবং সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্পদ দাতা আনন্দময় পরম পিতাকেও ভুলিবেন না।

যুবতী নায়িকার উক্তি।

পরস্ত্রী যৌবনং দৃষ্ট্বা কামেন যো হি পীড়িতঃ।
গলে চ কুম্ভং সংবদ্ধ্য যমুনায়াং মরিষ্যতু॥

কোন যুবতীর সৌন্দর্য্যদর্শনে কো... ...ক বড়ই মুগ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া রসিকা নাগরী যুবককে তিরস্কার ছলে বলিতেছেন, পরস্ত্রীর যৌবন দেখিয়া যে পুরুষ কামপীড়িত হয় সে ব্যক্তি জলপূর্ণ কুম্ভ গলায় বাঁধিয়া যমুনার জলে ডুবিয়া মরুক' তাহা শুনিয়া ঐ রসিক নাগর বলিতেছেন,—

কুচকুম্ভৌ গলে বদ্ধা বাহুনা রজ্জুরূপি...
তদ্ যৌবন-জলে কান্তে ঝম্পিষ্যামি...হং॥

হে কান্তে! তোমারই কুচকুম্ভ দু...া তোমারই বাহুরূপ দুইটি রজ্জুদ্বারা আমার গলে ...রিয়া তোমারই যৌবনরূপ জলে ঝম্প প্রদান করিয়া আ... ...র জন্য সানন্দে প্রস্তুত আছি সুতরাং তুমি শীঘ্র শীঘ্র তাহা... সুব্যবস্থা কর আর বিলম্ব করিলে বাঁচিব না।

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখ-মম্বুজেন।
কুন্দেন দন্ত-মধরং নব-পল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকৈদলৈঃ স বিধায় ধাতা।
কান্তে কথং ঘটিত বান্নু-পলেন চেতঃ॥

হে কান্তে তোমার নয়ন যুগল পদ্মদলের ন্যায় সুশোভিত, মুখাবয়বও অৰ্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মবৎ প্রফুল্ল, দন্তগুলি সমপংক্তি কুন্দ পুষ্পবৎ অমল ধবল, তোমার অধর নব পল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ এবং অঙ্গের বর্ণকান্তি চম্পক পুষ্পদলের ন্যায় সমুজ্জ্বল করিয়াই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু ভাই! তোমার চিত্তটি উপল (প্রস্তর) দ্বারা বড় কঠিন ভাবে তিনি নির্ম্মাণ করিলেন কেন? (যেহেতু সহজে বশে আসি[illegible]য়া) [illegible]মি সম্মত হইতেছনা)। পরে, কবি পুনশ্চ যুবকদিগে[illegible] [illegible]তেছেন।

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং,
হৃদি হলাহলমেব কেবলং।
অতএব নিপীয়তেঽধরো,
হৃদয়ং মুষ্টীভি-রেব পীড্যতে॥

অধিকাংশ [illegible]ভার বাক্য বড়ই সুমিষ্ট কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়টি সুকঠিন ও [illegible]ং কুটিলতা বিষে প্রায় পরিপূর্ণ থাকে, এজন্য বোধ হয় যু[illegible] তামরা যুবতীদিগের অধর সুধারূপ মধু বারম্বার পান কর কি[illegible] সুদৃঢ় দুই হস্তমুষ্টি দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়টি

তোমরা এখন কঠোরভাবে বারম্বার পেষণ কর, তোমরা যেন যুবতীর হৃদয়ের সমগ্র বিষগুলি নিংড়াইয়া বাহির করিয়া খাঁটি করিতে চাহ, ইহাই লোকে মনে করে।

ব্রহ্মৈব সর্ব্ব-মপরং নচ কিঞ্চিদস্তি।
তস্মান্ন মে সখি পরাপরভেদ-বুদ্ধিঃ।
জারে যথা গৃহপতৌ চ তথা রতির্ম্মে।
মূঢ়াঃ কিমর্থ-মসতীতি কদর্থয়ন্তি॥

একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি সুতরাং সকলই ব্রহ্ম, পৃথক্ কিছু নাই বা কোন ব্যক্তিও নাই সেই হেতু আমার আপন পর ভেদ বুদ্ধিও নাই এইজন্য হে সখি আমি পতি এবং উপপতিকে সমান ভাবেই ভালো বাসিয়া রতিদান করি, অতএব কিজন্য অনর্থক আমাকে অসতী বলিয়া কলঙ্কিনী করে, তাহাদের এখন কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই জন্মায় নাই।

কমলিনী মলিনা দিবসাত্যয়ে;
শশিকলা বিকলা ক্ষণদা ক্ষয়ে।
ইতি বিধে-র্বিদধে রমণীমুখং,
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জন

সূর্য্যাস্ত হইলে পদ্ম মুদিত হয়েন, র সান হইলেই চন্দ্রকলা বিকলা অর্থাৎ মলিনা হইয়া ইহা দেখিয়া বিধাতা রমণী মুখের সৃষ্টি করিলেন যাহ র শোভা দিবা রাত্রি সমান একভাবে থাকিল। অতএব ক ক্রমশই বিজ্ঞতম হইয়া থাকে ইহাই বুঝা যাইতেছে।

স্তনদ্বয়ং পঙ্কজ-কোরকোপমং,
মৃগীদৃশী পশ্যতি সাদরং মুহুঃ।
অতোঽনুমেয়েত বিকাশ শঙ্কয়া,
মুখং ক্ষপানাথ-মিব প্রদর্শয়েৎ॥

কোন মৃগলোচনা কিশোরী নিজ বক্ষের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া পদ্মকলিকার ন্যায় নবোত্থিত স্তনদ্বয় বারম্বার সাদরে দর্শন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া কোন কবি বলিতেছেন, নিজের স্তন নিজে দেখিবার উদ্দেশ্য এই অনুমান হয় যে, যুবতী চন্দ্রমুখী সেজন্য কুচপদ্মদ্বয়কে চন্দ্র দেখাইলে উহারা আর বড় হইয়া ফুটিয়া উঠিবে না কোরকবৎ ঈষৎ মুদিতই থাকিবে কারণ চন্দ্রদর্শনেই পদ্ম মদিত হয় এবং সূর্য্য [illegible] স্ফুটিত হয় ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

কবিরিব বঞ্চিতনিদ্র-স্তরণি তবার্থং ভৃশং স যুবা।
পদশব্দ-লীন-হৃদয়ো রূপালঙ্কার ভাবনানিপুণঃ॥

হে ত[illegible] তোমার নিমিত্ত সেই যুবা কবির ন্যায় নিদ্রায় বঞ্চিত হইয়া[illegible] যেমন কবিগণ ব্যাকরণ সিদ্ধ পদ ও শব্দ চিন্তায় এবং [illegible] ও অলঙ্কারাদি ভাবনায় মনোনিবেশ করেন সেইরূপ সেই [illegible] কখন গৃহে আসিবে সেই পদশব্দ এবং তোমার রূপও [illegible] প্রভৃতির অলঙ্কারাদির ভাবনায় নিদ্রা সুখ বর্জন করিয়াছে।

স্নিগ্ধ-মালপসি রুক্ষমেব বা ত্বৎকথা
ভবতু মে রসায়নং।
শীতলং সলিল-মুষ্ণমেব বা পাবকং হি
শময়েন্ন সংশয়ঃ॥

হে প্রিয়ে তুমি মধুরবচনে বা কর্কশবাক্যে (গালি দিয়াও) যখন যে ভাবেই আমাকে সম্ভাষণ কর, তোমার সেই ভাবই আমার প্রীতিবর্দ্ধক ও কামোত্তাপ শান্তি কারক হইয়া থাকে। যেমন জল শীতলই হউক অথবা উত্তপ্তই হউক তাহা স্পর্শ দ্বারাই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

হস্তালি সন্তাপবিনাশ হেতুঃ কিং তালবৃন্তং
তরলী করোষি।
উত্তাপ এষোঽন্তর-দাহহেতু-র্নতভ্রুবো-
র্ন-ব্যজনাপনেয়ঃ॥

হে সখি! গাত্রদাহ নিবারণার্থ তুমি কে[illegible] তালবৃন্তের পাখা বীজন (বাতাস) করিতেছ, অন্তর্দ্দা[illegible] [illegible]াপের হেতু, অতএব আনত-ভ্রূ নম্রমুখী যুবতীগণের [illegible]ই তাপ কখন (ন ব্যজনাপনেয়) ব্যাজন দ্বারা [illegible] [illegible]হে কিন্তু ইহা কেবল নব্যজন কর্ত্তৃকই অপনেয়, [illegible] [illegible] যুবক সংস্পর্শে শীঘ্রই এই কামপ্রদাহ নষ্ট হইয়া থাকে, [illegible]রাং যাহাতে সত্বর নব্য যুবকের সহিত আমার মিলন হয় তো[illegible] [illegible]রা (সখীরাই) সেই ব্যবস্থাই কর।

কবিতা কোমল বনিতা রসয়তি রসিকং
রসেন মিলিতা
সা যদি দুর্জ্জন হস্তে পতিতা
প্রতিপদ-ভগ্না সংশয়মগ্না।

সুকবিতা এবং স্বভাব কোমলা সুন্দরী বনিতা এই দুইটি রসিক যুবকের হস্তে পড়িয়া রসের সহিত মিলিতা হইলেই সরসা বা রসদায়িকা হয়েন, ঐ দুইটি যদি দুর্জ্জন বা অরসিক লোকের হস্তে পড়ে তবে উহা বিরস হইয়া হয়ত হস্তপদ ভগ্ন ও বিপদ ভয়ে মগ্ন বা উদ্বিগ্ন হইবার কারণ ঘটে।

অতএব এই শ্লোকবে [illegible] পাঠ দ্বারা রসিক লোকেরাও আনন্দ পাইবেন এবং [illegible] লোকেরা নিরানন্দ বা বিরক্ত হইবেন না,ইহা আমরা [illegible] আশা করি।

সমাপ্ত।